একেশ্বরবাদী বুদ্ধ

আড়াই হাজার বছরের অমানিশায় আচ্ছাদিত এক জ্যোতির্ময় মহামানব

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন

একেশ্বরবাদী বুদ্ধ

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন



বর্তমান যুগের বহুল প্রচলিত একটি ধারণা গৌতম বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন। তাদের যুক্তি বা বক্তব্য গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করেন নি বা ঈশ্বরের পরিচয় বর্ণনা করেন নি বা তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। মনে একটা প্রশ্ন ছিল, মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ যাঁকে হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ মান্য করে আসছে, শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে, তাঁর মত এক মহামানব কীভাবে নাস্তিক হতে পারেন? বিশ্বে কোন নাস্তিক তো এতো বড় সম্মান কখনও পায় নি!

এ কৌতুহল থেকে ত্রিপিটক পড়তে গিয়ে দেখলাম, মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ছিলেন তাঁর যুগের একজন ভাববাদী– এক মহান বুদ্ধ। তিনি ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করে তাঁর স্বরূপ ও পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি ঈশ্বরকে সম্যক জানতেন, ভালোবাসতেন, তাঁর আরাধনা করতেন। তিনি পরকাল, স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করতেন; শয়তান বা মার-এর অস্তিত্বও স্বীকার করতেন।

সর্বোপরি তিনি নাস্তিকতার নিন্দা করেছেন। তিনি অনাগতকালে হযরত মুহাম্মদ (স.) সহ এক মৈত্তিয়া বা মসীহর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

এমন বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে গ্রন্থটি পড়তে হবে।

একেশ্বরবাদী বুদ্ধ

আড়াই হাজার বছরের অমানিশায়
আচ্ছাদিত এক জ্যোতির্ময় মহামানব

একেশ্বরবাদী বুদ্ধ

আড়াই হাজার বছরের অমানিশায় আচ্ছাদিত এক জ্যোতির্ময় মহামানব

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন

সাহিত্য বিকাশ

একেশ্বরবাদী বুদ্ধ
আড়াই হাজার বছরের অমানিশায় আচ্ছাদিত
এক জ্যোতির্ময় মহামানব

গ্রন্থকার
শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন
shahamin2005@gmail.com

প্রকাশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
৪৫/এ নিউ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা ১০০০
সেলফোন: ০১৭৪৭৯৭৫৪৯০

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ত্ব
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

একমাত্র পরিবেশক
সাহিত্য বিকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
সেলফোন: ০১৮১৯ ১২২ ৯১৩

প্রচ্ছদ
মীর মুসাব্বের আলী

অলংকরণ
রবিউল ইসলাম (বাবু)

মুদ্রাকর
বিকাশ মুদ্রণ

মূল্য
৳ ৪০০.০০ টাকা, $ ১০.০০ ডলার, £ ৭.০০ পাউণ্ড

Ekeshhorbadi Buddha by Shah Mohammad Nurul Amin.
Published by Intercon Associates, 45/A, New Arambagh, Motijheel, Dhaka- 1000.
Price: BD $ 400.00, US. $ 10.00, UK. £ 7.00

ISBN: **978-984-927-880-1**

উৎসর্গ

যুগে যুগে সত্যের অন্বেষায় উত্তাল সমুদ্র, ধু ধু মরু প্রান্তর, কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে যাঁরা ছিলেন নির্ভীক। সত্য পেয়ে, সেই সত্য প্রচারে যাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেন নি কারো বিরোধিতার, কারো চোখ রাঙ্গানির। যাঁরা শত নির্যাতন, ধিক্কার, গালি ও কষ্ট বরণ করেও গেয়ে গেছেন শাশ্বত সত্যের গান, যে গান শুনে গভীর অন্ধকার থেকে আলোর ভুবনে বেরিয়ে এসেছে মানুষ, বেঁচে গেছে হাজারো প্রাণ। জয় হয়েছে মানুষের, মানবতার ও মানব সভ্যতার। সেই কালজয়ী অমর মানুষদের স্মরণে।

মুখবন্ধ

এই বইটি বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক কেন্দ্রীক একটি গবেষণা গ্রন্থ। ত্রিপিটক পালি ভাষায় লিখিত বিশাল গ্রন্থ। উত্তর পূর্ব ভারত পালি ভাষার আদি উৎসস্থল। কিন্তু বর্তমানে সেখান থেকে এ ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষান্তরিত হয়ে (হিজরত করে) ত্রিপিটকের স্থিতি হয় শ্রীলঙ্কায়। পরবর্তী সময়ে ত্রিপিটক আবার নতুন করে পালি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ও বৌদ্ধ সমাজে ত্রিপিটকের প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলা ও পালি ভাষায় ছেপে যাওয়ার কারণে এই অমূল্য গ্রন্থটি আজ খুবই সহজলভ্য হয়েছে। বাংলাদেশে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা কিছুটা থাকলেও এখানে উদার ও স্বাধীন চিন্তার সুযোগও অবারিত। এখানকার সুশীল সমাজ এ বিষয়ে বেশ সচেতন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বধর্মতত্ত্ব নামে একটা ডিগ্রী প্রদানকারী বিভাগ আছে। এই বিভাগটি দর্শনের অধ্যাপক কাজি নূরুল ইসলামের অনন্য কীর্তি। আমার এই বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পড়ানোর সুযোগ হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের উদার নীতি এবং সব রকম কুসংস্কার মুক্ত হওয়ার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। আমি সেখানে বিজ্ঞান ও ধর্ম নামক বিষয়টি পড়াতাম। পুরাতন ছাত্রদের অনেকে বিভাগটির পরিচালনায় নিয়োজিত দেখে ভাল লাগে।

এই বইটির লেখক শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিনও আমার একজন ছাত্র ও ধর্ম বিষয়ে অনবদ্য গবেষক। তার বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখিয়েছে। আমি দেখলাম সে ত্রিপিটক গ্রন্থ এত গভীরভাবে অনুধাবন করেছে যে সে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে কোন প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপন করতে নিজ থেকে কোন যুক্তি দেয় নাই। সে সব প্রতিপাদ্য বিষয় ত্রিপিটকের উদ্ধৃতি দিয়েই প্রমাণ করতে চেয়েছে। তার গবেষণার মাধ্যমে সে দেখাতে চেয়েছে সকল ধর্মের মত বৌদ্ধধর্মেও এ মূল শিক্ষাই দেয়া হয়েছে- এই বিশ্বজগতের একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা যাঁকে আল্লাহ, খোদা, ঈশ্বর ইত্যাদি নামে ডাকা হয় তিনি আছেন। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটকেও এক ঈশ্বরের বিষয়টি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর পরিচয় ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন নি। তিনি সারা জীবন সরব ছিলেন। এই বইতে বুদ্ধের আস্তিকতার সপক্ষে অনেকগুলো জোরালো প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি নাস্তিকতার কারণগুলোও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নূরুল আমিন এ বইয়ে এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, আল্লাহ তালা যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলেছেন, প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী রসুলগণ এসেছেন, এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ধর্মাবতার, নবী, রসুল ও মহাপুরুষদের এক সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে বাণী (ইলহাম), সুশিক্ষা ও হেদায়াতপ্রাপ্ত

হয়ে আগমন হয়েছে। বুদ্ধও এমনি একজন হেদায়াত ও ইলহাম প্রাপ্ত মহাপুরুষই ছিলেন। একদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় বর্তমানে তাঁর আদর্শে বিকৃতি ঘটেছে।

এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়। যেমন ত্রিত্ববাদের শিক্ষা একটি বিকৃত শিক্ষা। যিশুকে খোদার পুত্রের পর্যায়ে নিয়ে খোদা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠা যায়। পৃথিবীর সবচাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের একজন আইজ্যাক নিউটন। তিনি খ্রিষ্টান বংশদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রফেসর কার্ল সাগান কসমস নামক বইতে একথা উল্লেখ করেছেন। নিউটনের সহজ যুক্তি ছিল, যিশুখ্রিষ্টের জন্মদাতা ছিল। যিনি সৃষ্ট, সয়ম্ভু নন, তিনি খোদা হতে পারেন না। নিউটন ট্রিনিটি কলেজ থেকে একটা বাৎসরিক গবেষণা ভাতা পেতেন। তাঁকে বলা হয়, বিশ্বাস না বদলালে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস না করলে তাঁকে ভাতা দেওয়া হবে না। নিউটন এই ভাতা প্রত্যাহার করেন কিন্তু বিশ্বাস বদলান নাই।

অধ্যাপক নূরুল আমিন আরও দেখিয়েছে প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলিতে পরবর্তীতে অবতার আগমনের শুভসংবাদ দেওয়া আছে। সে তার পুস্তকে এটাও বলার চেষ্টা করেছে- সব ধর্মগ্রন্থেই মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ত্রিপিটকেও আছে। আর এ বিষয়টিও সে বিশদভাবে তুলে ধরেছে।

বইটির রচয়িতা অনেক তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে সব ধর্মেই শেষ (আখেরি) জামানার বিবরণ আছে। আর এই বর্ণনায় আশ্চর্যজনকভাবে অনেক মিল আছে, আর সবগুলো একই যুগ নির্দেশক। আরও চমকপ্রদ হলো আখেরি জামানায় মসীহ বা ত্রাণকারী মহাপুরুষের আগমনবার্তাও আছে। আর তাঁরা হলেন মুসলমানের ইমাম মাহদী, খ্রিষ্টানদের মসীহ (যিশু), হিন্দুদের কল্কি ও বুদ্ধদের মৈত্রিয়া। একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন সে তুলেছে, তাহলে তাঁরা কি সবাই একই সময়ে আগমনকারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন? যাঁরা এসে একই সময়ে পরস্পর বিরোধী মতবাদ বা ধর্ম প্রচার করে জগতে অশান্তি সৃষ্টি করবেন! তার যুক্তি হলো, এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু যুগ এক, তাই মহাপুরুষও একই হবেন, ভিন্ন ভিন্ন নয়। একজনেরই বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছে, বিষয়টি এতটুকু, এর চেয়ে বাড়তি কিছু নয়।

লেখক বইতে এই সব বিষয় নিয়ে বেশ সহজ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, অনেক নতুন নতুন বিষয় উন্মোচন করেছেন। আশা করি সত্যান্বেষী পাঠক বইটিতে অনেক চিন্তার খোরাক পাবেন।



মীর মোবাশ্বের আলী
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রাক্তন খণ্ডকালীন অধ্যাপক, বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক, সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও ত্রিপিটক পড়ার একটা আগ্রহ অনেক দিন থেকে ছিল। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস থেকেই ত্রিপিটক সংগ্রহ ও অধ্যয়নে তৎপর হই। কিন্তু তখনও অনেকগুলো বই সংগ্রহের বাইরে থেকে যায়, কোথায়ও পাচ্ছিলাম না। ফলে পুরো ত্রিপিটক পড়া হয়ে উঠে নি। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন জানতে পারি 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ' পুরো ত্রিপিটক ২৫ খণ্ডে এক সাথে প্রকাশ করেছে। আমি আনন্দিত হলাম। সাথে সাথে রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি থেকে এর একটি সেট সংগ্রহ করলাম।

ফলে ইতিমধ্যে যে বইগুলো পাইনি তা-ও সহজলভ্য হয়ে যায়। নতুন উদ্যমে অনুসন্ধিৎসু মনে অধ্যয়ন করতে শুরু করি। এ পর্যায়ে আমি বিস্মিত হই। উচ্ছ্বাসে, আবেগে বার বার 'আলহামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা এই বিশ্বজগতের সর্বাধিপতি আল্লাহ তালার) বলতে থাকি। 'বৌদ্ধধর্মও একেশ্বরবাদী ধর্ম' এ কথারই প্রতিফলন ও সত্যায়ন ত্রিপিটকের পরতে পরতে দেখতে পাই। হৃদয়ে অনুভব করি অজানাকে জানার দুর্বার এক আকর্ষণ, যার মাদকতার মোহে ৫৯টি বইয়ের ২৫ খণ্ডের প্রায় ২২৭৫৪ পৃষ্ঠার ত্রিপিটক পড়ে শেষ করি। সংগ্রহ করি শত শত সূত্র (ত্রিপিটকে শ্লোক বা পদ-কে সূত্র বলা হয়)। এরই পাশাপাশি সংগ্রহ করি সেগুলোর মূল পালি ভাষার উদ্ধৃতি ও এর ইংরেজি অনুবাদ।

এই পুস্তকে ত্রিপিটকের যে সব রেফারেন্স অর্থাৎ পালি উদ্ধৃতির বাংলা উচ্চারণ, এর বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত বিভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিতদের অনুবাদ থেকে নেয়া হয়েছে। আর এগুলো বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রকাশনা ও ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি (ত্রিপাসো) বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত [পবিত্র ত্রিপিটক, ২৫ খণ্ড, (ত্রিপাসো), প্রকাশ ২০১৭ ও পবিত্র ত্রিপিটক পালি, ৪৬ খণ্ড, (ত্রিপাসো), প্রকাশ ২০১৩]। বইয়ের পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জি অংশে অন্যান্য প্রকাশনীর ত্রিপিটক যা এই বইয়ে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ বইয়ের অনুবাদক, প্রকাশক, প্রকাশ সন ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

কয়েকটি জায়গায় আমাকে তাদের অনুবাদ পরিবর্তন করতে হয়েছে। সেটাও করতে হয়েছে, ভুল অনুবাদের পরিবর্তে সঠিক অনুবাদ দেয়ার জন্য। যেখানে ভিক্ষুরা ইচ্ছাকৃত ও সচেতনভাবে অনুবাদকে একটু ঘোলাটে বা অস্বচ্ছ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এমন ক্ষেত্রে নোট সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

তবে আমি ত্রিপিটকের সেই সব অনুবাদক ও প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞ যাঁরা গত দুইশ' বছর ধরে ত্রিপিটকের বিভিন্ন বই ইংরেজি ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ'-ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাবার দাবি রাখে। তাঁরা পুরো ত্রিপিটক-এর পালি-বাংলা সংস্করণ ২০১৩ এবং বাংলা অনুবাদ সংস্করণ ২০১৭ ও ২০১৮ প্রকাশ করে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি জানা আমাদের জন্য খুবই সহজসাধ্য করে দিয়েছেন।

তাছাড়া বাংলা ভাষী পাঠক হওয়ার কারণে ত্রিপিটক পড়তে গিয়ে আমি একটি বাড়তি সুবিধা পেয়েছি, যা উল্লেখ না করলেই নয়। আর তা হলো, 'ধ্বনিতত্ত্বের বিবেচনায় বাংলা

শব্দভাণ্ডার পালি ভাষার উত্তরাধিকার বহন করায় এবং পালি অনেক শব্দ প্রাকৃত বা অপভ্রংশরূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ায়' এটাও আমার মূল পালি ত্রিপিটক পড়তে ও বুঝতে অনেকটা সহায়ক হয়েছে।

তবে এরপরও কাজটা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। চলার পথটা ছিল বড়ই অমসৃণ। প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বার বার। কখনও পরিভাষাগত জটিলতা, কখনও বিষয়বস্তু বা ঘটনা প্রবাহের দুর্বোধ্যতা। আবার কখনও আসল-নকলের গোলক ধাঁধা। এর কারণ হলো, ত্রিপিটকের ৫৯টি বই পুরোটাই বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী নয়। কোনটি তাঁর বাণী, কোনটি তাঁর বাণীর ব্যাখ্যা, কোনটি আবার তাঁর শিষ্যদের বর্ণনা, কোনটি বা তাঁর শিষ্যদের ব্যাখ্যা। কোনটি তাঁর তাত্ত্বিক দর্শন, দৈনন্দিনের কর্ম ও শিক্ষার বর্ণনা। আবার এতে হাজারো প্রক্ষেপণ, সংযোজন, বিয়োজনের মত ঘটনাও রয়েছে। তাই, এটা থেকে গৌতম বুদ্ধের আসল শিক্ষা ও বিশ্বাস খুঁজে বের করা সত্যিই এক দুরূহ কাজ। আমি শুধু একটা চেষ্টা করেছি, এর বাড়তি কিছু নয়।

গৌতম বুদ্ধকে বিশদভাবে জানার একটা অদম্য আগ্রহ ছিল। সেখান থেকেই গবেষণা। প্রকৃত বুদ্ধকে জানার ছোট্ট একটা প্রয়াস। আর আমার কাছে এ সত্য প্রতিভাত, মহাত্মা গৌতম নাস্তিক ছিলেন না, আস্তিক ছিলেন। তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে কখনও নীরব ছিলেন না, সারা জীবন সরব ছিলেন। ঈশ্বরের স্বরূপ ও পরিচয় নিজে জানতেন এবং জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। আমি সামান্য অনুসন্ধান ও গবেষণায় ত্রিপিটকের পাতায় পাতায় এর প্রমাণ পেয়েছি। আমাদের কাছে ত্রিপিটকের গৌতম আড়াই হাজার বছরের অমানিশায় আচ্ছাদিত এক জ্যোতির্ময় মহামনব।

আমাকে বিভিন্নভাবে আমার কয়েকজন গুরুজন সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন, মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররাও আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া অনেকে কম্পোজ ও প্রুফ রিডিংয়ের কাজ করে দিয়েছেন। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। এমন একটি বই প্রকাশের সাহসী উদ্যোগ নেয়ায় আমি প্রকাশকের প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) ছিলেন বিশ্বনবী। সমগ্র বিশ্বের জন্য তিনি আগমন করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করে গেছেন, তাঁর এক অমর সার্বজনীন উদার শিক্ষা- পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন রসুল আগমন করেছেন। তাঁর (স.) একজন নগণ্য অনুসারী হিসেবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে আগমনকারী নবী-রসুল, অবতার ও মহাপুরুষদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের সত্যতা সাব্যস্ত করা আমাদের এক নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকেই এ পুস্তকে ত্রিপিটকের সাধারণ পাঠক এবং বৌদ্ধ সমাজে অপ্রচলিত কিন্তু সূচনালগ্ন থেকে ত্রিপিটকে সুরক্ষিত কিছু বিষয় তুলে ধরার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস চালিয়েছি মাত্র। আপনাদেরকেও সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মহাত্মা গৌতম বুদ্ধকে নতুন দৃষ্টিকোণে মূল্যায়ন করার জগতে।

আশা করছি আর পরম করুণাময়ের সমীপে নিবেদন করছি, আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সত্যান্বেষীগণের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া প্রথম সংস্করণে কোন ভুল বা অসংগতি থাকলে সেটাও পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করার চেষ্টা করা হবে।

-শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন

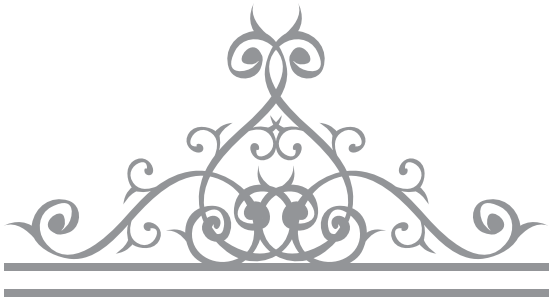


আল কুরআনের শাশ্বত বাণী

আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন রসুল পাঠিয়েছিলাম। আর বলেছিলাম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান, দেবদেবী ও প্রতিমা পূজা পরিহার কর। অতএব তাদের একাংশকে আল্লাহ হেদায়ত দিলেন এবং আরেকাংশের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল।

(আল কুরআন, সূরা আন্ নাহল, আয়াত : ৩৭)

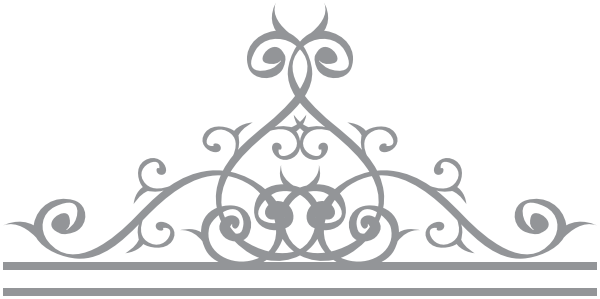




এক মুসলিম মনীষীর স্মরণীয় উক্তি

"আমরা কখনও অন্য জাতির নবীগণকে অবজ্ঞা করি না। বরং আমাদের ধর্ম বিশ্বাস হলো, পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠিতে যত নবী এসেছেন এবং যাঁদেরকে কোটি কোটি লোক মেনে নিয়েছে আর পৃথিবীর কোন না কোন অংশে তাঁদের ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর এ ভালোবাসা ও বিশ্বাস এক দীর্ঘকাল অতিক্রম করে এসেছে, সেক্ষেত্রে এ একটি প্রমাণই তাঁদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট। কেননা, তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে যদি না হতেন তবে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতো না। খোদা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের সম্মান কখনও অন্যকে দেন না। যদি কোন মিথ্যাবাদী তাঁদের আসনে বসতে চায় তাহলে শীঘ্রই তাকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়া হয়।"





বুদ্ধবাণী

"জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার, ..."

(ত্রিপিটক, একাদশ– খণ্ড, ধম্মপদ, পৃ-১৩৪)

"বাসেট্ঠ! আমি ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টরূপে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐ স্থানে গমনের মার্গও প্রকৃষ্টরূপে জানি, যে মার্গে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মলোক জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানি।"

(ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, ১ম খণ্ড, তেবিজ্জ সূত্র-৫৫৪)



সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ ও একেশ্বরবাদ

একেশ্বরবাদী মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর বিশ্বাস		২৩-১৫৬
১ম প্রমাণ-	বহু সাধনায় এক মহান অস্তিত্ব লাভের স্বীকারোক্তি	৪০
২য় ” -	মহাত্মা গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ ও এর পরবর্তী ঘটনাবলী: (ঈশ্বর বিশ্বাসের অকাট্য দলিল)	৪৬
৩য় ” -	অজাত, অভূত, অসংস্কৃত এক সত্তার পরিচয় তুলে ধরা	৬২
৪র্থ ” -	সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস উপস্থাপন	৬৭
৫ম ” -	এক, অদ্বিতীয় এক মহান অস্তিত্বের বর্ণনা	৭৬
৬ষ্ঠ ” -	বুদ্ধের স্বয়ম্ভু এক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস	৮২
৭ম ” -	সর্বজ্ঞানী এক মহান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাঁকে প্রাণাধিক ভালোবাসা	৮৫
৮ম ” -	বুদ্ধ নিজে এক সর্বোচ্চ সত্তার আরাধনা করতেন	৯৪
৯ম ” -	অধিদেব বা উৎপত্তি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস	৯৬
১০ম ” -	ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকার ঘোষণা	৯৯
১১শ ” -	বুদ্ধের এক ঘনিষ্ঠ শিষ্যের বক্তব্যে এক মহান অস্তিত্বের বর্ণনা	১১৭
১২শ ” -	বুদ্ধের ব্রহ্ম লাভের মার্গ শিক্ষা দিয়েছেন	১২৪
১৩শ ” -	বুদ্ধ পরকালে বিশ্বাস করতেন	১২৯
১৪শ ” -	বুদ্ধ স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করতেন	১৩৪
১৫শ ” -	বুদ্ধ নিজে শয়তান সনাক্ত করেছেন আর অন্যদেরকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বলে দিয়েছেন	১৪০
১৬শ ” -	গৌতম বুদ্ধের ঈশ্বর বিশ্বাসের বিবিধ প্রমাণ:	১৪৬-১৫৬
	(এক) বুদ্ধ শিষ্যের ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গ বর্ণনা	১৪৬

(দুই) প্রার্থনার সময় এক ব্রহ্মকে সাক্ষী রাখা ১৪৮
(তিন) পুণ্যবান বুদ্ধশিষ্যের ব্রহ্মের প্রশংসা লাভ ১৫০
(চার) মন্ত্রে রোগ উপশম ১৫২
(পাঁচ) বুদ্ধের ব্রহ্মবন্ধু হওয়ার ঘোষণা ১৫৫

বুদ্ধ নাস্তিকতার নিন্দা করেছেন ১৫৭

নাস্তিক্যবাদ বুদ্ধের প্রতি আরোপের কারণ ১৫৯-২০৭

১. বুদ্ধের দেবদেবী ও মূর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ১৬০
২. বুদ্ধের ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত অযৌক্তিক ধারণা খণ্ডন করা: ১৬২-১৭৪
ভালো ও মন্দ ঈশ্বরের ধারণা খণ্ডন ১৬২
ব্রহ্মার লীলায় জগত সৃষ্ট– এধারণা খণ্ডন ১৬৮
ব্রহ্ম লোক ও ব্রহ্মার ভক্ষ্য সংক্রান্ত ধারণা খণ্ডন ১৭২
৩. বুদ্ধের বিরুদ্ধে হিন্দু ব্রাহ্মণদের শত্রুতাবশত মিথ্যা আরোপ ১৭৬
৪. বুদ্ধ বিরোধী ব্রাহ্মণদের পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা ১৮৬
৫. বুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগী ভিক্ষুদের অপপ্রচার ১৮৭
৬. গৌতম বুদ্ধের কথা শ্রোতাবিশেষ বিপরীত অর্থে বুঝতো ১৮৯
৭. বুদ্ধের কথা অপরিপক্ক শিষ্য ও ভিক্ষুরা অনেক সময় উল্টো বুঝতো ১৯১
৮. বুদ্ধের প্রতি অতিরঞ্জিত ও অসত্য বিষয় আরোপ করা ১৯৩
৯. বুদ্ধের মতবাদ শুধুমাত্র পণ্ডিতদের বোধগম্য হওয়া ১৯৫
১০. অন্যের দ্বারা বুদ্ধের ধর্মচক্র অনুপ্রবর্তিত হওয়া ১৯৭
১১. নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধদের দ্বারা ত্রিপিটক সংকলিত হওয়া ১৯৮
১২. অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদদের ভুল অপপ্রচার ২০২
– অশোক শিলালিপি বা অনুশাসন থেকে বুদ্ধের আস্তিকতার প্রমাণ ২০৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ শাস্ত্রে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা

বুদ্ধগণের ভবিষ্যতেও আগমন হবে ২১৫

গৌতম বুদ্ধের পুনর্জন্ম হবে না ২২৬

ত্রিপিটকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)
(আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা) ২৩১-২৭৭

১. ত্রিপিটকে বর্ণিত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের সময়কাল ২৩২

২. ত্রিপিটকে বর্ণিত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের স্থান ২৪২

৩. ত্রিপিটকে বুদ্ধের চেয়ে বড় সত্তা আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ২৪৩

জগৎ বিখ্যাত কয়েকজন মনীষীর
হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ২৫১

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে
হিন্দু ধর্মের সাক্ষ্য ২৫৩

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে
ইহুদি ধর্মের সাক্ষ্য ২৫৫

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে
খ্রিষ্টধর্মের সাক্ষ্য ২৫৮

৪. হযরত মুহাম্মদ (স.) ও ত্রিপিটকের নরশ্রেষ্ঠ বা
নরাসভ এক ও অভিন্ন সত্তা ২৬১

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যতার প্রমাণ ত্রিপিটকের মানদণ্ডেঃ ২৭৭-৩১৫

১. বুদ্ধ বা তথাগত সত্যবাদী হন ২৭৮

২. বুদ্ধ বা তথাগতের কথা ও কাজ অভিন্ন ২৮০

৩. বুদ্ধ বা তথাগত কোমল ভাষা ব্যবহার করেন ২৮৪

৪. বুদ্ধ বা তথাগত সারকথা বলেন ২৮৬

৫. বুদ্ধ বা তথাগত উচ্চ শব্দ ব্যবহার করেন না/হীন
আলাপ করেন না ২৮৭

৬. বুদ্ধ বা তথাগতকে হত্যা করা যায় না ২৮৮

৭. বুদ্ধ বা অর্হৎদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ২৯২

৮. বুদ্ধ বা তথাগত নিস্পাপ হয়ে থাকেন ৩০৩
৯. বুদ্ধরা অকারণে হাসেন না/স্মিত হাসেন ৩০৪
১০. বুদ্ধরা অহংকার মুক্ত হয়ে থাকেন ৩০৫
১১. বুদ্ধের বিরুদ্ধে জাদুর অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে ৩০৭
১২. বুদ্ধের বিরুদ্ধে অপপ্রচার তাঁর বিজয়ের কারণ হয় ৩০৮
১৩. বুদ্ধরা দায়িত্ব পূর্ণ করার পর পরিনির্বাণ লাভ করেন ৩০৯
১৪. বুদ্ধরা কোন্ কোন্ ত্রুটিমুক্ত ৩১০
১৫. বুদ্ধের আগমনে এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয় ৩১২

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ শাস্ত্রে মৈত্রিয়া বুদ্ধ বা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

মৈত্রিয়া বুদ্ধ ৩২১
মৈত্রেয়া বুদ্ধ আগমনের যুগ ও এর লক্ষণাবলী ৩২২
ইসলাম ধর্ম বর্ণিত শেষযুগ বা মসীহ ও মাহদীর আগমনের যুগের লক্ষণাবলী ৩৩৪
হিন্দুধর্মে কলির কাল বা কল্কি অবতারের আগমনকালীন যুগের লক্ষণাবলী ৩৩৮
খ্রিষ্টধর্মে বর্ণিত মসীহর দ্বিতীয় আগমন বা শেষযুগের লক্ষণাবলী ৩৪৩
মৈত্রেয়া বুদ্ধের কাজ ৩৪৫
মৈত্রেয়া বুদ্ধের পরিচয় ৩৫০

চতুর্থ অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত পরিচয়

ত্রিপিটকের নিরীখে গৌতম বুদ্ধ ৩৬৩
ইসলামের দৃষ্টিতে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ৩৬৯
রেফারেন্সের কিছু নমুনা কপি ৩৮৫
গ্রন্থপঞ্জি ৩৯৩



প্রথম অধ্যায়

ঞযব ভরৎংঃ পযধঢ়ঃবৎ

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ ও একেশ্বরবাদ

(এধঁঃধস ইঁফফযধ ধহফ গড়হড়ঃযবরংস)

- একেশ্বরবাদী মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর বিশ্বাস
- বুদ্ধ নাস্তিকতার নিন্দা করেছেন
- নাস্তিক্যবাদ বুদ্ধের প্রতি আরোপের কারণ

একেশ্বরবাদী
মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর বিশ্বাস
[গড়হড়ঃযবরংঃরপ ইঁফফযধ ধহফ যরং ইবষরবভং]

বর্তমান যুগের বহুল প্রচলিত একটি ধারণা গৌতম বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের একটা বড় অংশ বা বেশির ভাগ বৌদ্ধই এ বিশ্বাস পোষণ করে। আর ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও একই অভিমত। তাদের যুক্তি বা বক্তব্য গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করেন নি বা ঈশ্বরের পরিচয় বর্ণনা করেন নি বা তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। বৌদ্ধধর্মের যে অংশটি আস্তিক তাদের অধিকাংশ আবার বুদ্ধকেই ঈশ্বর মনে করে।

তবে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করার সুবাদে এই বিষয়টি মানতে আমার বড়ই কষ্ট হতো। প্রায়শঃ মনে প্রশ্ন জাগতো, মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ যাঁকে হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ মান্য করে আসছে, শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে, তাঁর মত এক মহামানব কীভাবে নাস্তিক হতে পারেন? বিশ্বে কোন নাস্তিক তো এতো বড় সম্মান কখনও পায় নি!

এই ভাবনা থেকেই জানার আগ্রহ জন্মে। সেখান থেকেই ত্রিপিটক পড়ার যাত্রা শুরু। উদ্দেশ্য প্রকৃত বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষাকে অনুসন্ধান করা। আর ত্রিপিটক পড়তে গিয়ে সেখানেও কিছু সমস্যা অনুভব করি। এর কারণ হলো– বর্তমানে যে ত্রিপিটক বিদ্যমান তা গৌতম বুদ্ধের সময়কালে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় নি। ভিক্ষুদের স্মৃতিতে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তা বর্ণিত হয়ে এসেছে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের (মৃত্যুর) পর থেকে পরবর্তী পাঁচশত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সঙ্গীতিতে (সঙ্গীতি বলা হয় সেই সভাগুলোকে যেখানে ত্রিপিটক সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা একত্রিত হতেন। প্রথম চারটি সঙ্গীতিতে মূলত ত্রিপিটক সংগ্রহের মূল কাজ করা হয়) এটা সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া হয়। আর বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় পাঁচশত বছর পর চতুর্থ সঙ্গীতিতে এর সংগ্রহ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পন্ন হয় বলে কথিত আছে। আর এ সময়সীমাটা এমন যুগ-নির্দেশক যার বিষয়ে স্বয়ং বুদ্ধই বলে গেছেন- 'আমার এ শিক্ষা পাঁচশত

বছর পর আর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।'[১] অর্থাৎ যে যুগে বুদ্ধের খাঁটি শিক্ষা, বিশুদ্ধ শিক্ষা অক্ষুন্ন থাকবে না বলে বুদ্ধ জানিয়ে গেছেন সেই ক্ষণে ত্রিপিটকের সর্বপ্রথম চূড়ান্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে ত্রিপিটকে মূল শিক্ষার সাথে ভেজাল মিশ্রিত হওয়া বা বিকৃতি ঘটা অনেকটা স্বাভাবিক বিষয় বলে ধরে নেয়া যায়।

এছাড়া ত্রিপিটকের প্রথম পাণ্ডুলিপি যেগুলো সেই সময়ে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ সঙ্গীতিতে তালপাতায় লেখা হয়েছিল সেগুলোও পরবর্তীতে হারিয়ে যায়। সেগুলোর সন্ধান পরে আর পাওয়া যায় নি। ফলে বর্তমান ত্রিপিটক মূল পালি উৎস থেকে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় নি। ত্রিপিটক পালি উৎস থেকে অনুবাদ হয়ে সম্রাট অশোকের যুগে অর্থাৎ বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় আড়াইশ' বছর পর অশোক পুত্র মাহিন্দ্রের মাধ্যমে সিংহলী ভাষায় ভাষান্তর হয়ে যায়।[২] অপরদিকে মূল 'পালি পাণ্ডুলিপি'ও কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে পুনরায় ত্রিপিটক সিংহলী থেকে পালিতে অনুবাদ করা হয়।[৩] ফলে অনুবাদ থেকে পুনঃ পালিতে অনুবাদ হওয়ার কারণে অনেক বিষয়, মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে অর্থাৎ বুদ্ধের শিক্ষা থেকে দূরে যাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

লিখিত সংকলনের চূড়ান্ত কাজটি সমাধা করা হয় শ্রীলংকায়।[৪] নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে এটা করা হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় এক হাজার বছর পরে অর্থাৎ পঞ্চম খ্রিষ্টিয় শতাব্দীতে। এর আগের কোন পাণ্ডুলিপি কোথায়ও পাওয়া যায় নি।[৫] আর শ্রীলংকান বৌদ্ধরা যেহেতু নাস্তিক্যবাদী তাই তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাও খুবই স্বাভাবিক।

এছাড়া, নিজ জীবদ্দশায় বৌদ্ধভিক্ষু ও অনুসারীদের প্রতি অনুযোগ করে গৌতম স্বয়ং বলেছেন, তারা তাঁর কথা বিপরীত অর্থে বুঝতো। তিনি একদিকে যেতে বললে তারা বিপরীত দিকে চলে যেত।[৬] আবার হিন্দু ব্রাহ্মণদের মিথ্যা প্রচারণা তো ছিলই। তিনি যা বলেন নি, তারা তাঁর নামে মানুষের মাঝে তা প্রচার করতো অথবা তিনি যা বলতেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় তারা লোকদের মাঝে প্রচার করতো।[৭] তাই এমন লোকদের পক্ষে এক হাজার বছরের ব্যবধানে আস্তিক বুদ্ধকে নাস্তিক বানানো একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

অপরদিকে প্রক্ষেপণ দুষ্টতা তো ত্রিপিটকে আছেই। এ কারণে প্রক্ষেপণ আর শত্রুদের মিথ্যা অপপ্রচারের প্রবল ঝড়ে বুদ্ধের আসল শিক্ষা কালের অমানিশার অতল গহ্বরে চাপা পড়া অসম্ভব যে নয়, এটা পাঠক মাত্রই অনুমান করতে পারেন। অতএব, এ যুগে বিদ্যমান ত্রিপিটকের হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়ে এর মধ্য থেকে আস্তিক বুদ্ধকে টেনে বের করাটা অনেকটা হাজারো টন ছাইয়ের মধ্য থেকে ছোট এক টুকরো মনি-মুক্তা খুঁজে বের করে আনার মত। আমি এই কঠিন চেষ্টাটা করার প্রয়াস পেয়েছি। কতটা পেরেছি, এ বিচার বিজ্ঞ পাঠকগণই করবেন।

তবে এটা করতে গিয়ে বার বার আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগতো, পাশ্চাত্যের বড় বড় গবেষক, যারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পূর্বে গবেষণা করেছেন তারা কেন জোরালোভাবে এ বিষয়টি সামনে উপস্থাপন করেন নি? অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা তো অনেক পরিশ্রমই করেছেন। পুরো ত্রিপিটক পালি থেকে জার্মান কিংবা ইংরেজিতে অনুবাদও করেছেন। তারপরও আস্তিক বুদ্ধকে কেন তারা দৃঢ়তার সাথে আবিষ্কার করতে পারেন নি?

আমার মনে হয়, তাদের অনুসন্ধিৎসু মনোবলে একটু ঘাটতি ছিল। ফলে, তারা প্রচলিত বিশ্বাসের অর্থাৎ 'বুদ্ধ নাস্তিক' এ বদ্ধমূল ধারণার ভেলায় চড়ে স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়েছেন। ত্রিপিটকের মূল বা অন্তর্নিহিত বিষয়ে তারা গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন নি। তারা অনুসন্ধান করে বুঝার চেষ্টা করেন নি যিশুখ্রিষ্টের পাঁচশত বছর আগে আগমনকারী মহামানব গৌতম বুদ্ধকে, তাঁর শিক্ষা ও তাঁর ধর্মকে। খুঁজে বের করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। নতুবা তারা অন্য ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম করেছেন এ ক্ষেত্রে তা করলে এ কাজটা হয়তো অত্যন্ত সফলভাবে করতে পারতেন। যেহেতু করেন নি, তাই তারা বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিক্ষা সর্ম্পকে বুদ্ধের বর্ণিত 'অন্ধদের হাতি দেখা'[৮] গল্পের ন্যায় ভূমিকা পালন করে গেছেন।

তবে একটা বিষয় ঠিক, ছাই দিয়ে মনি মুক্তার ঔজ্জ্বল্য আচ্ছাদিত করা গেলেও বিলুপ্ত করা যায় না। ছাই সরে গেলে তা নিজ দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ত্রিপিটক পড়ে আমার এমনটাই মনে হয়েছে। তাই, প্রাচ্যবিদদের অনুরোধ জানাচ্ছি, বুদ্ধকে নতুন করে বুদ্ধের মত দেখার জন্য; অন্যের চশমায় নয়, নিজের চশমায়, অনুসন্ধিৎসার আয়নায়।

বৌদ্ধদের প্রতি সহানুভূতি রাখলেও মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসগুলোর সাথে একমত হওয়া যায় না। কারণ, সহানুভূতি থেকেই বলছি, আমি যখন দেখি, নিজেদের বিশ্বাস, করণীয়, উদ্দেশ্য, গন্তব্য কিছুই নির্দিষ্ট করে তারা বলতে পারে না। ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ-নরক কিছুতেই বিশ্বাস না থাকায়, সব সময় সংশয়বাদিতার দোলাচলে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে, তাদের চোখে বিরাজ করে এক বিশাল শূন্যতা, আচার-অনুষ্ঠান পালন করেও কিছুই না পাওয়ার বা রিক্ত হস্তে পৃথিবী ছেড়ে এক অজানার উদ্দেশ্যে যাওয়ার শঙ্কা তাদের মনে বিরাজ করে। যা তাদেরকে প্রতিনিয়ত এক মর্মযাতনা বা অস্বস্তিতে ভোগায়। কারণ, গন্তব্যহীনতা বা উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন কখনও মানব জীবনের পূর্ণতা বা স্বস্তি এনে দিতে পারে না। মানব জীবনের চূড়ান্ত পূর্ণতা তার স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়ার মাঝে নিহিত। এটাকে সে কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করতে পারে না। করলে, যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, এর জায়গায় এই শূন্যতা পূরণের জন্য তাকে কৃত্রিম কিছু এনে দাঁড় করাতে হয়। স্রষ্টাহীন জগতে বৌদ্ধদের আবিষ্কার করা 'নির্বাণ' এমনই একটি বিষয়। কারণ মানব

মন কিছুতেই মানতে চায় না, ধর্মের বিধি-বিধানের শৃংখলে বাধা এক নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনের পর এর বিনিময়ে কিছুই থাকবে না, কিছুই পাওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে ধর্মের শৃংখলমুক্ত নাস্তিকদের সাথে বৌদ্ধরা নিজেদের একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে রাখতে চায়। ফলে, তারা বাহ্যত স্বর্গ, নরক, পরকাল ও ঈশ্বর অস্বীকার করলেও এর জায়গায় নির্বাণ-কে এনে দাঁড় করায়।

আমি নির্বাণ লাভের বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর দেখলাম, এটিই হতে পারে ধর্মের শৃংখলমুক্ত নাস্তিকদের সাথে বৌদ্ধদের পার্থক্য সৃষ্টিকারী একটি বিষয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এটি স্রষ্টা বা ঈশ্বরের বিকল্প হতে পারে না!

এই ভাবনা থেকেই আরেকটু বিশদভাবে জানার ইচ্ছা। সেখান থেকেই গবেষণা। ছোট্ট একটা প্রয়াস, বৌদ্ধদেরকে তাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার। কোন বিদ্বেষ থেকে নয়, বরং ধর্মানুরাগের সহানুভূতি থেকে। আর আমাদের গবেষণায় এ সত্য প্রতিভাত, মহাত্মা গৌতম নাস্তিক ছিলেন না, আস্তিক ছিলেন। তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে কখনও নীরব ছিলেন না, সারা জীবন সরব ছিলেন। ঈশ্বরের স্বরূপ ও পরিচয় জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। আমি সামান্য অনুসন্ধান ও গবেষণায় ত্রিপিটকের পাতায় পাতায় এর প্রমাণ পেয়েছি। আমাদের কাছে ত্রিপিটকের গৌতম আড়াই হাজার বছরের অমানিশায় আচ্ছাদিত এক জ্যোতির্ময় বুদ্ধ। তিনি নিজে ঈশ্বর ছিলেন না, বরং ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রেরিত বা মনোনীত এক মহাপুরুষ ছিলেন। যাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য মনোনীত করেছিলেন। যিনি অন্ধকার এক যুগে ঈশ্বরকে লাভ করে, ঈশ্বরের আলোয় নিজে আলোকিত হয়ে জগতকে আলোকিত করেছেন।

গৌতম বুদ্ধের আগমন হয়েছিল হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য। তিনি এসেছিলেন হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণুর দশাবতারের নবম অবতার হিসেবে।[৯] এজন্য হিন্দুধর্মে যেসব ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি ছিল, যে অংশ বেশি ব্যাধিতে জর্জরিত ছিল সেখানে তিনি বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন, কাজ করেছেন, সংস্কারের প্রয়াস চালিয়েছেন।

তিনি হিন্দুদের বেদ-বেদান্তের অনেক বিষয়ের বিরোধী ছিলেন। তবে বেদে বর্ণিত সব বিষয়ের বা সম্পূর্ণ বেদের বিরোধী ছিলেন না। প্রক্ষেপণ মুক্ত খাঁটি বিশুদ্ধ বেদকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।[১০] এ কারণে বেদ-বেদান্ত, মহাভারত-গীতায় ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরিচয় সংক্রান্ত সাধারণ বর্ণনা স্পষ্ট ও মোটামুটি বিশদ বা ঐ যুগের চাহিদা উপযোগী থাকায় হয়তো তিনি এ বিষয়গুলোর বর্ণনায় বাড়তি একটা মনোযোগ দেন নি বা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। কারণ বেদ-বেদান্তের ঈশ্বর সংক্রান্ত খাঁটি ও বিশুদ্ধ শিক্ষাগুলোর সাথে তাঁর কোন বিরোধ

ছিল না। তাঁর দ্বিমত ছিল ঈশ্বরের আসনে বসানো মূর্তি ও দেবদেবীর বিশ্বাসের সাথে। তাঁর দ্বিমত ছিল আধ্যাত্মিকতা শূন্য শুষ্ক পুরোহিত ধর্মযাজকদের সাথে। দ্বিমত ছিল, ঈশ্বর বা স্রষ্টা সংক্রান্ত অযৌক্তিক, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সাথে। তিনি সেখানে দৃষ্টি দিয়েছেন, সবাইকে এর অসারতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।[১১] তবে ঈশ্বর সংক্রান্ত সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্ব বর্ণনায়, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ও পরিচয় উপস্থাপনে তিনি অবশ্যই বাড়তি মনোযোগ দিয়েছেন। এ প্রমাণগুলো আমি প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তিনি কথা বলেছেন অমানবিক কুশিক্ষা 'বর্ণ প্রথা'-র বিরুদ্ধে। এর মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। এ প্রথা দূর করেছেন।[১২]

আবার বেদ-বেদান্তের মনগড়া ও অতিরঞ্জিত উপাখ্যান বর্ণনায় ধর্ম যখন হয়ে পড়ে প্রথা সর্বস্ব আর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের স্বার্থ চরিতার্থ করার মোক্ষম অস্ত্র। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা বাদ দিয়ে যখন ধর্মের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে ভোগ-বিলাস এবং বিভিন্ন দেবদেবী ও মুনি-ঋষিদের অনৈতিক লীলাখেলার উপাখ্যান বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যার ফলে, কলুষিত হয়ে পরে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা, কলুষিত হয়ে পড়ে সমাজ, কলুষিত হয় উপাসনালয়; বুদ্ধ তখন উপাসনালয়গুলো ও পুরোহিতদের নিষ্কলুষ, পুত-পবিত্র ও সব নোংরামী থেকে মুক্ত রাখতে ভিক্ষুদের জন্য আরোপ করেছেন কিছু বিধি-নিষেধ বা নিয়ম কানুন। শিক্ষা দিয়েছেন কিছু উত্তম নৈতিক গুণাবলীর।[১৩] অবশ্য পরবর্তীতে এতে ব্রহ্মচর্যের নামে অনেকটা বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

একইভাবে তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে, ঈশ্বরকে চিনে, ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানের সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর তিনি এটাও তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তন্ত্রের চক্রে ঘুরপাক খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা হিন্দু এই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের কেউ নিজে ঈশ্বরকে দেখে নি, তাদের সপ্তম পূর্ব পুরুষ পর্যন্তও কেউ দেখে নি। এক অন্ধ যেমন আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না তদ্রূপ যারা নিজেরা ঈশ্বরকে দেখে নি, ঈশ্বরকে পায় নি, তারা অন্যকে ঈশ্বর দেখাতে বা পাইয়ে দিতে পারে না।[১৪]

এরপর তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের ঈশ্বরকে না চেনার, না দেখার বা লাভ না করার কারণ চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন- এর প্রথম কারণ হলো তারা আসল ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দেবদেবী যেমন ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান, প্রজাপতি প্রমুখের শরণাপন্ন হচ্ছে, তাদের ডাকছে। অর্থাৎ তারা এক ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বহু ঈশ্বর বা দেবদেবীর

পূজা-অর্চনা করছে, তাই তারা ইহজগতে কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরকে পাচ্ছে না। আর যারা ইহজগতে ঈশ্বরকে পায় না, তারা মরণের পরও ঈশ্বরকে পাবে না।[১৫]

দ্বিতীয় কারণ উল্লেখ করেছেন, ধর্মের কঠিন ব্রত ও সাধনা ছেড়ে তারা কামনা-বাসনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ধর্মকে ত্যাগ করে অধর্মকে গ্রহণ করে বসে আছে। এটা করে কখনও ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।[১৬]

তৃতীয় কারণ বলছেন, অমার্গকে মার্গ ধারণায় তথায় গমন করলে অধঃপতন হয়। অঙ্গহানি ঘটে। ঈশ্বর লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা যেহেতু অমার্গকে মার্গ জ্ঞান করে বসে আছে তাই তারা কখনও ঈশ্বরকে লাভ করবে না।[১৭]

তাই, মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে, যুগের একজন সংস্কারক হিসেবে অন্ধ-বিশ্বাস, নানাবিধ কুসংস্কার, বিভিন্ন দেবদেবী ও মূর্তির খোলসে মোড়ানো এক কৃত্রিম, অলীক ও কাল্পনিক ঈশ্বর বা দেবদেবী ও প্রতিমাগুলোকে অস্বীকার করেছেন। এটাকে তাঁর বিরোধী সমালোচকরা নাস্তিকতারূপে সাব্যস্ত করে তাঁকে নাস্তিক ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর অনুসারীরাও পরবর্তীতে এর শিকারে পরিণত হয়। তারাও মেনে নেয় তিনি নাস্তিক ছিলেন।[১৮]

গৌতম বুদ্ধ কখনও এই বিশ্বজগতের সর্বাধিপতি, চিরন্তন, শাশ্বত, অজাত, অভূত, অসংস্কৃত এক অদ্বিতীয় মহান ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নি। আড়াই হাজার বছরের শত সহস্র চড়াই উতরাই ডিঙিয়ে প্রক্ষেপণ আর পরিবর্তন পরিবর্ধনের আঘাত সহ্য করেও গৌতম বুদ্ধের ঈশ্বর বিশ্বাসের অগণিত প্রমাণ আজও ত্রিপিটকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান মনি-মুক্তার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আছে ঈশ্বর প্রেমের আবেগ অনুভূতির প্রকাশ, ঈশ্বর লাভের আশায় চরম সাধনা ও তপস্যার কথা, ঈশ্বর লাভের পর চরম উচ্ছ্বাস ও অভিব্যক্তি প্রকাশের কথা। আর শুধুমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা নয়, বরং বিদ্যমান আছে আস্তিকতার অন্যান্য বিষয় যেমন- পরকাল, স্বর্গ, নরক, ফিরিশতা ও শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা।[১৯] প্রথম অধ্যায়ে ত্রিপিটক থেকে এ প্রমাণগুলো একাধারে তুলে ধরা হয়েছে।

আছে এই শাশ্বত ঘোষণা- তিনিই প্রথম ও শেষ বুদ্ধ নন, তাঁর পূর্বেও একই উৎস থেকে জ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধরা এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন।[২০] এমনকি ভবিষ্যতে জগতকে উদ্ধারের জন্য তাঁর চেয়েও বড় এক বুদ্ধ আসবেন।[২১] আসবেন শেষযুগে জগতকে উদ্ধারের জন্য, মানব জাতিকে এক পতাকাতলে একত্রিত করার জন্য মৈত্রিয়া বুদ্ধ। আছে সেই যুগ ও সেই মাহেন্দ্রক্ষণের উল্লেখ।

এরকম বহুবিধ বিষয় এ পুস্তকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

১। পালি

দিস্বানহং বস্সসতানি পঞ্চ
অস্মিং বিমানে ঠত্বান তাতা,
আয়ুক্খযা পুঞক্খযা চবিস্সং
তেনেব সোকেন পমুচ্ছিতোস্মি'ন্তি। (বিমানবত্থুপালি, খণ্ড-১১, সূত্র-১২৬১,পৃ-৮৬)

ইংরেজি অনুবাদঃ

ঙ নড়ু! ও ধস ংঁভভবৎরহম রহ মৎরবভ শহড়রিহম ঃযধঃ ও রিষষ ফবঢ়বৎঃ ঃযরং ঢ়ষধপব ধভঃবৎ ভরাব যঁহফৎবফ ুবধৎং ধপপড়ৎফরহম ঃড় ঃযব ফরারহব পড়ঁহঃরহম, ষড়ংরহম ধষষ সু ষরভব-ংঢ়ধহ ধহফ সু হড়নষব ফববফং.

বাংলা অনুবাদঃ

হে তাত, আমি দিব্যগণনার পাঁচশত বৎসর [মনুষ্যগণনায় নব্বই হাজার বৎসর] এই বিমানে অবস্থান করিয়া, আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া, সেই শোকে মুহ্যমান হইতেছি।' (ত্রিপিটক, বিমানবত্থু, সেরিস্সক বিমান, ৭.১০, সূত্র-৩৪, পৃ-২২২)

পালিঃ

"সচে, আনন্দ, নালভিস্স মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্মবিনযে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজ্জং, চিরট্ঠিতিকং, আনন্দ, ব্রহ্মচরিযং অভবিস্স, বস্সসহস্সমেব সদ্ধম্মো তিট্ঠেয্য। যতো চ খো, আনন্দ, মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্মবিনযে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজিতো, ন দানি, আনন্দ, ব্রহ্মচরিযং চিরট্ঠিতিকং ভবিস্সতি। পঞ্চেব দানি, আনন্দ, বস্সসতানি সদ্ধম্মো ঠস্সতি। (সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো, চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি দুতিযপন্নোসকং, গোতমীবগ্গো, গোতমীসুত্তং পৃ-১৮৬ সূত্র-৫১)

ইংরেজি অনুবাদঃ

Then the Venerable Ananda approached the Blessed One, paid hom age to him, sat down to one side, and said: "Bhante, Mahapajapati Gotaml has accepted the eight principles of respect as things not to be transgressed as long as life lasts." "If, Ananda, women had not obtained the going forth from the household life into homelessness in the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata, the spiritual life would have been of long duration; the good Dhamma would have stood firm even for a thousand

years. However, Ananda, because women have gone forth from the household life into homelessness in the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata, now the spiritual life will not be of long duration; the good Dhamma will last only five hundred years. (Anguttor nikaya, The Book of The Eight, second Fifty, Gotami, Sutra- 51, Page- 1091-92)

বাংলা অনুবাদ:
অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করতঃ একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলেন: 'ভন্তে ভগবান! মহাপ্রজাপতী গৌতমী অষ্টগুরুধর্ম আজীবন অলংঘনীয় হিসাবে মেনে নিয়েছেন।' 'আনন্দ! মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হলে জগতে সুদীর্ঘকাল শাস্তা শাসন স্থায়ী হতো। সহস্র বৎসর সদ্ধর্ম সুনির্মল ও সুবিশুদ্ধ থাকতো। যেহেতু আনন্দ! মাতৃজাতি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করল, সে কারণে আনন্দ! এখন ব্রহ্মচর্য্য চিরস্থায়ী হবে না। আনন্দ! পঞ্চশত মাত্র সদ্ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, গৌতমী বর্গ, ১ গৌতমী সূত্র, সূত্র-৫১.৯, পৃ-২৭১)

২। "পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন সময়ে পুঁথি ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, পাটলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রণীত হয়, অশোকপুত্র মাহেন্দ্র তাহা লইয়া সিংহলে গমন করেন, এবং তিনি ঐ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষাও মগধ হইতে আনাইয়া সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি সিংহলে যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রাজা বত্তাগামনীর রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে পালি শাস্ত্র সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে যে ঐ শাস্ত্রের পালি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, ইহাও এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত।" (বৌদ্ধধর্ম, পৃ-১১৪, লেখক -সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, প্রকাশ-২০১৫)

৩। "বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত এই পালি কথ্য ভাষাকেও যথার্থ সাহিত্যিক ভাষা বলা যায় না। কারণ, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরে খ্রিষ্টীয় ১ম শতকে পালি ত্রিপিটক সিংহলে (শ্রীলংকায়) লিপিবদ্ধ করা হয়। পাঁচশত বছরের ব্যবধানে এই পালি ভাষা অনেক পরিশীলিত হয়ে সাহিত্যরূপ লাভ করে।" (মুখবন্ধ, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- নয়, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

"মধ্যযুগের নানা বিপর্যয়ে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মূলভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পরিহানি ঘটে। ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও

এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে। তৎসঙ্গে পালি ভাষারও বিলুপ্তি ঘটে। পালি ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সর্বরস সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করে।

ব্রহ্ম দেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পালি সাহিত্যের প্রভাব যুগ-পরম্পরায় প্রোজ্জ্বল থাকে। এতদ্দেশে পালি ভাষা গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষার মূল শব্দের বানানসমূহ ব্রহ্মদেশীয় উচ্চারণ অনুসারে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে লঙ্কা ও ইউরোপে পুনরায় ব্রহ্মদেশ হইতে পালি সাহিত্য সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া তদ্দেশীয় অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইলেও সেই ভুলগুলি প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়।" (অবতরণিকা, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- বার, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

৪। ২ নম্বর দ্র.।

৫। My own argument therefore, so long as the question was only whether we could assign a pre-Christian date to the Pâli Buddhist canon, has always been this. We have the commentaries on the Pâli canon translated from Sinhalese into Pâli, or actually composed, it may be, by Buddhaghosa. Buddhaghosa confessedly consulted various MSS., and gives various readings, just as any modern scholar might do. This was in the beginning of the fifth century A.D., and there is nothing improbable, though I would say no more, in supposing that some of the MSS., consulted by Buddhaghosa, dated from the first century B.C., when Vattagâmani ordered the sacred canon to be reduced to writing. *(Sacred books of the east, vol 10, Editor, Max Müller. Year, 1881. Publisher, The Clarendon press, , p-x-xiv)*

৬। অতঃপর একদিন ভগবান গন্ধকুঠিরের পরিবেনে ভিক্ষুসংঘের পরিবেষ্টিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে ভিক্ষুগণকে বললেন: 'হে ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কোন কোন ভিক্ষুকে 'আমি এই পথে যাব' বললে তারা আমাকে অন্যপথে নিয়ে যায়। (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে অপদান, প্রথম খণ্ড, বৃদ্ধ বর্গ, আনন্দ স্থবির অপদান, পৃ: ৭৫-৭৬)

পালি:

রাজা তং ভন্তে, পসেনদী কসলো আমন্তেতী'তি। অথ খো রাজা পসেনদী কোসলো ভগবন্তং্ এতদবোচ। (মধ্যমনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, রাজবগ্গো, কণ্নকত্থলসুত্তং, পৃ: ৩৭৩ সূত্র.৩৭৮)

ইংরেজি অনুবাদ:

Meanwhile King Pasenadi of Kosala said to the Blessed One: "Venerable sir, could something else have been said by the Blessed

One referring to that, and the person understood it wrongly? In what way does the Blessed One recall making that utterance?" *(Tipitaka, Suttapitaka, Majjhima Nikaya, Vol-2, Part 2, The division on kings, At Kannakatthala, Sutra-8, page - 735)*

বাংলা অনুবাদ:
তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে বলিলেন, সম্ভবত ভন্তে! ভগবান অন্য উপলক্ষে কিছু বাক্য ভাষণ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণ অন্যথা বুঝিয়া থাকিবে। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, কন্নকত্থল সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৯০/৩৭৮, পৃ-২৭২)

৭। পালি:
যে তে কস্সপ, এবমাহংসু– সমণো গোতমো সব্বং তপং গরহতি, সব্বং তপস্সিং লূখাজীবিং একংসেন উপক্কোসতি উপবদতী'তি, ন মে তে বুত্তবাদিনো, অব্ভাচিক্খন্তি চ পন মং তে অসতা অভূতেন। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, মহাসীহনাদ সুত্তং- ৩৮২, পৃ: ১১৭)

ইংরেজি অনুবাদ:
'I have heard it said, O Gotama, thus: "The Samana Gotama disparages all penanc; verily he reviles and finds fault with every ascetic, with every one who lives a hard life." Now those, O Gotama, who said this, were they therein repeating Gotama's words, and not reporting him falsely? *(Dighaya Nikaya, 1st part, Kassapa sihanada Sutta, The naked ascetic, Ch: 162.2, page-223)*

বাংলা অনুবাদ:
"হে কশ্যাপ! যাহারা এইরূপ বলে 'শ্রমণ গৌতম সর্ব তপশ্চরণে নিন্দা করেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁহার তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র' তাহারা আমার বাক্যের আবৃত্তিকারী নহে, তাহারা মিথ্যা প্রচার করিয়া আমার নিন্দা ঘোষণা করে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, মহাসীহনাদ সূত্র, অচেলকের উপাখ্যান, সূত্র-৩৮২, পৃ: ১৬৮)

৮। ভিক্ষুগণ পূর্বে এই শ্রাবস্তীতে এক রাজা ছিল। সে একটি লোককে আদেশ করিল, 'হে পুরুষ, এস, শ্রাবস্তীতে যত জন্মান্ধ আছে তুমি তাহাদের সমবেত কর। 'যে আজ্ঞা দেব, বলিয়া' সেই ব্যক্তি রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া শ্রাবস্তীর সকল অন্ধকে রাজার নিকট হাজির করিল। তৎপর রাজাকে বলিল দেব, শ্রাবস্তীর সকল অন্ধকে একত্রিত করা হইয়াছে। 'বৎস, তাহা হইলে সকল জন্মান্ধদিগকে হস্তী দেখাও অর্থাৎ হাতে ধরাইয়া চিনাইয়া দাও।' সে 'যে আজ্ঞা দেব' বলিয়া রাজাকে সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং জন্মান্ধদিগকে হস্তীশালায় নিয়া কোনো কোনো জন্মান্ধকে হস্তীর শির, কাহাকে কর্ণ, কাহাকে দন্ত, কাহাকে শুণ্ড, এবং কাহাকে বা শরীর দেখাইল। আর

কোনো কোনো অন্ধকে হস্তীর পদ, কাহাকে পৃষ্ঠ, কাহাকে লেজ ও কাহাকে লেজের অগ্রভাগ দেখাইয়া বলিল, 'হে অন্ধগণ, হাতী এই প্রকার।' ভিক্ষুগণ, সে জন্মান্ধদিগকে হস্তী দেখাইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিল, দেব অন্ধদিগকে হস্তী দেখাইয়াছি। এখন মহারাজের যাহা ইচ্ছা। রাজা সেই জন্মান্ধগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে জন্মান্ধগণ, হস্তী দেখিয়াছ কি? উত্তর হইল 'হ্যাঁ দেব দেখিয়াছি।' 'আচ্ছা বল দেখি হস্তী কি প্রকার?' ভগবান: হে ভিক্ষুগণ, যাহারা হস্তীর শির ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, 'দেব, হস্তী এই প্রকার, যেমন নাকি একটি কলসী। যাহারা কান ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী যেন একখানি কুলা। যাহারা দাঁত ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, 'দেব, হস্তী যেন লাঙ্গলের ফাল। যাহারা শুণ্ড ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী লাঙ্গলের ঈষের ন্যায়। যাহারা হস্তীর দেহ ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী যেন একটি ধানের গোলা। যাহারা হস্তীর পা ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী থামের ন্যায়। যাহারা পৃষ্ঠ ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, উদুখলের ন্যায়। যাহারা লেজ ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী মুষলের ন্যায়। যাহারা লেজের আগা ধরিয়াছিল তাহারা বলিল, দেব, হস্তী ঝাড়ুর ন্যায়। তাহারা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল যে 'হস্তী এইরূপ নয়, সেইরূপ, সেইরূপ নয় এইরূপ।' এই লইয়া তাহাদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহা দেখিয়া রাজা বেশ আমোদ পাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা উক্ত জন্মান্ধদিগের ন্যায় জ্ঞান-চক্ষুহীন অন্ধ! তাহারা অর্থ জানে না' অনর্থ জানে না, ধর্ম জানে না, অধর্ম জানে না। তাহারা অর্থানর্থ ধর্মাধর্ম না জানিয়া 'এরূপ ধর্ম নয় সেরূপ ধর্ম, সেরূপ ধর্ম নয় এরূপ ধর্ম' বলিয়া কলহবিবাদ করিতে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া বাস করে। অন্যতীর্থিয়দের একাঙ্গদর্শনজনিত বিবাদের বিষয় অবগত হইয়া ভগবান তৎকালে এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন :

এইসব দৃষ্টি মাঝে বদ্ধ হয় মোহগ্রস্ত,
কোনো কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ,
লইয়া বিরুদ্ধ মত দ্বন্দ্ব করে পরস্পর,
এক অঙ্গ করিয়া দর্শন।
(ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে উদান, জন্মান্ধ বর্গ, প্রথম নানা তীর্থিয় সূত্র, পৃ: ১৬৮-১৭২)

৯। বৃহৎ কল্কি পুরাণ, নবম অবতার বর্ণনা, পৃ-৬৩, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশ -২০০৫ ও ভগবত পুরাণ ১/৩/২৪।

১০। তিনি বেদের মূল শিক্ষা বা প্রাচীন হিন্দুধর্মীয় শিক্ষায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এমনকি তিনি নিজেকে পূর্বজন্মে ত্রিবেদ পারদর্শী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মূল পালি:
অহং তেন সময়েন সুরুচী নাম ব্রাহ্মণো,
অজ্ঝায়কো মন্তধরো তিণ্ণং বেদান পারগু।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো,মঙ্গলবুদ্ধবংসো, সূত্র-১০, পৃষ্ঠা-২৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

I at the time Was a brahman named suruci, a repearter expert in the mantras, master of the three Vedas. (Buddhavamsa, Lord Mangala, sutra -10 , Page - 33)

বাংলা অনুবাদ:

তখন আমি ত্রিবেদ পারদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ সুরুচী নামক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলাম। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, মঙ্গল-বুদ্ধ, সূত্র -১০, পৃ-৭৫ এবং ত্রিপিটক, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৫৫৭)

বেদকে ধর্মীয় স্বর্গীয় গ্রন্থ না মনে করলে, এর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকলে তিনি নিজেকে পূর্বজন্মে ত্রিবেদ পারদর্শী তপস্বী বলতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি এটাও বলেছেন, বেদের জ্ঞান শ্রবণকারীকে উত্তরণ করতে পারে।

পালি:

এবম্পি যো বেদগূ ভাবিতত্তো, বহুস্সুতো হোতি অবেধ ধম্মো;
সো খো পরে নিজ্ঝপযে পজানং, সোতাবধানূপনিসূপপন্নে।

বাংলা অনুবাদ:

তেমনি যিনি বেদজ্ঞ, ভাবিতাত্ম, বহুশ্রুত, ভয়হীন, তিনি তাহাগিদকেই উত্তরণ করিতে সক্ষম হন; যাহারা শুনিতে আগ্রহী এবং মনোনিবেশ সম্পন্ন হয়। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, চুল বগ্গ-ক্ষুদ্র বর্গ, ধম্ম নাবা সুত্তং, সূত্র- ৭/৩২৪, পৃ-৮৬)

এমনকি ত্রিপিটক বা বুদ্ধের মতে প্রাচীন সনাতন ধর্মের অনুসারীরা পুত-পবিত্র ছিল। তারা নৈতিকতার শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

"শীলে উত্তম ছিলেন যেই প্রাচীনগণ,
সেই ব্রাহ্মণগণ স্মরণ করেন নীতি-সনাতন।
ছিল তাদের ইন্দ্রিয়দ্বার গুপ্ত, সুরক্ষিত,
হয়েছিল তাদের ক্রোধ অভিভুত (পরাজিত)।
ধর্মে আর ধ্যানে যারা ছিলেন রত,
সনাতন নীতি স্মরণ করেন ব্রাহ্মণ যত।
(ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ষড়ায়তন বর্গ, ষড়ায়তন সংযুক্ত, গৃহপালিত বর্গ, লোহিচ্চ সূত্র, সূত্র-৩, পৃ-১৪০)

মূল পালি:

এতং অনুস্সরং মচ্চো, অরিযধম্মে ঠিতো নরো।
ইধেব নং পসংসন্তি, পেচ্চ সগ্গে পমোদতী'তি। [অঙ্গুত্তরনিকাযো (২য় খণ্ড), পত্তকম্মসুত্তং-পৃ-৬১ কবিতা শেষ অংশ]

ইংরেজি অনুবাদ:

"I have achieved whatever purpose a wise person, dwelling at home, might have in desiring wealth; what I have done brings me no regret''

Recollecting this, a imortal remains firm in the noble Dhamma. They praise him here in this life, and after death he rejoices in heaven. *[Aniguttara Nikaya, The Second Fifty-II, Worthy Deeds-61 (1) page-452]*

বাংলা অনুবাদ:
অনুস্মরে মৃত্যু চিন্তা, আর্যধর্মে স্থিত নর,
ইহলোকে প্রশংসা, পরলোকে সুখ অধিকতর।"
(ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, প্রাপ্তকর্ম বর্গ, প্রাপ্তকর্ম সূত্র, শ্লোক-৬১ পৃ-৯৬)

১১। এই বিষয়গুলো এ বইয়ের ১৬০-১৭৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২। বর্ণভেদ প্রথাকে বৌদ্ধধর্মে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

... "নিশ্চয়, হে কাত্যায়ণ! এরূপ হইলে এক্ষেত্রে চারিবর্ণ সম-সম, এখানে আমি কোন প্রভেদ দেখি না।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, মধুর সূত্র-২/৪/৪, সূত্র-৮৪/৩১৯, পৃ-২২৯)

১৩। ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের জন্য নিয়ম কানুন নিয়ে ত্রিপিটকের বিনয়পিটকের বইগুলো লিখিত। সেখানে বিস্তারিত সব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এমন কি সেখানে বাড়তি সতর্কতা হিসেবে নারী ও পুরুষ ভিক্ষুর মাঝেও বিভিন্ন বিধি-নিষেধ রাখা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে-

"আনন্দ! এই যে তীর্থিক, যাদের ধর্ম দুরখ্যাত তারাও নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্ম করবার অনুমতি প্রদান করে নাই। তথাগত কিরূপে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্ম করবার অনুজ্ঞা দিতে পারেন? ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্ম করবে না, যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।" (ত্রিপিটক, বিনয়পিটকে চূলবর্গ, বিক্ষুণী স্কন্ধ, ভিক্ষুণীর ভিক্ষুকে অভিবাদন, পৃ-৩৭০)

এছাড়া বুদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শীল, দশ বিনয় ও দশ বিশুদ্ধ ধর্ম অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন।

দশ বিনয়

"হে ভিক্ষুগণ! দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই দশ কী কী? যথা: সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর-নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, দশক নিপাত, তৃতীয় পঞ্চাশক, যজ্ঞাগ্নি বর্গ, আসবক্ষয় সুত্তং, সূত্র-১২২.১, পৃ-২৮৭)

দশ পরিশুদ্ধ ধর্ম

"হে ভিক্ষুগণ! দশ প্রকার ধর্ম পরিশুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্মল যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র হয় না। সেই দশ কী কী? যথা: সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ! এই দশ প্রকার ধর্ম পরিশুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্মল যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র হয় না।" প্রথম সূত্র। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর-নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, দশক নিপাত, তৃতীয় পঞ্চাশক, পরিশুদ্ধ বর্গ, পঠম সুত্তং, সূত্র-১২৩.১, পৃ-২৮৮)

১৪। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের মাঝে বর্তমানে একজনও এমন নেই যে ঈশ্বরকে দেখেছে বা অন্যকে দেখিয়েছে। তাদের সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত কেউ নেই। তাই তিনি বুঝিয়েছেন এই পুরোহিত তন্ত্র যাই বলুক তাদের কারো সাথে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর লাভের পন্থা নেই।

পালি:

"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং একব্রাহ্মণোপি, যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গোতম"।

"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং একাচরিযোপি, যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গৌতম"।

"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং একাচরিযোপাচরিযোপি, যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গৌতম"।

"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং যাব সত্তমা আচরিযামহযুগা যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গৌতম।" (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫২৫, প-১৭২)

ইংরেজি অনুবাদ:

'But yet, Vasettha, is there a single one of the Brahmans versed in the Three Vedas who has ever seen Brahma face to face? '

' No, indeed, Gotama.'

'Or is there then, Vasettha, a single one of the teachers of the Brahmans versed in the Three Vedas who has seen Brahma face to face?

'No, indeed, Gotama!'

'Or is there then, Vasettha, a single one of the pupils of the teachers of the Brahmans versed in the Three Vedas who has seen Brahma face to face?'

'No, indeed, Gotama!'

' Or is there then, Vasettha, a single one of the Brahmans up to the seventh generation who has seen Brahma face to face?'
'No, indeed, Gotama! (Dighaya Nikaya,, 1st part, Tevigga Sutta, Ch: 12, page-304)
বাংলা অনুবাদ:
"বাসেট্ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়েছেন?"
"না, ভো গৌতম"
"তবে কি তাঁহাদের আচার্যগণের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়েছেন?
"না, ভো গৌতম"
"তবে কি তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যগণের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"
"না, ভো গৌতম?"
"তবে কি ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"
"না ভো গৌতম!" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, বাসেট্ঠ মানবানুযোগ, সূত্র-৫২৫, পৃ-২৩৫)

১৫। পালি:
এবমেব খো, বাসেট্ঠ, তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে পহায বত্তমানা যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা এবমাহংসু– ইন্দমব্হযাম, সোমমবহযাম, বরূণমবহযাম, ঈসানমবহযাম, প্রজাপতিমবহযাম, ব্রহ্মমবহযাম, মহিদ্ধিমবহযাম, যমমবহযামা'তি।

তে বত, বাসেট্ঠ তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে পহায বত্তমানা, যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা অবহাযনহেতু বা আযাচনহেতু বা পত্তনহেতু বা অভিনন্দনহেতু বা কাযসস ভেদা পরং মরণা ব্রহ্মানং সহব্যূপগা ভবিস্সন্তী'তি, নেতং ঠানং বিজ্জতি। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৪)

ইংরেজি অনুবাদ:
'In just the same way, Vasettha, do the Brahmans versed in the Three Vedas—omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—say thus: "Indra we call upon, Soma we call upon, Varuna we call upon, Isana we call upon, Paapati we call upon, Brahma we call upon, [Mahiddhi we call upon, Yama we call upon!] " Verily, Vasettha, that those Brahmans versed in the

Three Vedas, but omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—that they, by reason of their invoking and praying and hoping and praising, should, after death and when the body is dissolved, become united with Brahma—verily such a condition of things can in no wise be!' *(Dighaya Nikaya,, 1st part, Tevigga Sutta, Ch-12)*

বাংলা অনুবাদ:

"ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ (যে ধর্মসমূহ পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়) ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন,-'আমরা ইন্দ্রকে ডাকিতেছি, সোমকে ডাকিতেছি, বরুণকে ডাকিতেছি, ঈশানকে ডাকিতেছি, প্রজাপতিকে ডাকিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্ধিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি। বাসেট্ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক আহ্বান (ডাকা) হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু, অভিনন্দন হেতু কায়ভেদে মরণের পর ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মসহব্যতা) প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভব (তেমন কারণ বিদ্যমান নাই)।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৪, পৃ-২৩৯)

১৬। পালি:

ইমে খো বাসেট্ঠ পঞ্চ কামগুণে তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা গধিতা মুচ্ছিতা অজ্ঝোপন্না অনাদীনবদস্সাবিনো অনিস্সরনপঞ্ঞা পরিভুঞ্জন্তি। তে বত, বসেট্ঠ, তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা, তে ধম্মে পহায বত্তমানা, যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা, তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা পঞ্চ কামগুণে গধিতা মুচ্ছিতা অজ্ঝোপন্না অনাদীনব-দস্সাবিনো অনিস্সরণপঞ্ঞা পরিভুঞ্জন্তা কামন্দুবন্ধনবদ্ধা কাযস্স ভেদা পরং মরণা ব্রহ্মানং সহব্যূপগা ভবিস্সন্তী'তি, নেতং ঠানং বিজ্জতি। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৬)

ইংরেজি অনুবাদ: 'And verily, Vasetthza, that Brahmans versed in the Three Vedas, but omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—clinging to these five things predisposing to passion, infatuated by them, attached to them, seeing not their danger, knowing not their unreliability, and so enjoying them—that these Brahmans should after death, on the dissolution of the body, become united to Brahma—such a condition of things can in no wise be! *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta, Ch-12)*

বাংলা অনুবাদ: "সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ ও লিপ্ত; উহাদের আদীনব দর্শন না করিয়া উহা হইতে নিঃসরণ জ্ঞান লাভ না করিয়া ঐ সকল উপভোগ করে কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে কায়ভেদে মরণান্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন তাহা অসম্ভব।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৬, পৃ-২৪০)

১৭। পালি:

ইধ খো পন তে, বাসেট্‌ঠ তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা আসীদিত্বা সংসীদন্তি, সংসীদিত্বা বিসারং পাপুণন্তি, সুক্‌খতরং মঞেঞ তরন্তি। তম্মা ইদং তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং তেবিজ্জাইরিণন্তিপি বুচ্চতি, তেবিজ্জাবিবনগন্তিপি বুচ্চতি, তেবিজ্জব্যসনন্তিপি বুচ্চতী'তি। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫২)

ইংরেজি অনুবাদ:

'So that thus then, Vasettha, the Brahmans, versed though they be in the Three Vedas, while they sit down (in confidence), are sinking down (in the mire); and so sinking they are arriving only at despair, thinking the while that they are crossing over into some happier land.

'Therefore is it that the threefold wisdom of the Brahmans, wise in their Three Vedas, is called a waterless desert, their threefold wisdom is called a pathless jungle, their threefold wisdom is called perdition!' *(Dighaya Nikaya,, 1st part, Tevigga Sutta, Ch: 12)*

বাংলা অনুবাদ:

"বাসেট্‌ঠ! এই সংসারে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির অমার্গকে মার্গ ধারণায় গমন করে অধঃপতিত হইতেছেন। পতিত হওয়ায় তাঁহাদের অঙ্গহানি ঘটিতেছে (তাহারা বিষাদগ্রস্ত হইতেছেন)। শুষ্ক নদীতে সাঁতার কাটার ন্যায় হইতেছে। অতএব, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ত্রিবিদ্যা, ত্রিবিদ্যা ইরি বলিয়াও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা বিপিন বলিয়াও উক্ত হয়, ত্রিবিদ্যা ব্যসন বলিয়াও অভিহিত হয়।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫২, পৃ-২৪২)

১৮। এছাড়াও বুদ্ধের প্রতি নাস্তিকতা আরোপের আরও অনেক কারণ আছে। সে কারণগুলো ১৫৯-২০৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯। এই বইয়ের ৪০-১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০। এই বইয়ের ২১১-২২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২১। এই বইয়ের ২২৭-৩১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রমাণ

বহু সাধনায় এক মহান অস্তিত্ব লাভের স্বীকারোক্তি

[The acknowledgement of discovering a Greater Being after great strife and efforts]

মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এটা প্রমাণের জন্য বেশি দূরে যেতে হয় না। তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের সময়কার ঘটনা, উচ্ছ্বাস ও আবেগ ভরা উক্তিই তাঁর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে। এগুলো আড়াই হাজার বছর যাবৎ ত্রিপিটকে সংরক্ষিত আছে। বুদ্ধ যখন দীর্ঘ সাধনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে সেই সত্তার সন্ধান পেলেন, যাঁর অন্বেষণে তিনি তপস্যা ও ধ্যানে রত ছিলেন। তখন তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠেন-

মূল পালি:

'অনেক জাতিসংসারং, সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারং গবেসন্তো, দুকখা জাতি পুনপপুনং॥
গহকারক! দিট্ঠোসি, পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগগা, গহকূটং বিসঙ্খতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং, তণহানং খযমজ্ঝগা॥'

(ত্রিপিটক, ধম্মপদপালি, জরাবগ্গো, উদান ১৫৩-৫৪, পৃ-৫৮। ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-৩৫, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:

Through the round of many births I roamed
without reward
without rest,
seeking the house-builder.
Painful is birth
again and again.
House-builder, you `re seen!

You will not build a house again.
All your rafters broken,
the ridge pole destroyed,
gone to the Unformed, the mind
has come to the end of craving.
(Dhammapada, xi : Ageing, sutta - 153-154, page - 63-64)

বাংলা অনুবাদ:

'জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর;
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।'
(ত্রিপিটক, একাদশ– খণ্ড, ধম্মপদ, জরাবর্গ, উদান ১৫৩-৫৪, পৃ-১৩৪ এবং খুদ্দকপাঠ, শরণত্রয়, পৃ-৩৫, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৭ইং)

এ সূত্রে মহাত্মা বুদ্ধ খুবই সুস্পষ্ট ভাষায় এক মহান অস্তিত্বের কথা বলেছেন। যাঁকে তিনি যুগ যুগান্তরে পাবার আশায় দেশ-দেশান্তরে খুঁজে ফিরেছেন। বুদ্ধ যা বলেছেন তা গভীরভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলছেন- 'গহকারং গবেসন্তো' অর্থাৎ হে গৃহকারক, হে গৃহের নির্মাতা! তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, অনেক অনুসন্ধান করেছি।

'অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং'– জন্ম-জন্মান্তরে অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে দেশ-দেশান্তরে তোমাকে পাবার আশায় পরিভ্রমণ করেছি, হন্য হয়ে খুঁজে ফিরেছি। সব জায়গায় তোমার সন্ধানে, তোমাকে লাভের জন্য গিয়েছি। কোথাও পাই নি।[১]

আর এ কারণে 'দুকখা জাতি পুনপপুনং' এ জন্মে বার বার অনেক দুঃখ সহ্য করেছি। কঠোর তপস্যার পর তপস্যা করেছি।[২] তবুও তোমার দেখা পাই নি। কারণ তুমি এতদিন গোপন ছিলে। আমার ধরাছোয়ার বাইরে ছিলে।

কিন্তু অবশেষে 'গহকারক! দিট্ঠোসি' হে গৃহকারক এখন তোমার দেখা পেয়েছি, আজ তোমার সন্ধান পেয়েছি।

'গৃহ' বলতে সাধারণত বসতবাড়ি, ঘর, দেহ, সংসার, কামনা-বাসনা ও জগতকে বুঝিয়ে থাকে। তবে যে অর্থই আমরা নেই না কেন- (মহাত্মা বুদ্ধের ভাষ্য অনুযায়ী)

তিনি বলতে চাচ্ছেন, এ গৃহের একজন নির্মাতা আছেন। তিনি গোপন আছেন। কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। এতদিন পর্যন্ত তিনিও তাঁকে পান নি। তিনি তাঁকে পাবার বা লাভের পথ অনেক খুঁজেছেন। অনেকের কাছে গিয়েছেন, অনেক তপস্যা ও সাধনা করেছেন। এ পথের সন্ধানে বার বার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে অর্থাৎ অনেক ত্যাগ, অনেক তপস্যা করে এবার তাঁর দেখা পেয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, বুদ্ধ যদি নাস্তিক হন, কোন ঈশ্বর বা স্রষ্টায় বিশ্বাসী আস্তিক না হন, তাহলে 'গহকারক' বা 'গৃহনির্মাতা' বলে কাকে বুঝালেন?
তাঁকে কেন এত খুঁজেছেন?
তাঁকে পাবার জন্য এত সাধনা, এত তপস্যাই বা কেন করছেন?
তাঁকে পেয়ে এত উচ্ছ্বসিত কেন?

আবার অপরদিকে বুদ্ধ এই গহকারক বা গৃহনির্মাতাকে পেলেন। আর পাবার সাথে সাথে তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন, 'গহকারক! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি' হে গৃহকারক ! এবার আমি তোমার দেখা পেয়ে গেছি। এখন কেউ আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। কারণ এখন আমার বিগত সব কামনা-বাসনা, তৃষ্ণা, মায়া ও মোহের বিলুপ্তি ঘটেছে। সব নিবৃত্ত হয়ে গেছে। এখন কেউ আমাকে জগৎ-সংসারের মোহের মায়াবী জালে আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। কারণ যে কামনা-বাসনা, তৃষ্ণা, মায়া ও মোহ এত দিন আমার চারপাশে প্রাচীর হয়ে, প্রতিবন্ধক হয়ে আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছিল- হে গৃহ নির্মাতা! তোমাকে পেয়ে আজ সে প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, বিলীন হয়ে গেছে।

বুদ্ধ কাকে সম্বোধন করে কথাগুলো বললেন?
কে তিনি যাঁকে পেয়ে বুদ্ধের সব মোহ দূর হয়ে গেছে?
যাঁকে বুদ্ধ গৃহ নির্মাতা বলে সম্মোধন করলেন?
আমরা একেশ্বরবাদী, নবী-রসুল ও অবতারদের প্রতি বিশ্বাসীরা এ বিষয়টি ভালোভাবে জানি, ঈশ্বরের সন্ধানে বিচরণকারী তপস্বীরা যখন অনেক সাধনার পর ঈশ্বরের সন্ধান পান, তখন তাঁদের অবস্থা ও অভিব্যক্তি ঠিক এরূপই হয়, যেমন সেদিন মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের হয়েছিল। যেদিন তাঁরা ঈশ্বরকে পেয়ে যান, সেদিন তাঁদের সব কামনা-বাসনা, তৃষ্ণা, মায়া ও মোহ নিবৃত্ত হয়ে যায়, বিলীন হয়ে যায়। সেদিন তাঁরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে, সব আসব মুক্ত হয়ে পরম আনন্দিত হন। চরম লক্ষ্যে পৌঁছার পরম আনন্দে তাঁরা থাকেন উচ্ছ্বসিত।

গৌতম বুদ্ধের সেদিন একবচন শব্দ 'গহকারক' অর্থাৎ 'গৃহনির্মাতা' ব্যবহার এটাও প্রমাণ করছে তিনি শুধু আস্তিক বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং এক ঈশ্বরে

বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁকেই তিনি বিভিন্ন তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে খুঁজেছেন। আর অবশেষে তাঁকেই তিনি সেদিন খুঁজে পেয়েছেন।

তাই, যারা বুদ্ধকে নাস্তিক হিসেবে বিশ্বাস করেন বা নাস্তিক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন, তাদেরকে আবারো অনুরোধ করছি- শুধু এই একটি সত্য ঘটনা নিয়ে ভাবেন, চিন্তা করেন।
কখন একজন মানুষ বা সাধক এতটা উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি বা গাথা উচ্চারণ করেন?
কখন এ ঘোষণা দেন আজ আমি এই ভব সংসারের সব বন্ধন মুক্ত?
কখন তাঁর মানসপটে পুরাতন বিশ্বাসের সব সৌধ নিমিষে চুরমার হয়ে নতুন সৌধ গড়ে ওঠে?
কখন তিনি পরম আত্মতৃপ্তিতে বলেন, আমি পেয়েছি, আমি পেয়ে গেছি?

কেবল তখনই, যখন, যে মুহূর্তে, যে ক্ষণে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান। আর গৌতম বুদ্ধের এ লক্ষ্য ছিল গৃহনির্মাতাকে বা বিশ্বজগতের স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া। কেননা, মানুষের জন্য স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া, তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার চেয়ে আনন্দের আর কোন বিষয় নেই। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এমনটাই ছিল। তাই, গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পরক্ষণেই এই গাথা উচ্চারণ ছিল, একদিকে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরকে পাবার সরল স্বীকারোক্তি অন্যদিকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের হৃদয় নিংড়ানো উচ্ছ্বাস ও পরিতৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ।

তাই, আমরা আশা করি, এই ঘটনা নিরপেক্ষ পাঠকদের জন্য মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ আস্তিক তথা একেশ্বরবাদী বা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ার স্মারক হিসেবে কাজ করবে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। আরাড়কালামের নিকট শিক্ষা গ্রহণ

হে ভিক্ষুগণ, সেই আমি পরে যখন তরুন, নবীন, কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া, কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। প্রব্রজিত হইয়া কুশল কী সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপদ নির্বাণ অন্বেষণে অরাড় কালামের নিকট উপস্থিহ হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, কালাম, আমি তোমার ধর্ম বিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। অরাড় কালাম আমাকে কহিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরেই নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।' হে ভিক্ষুগণ! আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠ-প্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরাবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি অপরাপর ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "অরাড় কালাম শুধু বিশ্বাসের উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।" অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি- "কালাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর?" হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অরাড় কালাম কহিলেন, "আকিঞ্চনায়তন নামক অরূপ-ধ্যানস্তর পর্যন্ত"। ...

হে ভিক্ষুগণ! আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো বলিয়া প্রকাশ করো। 'হা, এই পর্যন্তই বটে!' কালাম, আমিও তো এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি। [তিনি কহিলেন] 'ইহা আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে আমরা আপনার সদৃশ সতীর্থ দেখিতে পাইতেছি। আমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি

তুমিও সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো, ঠিক সেই ধর্মই আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে আমি যে ধর্ম জানি তাহা তুমি জান, যে-ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।' (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ঔপম্য বর্গ, আর্যপর্যেষণ সূত্র, সূত্র- ৬। পঞ্চম খণ্ড, পৃ-২৩৪-২৩৫, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭)

উদ্দক-রামপুত্রের নিকট শিক্ষা গ্রহণ

ইহা অন্বেষণে সর্বোত্তম শান্তিপদ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেখানে উদ্দক-রামপুত্র ছিলেন তথায় উপনীত হই। তথায় উপস্থিত হইয়া উদ্দক-রামপুত্রকে বলিলাম আবুস! আমি আপনার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। এরূপ উক্ত হইলে, রাজ কুমার! উদ্দক-রামপুত্র আমাকে বলিলেন, এখানে বিহার করুন, আয়ুস্মান! ইহা তাদৃশ ধর্ম যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই স্বীয় আচার্যত্বকে স্বয়ং জানিয়া সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতে পারেন। রাজকুমার! সেই আমি অচিরেই, অতিশীঘ্রই সেই ধর্মকে পরিপূর্ণ আয়ত্ত করিলাম। তখন আমি ওষ্ঠসঞ্চালন মাত্রই, ভাষিত ভাষণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই জ্ঞানবাদ আর স্থবিরবাদ বলিতে পারি, জানিতে পারি বলিয়া জ্ঞাপন করিলাম। আর অপরেও তাহা করিল। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, বোধি রাজকুমার সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৮৫/৩২৮, পৃ-২৩৫)

২। কঠিন সাধনা

তখন আমার দেহ পরিমার্জনা করিবার সময় সেই অল্পাহার হেতু পূতিমূল লোমরাশি অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। রাজকুমার! তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিত শ্রমণ গৌতম কালো হইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিত শ্রমণ গৌতম কালো হয় নাই, তিনি শ্যামবর্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিত শ্রমণ গৌতম কালো কিংবা শ্যামবর্ণ হন নাই, তাঁহার চর্মরঙ মঙ্গুলবর্ণ (মঞ্জুলবর্ণ?) হইয়াছে। রাজকুমার! আমার এমন পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত চেহারা সেই অল্পাহার হেতু এতই বিনষ্ট হইয়াছিল। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, বোধি রাজকুমার সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৮৫/৩৩৫, পৃ-২৪০)

দ্বিতীয় প্রমাণ

মহাত্মা গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ ও এর পরবর্তী ঘটনাবলী :

(ঈশ্বর বিশ্বাসের অকাট্য দলিল)

[Attaining the status of Buddha and the following incidents] (Irrefutable proof of his belief in One God)

গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ ও এর পরবর্তী ঘটনাগুলোও প্রমাণ করে তিনি নাস্তিক নন, আস্তিক ছিলেন। আমরা যদি বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখি, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে গৌতম প্রথমে যথাক্রমে অরাড় কালাম[১] ও পরে রুদ্র রামপুত্র[২] নামক পুরোহিতের কাছে যান। সেখানে কিছুদিন থাকেন, তপস্যা করেন। তাদের প্রদত্ত মার্গ অনুশীলন করেন। দীর্ঘ অনুশীলন করার পরও তিনি বুদ্ধত্বের মার্গ লাভ করতে সক্ষম হন নি। ফলে, তিনি তাদের কাছ থেকে চলে যান। পরে একা একা দীর্ঘ তপস্যা করেন[৩] এবং অবশেষে গৌতম বুদ্ধ 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন।

তিনি বুদ্ধত্ব লাভের পর এই শিক্ষা প্রচার করবেন কি না? প্রচার করলে কার নিকট, কিভাবে প্রচার করবেন এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। প্রথম ভাবলেন প্রচার করবেন। পরক্ষণে ভাবলেন লোকেরা এই বাণী বা জ্ঞান বা শিক্ষা বুঝবে না। তাই প্রচার করে লাভ নেই।[৪]

যখন মনে মনে এটা চিন্তা করছিলেন লোকেরা এ শিক্ষা বুঝবে না। তাই প্রচার করে লাভ নেই। তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে মহাব্রহ্মা[৫] এটা জেনে যান। আর সোজা তাঁর সামনে এসে হাজির হন। এ ঘটনা এভাবে উল্লেখ রয়েছে-

পালি

"অথ খো সো, ভিক্খবে, মহাব্রহ্মাসেয্যথাটি নাম বলবা পুরিসো সমিঞ্জিতং বা বাহং পসারেয্য, পসারিতং বা বাহং সমিঞ্জেয্য; এবমেব ব্রহ্মলোকে অন্তরহিতো বিপস্সিস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স পুরতো পাতুরহোসি। অথ খো সো , ভিক্খবে, মহাব্রহ্মাএকংসং উত্তরাসঙ্গং করিত্বা দক্খিণং জাণুমণ্ডলং পথবিযং নিহন্ত্বা যেন বিপস্সী ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো তেনঞ্জলিং পণামেত্বা বিপস্সিং ভগবন্তং অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং এতদবোচ– দেসেতু, ভন্তে, ভগবা ধম্মং, দেসেতু সুগতো ধম্মং, সন্তি সত্তা অপ্পরজক্খজাতিকা; অস্সবনতা ধম্মস্স পরিহাযন্তি, ভবিস্সন্তি ধম্মস্স অঞ্ঞাতারো'তি।" (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, মহাপদানসুত্তং, সূত্র-৬৬, পৃ-২৫)

ইংরেজি অনুবাদ

So this Great Brahma, as swiftly as a strong man might stretch his flexed arm, or flex it again, disappeared from the Brahma world and reappeared before the Lord Buddha Vipassi. Arranging his upper robe over one shoulder and kneeling on his right knee, he saluted the Lord Buddha Vipassi with joined hands and said: "Lord, may the Blessed Lord teach Dhamma, may the Well-Farer teach Dhamma! There are beings with little dust on their eyes who are perishing through not hearing Dhamma: they will become knowers of Dhamma!" *(Dighaya Nikaya, 2nd part, Mahapadana Sutta, Ch:3.3, page - 213-214)*

বাংলা অনুবাদ

"অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই মহাব্রহ্মা, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্সীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া দক্ষিণজানুমণ্ডল ভূমিতে স্থাপন করিয়া ভগবান বিপস্সীর দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন:

"হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, সূত্র-৩/৩, পৃ-২৭)

গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধত্ব লাভের পরও যে শিক্ষা বা ধর্ম তিনি লাভ করেছেন এটা লোকদের কাছে প্রচারের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। ভাবলেন লোকেরা বিষয়টা বুঝবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন এ ধর্ম প্রচার করবেন না। তখন নাটকীয়ভাবে ব্রহ্মলোক থেকে মহাব্রহ্মা সামনে দৃশ্যমান হন, আর বুদ্ধকে ধর্ম প্রচার করতে বলেন। মহাব্রহ্মার কথা শুনার পর বুদ্ধ নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। মহাব্রহ্মার সাথে সুর মিলিয়ে ধর্ম প্রচার করতে সম্মত হন। তখন সম্মতি আদায় করে মহাব্রহ্মা আবার অদৃশ্য হয়ে যান।[৫]

মহাব্রহ্মা অদৃশ্য হবার পর বুদ্ধ ভাবতে লাগলেন এ ধর্ম কার কাছে প্রথমে প্রচার করবেন। তিনি স্থির করলেন তাঁর প্রাক্তন গুরু অরাড় কালামের নিকট এটা প্রচার করবেন। তখন জনৈক দেবতা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জানালেন সপ্তাহকাল আগে অরাড় কালাম দেহত্যাগ করেছেন।[৬] তখন আবার চিন্তা করতে লাগলেন, এখন কাকে প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করব। তখন মনে মনে স্থির করলেন, রুদ্র রামপুত্র

তো সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁরই নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করব। তখন আবার দেবতা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন– সপ্তাহকাল পূর্বে রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করেছেন।[৭]

এবার তিনি মনস্থঃ করলেন, বারাণসীতে প্রচারের জন্য যাবেন। সেখানে তিনি বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রচার করেন। তখন আবার মহাব্রহ্মা এসে তাঁর সামনে হাজির হন। আর বলেন,

"হে ভগবান, হে সুগত! আপনার সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছেন: আপনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিন।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, সূত্র-৩/২৩, পৃ-৩৩)

একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা দরকার, বুদ্ধ যে ধর্ম তপস্যার পর লাভ করেছেন। প্রথমতঃ এটা তিনি নিজ উদ্যোগে বা নিজের ইচ্ছায় জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে ব্রতী হন নি। রীতিমত অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আবার মহাব্রহ্মার নির্দেশনা লাভের পর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ধর্ম প্রচার করতে সম্মত হয়েছেন। প্রচার করা শুরু করেছেন। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের ইচ্ছায় এ ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন।

আবার বুদ্ধের মনে কি চিন্তা হচ্ছে, তিনি কি করতে চাচ্ছেন এটা অন্য কেউ অর্থাৎ ব্রহ্মলোক জেনে যাচ্ছে। শুধু জানছেন না, জানার পর ব্রহ্মলোক থেকে কখনও মহাব্রহ্মা, কখনও সহম্পতি ব্রহ্মা, কখন জনৈক দেবতা রূপে অদৃশ্য থেকে এক সত্তা তাঁর সামনে দৃশ্যমান হচ্ছেন। আর সে বিষয়ে বুদ্ধকে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে বিষয়ে তিনি জানেন না।

যেমন, কাকে বা কোথায় ধর্ম প্রচার করতে হবে?
কেন প্রচার করতে হবে?
কী প্রচার করতে হবে?
কাদের কী শিক্ষা দিতে হবে?

এমনকি ভবিষ্যতের সংবাদও দিয়ে যাচ্ছেন।[৮] আর এ প্রক্রিয়াটি চলমান ছিল বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। কখনও রাতে, কখনও রাতের শেষ ভাগে,[৯] কখনও ভোরে,[১০] কখনও জেতবন আলোকিত করে[১১] ঐ বার্তাবাহকের আগমন হতো। বার্তা পৌঁছে দিয়ে তিনি চলে যেতেন। এমন বার্তা নিয়ে আসতেন যা বুদ্ধ জানতেন না।

উপরোক্ত ঘটনা বা বর্ণনাগুলো একদিকে যেমন প্রমাণ করে গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, অপর দিকে এটাও প্রমাণ করে তিনি স্বর্গীয় দূতের (ফিরিশতার) অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন দৈববাণীতে

(ওহী-ইলহাম)। মানতেন নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বা প্রতিনিধি রূপে। এ কারণে ঊর্ধ্বলোকের অধিপতি বা ঈশ্বরের নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর সম্মত হন ধর্ম প্রচারে। আর এ ঘটনাগুলো ছিল মূলত তাঁর দৈববাণী লাভের সরল স্বীকারোক্তি।

আমার এই অভিমত বর্তমান যুগের বৌদ্ধদের কাছে নতুন বিষয় মনে হতে পারে। আমার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে তাদের কষ্ট লাগতে পারে। কিন্তু সত্যের খাতিরে এ ক্ষেত্রে তাদেরকে এক-আধটু কষ্ট তো সহ্যই করতে হবে। কারণ আমি যা উপস্থাপন করেছি তা আমার বানানো ঘটনা নয়, এগুলো বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ঘটনা। ত্রিপিটকের বর্ণনা। আজও এগুলো ত্রিপিটকে সংরক্ষিত আছে, শুধু অন্ধ-বিশ্বাসের কিছু প্রলেপ এর উপরে জড়িয়ে রাখা হয়েছে।

অন্ধ-বিশ্বাসের প্রলেপগুলো কতটা সরাতে পারবো জানি না। তবে সত্যান্বেষী ও মুক্তমনা বৌদ্ধদের বিবেককে নাড়া দেয়ার জন্য বুদ্ধের প্রকৃত রূপ উপস্থাপনের একটা চেষ্টা করতে চাই। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে ভাবার একটু অনুরোধ জানাতে চাই। নিজের মনকেই একবার প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করেন না!

বুদ্ধ যদি সত্যি সত্যিই নাস্তিক হন, কারো প্রতিনিধি না হন, কারো পক্ষ থেকে কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত না হন, নিজের সাধনায় বুদ্ধত্ব বা জ্ঞান লাভ করে থাকেন, তাহলে বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ যে বিষয় প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিলেন,
একজন আগন্তুক এসে সেটা প্রচার করতে কেন বাধ্য করলেন?
বুদ্ধই বা কেন বাধ্য হলেন?
এতে আগন্তুকের কি স্বার্থ জড়িত?

আবার বুদ্ধ লাভ করলেন 'বুদ্ধত্ব', ধর্ম নয়! আর আগন্তুক এসে তাঁকে ধর্ম প্রচার করতে বললেন।
হঠাৎ ধর্ম চলে আসলো কোথা থেকে?
আগন্তুক কেন ধর্ম প্রচার করতে বললেন?
আর বুদ্ধ কেন ধর্ম প্রচার করতে সম্মত হলেন?

বুদ্ধ ইতিমধ্যে 'বুদ্ধত্ব' লাভ করে ফেলেছেন। ফলে, এখন বৌদ্ধদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি সর্বজ্ঞানের আধার হয়ে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। অনেক বিষয়, অনেক খবর বুদ্ধ জানেন না। আগন্তুকরা (ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, সহম্পতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা সনৎকুমার, জনৈক দেবতা) বার বার এসে সে সংবাদ বা বিষয় বুদ্ধকে জানিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি বুদ্ধ যে বিষয় মনে মনে চিন্তা করছেন, ভাবছেন সেটাও আগন্তুকরা জেনে যাচ্ছেন আর বার বার সেই বিষয়ে অগ্রীম নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন হলো, বুদ্ধের অজানা বিষয় তাঁকে জানাতে কেন তারা আসতেন? এটা করার কি প্রয়োজন ছিল?

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আগন্তুকদের সংবাদ নিয়ে আসার প্রক্রিয়াটি বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে শুরু হয়েছে? বছরের পর বছর যখন তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর তপস্যা করে যাচ্ছিলেন তখন তারা আসেন নি। যদিও তখন পাপিষ্ট মার (শয়তান) বিভিন্ন সময় তাঁর ধ্যান নষ্ট করতে, তাঁকে পদস্খলিত করতে এসেছে। মারের (শয়তানের) মেয়েরা এসেছে। সাপ সেজে ভয় দেখিয়েছে, সুন্দরী সেজে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঐ আগন্তুকরা কেউ তখনও আসেন নি।

তাই প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধত্ব লাভের সাথে আগন্তুকদের আসার সম্পর্কটা কী?
আগন্তুকরা কারা?
কার পক্ষ থেকে তারা আসতেন?
কেন আসতেন?
ধর্মচ্যুত বা ধর্মজ্ঞান শূন্য মানব জাতির কি হবে এটা নিয়ে আগন্তুকদের বিচলিত হওয়ার কারণ কি?
এ রকম ঘটনা ধর্মজগতে আর কোথাও কখনও কি ঘটে নি?
এগুলোই কি প্রথম ও শেষ ঘটনা ছিল?

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা এ প্রশ্নগুলোর কী উত্তর দিবেন এটা আমাদের জানা নেই। তবে আমাদের কাছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আছে। পুরো বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ ধর্মজগতে এমন ঘটনা এটাই প্রথম ও শেষ নয়। এর আগে ও পরে এ রকম ঘটনা আরো অনেক বার ঘটেছে। এমন ঘটনা হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং বিশ্বনবী হযরত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর জীবনেও অহরহ ঘটতে দেখা যায়।

এক কথায়, যাঁরাই বিভিন্ন যুগে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছেন তাঁদের কাছে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের দূত হিসেবে ফিরিশতারা বার্তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আসতেন। এ প্রক্রিয়াটা তাঁদের বুদ্ধত্ব বা নবুওয়ত লাভের পর থেকে শুরু হত। আর তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলমান থাকতো। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ ও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মহাব্রহ্মা, সহম্পতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা সনৎকুমার, জনৈক দেবতার মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা বা দিকনির্দেশনা লাভ অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া ছিল মাত্র।

নবুওয়ত লাভের পর প্রত্যেক নবীই প্রথমে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকতেন। পরে আবার যখন ফিরিশতা নির্দেশনা নিয়ে আসতেন তখন তাঁদের এ অবস্থা দূর হয়ে যেত। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও বুদ্ধত্ব লাভের পর এমন ঘটনাই ঘটেছে।

আবার আল্লাহ তা'লাই হলেন একমাত্র অন্তর্যামী। তিনি সবার অন্তরের খবর জানেন। প্রত্যেক নবী মনে মনে যা চিন্তা করতেন, ভাবতেন এটা জানতেন একমাত্র আল্লাহ তা'লাই। তখন তিনি সে অনুযায়ী সংবাদ দিয়ে, বার্তা দিয়ে তাঁর ফিরিশতাকে তাঁদের কাছে পাঠাতেন। এতে শিক্ষা, করণীয়, বর্জনীয়, এমনকি কখনও কখনও ভবিষ্যতের সংবাদও থাকতো। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। তিনি যা চিন্তা করতেন, ব্রহ্মলোক তা জেনে যেত। আর সেখান থেকে তাৎক্ষণিক কোন বার্তাবাহক সংবাদ নিয়ে এসে হাজির হতো।

আল্লাহ তা'লা কাউকে নবী মনোনীত করেন, মানব জাতিকে উদ্ধারের জন্য। তাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য। এ জন্য তিনি নবীদেরকে নবুওয়ত প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন। ফলে নবীরা নবুওয়ত বা বুদ্ধত্ব লাভের পর আর বসে থাকতে পারেন না। তাঁদেরকে ধর্ম প্রচারে বের হয়ে পড়তে হয়। সারা জীবন এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর অবশ্য আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতারা এ ক্ষেত্রে সারা জীবন তাঁদেরকে সাহস যোগান, অদৃশ্যের সংবাদ, ভবিষ্যতের সংবাদ জানিয়ে দেন, বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সারা জীবন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করেছেন, এ দায়িত্ব পালন করেছেন। আর সব ক্ষেত্রে ঐশী সাহায্য পেয়েছেন।

ফিরিশতারা বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন রূপ ও আকৃতিতে, বিভিন্ন সময়ে আগন্তুক হিসেবে নবীদের কাছে আসতেন।[১২] তারা শুধু বার্তা বহনের কাজ করতেন। অন্য কিছু নয়। বুদ্ধের সাথেও এমনই হয়েছে। মহাব্রহ্মা, সহম্পতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা সনৎকুমার, জনৈক দেবতা যারা বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধের কাছে আগন্তুক হিসেবে বার্তা অর্থাৎ শুধুমাত্র বার্তা নিয়ে এসেছেন, তাঁরা সবাই মূলত ছিলেন ঈশ্বরের দূত যাঁদেরকে ফিরিশতা বলা হয়। ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছানোর জন্যই তাঁরা বিভিন্ন নামে ও পরিচয়ে আসতেন।

যারা বুদ্ধকে নাস্তিক বলার ধৃষ্টতা দেখান, তারা কি কোন নাস্তিকের জীবনে এমন ঘটনা কোথাও কখনও ঘটতে দেখেছেন? এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবেন?

তাই, গৌতম বুদ্ধের জীবনে এমন ঘটনা ঘটা আর এগুলো ত্রিপিটকে সংরক্ষিত থাকা সাব্যস্ত করে তিনি ঈশ্বর, তাঁর ফিরিশতা ও দৈববাণীতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ঐশী প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ঈশ্বরের মনোনীত এক মহাপুরুষ ছিলেন। যাঁর প্রতিটি নির্দেশ তিনি সারা জীবন পালন করে গেছেন। যাঁকে পাবার জন্য তিনি সাধনা করেছেন। যাঁকে পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত ছিলেন। এ কারণে এসব ঘটনার বিদ্যমানতায় তাঁকে নাস্তিক বলা বা নাস্তিকতা তাঁর প্রতি আরোপ করা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১।

আত্মিক সাধনার জন্য
অরাড় কালামের নিকট গমন

হে ভিক্ষুগণ, সেই আমি পরে যখন তরুন, নবীন, কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া, কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। প্রব্রজিত হইয়া কুশল কী সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপদ নির্বাণ অন্বেষণে অরাড় কালামের নিকট উপস্থিহ হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, কালাম, আমি তোমার ধর্ম বিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। অরাড় কালাম আমাকে কহিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরেই নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।' হে ভিক্ষুগণ! আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই ধর্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠ-প্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরাবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি অপরাপর ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "অরাড় কালাম শুধু বিশ্বাসের উপর নহে, এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।" অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি- "কালাম, ধ্যানের কোন স্তর পর্যন্ত এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর?" হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অরাড় কালাম কহিলেন, "আকিঞ্চনায়তন নামক অরূপ-ধ্যানস্তর পর্যন্ত। ..."

হে ভিক্ষুগণ! আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি, এই ধ্যানস্তর পর্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো বলিয়া প্রকাশ করো। 'হা, এই পর্যন্তই বটে!' কালাম, আমিও তো এই ধ্যানস্তর পর্যন্ত স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি। [তিনি কহিলেন] 'ইহা আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে আমরা আপনার সদৃশ সতীর্থ দেখিতে পাইতেছি। আমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি তুমিও সেই ধর্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করো, ঠিক সেই ধর্মই আমি স্বয়ং

অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে আমি যে ধর্ম জানি তাহা তুমি জান, যে-ধর্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু, আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।' (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ঔপম্য বর্গ, আর্যপর্যেষণ সূত্র, সূত্র- ৬। পঞ্চম খণ্ড, পৃ- ২৩৪-২৩৫, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭) ও (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, বোধি রাজকুমার সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৮৫/৩২৭, পৃ-২৩৩)

২। আত্মিক সাধনার জন্য রামপুত্রের নিকট গমন

ইহা অন্বেষণে সর্বোত্তম শান্তিপদ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেখানে উদ্দক-রামপুত্র ছিলেন তথায় উপনীত হই। তথায় উপস্থিত হইয়া উদ্দক-রামপুত্রকে বলিলাম আবুস! আমি আপনার ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। এরূপ উক্ত হইলে, রাজ কুমার! উদ্দক-রামপুত্র আমাকে বলিলেন, এখানে বিহার করুন, আয়ুস্মান! ইহা তাদৃশ ধর্ম যাহাতে বিজ্ঞপুরুষ অচিরেই স্বীয় আচার্যত্বকে স্বয়ং জানিয়া সাক্ষাৎকার করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতে পারেন। রাজকুমার! সেই আমি অচিরেই, অতিশীঘ্রই সেই ধর্মকে পরিপূর্ণ আয়ত্ত করিলাম। তখন আমি ওষ্ঠসঞ্চালন মাত্রই, ভাষিত ভাষণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই জ্ঞানবাদ আর স্থবিরবাদ বলিতে পারি, জানিতে পারি বলিয়া জ্ঞাপন করিলাম। আর অপরেও তাহা করিল। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, বোধি রাজকুমার সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৮৫/৩২৮, পৃ-২৩৫)

৩। কঠিন সাধনা

তখন আমার দেহ পরিমার্জনা করিবার সময় সেই অল্পাহার হেতু পূতিমূল লোমরাশি অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। রাজকুমার! তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিত শ্রমণ গৌতম কালো হইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিত শ্রমণ গৌতম কালো হয় নাই, তিনি শ্যামবর্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিত শ্রমণ গৌতম কালো কিংবা শ্যামবর্ণ হন নাই, তাঁহার চর্মরঙ মঙ্গুলবর্ণ (মঞ্জুলবর্ণ?) হইয়াছে। রাজকুমার! আমার এমন পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত চেহারা সেই অল্পাহার হেতু এতই বিনষ্ট হইয়াছিল। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, বোধি রাজকুমার সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৮৫/৩৩৫, পৃ-২৪০)

৪। পালিঃ

এবং বুত্তে, ভিক্খবে, বিপস্সী ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো তং মহাব্রহ্মানং এতদবোচ– মযহম্পি খো, ব্রহ্মে, এতদহোসি– যংনূনাহং ধম্মং দেসেয্য'ন্তি। তস্স মযহং, ব্রহ্মে, এতদহোসি– অধিগতো খো ম্যাযং ধম্মো গম্ভীরো দুদ্দসো দুরনুবোধো সন্তো পণীতো অতক্কাবচরো নিপুণো পণ্ডিতবেদনীযো। আলযরামা খো পনাযং পজা আলযরতা আলযসম্মুদিতা। আলরযমায খো পন পজায আরযরতায আলযসম্মুদিতায দুদ্দসং ইদং ঠানং যদিদং ইদপ্পচ্চযতাপটিচ্চসমুপ্পাদো। ইদম্পি খো ঠানং দুদ্দসং যুদদং

সব্বসঙ্খারসমথো সব্বূপধিপটিনিস্সগ্গো তন্হাক্খযো বিরাগো নিরোধো নিব্বানং। অহঞ্চেব খো পন ধম্মং দেসেয্যং, পরে চ মে ন আজানেয্যুং; সো মমস্স কিলমথো, সা মমস্স বিহেসা'তি। অপিস্সু মং, ব্রহ্মে, ইমা অনচ্ছরিযা গাযথাযো পটিভংসু পুব্বে অস্সুতপুব্বা–

কিচ্ছেন মে অধিগতং, হলং দানি পকাসিতুং।
রাগদোসপরেতেহি, নাযং ধম্মো সুসম্বুধো।।
পটিসোতগামিং নিপুণং, গম্ভীরং দুদ্দসং অণুং।
রাগরত্তা ন দক্খন্তি, তমোখন্ধেন আবুটা'তি।
ইতিহ মে, ব্রহ্মে, পটিসঞ্চিক্খতো অপ্পোস্সুক্কতায চিত্তং নমি, নো ধম্মদেসনাযা'তি।
(সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, মহাপদানসুত্তং, সূত্র-৬৭, পৃ-২৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

'Then, monks, the Blessed Lord, the Arahant, the fully-enlightened Buddha Vipassi thought: "Suppose now I were to teach Dhamma?" And then he thought: "I have attained to this Dhamma which is profound, hard to see, hard to grasp, peaceful, excellent, beyond reasoning subtle, to be apprehended by the wise. But this generation delights in clinging, rejoices in it and revels in it. But for those who so delight, rejoice and revel in clinging this matter is hard to see, namely the conditioned nature of things, or dependent origination. Equally hard to see would be the calming of all the mental formations, the abandonment of all the substrates of rebirth the waning of craving, dispassion, cessation and Nibbana. And if I were to teach Dhamma to others and they did not understand me, that would be a weariness and a trouble to me." 'And to the Lord Buddha Vipassi there occurred spontaneously this verse, never previously heard: "This that I've attained, why should I proclaim? Those full of lust and hate can never grasp it. Leading upstream this Dhamma, subtle, deep, Hard to see, no passion-blinded folk can see it." *(Dighaya Nikaya, 2nd part, Mahapadana Sutta, Ch:3.2,2, page-213)*

বাংলা অনুবাদ:

ভিক্ষুগণ, এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান বিপস্সী মহাব্রহ্মাকে কহিলেনঃ "ব্রহ্মা! আমারও মনে এইরূপ হইয়াছিলঃ 'আমি ধর্মপ্রচার করিব।' কিন্তু আমি চিন্তা করিলামঃ "আমার অধিগম ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহারা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদের পক্ষে 'ইহা

হইতে ইহার উৎপত্তি হয়"-রূপ প্রতীত্যসমূৎপাদ অবধারণ করা কঠিন। ইহাও তাহাদের পক্ষে অবধারণ করা কঠিন যে, সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপাধির পরিহার, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ এবং নিরোধই নির্বাণ। আমি ধর্ম প্রচার করিলে অপরে যদি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর হইবে।" তন্মুহূর্তে আমার মনে অশ্রুতপূর্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইলঃ

আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা-রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা-বুঝিবে না ইহা তারা।"

'ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিরুৎসাহ হইলাম, ধর্মদেশনায় আমার প্রবৃত্তি হইল না।।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপদান সূত্রান্ত, সূত্র-৩/৪, পৃ-২৭)

৫। "ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা "ভগবান বিপস্সীর নিকট ধর্ম প্রচারের প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক ঐ স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপদান সূত্রান্ত, সূত্র-৩/৭, পৃ-২৯)

৬। পালি:

"তস্স ময্হং, ভিক্খবে, এতদহোসি-'কস্স নু খো অহং পঠমং ধম্মং দেসেয্যং; কো উমং ধম্মং খিপ্পমেব আজানিস্সতী'তি? তস্স ময্হং, ভিক্খবে, এতদহোসি- অযং খো আলারো কালামো পন্ডিতো বিযত্তো মেধাবী দীঘরত্তং অপ্পরজক্খজাতিকো। যংনূনাহং আলারস্স কালামস্স পঠমং ধম্মং দেসেয্যং। সো ইমং ধম্মং খিপ্পমেব আজানিস্সতী'তি। অথ খো মং, ভিক্খবে, দেবতা উপসঙ্কমিত্বা এতদবোচ-সত্তাহকালঙ্কতো, ভন্তে, আলারো কালামো'তি। ঞানঞ্চ পন মে দস্সনং উদপাদি-সত্তাহকা লঙ্কতো আলারো কালামো'তি। তস্স ময্হং, ভিক্ভবে, এতদহোসি-মহাজানিযো খো আলারো কালামো। সচে হি সো উমং ধম্মং সুণেয্য, খিপ্পমেব আজানেয্যা'তি। (সুত্তপিটকে মজ্ঝিমনিকাযো, পঠমো ভাগো, ওপম্মবগ্গো পাসরাসিসুত্তং, সূত্র-২৮৪, পৃ-১৮৩-১৮৪)

ইংরেজি অনুবাদ:

"I considered thus: 'To whom should I first teach the Dhamma? Who will understand this Dhamma quickly?' It then occurred to me: 'Alara Kalama is wise, intelligent, and discerning; he has long had little dust in his eyes. Suppose I taught the Dhamma first'to Alara Kalama. He will understand it quickly.' Then deities approached me

and said: 'Venerable sir, Alara Kalama died seven days ago.' And the knowledge and vision arose in me: 'Alara Kalama died seven days ago.' I thought: 'Alara Kalama's loss is a great one. If he had heard this Dhamma, he would have understood it quickly.' *(Tipitaka, Majjhima Nikaya, First Part, TheThird Division, The Noble Search, Two kinds of thought, Sutra 22, page - 262-63)*

বাংলা অনুবাদ:

হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল–আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্মের শীঘ্র অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল–অরাড় কালামই সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব, তিনিই এই ধর্মের অর্থ শীঘ্র জানিতে পারিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল–"প্রভো, সপ্তাহকাল হইল অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" আমার মধ্যেও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল যে, সপ্তাহকাল পূর্বে সত্যই অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল–অরাড় কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণ মাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ঔপম্য-বর্গ, আর্যপর্যেষণ সূত্র, সূত্র- ১৩, পৃ-২০০-২০১)

৭। পালি:

"তস্স মযহং, ভিক্খবে, এতদহোসি-কস্স নু খো অহং পঠমং ধম্মং দেসেয্যং; কো উমংধম্মং খিপ্পমেব আজানিস্সতী'তি? তস্স মযহং, ভিক্খবে, এতদহোসি-অযং খো আলারো কালামো পণ্ডিতো বিযত্ত মেধাবী দীঘরত্তংঅপ্পরযকক্খজাতিকো। যংনুনাহং আলরস্স কালামস্স পঠমং ধম্মং দেসয্যং। সো ইমং ধম্মং খিপ্পমেব আজানিস্সতী'তি। অথ খো মং ভিক্খবে, দেবতা উপসঙ্কমিত্বা এতদবোচ-অভিদোসকালঙ্কতো, ভন্তে, উদকো রামপুত্তো'তি। ঞানঞ্চ পন মে দস্সনং উদপাদি-অভিদোসকালঙ্কতো উদকো রামপুত্তো'তি। তস্স মযহং, ভিক্খবে, এতদহোসি-মহাজানিযো খো উদকো রামপুত্তো। সচে হি সো উমং ধম্মং সুনেয্য, খিপ্পমেব আজানেয্যা'তি। (সুত্তপিটকে মজ্ঝিমনিকাযো, পঠমো ভাগো, ওপম্মবগ্গো পাসরাসিসুত্তং, সূত্র-২৮৪, প-১৮৩-১৮৪)

ইংরেজি অনুবাদ:

"I considered thus: 'To whom should I first teach the Dhamma? Who will understand this Dhamma quickly?' It then occurred to me: 'Uddaka Ramaputta is wise, intelligent, and discerning; he has

long had little dust in his eyes. Suppose I taught the Dhamma first to Uddaka Ramaputta. He will understand it quickly.' Then deities approached me and said: 'Venerable sir, Uddaka Ramaputta died last night.' And the knowledge and vision arose in me: 'Uddaka Ramaputta died last night.' I thought: 'Uddaka Ramaputta's loss is a great one. If he had heard this Dhamma, he would have understood it quickly "I considered thus: 'To whom should I first teach the Dhamma? Who will understand this Dhamma quickly?' It then occurred to me: "The bhikkhus of the group of five who attended upon me while I was engaged in my striving were very helpful-308 Suppose I taught the Dhamma first to them.' Then I thought: 'Where are the bhikkhus of the group of five now living?' And with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I saw that they were living at Benares in the Deer Park at Isipatana. *(Tipitaka, Majjhima Nikaya, First Part, TheThird Division, The Noble Search, Two kinds of thought, Sutra-22, page-262-63)*

বাংলা অনুবাদঃ

তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল–তবে আমি কাহার নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব যিনি এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন? তখন আমার মনে হইল–রুদ্র রামপুত্র তো সুপণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং দীর্ঘকাল অল্পরজঃজাতীয় পুরুষ। অতএব, আমি তাঁহারই নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব। তিনি এই ধর্ম শ্রবণমাত্র শীঘ্রই ইহার অর্থবোধ করিতে পারিবেন। তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–"প্রভো, সপ্তাহকাল হইল রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন।" আমার মধ্যেও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল যে, সত্যই সপ্তাহকাল পূর্বে রুদ্র রামপুত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল–রুদ্র রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে যিনি এই ধর্ম শ্রবণ মাত্র ইহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার মনে হইল–কেন? পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তো আমার বহু-উপকারী, যাহারা আমার সাধনা-তৎপরতার সময় আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া সেবা করিয়াছিল। অতএব, আমি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট প্রথম ধর্ম-উপদেশ প্রদান করিব। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল–পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমি দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসী সমীপে ঋষিপতন মৃগদাবে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর, হে ভিক্ষুগণ। আমি উরুবেলায় যথারুচি বিচরণ করিয়া অবশেষে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করি। (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ঔপম্য-বর্গ, আর্যপর্যেষণ সূত্র, সূত্র-১৩, পৃ-২০০-২০১)

৮। অনাগত অরহতের সংবাদ নিয়ে

পালি:

অথ খো ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবতো চেতসা চেতোপরিবিতক্কমঞ্ঞায। সেয্যথাপি নাম বলবা পুরিসো সমিঞ্জিতং বা বাহং পসারেয্য পসারিতং বা বাহং সমিঞ্জেয্য এবমেব। ব্রহ্মলোকে অন্তরহিতো ভগবতো পুরতো পাতুরহোসি। অথ খো ব্রহ্মা সহম্পতি একংসং উত্তরাসঙ্গং করিত্বা যেন ভগবা তেনঞ্জলিং পনমেত্বা ভগবন্তং এতদবোচ। এবমেতং, ভগবা, এবমেতং, সুগত, যেপি তে, ভন্তে, অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেপি ভগবন্তো ধম্মঞ্ঞেঞ্ঞেব সক্কতা গরুং কত্বা উপনিস্সায বিহরিংসু, যেপি তে, ভন্তে, ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্মুদ্ধা তেপি ভগবন্তো ধম্মঞেঞেঞ্ঞেব সক্কত্বা গরুং কত্বা উপনিস্সায বিহরিস্সন্তি। ভগবাপি, ভন্তে, এতরহি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো ধম্মঞেঞেঞ্ঞেব সক্কত্বা গরুং কত্বা উপনিস্সায বিহরভূতি। ইদমবোচ ব্রহ্মা সহম্পতি, ইদং বত্বা অথাপরং এতদবোচ। (সংযুক্ত নিকায়, পঠমোভাগো, ব্রহ্মসংযুত্তং, পঠমবগ্গো, গারবসুত্তং, সূত্র-১৭৩, পৃ-১১৬-১১৭)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then, having known with his own mind the reflection in the Blessed One's mind, just as quickly as a strong man might extend his drawn-in arm or draw in his extended arm, BrahmaSahampati disappeared from the brahmti world and reappeared before the Blessed One. He arranged his upper robe over one shoulder, raised his joined hands in reverential salutation towards the Blessed One, and said to him: "So it is, Blessed One! So it is, Fortunate One! Venerable sir, those who were the Arahants, the Perfectly Enlightened Ones in the past-those Blessed Ones too honoured, respected, and dwelt in dependence just on the Dhamrna itself. Those who will be the Arahants, the Perfectly Enlightened Ones in the future-those Blessed Ones too will honour, respect, and dwell in dependence just on the Dhamma itself. Let the Blessed One too, who is at present the Arahant, the Perfectly Enlightened One, honour, respect, and dwell in dependence just on the Dhamma itself." *(Tipitaka, Samyutta Nikaya, Vol-1, Bvahrnasamyutta, Connected Discourses with Brahmas, the first subchapter (the request)- 2 (2) Reverence, page-234 -235)*

বাংলা অনুবাদ:

ব্রহ্মা সহম্পতি নিজের চিত্ত দিয়ে ভগবানের মনের চিন্তা অবগত হয়ে বলবান ব্যক্তি যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে তেমনি (ক্ষিপ্রভাবে) ব্রহ্ম লোক থেকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন এবং উত্তরীয়ে একাংশ আবৃত করে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানকে বললেন "ভগবান! সুগত! এ এমনিই, এ এমনিই! ভদন্ত, অতীত কালে যে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ ছিলেন, তাঁরাও ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করেছিলেন, অনাগত কালে যে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ আবির্ভূত হবেন, তাঁরাও ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করবেন; ভগবান! ভদন্ত, বর্তমান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ (আপনিও) ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করুন।" একথা বলে ব্রহ্মা সহম্পতি আবার গাথায় বললেন--(ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, সগাথক বর্গ, ব্রহ্মা সংযুক্ত, প্রথম বর্গ, ২ গারব সুত্ত, পৃ- ৮৯-৯০)

৯। ফিরিশতার অবতরণ শেষ রাতে

পালি:

ইমং, ভিক্খবে, রত্তিং অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবন্না কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেনাহং তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা মং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো, ভিক্খবে, সা দেবতা মং এতদবোচ-সত্তিমে, ভন্তো, ধম্মা ভিক্খুনো অপিরহানায সংবত্তন্তি। কতমে সত্ত? সত্থুগারবতা, ওত্তপ্পগারবতা। ইমে খো, ভন্তেম সত্ত ধম্মা ভিক্খুনো অপরিহানায সংবত্তন্তী'তি। ইদমবোচ, ভিক্খবেম সা দেবতা। ইদং বত্বা মং অভিবাদেত্বা পদক্খিং কত্বা তথেবন্তরধাযী'তি। (সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি পঠমপন্নোসকং, দেবতাবগ্গো, হিরীগারবসুত্তং পৃ-২১ সূত্র-৩৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

Last night, bhikkhus, when the night had advanced , a certain deity of stunning beauty, illuminating the en tire Jeta's Grove, approached me, paid homage to me, stood to one side, and said to me: *(Anguttor nikaya,The Book of The Seven, first Fifty, Deities, Moral shame, Sutra-33, Page -1019)*

বাংলা অনুবাদ:

'হে ভিক্ষুগণ, এই রাত্রিতে অন্যতর এক দেবতা দিব্য জ্যোতিতে সমগ্র জেতবন আলোকিত করে শেষ রাত্রিতে আমার নিকট, উপনীত হয়ে অভিবাদন পূর্বক এক প্রান্তে দাঁড়ালেন। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, হে ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা আমাকে এরূপ বললেন- (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তক নিপাত, দেবতা বর্গ, ২ গিরিগারব সূত্র, সূত্র-৩৩.১, পৃ-৩০)

পালি:

ইমং, ভিক্খবে, রত্তিং অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবন্না...পে....সত্তিমে, ভন্তে, ধম্মা ভিক্খুনো অপরিহানায সংবত্তন্তি। (ত্রিপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি পঠমপন্নোসকং, দেবতাবগ্গো, হিরীগারবসুত্তং পৃ-২১ সূত্র-৩৫)

ইংরেজি অনুবাদ:

খধংঃ হরমযঃ, নযরশশযঁং, যিবহ ঃযব হরমযঃ যধফ ধফাধহপবফ , ধ পবৎঃধরহ ফবরঃু ড়ভ ংঃঁহহরহম নবধঁু, রষষঁসরহধঃরহম ঃযব বহঃরৎব ঔবঃধ'ং এৎড়াব, ধঢ়ঢ়ৎড়ধপযবফ সব, ঢ়ধরফ যড়সধমব ঃড় সব, ংঃড়ড়ফ ঃড় ড়হব ংরফব, ধহফ ংধরফ ঃড় সব: (অহমঁঃঃড়ৎ হরশধুধ,ঞযব ইড়ড়শ ড়ভ ঞযব ঝবাবহ, ভরৎংঃ ঋরভু, উবরঃরবং, ঊধংু ঃড় পড়ৎৎবপঃ , ঝঁঃৎধ-৩৫, চধমব- ১০২১)

বাংলা অনুবাদ:

'হে ভিক্ষুগণ, এই রাতে অন্যতর এক দেবতা দিব্য জ্যোতিতে সমগ্র জেতবন উ দ্ভাসিত করে রাত্রি শেষে আমার নিকট উপনীত হয়ে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে দাঁড়ান। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে হে ভিক্ষুগণ, সে দেবতা আমাকে এরূপ বললেন, (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তক নিপাত, দেবতা বর্গ, দ্বিতীয় প্রিয়ভাষিতা সূত্র, সূত্র-৩৫.১, পৃ-৩১)

১১। রাতে নির্দেশনা নিয়ে ফিরিশতার আগমন

পালি:

.অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অখিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবন্না কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং এতদবোচ-

সত্তিমে, ভন্তে, ধম্মা ভিক্খুনো অপরিহানায সংবত্তন্তি। কতমে সত্ত? সত্থুগারবতা, দম্মগারবতা, সঙ্ঘগারবতা, সিক্খাগারবতা, সমাধিগারবতা, অপ্পমাদগারবতা, পটিসন্থারগারবতা। ইমে খো, ভন্তে, সত্ত ধম্মা ভিক্খুনো অপরিহানায সংবত্তন্তী'তি। ইদমবোচ সা দেবতা। সমনুঞ্ঞেঞ্ঞা সত্থা অহোসি। অথ খো সা দেবতা সমনুঞ্ঞেঞ্ঞা মে সত্থ'তি ভগবন্তং অভিবদেত্বা পদক্খিুং কত্বা তত্থেবন্তরধাযি। (সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি পঠমপন্নোসকং, দেবতাবগ্গো, অপ্পেমাদগারবসুত্তং পৃ-২০ সূত্র-৩২)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then, when the night had advanced, a certain deity of stunning beauty, illum inating the entire Jeta's Grove, [28] approached the Blessed One, paid hom age to him , stood to one side, and said to the Blessed One: Bhante, there are these seven qualities that lead

to the nondecline of a bhikkhu. What seven? Reverence for the Teacher, reverence for the Dhamma, reverence for the Sangha, reverence for the training, reverence for concentration , reverence for heedfulness, and reverence for hospitality. These seven qualities lead to the non-decline of a bhikkhu. *(Anguttor nikaya, The Book of The Seven, first Fifty, Deities, Heedfulness, Sutra-5, Page- 1018-19)*

বাংলা অনুবাদ:

অতঃপর দিব্য আভরণে সজ্জিত এক দেবতা দিব্য জ্যোতিতে সমগ্র জেতবন আলোকিত করে রাত্রিতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই দেবতা ভগবানকে এরূপ বলেন- 'ভন্তে, এই সপ্ত বিষয় ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়। সপ্ত কি কি? শাস্তার প্রতি গৌরব, ধর্মের প্রতি গৌরব, সঙ্ঘের প্রতি গৌরব, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের প্রতি গৌরব। ভন্তে, এই বিষয় ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়।'

(ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তক নিপাত, দেবতা বর্গ, ১ অপ্রমাদ গারব সূত্র, সূত্র-৩২.১, পৃ-২৯)

১২। 'ফিরিশতা'-কে মালাইকার পাশাপাশি রূহুল আমীন, রূহুল কুদুস, জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকৃতিতে আসতেন। মরিয়মের সামনে সুঠামদেহী এক যুবক হিসেবে দেখা দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট কখনও গণন-ভুবন ব্যাপ্ত আকৃতি নিয়ে এসেছেন। কখনও কোন একজন সাহাবীর আকৃতি ধারণ করে এসেছেন। যে সাহাবীর আকৃতি বেশির ভাগ সময় ধারণ করতেন তাঁর নাম দাহিয়াতুল কালবী (রা.)। কখনও শুভ্র পোষাক পরিহিত আগন্তুক হিসেবে আসতেন।

তৃতীয় প্রমাণ

অজাত, অভূত, অসংস্কৃত এক সত্তার পরিচয় তুলে ধরা

[Buddha describing the Independent, Eternal God]

গৌতম বুদ্ধ শুধুমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন আর তিনি তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি এটাই বলে যান নি, বরং সেই ঈশ্বরের স্বরূপও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন তিনি অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত সত্তা। অর্থাৎ যার কোন জাত নেই, জন্ম নেই, রূপান্তর নেই, পরিবর্তন নেই, তাঁর প্রজাতিভুক্ত কেউ নেই। তিনি জন্ম নেন নি। তাঁকে জন্ম দেয়া হয় নি। কিন্তু তিনিই সবার জন্মের ও অস্তিত্ব লাভের কারণ। তিনি বলছেন-

মূল পালি

"অত্থি, ভিকখবে, অজাতং অভূতং অসঙ্খতং, নো চেতং ভিক্খবে, অভবিস্স অজাতং অভূতং অকতং অসঙ্খতং। নযিধ জাতস্স ভূতস্স কতস্স সঙ্খতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞাযেথ। যস্মা চ খো, ভিক্খবে, অত্থি, অজাতং অভূতং অসঙ্খতং, তস্মা জাতস্স ভূতস্স কতস্স সঙ্খতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞাযতী'তি। "নো চেতং ভিক্খবে, অভবিস্স অজাতং অভূতং অকতং অসঙ্খত'ন্তি দেসনাপঞ্ঞত্তি নিব্বানস্স বেবচনপঞ্ঞত্তি চ। "নযিধ জাতস্স ভূতস্স কতস্স সঙ্খতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞাযতী তি।" (ত্রিপিটক, নেত্তিপ্রকরণ, ৪.ক ১১ প্রজ্ঞপ্তি হারবিভঙ্গ, পৃ-১৩৭, ১৩৮)

ইংরেজি অনুবাদ:

Bhikkhus, there is an unborn, an un-brought-to-being, an unmade, an undetermined. If that were not unborn, un-brought-to-being, unmade, undetermined, no escape from the born, the brought-to-being, the made, the determined, would be evident here. And it is because there is an unborn, an un-brought-to-being, an unmade, an undetermined, that therefore the escape from the born, the brought-to-being, the made, the determined.

(Tipitaka, Suttapitaka, Nettipakarana, Part IV, Chapter ii, p-91-92 & Itibuttak, The two, chapter 16, p-142 and Udana, 8:3 Unbinding (3) (Nibb›na Sutta), Page- 113)

বাংলা অনুবাদ

"হে ভিক্ষুগণ! অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত একজন আছেন। হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত না থাকিত এই সংসারে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কৃতের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইত না। হে ভিক্ষুগণ! যেই কারণে অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত থাকে সেই কারণে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কারের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ! যদি অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত না থাকিত- ইহা নির্বাণের দেশনা প্রজ্ঞপ্তি এবং বিবচন প্রজ্ঞপ্তি। এই সংসারে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কৃতের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইত না। (ত্রিপিটক, নেত্তিপ্রকরণ, ৪.ক ১১ প্রজ্ঞপ্তি হারবিভঙ্গ, পৃ-১৩৭, ১৩৮। পবিত্র ত্রিপিটক, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ-৫৯২, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশ ২০১৭)

প্রায় একই ধরনের উদ্ধৃতি ত্রিপিটকের অন্যান্য পুস্তকেও ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে আরো দু'টি বইয়ের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো-

"ভিক্ষুগণ, তেমন অমৃত আছে যাহা জন্ম, উৎপত্তি, সৃষ্টি এবং সংস্কারের অধীন নহে। যদি তেমন কিছু না থাকিত তবে এই জাত, উৎপন্ন, সৃষ্ট ও সংস্কৃত আত্মভাবের নিঃসরণ দৃষ্ট হইত না।" (পবিত্র ত্রিপিটক, (উদান, তৃতীয় পরিনির্বাণসংযুক্ত সূত্র) একাদশ খণ্ড, পৃ-২৮১-২৮২, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

"হে ভিক্ষুগণ, এমন কিছু আছে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, অসংযত বা অবিমিশ্র। যদি এমন কিছু না থাকে অজাত, অভূত, অকৃত, অসংযত বা অবিমিশ্র নয়, তাহা হইলে জাত, ভূত, কৃত, সংযত বা বিমিশ্র যাহা তাহা হইতে নিঃসরণ জানা যায় না।" [পবিত্র ত্রিপিটক, (ইতিবুত্তক, অজাত সূত্র) একাদশ খণ্ড, পৃ-৩৫১, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে একজন অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত সত্তার কথা বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, 'হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত না থাকিত এই সংসারে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কৃতের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইত না।'

বিষয়টি একটু চিন্তার, একটু ভাবার দাবি রাখে। এজন্য আমরা প্রথমে ব্যবহৃত শব্দগুলোর সরল অর্থ উপস্থাপন করতে চাই।

পালি 'জাত' শব্দের অর্থ পালি বাংলা অভিধানে লেখা হয়েছে- জন্মপ্রাপ্ত, উৎপন্ন, জন্মগত, যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে। আর বলা হয়েছে এর বিপরীত শব্দ হলো 'অজাত' বা 'অভূত'। অর্থাৎ যে জন্মগ্রহণ করে নি তাকে 'অজাত' বা 'অভূত' বলে। আবার পালি 'অসঙ্খতং'-শব্দের অর্থ বলা হয়েছে-

অসংস্কৃত, কারণ সম্ভুত নয় এমন, যাহা কার্য-কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না, অনুৎপন্ন, উৎপন্ন হয় না এরূপ।[১]

তাহলে এই সূত্রের সরল অর্থ দাড়াচ্ছে, এই বিশ্বজগতে একজন আছেন যিনি জন্ম নেন নি, যাকে জন্ম দেয়া হয় নি, অথবা কোন কার্য-কারণের কারণেও তিনি উৎপন্ন হন নি। কিন্তু তিনি আদি থেকেই বিদ্যমান আছেন। আর তিনি আছেন বলেই এই বিশ্বজগতের যা কিছু জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃত বা মিশ্র তা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি না থাকলে কিছুই সৃষ্টি হতো না।

এই বিশ্বজগতের যা কিছু আছে যেমন আলো, বাতাস, গাছপালা, জীব-জন্তু, গ্রহ-নক্ষত্র, এমন কি বিশ্বজগৎ কোন কিছুই আদি-অনাদী ও চিরস্থায়ী নয়। সব কিছু অস্থায়ী, পরিবর্তনযোগ্য, লয়শীল। এর কারণ সবাই জন্ম নিয়েছে। সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। সব কিছু কার্য-কারণের ফলে অস্তিত্বে এসেছে। অর্থাৎ খোদ এই বিশ্বজগত বা এর কোন কিছুই অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত গুণের বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। সব কিছু জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃত বা মিশ্র। আর শাস্ত্র বলে এমন বৈশিষ্ট্যের সব কিছুই হলো অস্থায়ী।[২] আর বুদ্ধ বলছেন, এসব কিছুর বিপরীতে একজন অজাত, অভূত ও অসংস্কৃত সত্তা আছেন। যিনি নিজে সৃষ্ট নন, নিজে জন্ম নেন নি। কিন্তু তিনিই সবার জন্মের ও সৃষ্টির কারণ। তিনি না থাকলে কেউ জন্ম নিত না, সৃষ্টি হতো না।

আর আস্তিক ধর্মগুলো এই সত্তাকেই ঈশ্বর বলে। যিনি ঈশ্বর, তিনি 'অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত'। অর্থাৎ তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি। বরং তিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন রূপান্তর নাই, কোন পরিবর্তন নাই। কিন্তু তিনি সবাইকে পরিবর্তন করেন। তিনি কোন কার্য-কারণে সৃষ্ট নন। সব কার্য-কারণ তাঁর থেকে সৃষ্ট, তাঁর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। অর্থাৎ এমন এক সত্তা বা ঈশ্বর আছেন বলেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা কিছুই সৃষ্টি হতো না। এটাই গৌতম বুদ্ধ বলেছেন।

তাই, এটা একটু নিরপেক্ষ বিবেক নিয়ে চিন্তার বিষয়, ভাবার বিষয় গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করেন নি। কিন্তু এমন কিছু গুণবাচক নাম ব্যবহার করেছেন যা কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রযোজ্য, অন্য কারো জন্য নয়। যদি আস্তিক না হতেন, এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হতেন, তাহলে তিনি ভিক্ষুদের সম্মোধন করে কখনও এটা বলতেন না- 'হে ভিক্ষুগণ! অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত আছে। হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই অজাত অভূত অকৃত অসংস্কৃত না থাকিত এই সংসারে জাতের ভূতের কৃতের সংস্কৃতের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হইত না।'

তিনি যদি আস্তিক কিংবা ঈশ্বরের প্রেরিত অবতার বা প্রতিনিধি না হতেন, ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান না রাখতেন, ঈশ্বরের পরিচয় ভালোভাবে না জানতেন তাহলে তিনি কখনও ঈশ্বরের এই স্বরূপ তুলে ধরতে পারতেন না। এ পরিচয় দিতে পারতেন না।

আর জগতের সামনে যিনি ঈশ্বরের এমন পরিচয় তুলে ধরেছেন বা এত চমৎকার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন তাঁকে নাস্তিক বলা বা নাস্তিক্যবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা অন্ধের ঢিল ছোঁড়া বা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। পালি বাংলা অভিধান, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১

২। But whatever has come into being and is conditioned, a product of volition, dependently originated, is impermanent. *(A Thematic Guide to the Anguttara Nikaya, The Book of the Tens V 188, V, U p a li2119 Sutta 93 , p-1466)*

যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোন না কোন হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভুত তা অনিত্য। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়ো, পঞ্চম খণ্ড, উপালী বর্গ, কীরূপ দৃষ্টি সূত্র, সূত্র-৯৩.৫, পৃ-২১২ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, দশম খণ্ড, পৃ-৭৬৫, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

চতুর্থ প্রমাণ

সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস উপস্থাপন

[Presenting the belief in the Almighty God]

গৌতম বুদ্ধ একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কথা বলছেন। ঐ স্রষ্টার অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা এক উপাখ্যানের মাধ্যমে দিয়েছেন। বুদ্ধ যে অনাদি, অনন্ত, অজাত, অভূত ও অসংস্কৃত সত্তার কথা বলেছেন এর বর্ণনা আর এ আখ্যানের বর্ণনা এক ও অভিন্ন। মহান ঈশ্বরকে তুলে ধরতে গিয়ে ঈশ্বর শব্দের পাশাপাশি আরো বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।

কেবদ্ধ নামে এক গৃহপতি পুত্র ছিলেন। তিনি এক বার বুদ্ধকে অলৌকিক অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনের অনুরোধ করেন। এতে বুদ্ধ এক আখ্যান বিবৃত করেন। তিনি বলেন একবার এক ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে স্বর্গ থেকে স্বর্গান্তরে গমন পূর্বক বিভিন্ন দেবতার কাছে চার মহাভূত -পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ূধাতু কোথায় শেষ হয় -এটা জানতে চান? তখন দেবলোকের এক দেবতা অন্য দেবতার কাছে তাকে পাঠান। শেষে তাকে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের নিকট পাঠানো হয়। তারা তার প্রশ্ন শুনার পর বললেন, আমরাও উত্তর দিতে পারবো না। তবে একজন দিতে পারবেন। আর তিনি হলেন-

মূল পালি:
অত্থি খো, ভিক্খু, ব্রহ্মা মহাব্রহ্মা অভিভূ অনভিভূতো অঞ্ঞদত্থুদসো বসবত্তী ইস্সরো কত্তা নিম্মাতা সেট্ঠো সজিতা বসী পিতা ভূতভব্যানং অমেহহি অভিক্কন্ততরো চ পণীততরো চ। সো খো এতং জানেয্য, যত্থিমে চত্তারো মহাভূতা অপরিসেসা নিরুজ্ঝন্তি, (দীঘনিকাযো, প্রঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, কেবট্টসুত্তং ৪৯৩, পৃ-১৬১, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:
"We, brother, do not know that. But there is Brahma, the Great Brahma, the Supreme One, the Mighty One, the All-seeing One, the Ruler, the Lord of all, the Controller, the Creator, the Chief of all, appointing to each his place, the Ancient of days, the Father

of all that are and are to be! He is more potent and more glorious than we,.. He will know it." *(Dighaya_Nikaya, 1st part, Kevadda Sutta, Ch-80, page-281)*

বাংলা অনুবাদ:
এটা শুনার পর "হে ভিক্ষু! ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, যিনি বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্য (জন্ম পর্যাণ্বেষী) প্রাণিগণের শক্তিমান পিতা আছে। তিনি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইবেন" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, কেবট্ট সূত্র, ভূত নিরোধে স্বকীয় ভিক্ষু উপাখ্যান, সূত্র-৪৯৩, পৃ-২২২ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ-১৯৮, ত্রিপাসো- ২০১৭)

এটা শুনার পর ভিক্ষু আবারও জিজ্ঞেস করলেন, জানতে চাইলেন-
'কহং পনাবুসো, এতরহি সো মহাব্রহ্মা'তি?'
'ডযবৎব ঃযবহ রং ঃযধঃ এৎবধঃ ইৎধযসধ হড়ি?'
'আবুসো, সেই মহাব্রহ্মা এক্ষণে কোথায়?'

উত্তরে তাকে বলা হলো-
মূল পালি:
এযস্পি খো, ভিক্খু, ন জানাম, যত্থ বা ব্রহ্মাযেন বা ব্রহ্মাযহিং বা ব্রহ্মা; অপি চ, ভিক্খু, যথা নিমিত্তা দিস্সন্তি, আলোকো সঞ্জাযতি, ওভাসো পাতুভবতি, ব্রহ্মাপাতুভবিস্সতি, ব্রহ্মুনো হেতং পুব্বনিমিত্তং পতুভাবায, যদিদং আলোকো সঞ্জাযতি, ওভাসো পাতুভবতী'তি।....(দীঘনিকাযো, প্রঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, কেবট্টসুত্তং-৪৯৩, পৃ ১৬১-১৬২, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:
"We, brother, know not where Brahma is, nor why Brahma is, nor whence. But, brother, when the signs of his coming appear, when the light ariseth, and the glory shineth, then will He be manifest. For that is the portent of the manifestation of Brahma when the light ariseth, and the glory shineth." *(Dighaya Nikaya, 1st part, Kevadda Sutta, Ch-80, page-281)*

বাংলা অনুবাদ:

"হে ভিক্ষু, সেই ব্রহ্মা যে কোথায় আছেন, কেন আছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা আমরাও অবগত নহি। কিন্তু ভিক্ষু! যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, আলোকের উদ্ভব হয়। আভার বিকাশ হয়। তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে। এইরূপ আলোকের উদ্ভব এবং আভার বিকাশ ব্রহ্মা আবির্ভাবের পূর্ব লক্ষণ।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, কেবট্ট সূত্র, ভূত নিরোধে স্বকীয় ভিক্ষু উপাখ্যান, সূত্র-৪৯৩, পৃ-২২২)

এরপর ভিক্ষু মহাব্রহ্মার সাক্ষাত পেলেন। এবার মহাব্রহ্মা নিজেই নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করলেন,

মূল পালি:

তুমসি ব্রহ্মা মহাব্রহ্মা অভিভূ অনভিভূতো অঞ্ঞদত্থুদসো বসবত্তী ইস্সরো কত্তা নিম্মাতা সেট্ঠো সজিতা বসী পিতা ভূতভব্যান'ন্তি। (দীঘনিকাযো, প্রঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, কেবট্টসুত্তং-৪৯৪, পৃ-১৬২, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল-২০১৩ইং)

ইংরেজি:

"I, brother, am the Great Brahma, the Supreme, the Mighty, the All-seeing, the Ruler, the Lord of all, the Controller, the Creator, the Chief of all, appointing to each his place, the Ancient of days, the Father of all that are and are to be" *(Dighaya Nikaya, 1st part, Kevadda Sutta, Ch-81, page-281-282)*

বাংলা অনুবাদ:

"হে ভিক্ষু! আমিই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, ভূত ও ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, কেবট্ট সূত্র, ভূত নিরোধে স্বকীয় ভিক্ষু উপাখ্যান, সূত্র-৪৯৪, পৃ-২২২)

শুরুতেই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। যা আমাদেরকে ত্রিপিটকের ঈশ্বর সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর জটিলতা বুঝতে বা রহস্য উন্মোচন করতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। পালি সাহিত্য বা ত্রিপিটকে কিছু শব্দ অহরহ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, দেবতা, অধিদেব, উৎপত্তি দেবতা, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অধিব্রহ্মা, ব্রহ্ম, স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, প্রাণিগণের শক্তিমান পিতা, ঈশ্বর ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা অর্থ আছে, পরিচিতি বা সংজ্ঞা আছে, ব্যাপ্তি আছে।

ব্যবহার বা প্রয়োগের আলাদা আলাদা ক্ষেত্র বা স্থান আছে। কিন্তু ত্রিপিটকে শব্দগুলোর অনেক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শব্দগুলোর যথার্থ জায়গায় ব্যবহার করা হয় নি।

এ কারণে দেখা যায়, কখনও দেবতা আর ব্রহ্মাকে একই শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কখনও ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাকে অথবা ব্রহ্মা ও ঈশ্বরকে একই শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অথচ ব্রহ্ম আর ব্রহ্মার মাঝে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটাকে ত্রিপিটকে দৃষ্টিপটে রাখা হয় নি। যার ফলে পালি সাহিত্যে এটাকে এক করে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু হিন্দু বা সংস্কৃত সাহিত্যে এ শব্দগুলো ত্রিপিটক লেখার বহু পূর্ব থেকেই এই ভারতবর্ষে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশস্থলেই আলাদা অর্থে ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন- 'ব্রহ্ম' হচ্ছেন পরমেশ্বর, ঈশ্বর, বিধাতা, অনন্ত, অনাধি ও অদ্বিতীয় সত্তা। আর 'ব্রহ্মা' হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, জগৎ স্রষ্টা, বিধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের সৃষ্টি সংক্রান্ত গুণ প্রকাশক বৈশিষ্ট্য বা নাম (বাংলা ও সংস্কৃত অভিধান)। বর্তমান পালি সাহিত্য বা ত্রিপিটকে এ শব্দগুলোর অর্থ বা ব্যুৎপত্তিগত এ পার্থক্য দৃষ্টিপটে রাখা হয় নি।

ফলে দেবতা কিংবা ফিরিশতা আর ঈশ্বরের জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা একই রকম উপাধি ও বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কে ফিরিশতা আর কে ঈশ্বর এ বিষয় বুঝতে সাধারণ পাঠকদেরকে পড়তে হয় একটা গোলক ধাঁধায়।

এর পিছনে বহু কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ এটিও হতে পারে বর্তমান বৌদ্ধদের (বেশির ভাগ) নাস্তিক্যবাদী হওয়ার কারণে অথবা নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধদের দ্বারা ত্রিপিটক সংকলিত হওয়ার কারণে অর্থাৎ তারা যেহেতু ঈশ্বর বা ফিরিশতা বলে আলাদা আলাদা কোন অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাই তারা এগুলোকে এক করে ফেলেছে। প্রত্যেকটি শব্দ প্রয়োগের যে আলাদা আলাদা ক্ষেত্র রয়েছে এটার তারা খেয়াল রাখে নি বা রাখতে পারে নি বা রাখার প্রয়োজন মনে করে নি।

দেবতা, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এই শব্দগুলোকে পরস্পর এক করে ফেলা হয়েছে, এতে কোন ধরনের পার্থক্য করা হয় নি। এই কাজটা শব্দ পৃথকীকরণ জ্ঞান না থাকার কারণেও হতে পারে। আবার ইচ্ছাকৃতভাবেও হয়ে থাকতে পারে। দ্বিতীয়টা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো এর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধরা তাদের মত শব্দ প্রয়োগ বা সংযোজন বিয়োজন করে ঈশ্বর সংক্রান্ত সহজ সরল বর্ণনাগুলোকে কিছুটা জটিল বা ঘোলাটে করে সব কিছু গুলিয়ে একাকার করার চেষ্টা করেছেন।

আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে, একবার পালি থেকে সিংহলী আবার ছয় সাতশত বছরের ব্যবধানে সিংহলী থেকে পালি ভাষায় অনুবাদ হওয়ার কারণেও এ সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। নাস্তিক্যবাদী অনুবাদকরা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন অথবা উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এনেছেন।[১] শব্দের অর্থ ও যথাযত প্রয়োগ ক্ষেত্রের প্রতি খেয়াল রাখেন নি।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর কারণে ত্রিপিটকের ঈশ্বর সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই আঁচড় মুক্ত কিংবা সহজ সরল নয়। কিছুটা জটিলতা থাকে শব্দ চয়নে অথবা ঘটনা বিন্যাসে অথবা ঘটনা বর্ণনায়। যার ফলে মূল বিষয় বুঝতে বা মর্ম উদ্ধার করতে যে কোন পাঠককে রীতিমত বেগ পেতে হয়।

আলোচ্য উপাখ্যানটিও এমন একটি বর্ণনা। এতে আমরা দু'টি অংশ দেখতে পাই। (প্রথম অংশ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশ প্রবন্ধের শেষের দিকে আলোচনা করা হবে।) প্রথম অংশে রয়েছে ঈশ্বর সম্পর্কিত এক চমৎকার উপস্থাপনা, সাবলীল বর্ণনা। বলা হচ্ছে, এক মহাব্রহ্মা বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন। যাঁর ক্ষেত্রে ঈশ্বর নামের পাশাপাশি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, ভূত ও ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা এই নাম বা বিশেষণগুলোও ব্যবহার করা হয়েছে।

এই মহাব্রহ্মা বা ঈশ্বরের বিষয়ে যখন দেবতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলো-
'তিনি কোথায় আছেন?
কেন আছেন?
কোথা হতে এসেছেন?
উত্তরে জানানো হলো- 'এটা জগতের কেউ এমনকি দেবতারাও অবগত নন।'

দেবতা বা ফিরিশতারাও ঈশ্বরের সৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত আর ঈশ্বরকে তাঁর কোন সৃষ্টির পক্ষে পুরোপুরি জেনে যাওয়া বা তাঁর সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞান আয়ত্ব করে নেয়া সম্ভব নয়। কারণ সসীম, সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ সৃষ্টি তার জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে অসীম, সীমাহীন পরিপূর্ণ, সব গুণ ও পূর্ণতার আধার, সর্বশক্তিমান এবং সব উৎকর্ষ, পরমত্ব ও চরমত্বের অধিকারী সত্তাকে আবিষ্কার কিংবা আয়ত্ব কোনমতেই করতে পারে না। যেমন কোন রোবট বা কম্পিউটার তার মালিকের বা নির্মাতার সব কিছু জানতে পারে না বা জানার ক্ষমতা রাখে না। ততটুকু জানে যতটুকু তথ্য এর মাঝে দেয়া হয়। ঈশ্বরের বিষয়ে কেউ শুধু ততটুকু জানে বা জানতে পারে যতটুকু তিনি জানান। এ জানানোটাও নির্ভর করে ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা ও সৃষ্টির তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর।

যারা তাঁকে জানতে চান, এজন্য তাদের নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। নিজেকে যুগ যুগ ধরে চেষ্টা-সাধনা ও তপস্যা করে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোকিত করতে হয়। আলোকিত হলে ঈশ্বর এসে তাদের কাছে ধরা দেন, দেখা দেন। তখন তাদের ঈশ্বর লাভ হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়। এ জন্য নিমিত্তের প্রয়োজন। তাই ত্রিপিটকে বলা হয়েছে, 'কিন্তু ভিক্ষু! যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, আলোকের উদ্ভব হয়। আভার বিকাশ হয়। তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে।' বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে, দীর্ঘ সাধনা ও তপস্যা করে বুদ্ধ যখন পুত-পবিত্র হলেন, পরিশুদ্ধ হলেন, এক কথায় ঈশ্বর লাভের উপযুক্ত হলেন, তখন একদিন তাঁর সামনে আলোর বিচ্যুরণ হলো। তিনি বটবৃক্ষের নিচে তপস্যারত অবস্থায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন, ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন, তাঁর আলোয় আলোকিত, উদ্ভাসিত হন। তাঁর সাক্ষাৎ পান। তখন তিনি পরম আবেগে আপ্লুত হয়ে হৃদয় নিংড়ানো এক গাঁথা উচ্চারণ করেন। আর সেদিন তিনি পরম উচ্ছ্বাসে যে গাঁথা [২] উচ্চারণ করেছিলেন এটা কোন নাস্তিকের মুখ নিঃসৃত উক্তি হতে পারে না। তিনি সেদিন ঈশ্বরের ছোয়া পেয়ে, আলোয় আলোকিত হয়ে সাধারণ মানুষের স্তর ডিঙিয়ে বুদ্ধে পরিণত হন। আর যে গাছের নিচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন সে গাছও সাধারণ গাছ থাকে নি, হয়ে যায় বোধিবৃক্ষ।

যিনি ঈশ্বর সম্পর্কে এমন চমৎকার মনোমুগ্ধকর আখ্যান বর্ণনা করেন, এমন সুস্পষ্ট ভাষায় স্রষ্টার বর্ণনা দেন। তাঁকে পাবার পর এমন উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেন। তাঁকে নাস্তিক বলার মোটেও কোন অবকাশ নেই? কারণ সত্যিকার অর্থে যিনি এক ঈশ্বরকে জেনেছেন, দেখেছেন, পেয়েছেন তাঁর পক্ষেই এমন সুন্দর বর্ণনা দেয়া সম্ভব। তাই, এটা প্রমাণ করে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা একেশ্বরবাদিতার ছিল।

অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁকে নাস্তিক সাব্যস্ত করার জন্য প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কথাগুলোর সাথে আগে পরে কিছু বাড়তি কথা সংযোজন করা হয়েছে। যেমনটি এই সূত্রেও করা হয়েছে। যাতে দেখা যায় 'যাঁকে' এতক্ষণ মহাব্রহ্মা বা ঈশ্বর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি নিজেও মহাব্রহ্মা বা ঈশ্বর হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আর একাধিক বার দিয়েছেন। তিনি হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বলছেন,
'অন্যরা আমাকে যা মনে করে আমি তা নই। আমি এই বিষয় জানি না। ব্রহ্মকায়িক দেবতাগণ মনে করেন আমি সব জানি। তাই আমি তাদের সামনে কিছু বলি নি। ভগবান বুদ্ধ এ বিষয়ে জানেন। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন।'
ব্রহ্মার এ বক্তব্য তাঁর প্রথম বক্তব্য 'হে ভিক্ষু! আমিই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, ভূত ও ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা'-এর সাথে সাংঘর্ষিক বা বিপরীত। এতে সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাঁর

প্রথম কথা সত্য হলে শেষের কথা মিথ্যা। আর তাঁর শেষের কথা সত্য হলে প্রথম কথা মিথ্যা। 'সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, ভূত-ভব্য প্রাণীদের শক্তিমান পিতা ও ঈশ্বর' -হওয়ার দাবি তাঁর সাথে মানানসই বা প্রযোজ্য হতে পারে না। এটা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সাব্যস্ত হয়।

কেননা সব ভূতের অর্থাৎ সৃষ্টবস্তুর স্রষ্টা যিনি তিনি পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ূধাতু যা কিনা সৃষ্টবস্তু তার কোথায় শেষ হয় -এটা জানেন না! এটা কখনও হতে পারে না। এটা পাগলের প্রলাপ হতে পারে! সুস্থ বিবেকের কথা নয়।

তাই, আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, মূল ঘটনা বা বর্ণনা আদৌ এ রকম ছিল না। প্রথমতঃ কেউ মূল বক্তব্যকে কিছুটা সংশয়যুক্ত করে বা অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে ঈশ্বর সংক্রান্ত একটা সরল, সাবলীল সুস্পষ্ট বক্তব্যকে গুলিয়ে ফেলার অপচেষ্টার অংশ হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করেছে।
দ্বিতীয়তঃ ত্রিপিটক চূড়ান্ত সংকলনকারীরা নাস্তিক্যবাদী[৩] ছিল। এ কারণে তাঁরা বুদ্ধের চেয়ে বড় কোন সত্তা থাকতে পারে এটা মানতে প্রস্তুত নয়। যে করেই হোক বুদ্ধকে সবচে বড় সত্তা দেখাতে হবে। আর এখানেও বুদ্ধকে সবচে বড় বানিয়ে দেখানোর একটা বাড়তি অপচেষ্টা করা হয়েছে।

অথচ ত্রিপিটকের এটা একটা বিদিত স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন না। সব বিষয় জানতেন না।[৪] এ কারণে তাঁর 'অজ্ঞাত বিষয়' ব্রহ্মা বা কোন দেবতা কারো প্রতিনিধি হয়ে ব্রহ্মলোক বা অদৃশ্য জগৎ থেকে এসে বুদ্ধকে বিভিন্ন সময়ে জানাতেন।[৫] তাই, যে ব্রহ্মলোক থেকে বুদ্ধের অজানা সংবাদ বুদ্ধের কাছে আসতো, যে সংবাদ, যে জ্ঞান বুদ্ধের জানার ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াতো। সেই ব্রহ্মলোক থেকে কেউ কোন বিষয় জানতে না পেরে বুদ্ধের কাছে এসে জানবে এটা আমার বোধগম্য নয়! এটা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে?

তাই, আবারও বলছি এই অংশটি নিঃসন্দেহে প্রক্ষেপণকৃত অংশ। এ রকম প্রক্ষেপণ একমাত্র পবিত্র কুরআন ছাড়া বেদ, বাইবেলসহ সব প্রাচীন গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিপিটকেও হয়েছে। তবে আমরা স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ আজও ত্রিপিটকে শত চড়াই-উতরাই ডিঙিয়ে মূল কথাগুলো ছাইয়ের ভিতরে মণি-মাণিক্যের মত স্বমহিমায়, স্বজ্যোতিতে চির ভাস্বর রয়েছে। যা আজও সত্যান্বেষীদের জন্য গভীর অন্ধকারেও আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। বর্তমান ত্রিপিটক অবিকৃত নয়। এতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বলা হয়েছে-

"পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন সময়ে পুঁথি ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, পাটলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রণীত হয়, অশোকপুত্র মাহেন্দ্র তাহা লইয়া সিংহলে গমন করেন, এবং তিনি ঐ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষাও মগধ হইতে আনাইয়া সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি সিংহলে যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রাজা বত্তাগামনীর রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে পালি শাস্ত্র সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে যে ঐ শাস্ত্রের পালি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, ইহাও এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত।" (বৌদ্ধধর্ম, পৃ-১১৪, লেখক– সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, প্রকাশ-২০১৫)

"বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত এই পালি কথ্য ভাষাকেও যথার্থ সাহিত্যিক ভাষা বলা যায় না। কারণ, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরে খ্রিষ্টীয় ১ম শতকে পালি ত্রিপিটক সিংহলে (শ্রীলংকায়) লিপিবদ্ধ করা হয়। পাঁচশত বছরের ব্যবধানে এই পালি ভাষা অনেক পরিশীলিত হয়ে সাহিত্যরূপ লাভ করে।"
(মুখবন্ধ, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- নয়, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

আবার বলা হচ্ছে-
"মধ্যযুগের নানা বিপর্যয়ে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মূলভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পরিহানি ঘটে। ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে। তৎসঙ্গে পালি ভাষারও বিলুপ্তি ঘটে। পালি ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সর্বরস সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করে।

ব্রহ্ম দেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পালি সাহিত্যের প্রভাব যুগ-পরম্পরায় প্রোজ্জ্বল থাকে। এতদ্দেশে পালিভাষা গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষার মূল শব্দের বানানসমূহ ব্রহ্মদেশীয় উচ্চারণ অনুসারে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে লঙ্কা ও ইউরোপে পুনরায় ব্রহ্মদেশ হইতে পালি সাহিত্য সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া তদ্দেশীয় অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইলেও সেই ভুলগুলি প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়।"
(অবতরণিকা, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- বার, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

২।

"জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর;
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"
[ত্রিপিটক, খণ্ড একাদশ (খুদ্দকপাঠ), শরণত্রয়, পৃ-৩৫]

৩। শ্রীলংকান বৌদ্ধরা মূলত নাস্তিক্যবাদী। আর ত্রিপিটক চূড়ান্ত সংকলন শ্রীলংকায় হয়। দ্র.- ১।

৪। "ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন। বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজকও অন্যতর নীচ আসন লইয়া একান্তে বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"শুনা যায় ভন্তে! শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল জ্ঞানদর্শন অবগত আছেন, চলনে, দাঁড়ানে, সুপ্তে ও জাগরণে সদাসর্বদা তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত (জাগ্রত) থাকে। ভন্তে! যাহারা এরূপ বলে ... কেমন তাহারা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী? আর ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করিতেছে নহে ?

ধর্মের অনুকূল বর্ণনা করিতেছে ত? ধর্মানুসারে কোন বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইবে না ত?" "বচ্ছ! যাহারা এরূপ বলে 'শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ ...' তাহারা আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী নহে, অভূত ও অসত্য দ্বারা তাহারা আমার নিন্দা করিতেছে।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিব্রাজক বর্গ, ৭১ তেবিজ্জ বচ্ছ সূত্র (২/৩/১), সূত্র-১৮৫, পৃ-১৪৯)

৫। দ্বিতীয় প্রমাণ। ৪৬-৬১ পৃষ্ঠা দ্র.।

পঞ্চম প্রমাণ

এক, অদ্বিতীয়
এক মহান অস্তিত্বের বর্ণনা
[Belief in the One and the only Divine Being]

যুগে যুগে নবী-রসুল ও অবতাররা এসে এই বিশ্বজগতের সর্বাধিপতি একক স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ বা ঈশ্বরকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর পরিচয়, তাঁর স্বরূপ সবার সামনে উন্মোচন করেছেন। জগতের পরম সত্য হিসেবে তাঁকে উপস্থাপন করেছেন। গৌতম বুদ্ধও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও সারা জীবন এ কাজই করে গেছেন। তিনি বলেছেন-

পালি:

একঞ্হি সচ্চং ন দুতীযমত্থি, যস্মিং পজা নো বিবদে পজানং।
নানা তে সচ্চানি সযং থুনন্তি, তস্মা ন একং সমণা বদন্তি ॥

ইংরেজি:

The Truth is single.
There is not another Truth about which mankind should contend.
Ascetics proclaim their own various 'Truths';
That's why they don't say one and the same thing.
(Suttanipātapāi, 4. Ahakavaggo, 12. Cūabyūhasutta)

বাংলা অনুবাদ:

সত্য এক, দ্বিতীয় (আর) নাই; যে কারণে জ্ঞানী জ্ঞানীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হন না। (তারাই বিবাদে লিপ্ত হয়) যারা বিবিধ বিষয়কে স্বয়ং "সত্য" বলে প্রশংসা করে; তদ্ধেতু শ্রমণগণ এক রকম কথা বলে না। (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ, অষ্টক বর্গ, চূলবিযূহ সূত্র, সূত্র -১১৯, পৃ-২৪৫ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ-২৮৪, ত্রিপাসো ২০১৭)

মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের এই বর্ণনা খুবই চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর। এটা পড়ে আমি রীতিমত অভিভূত। এটা প্রমাণ করে, খুবই স্বচ্ছ ছিল ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণা। অতি নিকট থেকে তিনি ঈশ্বরকে জানতেন। হৃদয়ের গভীর থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করতেন, বুঝতেন। যে কারণে তাঁর নিকট এই সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত ছিল।

এই বিশ্বজগতের সব কিছু অস্থায়ী, সব কিছু লয়শীল। এক সময় সবই বিলীন হয়ে যাবে। এর বিপরীতে একজন আছেন, যাঁর কোন লয় নাই, ক্ষয় নাই, পরিবর্তন নাই। তিনিই আদি, অনন্ত ও চিরস্থায়ী। তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি পরম সত্য। বাকি সবই মিথ্যা, মায়া। বিশ্বজগতের সর্বাধিপতি আল্লাহ সম্পর্কে ইসলাম ধর্মেও একই ঘোষণা দ্ব্যর্থহীনভাবে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহই চির সত্য। তিনি মৃতকে জীবিত করেন। আর নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (পবিত্র কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, আয়াত-৬)

আরও বলা হয়েছে-

اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

"নিশ্চয় আল্লাহই সেই সত্তা যিনি সুপ্রকাশিত সত্য।" (পবিত্র কুরআন, সূরা নূর, আয়াত-২৫)

অর্থাৎ এই বিশ্বজগতে একমাত্র চরম ও পরম 'সত্য' সত্তা হিসেবে পবিত্র কুরআন আল্লাহকে উপস্থাপন করেছে। এমন ঘোষণা পবিত্র কুরআনের আরও অনেক জায়গায় দেয়া হয়েছে।[১] আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে কপিলাবস্তুতে এই চরম সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ঈশ্বরই হলেন প্রকৃত সত্য। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। আর এটা তিনি তাঁর অনুসারীদের জানিয়েছেন, বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু বর্তমান বৌদ্ধরা তাঁর প্রকৃত বা খাঁটি শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে (পাঁচশত বছর পর বুদ্ধের শিক্ষা বিশুদ্ধ থাকবে না বা প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, এটা বুদ্ধ নিজেই বলে গেছেন।[২]) অথবা এক দীর্ঘকাল থেকে নাস্তিক্যবাদী বা নাস্তিক মতবাদ পোষণ করে আসার কারণে তারা এক ঈশ্বর বা একক কোন সত্তায় বিশ্বাস করেন না। তাই, তারা উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করেন ভিন্ন কিছু। তবে নিশ্চিত করে বলতে পারেন না এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। অনেকটা অন্ধের মত ঢিল ছুড়েন।

কখনও বলেন 'একঞ্হি সচ্চং' 'সত্য এক' দ্বারা নির্বাণকে বুঝানো হয়েছে। কখনও বলেন, এর দ্বারা হয়তো মার্গসত্যকে বা অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কি বুঝাচ্ছে এ বিষয়ে তারা একমত নন।

এখন বিষয় হলো, ত্রিপিটকে বলা হয়েছে সত্য এক, এর দ্বিতীয় নেই। তাই এর দ্বারা যে কোন একটিকে বুঝাতে হবে, একাধিক বিষয় নয়। এ কারণে, হয়তো নির্বাণ,

অথবা মার্গসত্য বা অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বুঝানো হয়েছে এমন বলার সুযোগ নেই। এমন বললে এক থাকলো না, একাধিক বিষয় হয়ে গেল। বিতর্ক বা ঝগড়া করা হলো। অথচ বুদ্ধ বলেছেন, 'জ্ঞানীরা এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া করে না।'

এ কারণে আমি মনে করি, বুদ্ধের এ বাণী 'একঞ্জিহ সচ্চং ন দুতীযমত্থি' মূলত বেদের শিক্ষা 'একাম এব অদ্বিতীয়াম'[৩] অর্থাৎ (তিনি) এক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নাই -এরই প্রতিধ্বনি ছিল। যেটা ছিল সংস্কৃত শ্লোকের পালি পরিভাষা মাত্র। সত্য এক এর কোন দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ এই বিশ্বজগতের সর্বাধিপতি স্রষ্টা একজন। তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই। তাঁর কোন জড় মূর্তি বা প্রতিমা নেই। নাই, তাঁর সাথে শরীক কোন দেবদেবী বা অন্য কেউ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এটাই চরম ও পরম সত্য।

এই ঘোষণা বা অনুরূপ ঘোষণা শুধু বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মে নয় প্রধান প্রধান সব ধর্মেই দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে- কুল হু আল্লাহু আহাদ অর্থাৎ তুমি বল, তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয়।[৪] ইহুদী ধর্মে বলা হয়েছে- ইস্রাঈলীয়রা শোন! আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এক।[৫] খ্রিষ্টধর্মেও বলা হয়েছে- ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই।[৬]

শুধু এতটুকুই নয়, গৌতম বুদ্ধ এই এক অদ্বিতীয় সত্তার আরো কিছু একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে তাঁকে সব প্রশংসার অধিকারী বা সব প্রশংসার আধার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন- মনুষ্যলোক, দেবলোক, ব্রহ্মালোক এক কথায় সব লোকে তাঁর প্রশংসা গাওয়া হয়। তিনি সবার প্রশংসা পাবার যোগ্য। ত্রিপিটকে উল্লেখ করা হয়েছে-

পালি:

"যস্স মূলং ছমা নত্থি, পণণা নত্থি কুতো লতা।
তং ধীরং বন্ধনা মুত্তং, কো তং নিন্দিতুমরহতি।
দেবাপি নং পসংসন্তি, ব্রহ্মুনাপি পসংসিতো তি ॥
(ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে উদান, চুলবগ্গো, তনহাসঙখযসুত্তং, পৃষ্ঠা-৮১-৮২, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল-২০১৩ইং)

ইংরেজি:

For someone with no root, no soil, no leaves
—how creepers?
Who's fit to criticize him?—
the enlightened one freed
from bonds.
Even devas praise him.

Even by Brahma he's praised.
(Udana, The minon section, The Ending of craving 7:6 Page-107)

বাংলা অনুবাদ:

মূল যার নাই, নাইক ধরা, পাতা নাই যার, কোথায় লতা,
বন্ধন বিমুক্ত নিন্দিতে সে ধীরে কাহার আছে অত যোগ্যতা!
দেবগণও তাঁর করেন প্রশংসা, ব্রহ্মা ঘোষে তাঁর কীর্তি-কথা।
(ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে উদান, চুল বর্গ, তৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র, পৃ-১৯০ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-২৭৮, ত্রিপাসো ২০১৭)

কি বলা হয়েছে লক্ষ্য করুন, একজন আছেন যাঁর দেবগণ প্রশংসা করেন, ব্রহ্মা তাঁর গুণ-কীর্তণ করেন। সংগত কারণেই জানতে হবে, কে এই সত্তা? কী তাঁর পরিচয়?

তাঁর পরিচয়ও এ সূত্রে অত্যন্ত চমৎকারভাবে স্বল্প শব্দে ক্ষুদ্র পরিসরে অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- 'তাঁর কোন মূল নাই, শাখা নাই, পাতা নাই, তিনি সব বন্ধন মুক্ত।' অর্থাৎ তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁর শাখা-প্রশাখা নাই। তাঁর মত কেউ নাই। তাঁর কোন তুল্য নাই। তাঁর তুলনা তিনিই। কত চমৎকারভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে!

বৌদ্ধরা বলতে পারেন এই সত্তা বুদ্ধ নিজে। এর দ্বারা তাঁকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাদের দাবি কখনও ধোপে ঠিকবে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো মোটেও গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না বা হবে না।

কারণ, প্রথম কথা হলো- জগতে বুদ্ধই একমাত্র বুদ্ধ নন। তাঁর মত আরও বুদ্ধ পূর্বে ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন।[৭] দ্বিতীয়ত তিনি শাখা, মূল ও পাতাহীন নন। তাঁর শাখা-প্রশাখা ছিল অর্থাৎ তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন, জ্ঞাতীগোষ্ঠী সবই ছিল। তিনি এক বা একা ছিলেন না। এছাড়া জগতের কোন বন্ধন থেকেই তিনি মুক্ত ছিলেন না। সব বন্ধনেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন।

তাই, গৌতম বুদ্ধ এ বিশেষণগুলো যে সত্তার প্রতি আরোপ করেছেন তিনি কখনও গৌতম বুদ্ধ নিজে নন। নিজে হতে পারেন না। অবশ্যই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। যাঁর মত কেউ নেই। যাঁর সাথে কোন শরীক বা অংশীদার নেই। যার কোন তুলনা বিশ্বজগতে এমনকি অন্য কোথাও নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়, শাশ্বত এক সত্তা। আর সবাই তাঁরই প্রশংসা করে। গৌতম বুদ্ধও তাঁরই বিশ্বাসী ছিলেন।

এ বিষয়টি বর্তমানকালের বৌদ্ধরা না বুঝলেও গৌতম বুদ্ধের সম-সাময়িক বৌদ্ধদের বা তাঁর শিষ্যদের বুঝতে কোন সমস্যা হয় নি। তারা এ বিষয়টি

ভালোভাবে বুঝতেন ও নিজেরাও এমন এক সত্তায় বিশ্বাস রাখতেন। বুদ্ধের শিষ্য পিঙ্গিয়ের অন্তিম মুহূর্তের আকুতিতেও এ বিষয়টি প্রতিভাত। তিনি বলেন-

পালি:

অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি;
অদ্ধা গমিস্সামি ন সেত্থ কঙ্খা,
এবং মং ধারেহি অধিমুক্ত চিত্তন্তি।

ইংরেজি অনুবাদ :

The immovable, unshakeable,
That to which there is no compare:
For sure, I will go there,
I have no doubt of that.
You may remember me
As one who's mind is made up.
(SuttaNipata, The Way to the Beyond, Pigiya's Song of the Way to the Beyond, page.339,v-1156[5.19])

বাংলা অনুবাদ:

যিনি অজেয়, যিনি অটল, কোথাও যাঁহার কোন তুলনা নাই, আমি তাঁহার নিকট অবশ্যই গমন করিব, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সংকল্পবদ্ধ, ইহা অবগত হও।"
(ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ/অন্তিম বর্গ, পারাযনাগীতি গাথা, সূত্র-১১৫৫, পৃ-৩০৬) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-৬৮২, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭) এবং (ত্রিপিটক, চূলনির্দেশ, পারায়ণ বর্গ, পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন, সূত্র- ১৭৪, পৃ-৬১) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ-৫৩১, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

বুদ্ধ নিজে কখনও অজেয়, অটল ও তুলনাহীন ছিলেন না এবং তাঁর এমন দাবিও ছিল না। এ বিশেষণ রক্ত মাংসের গড়া, বার্ধক্যে উপনীত ও জরাগ্রস্ত দেহের অধিকারী বুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। তাই, বুদ্ধ শিষ্যের মৃত্যুর পর এক অজেয়, অটল সত্তা, যাঁর কোথাও কোন তুলনা নাই, তাঁর সাথে নিশ্চিত সাক্ষাৎ করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করাও সাব্যস্ত করে তিনি মৃত্যুর পর বুদ্ধের সাথে নয়, বরং তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যুর ঊর্ধ্বের এক তুলনাহীন একক সত্তার সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। আর তিনি এ শিক্ষা তাঁর গুরু মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর গুরু বুদ্ধ এমন এক ও অদ্বিতীয় মহান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

১। পবিত্র কুরআন, সূরা হাজ্জ, আয়াত-৬২; সূরা লুকমান, আয়াত-৩০; সূরা রাদ, আয়াত–১৯; সূরা কাহাফ, আয়াত-৪৪

২। পালিঃ
দিস্বানহং বস্সসতানি পঞ্চ
অস্মিং বিমানে ঠত্বান তাতা,
আযুক্খযা পুঞক্খযা চবিস্সং
তেনেব সোকেন পমুচ্ছিতোস্মি'ন্তি। (বিমানবত্থুপালি, খণ্ড ১১, সূত্র-১২৬১,পৃ.-৮৬)

ইংরেজি অনুবাদঃ
O boy! I am suffering in grief knowing that I will depert this place after five hundred years according to the divine counting, losing all my life-span and my noble deeds.

অনুবাদঃ হে তাত, আমি দিব্যগণনার পাঁচশত বৎসর [মনুষ্যগণনায় নব্বই হাজার বৎসর] এই বিমানে অবস্থান করিয়া, আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া, সেই শোকে মুহ্যমান হইতেছি।' (ত্রিপিটক, বিমানবত্থু, সেরিস্সক বিমান, ৭.১০, সূত্র- ৩৪, পৃ-৭৭)

৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ, অধ্যায়-৬, খণ্ড-২, শ্লোক-১।

৪। পবিত্র কুরআন, সূরা ইখলাস, আয়াত-১।

৫। পবিত্র বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায়-৬, পদ-৪।

৬। পবিত্র বাইবেল, ১ করিন্থীয়, অধ্যায়-৮, পদ-৪।

৭। ২১৫-২২৫ পৃষ্ঠায় দ্র.।

ষষ্ঠ প্রমাণ

বুদ্ধের স্বয়ম্ভু এক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস

[Buddha's Belief in a Self-sustained Being]

একেশ্বরবাদীদের এটাও এক মৌলিক বিশ্বাস, এই বিশ্বজগতের সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি। তিনি আপনা থেকে জাত, স্বয়ম্ভু।

গৌতম বুদ্ধও আপনা থেকে জাত এক মহান সত্তায় বিশ্বাস করতেন। তাই আপনা থেকে জাত কোন সত্তা নেই এটা ভাবা হলো তাঁর মতে দৃষ্টি বিপত্তি বা মিথ্যাদৃষ্টি। এ বিষয়ে গৌতম বুদ্ধ বলছেন-

মূল পালি:
কতমা চ, ভিকখবে, দিটিঠবিপত্তি? ইধ, ভিকখবে, একচ্চো মিচ্ছাদিটিঠকো হোতি বিপরীতদসসনো নথি দিন্নং, নথি যিটঠং.. পে.. যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সযং অভিঞঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তীতি। অযং বুচ্চতি, ভিকখবে, দিটিঠবিপত্তি। সীলবিপত্তিহেতু বা, ভিকখবে পে...দিটিঠবিপত্তিহেতু বা, ভিকখবে, সত্তা কাযসস ভেদা পরং মরণা অপাযং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরযং উপপজ্জন্তি। সেয্যথাপি, ভিকখবে, অপন্নকো মনি উদ্ধং খিত্তো যেন যেনেব পতিটঠাতি সুপ্পতিটিঠতংযেব পতিটঠাতি, এবমেবং খো, ভিকখবে, সীলবিপত্তিহেতু বা সত্তা..পে..উপপজ্জন্তি। ইমা খো, ভিকখবে, তিসেসা বিপত্তিযোতি। (অঙ্গত্তর নিকায়, পথমভাগ, খণ্ড ১৬, বিপত্তিসম্পদাসুত্তং, সূত্র-১১৯, পৃ-২২৫, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি:
"And what is failure in view? Here, someone holds wrong view and has an incorrect perspective thus: 'There is nothing given, nothing sacrificed, nothing offered; there is no fruit or result of good and bad actions; there is no this world, no other world; there is no mother, no father; there are no beings spontaneously reborn; there are in the world no ascetics and brahmins of right conduct and right practice who, having realized this world and the other world for themselves by direct knowledge, make them known to

others.' This is called failure i3n view. *(Anguttar nikaya, The Book of the threes, Failures and Accomplishments, Sutta-117(5), page-349)*

বাংলা অনুবাদ:

"ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বিপত্তি কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, বিপরীত দৃষ্টি সম্পন্ন যে দান, যে ত্যাগের কোন ফল নাই, আত্মত্যাগের কোন ফল নাই, সুকর্ম, দুষ্কর্মের কোন ফল নাই, ইহলোক-পরলোক কিছুই নাই, মাতা-পিতা নাই, আপনা হইতে জাত কোন সত্তা নাই, এই জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক প্রতিপন্ন ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টি বিপত্তি বলে।" (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তিক নিপাত, ১২শ অধ্যায়- পতন বর্গ, বিপত্তি সম্পদা সূত্র, সূত্র-১১৫(৩), পৃ-২১২ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, অষ্টম খণ্ড, পৃ-৩১০, ত্রিপাসো ২০১৭)

আবার আপনা হতে জাত সত্তায় বিশ্বাস হলো দৃষ্টি সম্পদ। তাই ধার্মিক হতে হলে ঈশ্বরের বিশ্বাসের বিকল্প নাই। গৌতম বুদ্ধ বলছেন-

মূল পালি:

কতমা চ, ভিকখবে, দিটিঠসম্পদা? ইধ, ভিকখবে, একচ্চো সম্মাদিটিঠকো হোতি অবিপরীতদসসনো- অথি দিন্নং, অথি যিটঠং, অথি হুতং, অথি সুকতদুক্কটানং কম্মানং ফলং বিপাকো, অথি অযং লোকে, অথি পরো লোকে, অথি মাতা, অথি পিতা, অথি সত্তা ওপপাতিকা, অথি লোকে সমণব্রাক্ষণা সম্মগ্গতা সম্মাপটিপন্না যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদন্তীতি। অযং বুচ্চতি, ভিকখবে, দিটিঠসম্পদা। (অঙ্গত্তর নিকায়, পথমভাগ, খণ্ড-১৬, বিপত্তিসম্পদাসুত্তং, সূত্র-১১৮, প-২২৫, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি:

"And what is accomplishment in view? Here, someone holds right view and has a correct perspective thus: 'There is what is given, sacrificed, and offered; there is fruit and result of good and bad actions; there is this world and the other world; there is mother and father; there are beings spontaneously reborn; there are in the world ascetics and brahmins of right conduct and right practice who, having realized this world and the other world for themselves by direct knowledge,, make them known to others.' This is called accomplishment in view. *(Anguttar nikaya, The Book of the threes, Failures and Accomplishments, Sutta-117(5), page-349, 350)*

বাংলা অনুবাদ:
ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি সম্পদ কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন: সে সত্য সত্যই এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, দান, ত্যাগ, যাগ আছে, আছে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল বিপাক, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা আছে, আপনা হইতে জাত সত্তা আছে, জগতে সম্যক প্রতিপন্ন আছে যাহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টি সম্পদ। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তিক নিপাত, ১২শ অধ্যায়- পতন বর্গ, বিপত্তি সম্পদা সূত্র, সূত্র-১১৫ (৭), পৃ-২১৩ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, অষ্টম খণ্ড, পৃ-৩১০-১১, ত্রিপাসো ২০১৭)

তাই যিনি 'আপনা থেকে জাত সত্তা নেই' এই বিশ্বাসকে দৃষ্টি বিপত্তি বা মিথ্যাদৃষ্টি আখ্যায়িত করেছেন। আর 'আপনা থেকে জাত সত্তা আছেন' এই বিশ্বাসকে দৃষ্টি সম্পদ বা সম্যক দৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন, তিনি অবশ্যই 'আপনা থেকে জাত সত্তায়' বিশ্বাসী ছিলেন অর্থাৎ আস্তিক ছিলেন। তাঁকে নাস্তিক বলা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

কারণ তিনি জানতেন, এই বিশ্বজগতের সব কিছুই অস্থায়ী, পরিবর্তনীয়, লয়শীল। কেননা সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে বা জন্ম নিয়েছে। সব কিছু কার্য-কারণের ফলে অস্তিত্বে এসেছে। সব কিছু জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃত। আর শাস্ত্রও বলে এমন বৈশিষ্ট্যের সব কিছুই হলো অস্থায়ী। কিন্তু একজন আছেন যিনি অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত গুণের বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর তিনি স্বয়ম্ভু। তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি। কেউ সৃষ্টি করে নি। তিনি আপনা থেকে জাত। আপনা থেকে অস্তিত্ববান। সেই আদি অনাদিকাল থেকে তিনি বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা সব কার্য-কারণের শৃংখলের বহির্ভূত বা উর্ধ্বের সত্তা। তিনি সব কার্য-কারণের শেষ বা আদি কারণ। সব কার্য-কারণের সূচনা তাঁর থেকে। আর এমন স্বয়ম্ভু ও আপনা থেকে জাত সত্তা আছেন বলেই এই ভব সংসারে সব জাতের, ভূতের, কৃতের ও সংস্কৃতের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হচ্ছে। সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই সব কিছু সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ।

এমন এক মহান সত্তায় বিশ্বাস না করাকে তিনি একদিকে দৃষ্টি বিপত্তি বা মিথ্যাদৃষ্টি, আবার অপরদিকে এমন মহান সত্তায় বিশ্বাসকে দৃষ্টি সম্পদ বা সম্যক দৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কীয় এমন শিক্ষা বা ঈশ্বরের এমন স্বরূপ বা পরিচয় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে জগতে যে মহান ব্যক্তিত্ব তুলে ধরেছেন আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। আর আমি এটাও প্রত্যাশা রাখবো, বৌদ্ধরা দৃষ্টি বিপত্তি বা মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করে দৃষ্টি সম্পদ বা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে বুদ্ধ আস্তিক ও একেশ্বরবাদী ছিলেন এটা মেনে নিয়ে আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন।

সপ্তম প্রমাণ

সর্বজ্ঞানী এক মহান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাঁকে প্রাণাধিক ভালোবাসা

[Belief in an All-Knowing Being and unparalleled love for Him]

আস্তিকরা বিশ্বাস করে এই বিশ্বজগতের একজন ঈশ্বর আছেন। তিনি সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞানী। সব কিছু তিনি জানেন। নাস্তিকরা এমন কোন সত্তায় বিশ্বাস করে না।

অথচ তথাগত গৌতম বুদ্ধ একজন সর্বজ্ঞানী সত্তার কথা বলেছেন। তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলছেন,

পালি:
"বিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, (পোসালাতি ভগবা) অভিজানং তথাগতো; তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, বিমুত্তং তপ্পরায়ণং।"
(ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়নবগ্গো, পোসালমাণবপুচ্ছা পৃষ্ট- ১২৩ সূত্র- ১১২০, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি:
The Tathāgata knows thoroughly
All supports of consciousness:
Knows this one as stuck,
That one freed, or bound for the beyond.
(SuttaNipata, The Way to the Beyond, Posāla's Question, page. 330, v-1121[5.15])

বাংলা অনুবাদ:
"ভগবান পোসালকে বলিলেন:- হে পোসাল! সব বিজ্ঞানের স্থিতি অবগত হইয়া যিনি বিমুক্ত ও তৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে তথাগত অবগত আছেন।" (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ, পোসাল মাণব পুচ্ছা, সূত্র- ৩/১১২০, পৃ-২৯৮, শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির, রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি, ১৯৮৭)

তথাগত গৌতম বুদ্ধ বলছেন, সর্বলোক জ্ঞাত এক মহান সত্তা আছেন। তিনি তাঁকে ভালোভাবে জানেন। তবে গৌতম নিজে সর্বজ্ঞাত নন। সর্বজ্ঞাত হওয়ার এমন কোন দাবি তাঁর নেই। বরং তিনি নিজের সর্বজ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১] বলেছেন, সব তিনি জানেন না।

এখন একটু বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করুন এই সর্বলোক জ্ঞাত সত্তা কে? যাকে গৌতম বুদ্ধ জানেন? তাঁকে কী বলবেন?

বলবেন, দেবতা বা ব্রহ্মা। এটাও বলার সুযোগ নেই। দেবতা, ব্রহ্মা যারা আছেন তারাও সর্বজ্ঞাত নন। সব কিছু, সব লোক, সব বিষয় তারাও জানেন না।[২] তাই, বিষয়টি তাদের প্রতিও প্রযোজ্য হতে পারে না।

অপরদিকে কোন এক সময় রাজা পসেনদি কোশল 'একজন সর্বজ্ঞাত সত্তা' সম্পর্কে বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তরে তিনি সর্বজ্ঞাত কোন সত্তা নেই এটা বলেন নি। বরং খুবই মনোমুগ্ধকরভাবে বলেছেন এক সর্বজ্ঞাত সত্তা আছেন।[৩] আস্তিকরা সর্বজ্ঞাতা ঈশ্বরকেই মনে করে। গৌতম বুদ্ধ নাস্তিক হলে তিনি কখনও আস্তিক রাজার প্রশ্নের উত্তরে এমন স্বীকারোক্তি দিতেন না।

গৌতম বুদ্ধ শুধু সর্বজ্ঞাত সত্তাকে জানার বা ঐ সত্তার অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়েই নিজের দায়িত্ব শেষ করেন নি। বরং আরো বহুধাপ এগিয়ে তিনি এ ঘোষণাও দিচ্ছেন, ঐ সর্বজ্ঞাত সত্তা লাভ তাঁর কাছে সবচে প্রিয়। এমন কি নিজ মাতাপিতা ও আপন সত্তা থেকেও এই সর্বজ্ঞাত সত্তাকে লাভ তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:
'মাতাপিতা ন মে দেস্‌সা, অত্তা ন মে চ দেস্‌সিয়ো,
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং ময়হং, তস্মা বতং অধিট্‌ঠহি'তি। (অধিষ্ঠান-পারমী গাথা, সুত্তং-৫৩৮, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি:
Mother and father were not disagreeable to me, and nor was the great retinue disagreeable to me. Omniscience was dear to me therefore I gave up the kingdom. *(Khuddakanikāye, Cariyāpiakapāi 3. Yudhañjayavaggo, 1. Yudhañjayacariyā, sutta-6 p-30)*

বাংলা অনুবাদ:
'মাতাপিতা আমার অপ্রিয় ছিলেন না, আমার আপন সত্তাও আমার অপ্রিয় ছিল না। সর্বজ্ঞতা লাভ আমার প্রিয় ছিল, তাই আমি এরূপ অধিষ্ঠান করেছিলাম।' (ত্রিপিটক, বোধিসত্ত্বের দশ পারমি, প্রথম ভাগ, অধিষ্ঠান-পারমী, সূত্র-৮, পৃ-১৩)

'সব্বঞ্ঞুত' অর্থ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শিতা, যিনি সব জগৎ সব কিছু (৩১ প্রকার ভবের সব কিছু এমন কি নির্বাণ দেখেন, জানেন) জানেন। বৌদ্ধরা বলে থাকেন এর দ্বারা

গৌতম বুদ্ধকেই বুঝানো হয়েছে। আলাদা কোন সত্তাকে নয়। তিনিই ছিলেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ। তিনি সবকিছু জানতেন। তিনি পারমী সম্পন্ন করে, বুদ্ধত্ব লাভ করে এই সর্বজ্ঞতা গুণ লাভ করেছেন। এটা লাভ করাটা তাঁর কাছে সবচে প্রিয় ছিল।

এমন যুক্তি ধোপে টিকে না। কারণ সর্বজ্ঞতা লাভ হয়েছে দশ পারমী সম্পন্ন করে বুদ্ধত্ব লাভের পর। তাই যদি হয়, তাহলে এটা বুদ্ধের কাছে তাঁর মাতাপিতার চেয়ে প্রিয় হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের নিজ সত্তা থেকে প্রিয় হয় কিভাবে? বুদ্ধ আর তাঁর নিজ সত্তা আলাদা হয় কীভাবে? যেখানে বৌদ্ধরা আত্মা বলতে আলাদা কিছু স্বীকারই করেন না।

বাকি রইল এই কথা, বুদ্ধ কি আদৌ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ছিলেন? মোটেও না। এমন দাবি বরং তিনি নিজেই নাকচ করেছেন।[৪] ত্রিপিটকে এর ব্যবহারিক অনেক সাক্ষ্য প্রমাণও বিদ্যমান আছে। যেগুলো তাঁর সর্বজ্ঞ বা সর্বদর্শী না হওয়া সাব্যস্ত করে।[৫]

ঈশ্বর প্রেরিত নবী-রসুল বা অবতারগণ সর্বদা এরূপ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের মত কথাই বলে থাকেন। তাঁরা নিজেদেরকে কখনোই সর্বজ্ঞানী বা সর্বজ্ঞাত বলে আখ্যা দেন না। কারণ তারা জানেন, একজন সর্বজ্ঞাতা, সর্বজান্তা সত্তা আছেন। তিনি সকলের ওপর বিরাজমান। সকলের ঈশ্বর। তাঁকে জগতের অন্যরা জানে না। কিন্তু তাঁরা জানেন। কারণ তাঁরা আসেন তাঁর কাছ থেকে। মহাত্মা বুদ্ধ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। এজন্য অন্যরা না জানলেও তিনি নিজ যুগে তাঁকে সবচে ভালো জানতেন। আর এখানে তাঁরই কথাই তিনি বলেছেন।

তাই, আমি সকল যুক্তি, সাক্ষ্য ও দলিল-প্রমাণ সাপেক্ষে একটি সরল উপসংহার টানতে বাধ্য হচ্ছি, আর তা হলো- বুদ্ধ সর্বজ্ঞ বা সর্বদর্শী বলতে নিজের কোন গুণকে নয়, বরং ভিন্ন কোন সত্তা বা অস্তিত্বকে বুঝিয়েছেন। যিনি তাঁর কাছে নিজ মাতাপিতা এমন কি নিজ প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিলেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন স্রষ্টা বা ঈশ্বর।

আল্লাহর প্রতিনিধি নবী-রসুল ও অবতারগণের অবস্থা বা রীতি এমনই হয়। যেমন বলেছেন বুদ্ধ। তাঁদের কাছে তাঁদের সবচে প্রিয় হন তাঁদের প্রেরণকারী স্রষ্টা। তাঁকে লাভের জন্য তাঁদের সব সাধনা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও তপস্যা আবর্তিত হতে থাকে। যে মুহূর্তে তাঁকে তাঁরা লাভ করেন সেই মুহূর্ত, সেই ক্ষণ তাঁদের কাছে হয় সবচে প্রিয়। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এমনটিই হয়েছে। এজন্যই তো যেদিন অনেক সাধনা ও তপস্যার পর বুদ্ধত্ব লাভ করলেন, ঈশ্বরের দেখা পেলেন, তাঁর দ্বিধারে সিক্ত হলেন, সেদিন সবচে বেশি উচ্ছ্বসিত ছিলেন। এটাকে জীবনের সবচে সেরা মুহূর্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬]

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। পালি:

অদ্দসা খো বচ্ছগোত্তো পরিব্বাজকো ভগবন্তং দূরতোব আগচ্ছন্তং। দিস্বান ভগবন্তং এতদোবচ-'এতু খো, ভন্তে, ভগবা। স্বাগতং, ভন্তে, ভগবতো। চিরস্সং খো, ভন্তে, ভগবা ইমং পরিযাযমকাসি যদিদং ইধাগমনায। নিসীদতু, ভন্তে, ভগবা ইদমাসনং পঞ্ঞত্তন্তি। নিসীদি ভগবা পঞ্ঞত্তে আসনে। বচ্ছগোত্তেপি খো অঞ্ঞতরং নীচং আসনং গহেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো বচ্ছগোত্তা পরিব্বাজকো ভগবন্তং এতদবোচ- সুতং মেতং, ভন্তে- সমণো গোতমো সব্বঞ্ঞূ সব্বদস্সাবী, অপরিসে+সং ঞাণদস্সনং পটিজানাতি, চরতো চ মে ভিট্ঠতো চ সুত্তস্স চ জাগরস্স চ সততং সমিতং ঞাণদস্সনং পচ্চুপট্ঠিতন্তি। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিব্বাজকবগ্গো, তেবিজ্জবচ্ছসুত্তং পৃ-১২৩, সূত্র-১৮৫)

ইংরেজি:

The Blessed One sat down on the seat made ready, and the wanderer Vacchagotta took a low seat, sat down at one side, and said to the Blessed One:

"Venerable sir, I have heard this: 'The recluse Gotama claims to be omniscient" and all-seeing, to have complete knowledge and vision thus: "Whether I am walking or standing or sleeping or awake, knowledge and vision are continuously and uninterruptedly present to me." Venerable sir, do those who speak thus say what has been said by the Blessed One, and not misrepresent him with what is contrary to fact? Do they explain in accordance with the Dhamma in such a way that nothing which provides a ground for censure can be legitimately deduced from their assertion?"

"Vaccha, those who say thus do not say what has been said by me, but misrepresent me with what is untrue and contrary to fact.

(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on wanderers Tevijjavacchagotta Sutta: Sutta-4-5, Page-587-88)

বাংলা অনুবাদ:

"ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন। বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজকও অন্যতর নীচ আসন লইয়া একান্তে বসিলেন, একান্তে, উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"শুনা যায় ভন্তে! শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল জ্ঞানদর্শন অবগত

আছেন, চলনে, দাঁড়ানে, সুপ্তে ও জাগরণে সদাসর্বদা তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত (জাগ্রত) থাকে। ভন্তে! যাহারা এরূপ বলে ... কেমন তাহারা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী? আর ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করিতেছে নহে?

ধর্মের অনুকূল বর্ণনা করিতেছে ত? ধর্মানুসারে কোন বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইবে না ত?" "বচ্ছ! যাহারা এরূপ বলে 'শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ ...' তাহারা আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী নহে, অভূত ও অসত্য দ্বারা তাহারা আমার নিন্দা করিতেছে।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিব্রাজক বর্গ, ৭১ তেবিজ্জ বচ্ছ সূত্র (২/৩/১), সূত্র-১৮৫, পৃ-১৪৯)

২। সব দেবতারা নিজেরা নিজেদের না জানার বা সর্বজ্ঞ না হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। দেখুন- ত্রিপিটকের, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, কেবদ্ধ সূত্র, সূত্র-১৫-৩১, পৃ-১৯৬-১৯৯, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশকাল-২০১৭।

৩। পালি:

"অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো ভগবন্তং এতদবোচ- "কোনামো অযং, ভন্তে, ভিক্খূ"তি? "আনন্দো নাম, মহারাজা'তি। "আনন্দো বত, ভো, আনন্দনুপো বত, ভো! হেতুরুপং, ভন্তে, আযস্মা আনন্দো আহ; সহেতুরুপং, ভন্তে, আযস্মা আনন্দো আহ। কিং পন, ভন্তে, অত্থি ব্রহ্মা"তি? "কিং পন ত্বং, মহারাজ, এবং বদেসি-'কিং পন, ভন্তে, অত্থি ব্রহ্মা'তি? যদি বা সো, ভন্তে, ব্রহ্মা আগন্তা ইত্থত্তং, যদি বা অনাগন্তা ইত্থত্ত'ন্তি? যো সো, মহারাজ, ব্রহ্মা সব্যাবজ্ঝো সো ব্রহ্মা আগন্তা ইত্থত্তং, যো সো ব্রহ্মা অব্যাবজ্ঝো সো ব্রহ্মা অনাগন্তা ইত্থত্ত'ন্তি। অথ খো অঞ্ঞতরো পুরিসো রাজানং পসেনদিং কোসলং এতদবোচ- "সঞ্জযো, মহারাজ, ব্রাহ্মণো আকাসগোত্তো আগতো'তি। অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো সঞ্জযং ব্রহ্মণং আকাসগোত্তং এতদবোচ-"কো নু খো, ব্রাহ্মণ, ইমং কথাবত্থুং রাজন্তেপুরে অব্ভুদাহাসী'তি? "বিটটূভো, মহারাজ,সেনাপতী'তি। বিটটূভো সেনাপতি এবমাহ- "সঞ্জযো, মহারাজ, ব্রাহ্মণো আকাসগোত্তো'তি। অথ খো অঞ্ঞতরো পুরিসো রাজানং পসেনদিং কোসলং এতদবোচ-"যানকালো, মহারাজা'তি।

অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো ভগবন্তং এতদবোচ-"সব্বঞ্ঞুতং ময়ং, ভন্তে, ভগবন্ত অপুচ্ছিম্হা, সব্বঞ্ঞুতং ভগবা ব্যাকাসি; তঞ্চ পনম্হাকং রুচ্চতি চেব খমতি চ, তেন চম্হা অত্তমনা। চাতুবণ্নিসুদ্ধিং ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং অপুচ্ছিম্হা, চাতুবণ্নিসুদ্ধিং ভগবা ব্যাকাসি; তঞ্চ পনম্হাকং রুচ্চতি চেব খমতি চ, তেন চম্হা অত্তমনা। অধিদেবে ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং অপুচ্ছিম্হা, অধিদেবে ভগবা ব্যাকাসি; তঞ্চ পনম্হাকং রুচ্চতি চেব খমতি চ, তেন চম্হা অত্তমনা। অধিব্রহ্মানং, ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং অপুচ্ছিম্হা, অধিব্রহ্মানং ভগবা ব্যাকাসি; তঞ্চ পনম্হাকং রুচ্চতি চেব খমতি চ, তেন চম্হা অত্তমনা। যং যদেব চ ময়ং ভগবন্তং অপুচ্ছিম্হা তং তদেব ভগবা ব্যাকাসি; তঞ্চ পনম্হাকং রুচ্চতি চেব খমতি চ, তেন চম্হা অত্তমনা। হন্দ, চ দানি ময়ং ভন্তে, গচ্ছাম; বহুকিচ্চা ময়ং বহুকরণীযা'তি। "যস্সদানি ত্বং, মহারাজ, কালং মঞ্ঞসী'তি। অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা

অনুমোদিত্বা উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কামীতি।" (মধ্যম নিকাযো, দ্বিতীয় ভাগো, রাজবগ্গো, কণ্ণকত্থলসুত্তং, সূত্র-৩৮২, পৃ: ২৭৬)

ইংরেজি:

Then King Pasenadi of Kosala asked the Blessed One:
"Venerable sir, what is this bhikkhu's name?"
"His name is Ananda, great king."

"Ananda [joy] he is indeed, venerable sir, and Ananda he appears. What the venerable Ananda has said appears reasonable, what he has said appears to be supported by reason. But, venerable sir, how is it: are there Brahmas?"

"Why do you ask that, great king?"

"Venerable sir, I was asking whether those Brahmas come back to this [human] state or whether they do not."

"Great king, any Brahma who is still subject to affliction comes back to this [human] state, any Brahma who is no longer subject to affliction does not come back to this [human] state."

Then a man announced to King Pasenadi of Kosala: "Great king, Sanjaya, the brahmin of the Akasa clan, has come."

King Pasenadi of Kosala asked Sanjaya, the brahmin of the Akasa clan: "Brahmin, who introduced this story to the palace?"

"Sire, it was General Vidudabha."

General Vidudabha said: "Sire, it was Sanjaya, the brahmin of the Akasa clan."

Then a man announced to King Pasenadi of Kosala: "Sire, it is time to depart."

King Pasenadi of Kosala said to the Blessed One: Venerable sir, we have asked the Blessed One about omniscience, and the Blessed One has answered about omniscience; we approve of and accept that answer, and so we are satisfied. We have asked the Blessed One about purification in the four castes, and the Blessed One has answered about purification in the our castes; we approve of and accept that answer, and so we are satisfied. We have asked the Blessed One about the gods, and the Blessed One has answered

about the gods; we approve of and accept that answer, and so we are satisfied. We have asked the Blessed One about the Brahmas, and the Blessed One has answered about the Brahmas; we approve of and accept that answer, and so we are satisfied. Whatever we asked the Blessed One, that the Blessed One has answered; we approve of and accept those answers, and so we are satisfied. [133] And now, venerable sir, we depart. We are busy and have much to do."

"Now is the time, great king, to do as you think fit."

Then King Pasenadi of Kosala, having delighted and rejoiced in the Blessed One's words, rose from his seat, and after paying homage to the Blessed One, keeping him on his right, he departed.
(The Middle Lengtb Discourses of the Buddha (Majjhima Nikaya) Part 2, The Division On Kings, At Kannakatthala sutta, 739-40)

বাংলা:
তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে কহিলেন,"ভন্তে! এই ভিক্ষুর নাম কি?"

"আনন্দ! মহারাজ! ইহাই নাম।"

"অহো! একান্তই আনন্দ হন!! অহো! একান্তই আনন্দ স্বরূপ হন!! ভন্তে! আয়ুষ্মান আনন্দ যুক্তি-সঙ্গত উত্তর দিয়াছেন। .... সংযুক্তি-সঙ্গত উত্তর করিয়াছেন। কেমন ভন্তে! ব্রহ্মা আছেন কি?"

"কেন, মহারাজ! আপনি এরূপ কহিতেছেন 'কেমন ভন্তে! ব্রহ্মা আছেন কি'?" "ভন্তে! কেমন সে ব্রহ্মা মনুষ্যজন্মে আগমন করেন কিংবা মনুষ ....লোকে আগমন করেন না?"

"মহারাজ! যে ব্রহ্মা সব্যাপাদ হন, ..., তিনি আগমন করেন; আর যিনি ব্যাপাদমুক্ত তিনি আগমন করেন না।"

তখন একব্যক্তি রাজা পসেনদি কোশলকে বলিলেন,"মহারাজ! আকাশ-গোত্র সঞ্জয়ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন।"

তখন রাজা ... সঞ্জয়ব্রাহ্মণকে কহিলেন,"ব্রাহ্মণ! রাজান্তঃপুরে কে এই কথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে ... ?"

"মহারাজ! সেনাপতি বিড়ূঢ়ভ।"

সেনাপতি বিঢ়ূঢ়ভ কহিলেন, "মহারাজ! আকাশগোত্র সঞ্জয়ব্রাহ্মণ।"

তখন এক ব্যক্তি রাজা পসেনদি কোশলকে নিবেদন করিল "যাবার সময় হইয়াছে, মহারাজ!"

তখন রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে ইহা বলিলেন, "ভন্তে! আমরা ভগবানকে সর্বজ্ঞাতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভগবান সর্বজ্ঞাতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের রুচিকর ও মনোপূত হইয়াছে; তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট। "ভন্তে! আমরা ভগবানকে চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভগবান চাতুর্বর্ণ্য শুদ্ধি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের রুচিকর ও মনোপূত হইয়াছে; তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট। "ভন্তে! আমরা ভগবানকে অধিদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভগবান অধিদেব সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের রুচিকর ও মনোপূত হইয়াছে; তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট। "ভন্তে! আমরা ভগবানকে অধিব্রহ্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভগবান অধিব্রহ্মা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের রুচিকর ও মনোপূত হইয়াছে; তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট। যে যে প্রশ্নই আমরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাই ভগবান সদুত্তর করিয়াছেন; উহা আমাদের রুচিকর, মনোমুগ্ধকর হইয়াছে; আর উহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে ভন্তে! এখন আমরা যাই, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে।"

"মহারাজ! আপনি যাহা উচিত মনে করেন।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, রাজ বর্গ, ৯০ কণ্নকত্থাল সূত্র (২/৪/১০), সূত্র-৩৮২, পৃ-২৭৬)

পালি:

৪। ১নম্বর নোট দ্র.।

৫। দ্বিতীয় প্রমাণ দেখুন। ৪৬-৬১ পৃষ্ঠা দ্র.।

৬। বুদ্ধের দু'টি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত
চরম দিব্যদৃষ্টি লাভের ও চরম অন্তর্ধান লাভের মুহূর্ত
অথ খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ– অচ্চরিযং, ভন্তে, অব্ভুতং, ভন্তে, যাব পরিসুদ্ধো, ভন্তে তথাগতস্স ছবিবণ্ণো পরিযোদাতো। ইদং, ভন্তে, সিঙ্গীবণ্ণং যুগমট্ঠং ধারণীযং ভগবতো কাযং উপনামিতং হতচ্চিকং বিয খাযতী'তি। এবমেতং, আনন্দ, এবমেতং, আনন্দ দ্বীসু কালেসু অতিবিয তথাগতস্স কাযো পরিসুদ্ধো হোতি ছবিবণ্ণো পরিযোদাতো। কতমেসু দ্বীসু? যঞ্চ, আনন্দ, রত্তিং তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝতি, যঞ্চ রত্তিং অনুপাদিসেসায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বাযতি। ইমেসু খো, আনন্দ, দ্বীসু কালেসু অতিবিয তথাগতস্স কাযো পরিসুদ্ধো হোতি ছবিবণ্ণো পরিযোদাতো। অজ্জ খো, পনানন্দ, রত্তিযা পচ্ছিমে যামে কুসিনারাযং উপবত্তনে মল্লানং সালবনে অন্তরেন যসকসালানং তথাগতস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি। আযামানন্দ, যেন ককুধা নদী তেনুপসঙ্কমিস্সামা'তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, মহাপরিনিব্বানসুত্তং, সূত্র-১৯৫, পৃ-৯০)

Soon after Pukkusa had gone, Ananda, having arranged one set of the golden robes on the body of the Lord, observed that against the Lord's body it appeared dulled. And he said: 'It is wonderful, Lord, it

is marvellous how clear and bright the Lord's skin appears! It looks even brighter than the golden robes in which it is clothed.' 'Just so, Ananda. There are two occasions on which the Tathagata's skin appears especially clear and bright. Which are they? One is the night in which the Tathagata gains supreme enlightenment, the other is the night when he attains the Nibbana-element without remainder at his final passing. On these two occasions the Tathagata's skin appears especially clear and bright. *(Dighaya-Nikaya, 2nd part, Mahhaparinibbana Sutta, Ch-4.37, page-260)*

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেনঃ- 'দেব, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভগবানের দেহবর্ণ কতই পরিশুদ্ধ, কতই পর্যবদাত! এই স্বর্ণবর্ণ, মৃষ্ট, পরিধানোপযোগী বস্ত্র ভগবানের দেহে স্থাপিত করিলাম, অমনি উহা নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হইল!

'আনন্দ, ইহা সত্য। আনন্দ, দুইটি সময়ে তথাগতের দেববর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত হয়। কোন কোন সময়ে? আনন্দ, যে রাত্রিতে তথাগত চরম দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন সেই রাত্রে, এবং যে রাত্রিতে তাঁহার চরম অন্তর্ধান হয়-যে অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব-জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না- সেই রাত্রে। আনন্দ, এই দুইটি সময়ে তথাগতের দেহবর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত হয়।' (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, চতুর্থ অধ্যায়, সূত্র-৩৭, পৃ-৯০-৯১)

অষ্টম প্রমাণ

বুদ্ধ নিজে এক সর্বোচ্চ সত্তার আরাধনা করতেন

[Buddha himself worshiped One Supreme Being]

নাস্তিকরা কারো আরাধনা করে না। তাদের কোন আরাধ্য নেই। তাদের কারো আরাধনা করার প্রশ্নই আসে না। আরাধ্য থাকে আস্তিকদের। তারা কারো না কারো আরাধনা করেন। মজার ব্যাপার হলো, গৌতম বুদ্ধেরও এক আরাধ্য ছিলেন। তিনি তাঁর আরাধনা করতেন। অন্যরা এটা জানতো না। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে,

পালি:

"নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ, নমো তে পুরিসুত্তম।
যস্স তে নাভিজানাম, কিং ত্রং নিস্সায ঝাযসী'তি।

ইংরেজি অনুবাদ:

"Homage to you, 0 thoroughbred man!
Homage to you, 0 highest among men!
We ourselves do not directly know
Dependent upon what you meditate."

[The Samjuyutta Nikaya, III. The Book of the Aggregates (Khandhavagga), Being Devoured, p-918]

বাংলা অনুবাদ:

হে অসাধারণ পুরুষ! আপনাকে নমস্কার, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। যাহাকে আপনি আরাধনা করিয়া থাকেন আমরা তাঁহাকে জানি না। আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান করিতেছেন? (ত্রিপিটক, নেত্তিপ্রকরণ, ৬ শাসন প্রস্থান, সূত্র-১০৪, পৃ-২৯৫ ও পবিত্র ত্রিপিটক, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ- ৬৯২, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ-২০১৭)

কত চমৎকার ও স্পষ্ট বর্ণনা! গৌতম বুদ্ধ একজনের আরাধনা করেন। একজনকে কেন্দ্র করেই তাঁর সমস্ত ধ্যান, সমস্ত তপস্যা। অথচ অন্যরা তা জানেন না।

এখন যারা গৌতম বুদ্ধকে নাস্তিক বানাতে চান, ঈশ্বর কিংবা কোন স্রষ্টায় অবিশ্বাসী সাব্যস্ত করতে চান, তারা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?
লোক-চক্ষুর আড়ালে অবস্থানকারী এই সত্তা কে, যাঁর উপাসনা, যাঁর আরাধনা গৌতম করতেন?
নিশ্চয়ই তিনি গৌতমের চেয়ে বড় কোন সত্তা হবেন। তা না হলে তাঁকে গৌতমের আরাধনা করার কথা নয়!

লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থানকারী গৌতমের চেয়ে বড় এই সত্তাকে কী নামে ডাকবেন, কী হিসেবে তাঁর পরিচয় দিবেন? এটা সর্বজন স্বীকৃত আরাধনা যোগ্য একমাত্র সত্তা হলেন ঈশ্বর। তিনি থাকেন লোক-চক্ষুর আড়ালে। কিন্তু সবাই তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর আরাধনা করে। এ ঘটনা প্রমাণ করে, গৌতমও এমন এক ঈশ্বর বা স্রষ্টারই আরাধনা করতেন, ধ্যান করতেন। আর বিষয়টা তাঁর কাছের শিষ্যরাও জানতেন। অন্যরা হয়তো জানতেন না গৌতমের আরাধ্যকে।

তাই, অন্যদের না জানা, অথবা বর্তমানে বৌদ্ধদের না জানা কখনও প্রমাণ করে না, গৌতম বুদ্ধের কোন আরাধ্য ছিলেন না। তিনি কারো আরাধনা করতেন না। বরং হাজারো বছরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও ত্রিপিটকে এ কথাগুলো আজও বিদ্যমান রয়েছে- গৌতম বুদ্ধের এক আরাধ্য ছিলেন। তিনি তাঁর আরাধনা করতেন। এ কথাগুলো আস্তিক গৌতম বুদ্ধের স্বপক্ষে আজও যেন ছাইয়ের স্তুপের ভিতরে স্বমহিমায়, স্বদ্যুতিতে চির অম্লান রয়ে গেছে।

দুর্ভাগ্য জনক হলেও এটা সত্য, গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা তাঁর এই আরাধ্য বা উপাস্যকে সময়ের ব্যবধানে আজ ভুলে গেছেন। তাই, তাদের ভুলে যাওয়াটা কখনও বুদ্ধকে নাস্তিক সাব্যস্ত করে না বা করতে পারে না। কারণ পালি শাস্ত্র বা ত্রিপিটক আজও তাদের বিরুদ্ধে, আস্তিক গৌতম বুদ্ধের স্বপক্ষে কথা বলছে।

অতএব বিজ্ঞ পাঠক! আপনারা কোথায় যাবেন, কার পক্ষে থাকবেন? সকল যুক্তি, সাক্ষ্য ও দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে পাওয়া একেশ্বরবাদী, এক ঈশ্বরের আরাধনাকারী সত্যিকারের জ্যোতির্ময় বুদ্ধকে গ্রহণ করবেন, মানবেন, ধারণ করবেন? নাকি, পরবর্তীকালের অতিভক্তদের মনগড়া বর্ণনা আর প্রক্ষেপণ দোষে দুষ্ট হওয়া, দলিল-প্রমাণহীন অন্ধকারের অমানিশায় আচ্ছাদিত এক কৃত্রিম বুদ্ধকে মানবেন- এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়ভার আপনাদের মুক্ত বিবেকের উপরই ছেড়ে দিলাম।

নবম প্রমাণ

অধিদেব বা উৎপত্তি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস

[Odhidev, i.e. the belief in the Originator]

আস্তিকদের একটি অতি প্রচলিত বিশ্বাস এই বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যারা একেশ্বরবাদী তারা বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের অনেক গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের মাঝে সৃষ্টি করার বা স্রষ্টা হবার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এর অধীনে তিনি জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যারা বহু ঈশ্বরবাদী তারা বলেন, ঈশ্বর ছাড়াও অনেক দেবদেবী আছেন। তাদের এক এক জনের এক এক কাজ। তারা ঈশ্বরের এক একটি বৈশিষ্ট্যকে এক একজন দেবদেবীর প্রতি আরোপ করেন। বুদ্ধের আগমন এমন এক যুগেই হয়েছিল যখন ঈশ্বরের এক একটি বৈশিষ্ট্যকে এক এক জন দেবদেবীর প্রতি আরোপ করা হতো।

এখন বহু ঈশ্বরবাদিতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হোক বা একেশ্বরবাদিতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হোক একজন এসে একবার বুদ্ধকে এই বিশ্বজগতের একজন অধিদেব বা উৎপত্তি দেবতা আছেন কিনা জানতে চান। এর উত্তরে তিনি বলেছেন অধিদেব আছেন। উৎপত্তি দেবতা আছেন। এরপরও বুদ্ধকে নাস্তিক বলা বড়ই অন্যায়। বুদ্ধের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

পালি:
এবং বুত্তে, সঙ্গারবো মাণবো ভগবন্তং এতদবোচ- "অট্ঠিতবতং ভোতো গোতমস্স পধানং অহোসি, সপ্পুরিসবতং ভোতো গোতমস্স পধানং অহোসি; যথা তং অরহতো সম্মাসম্মুদ্ধস্স। কিং নু খো, ভো গোতম, অত্থি দেবা'তি? ঠানসো মেতং, ভারদ্বাজ, বিদিতং যদিদং-অধিদেবা'তি। কিং নু খো, ভো গোতম, অত্থি দেবা'তি পুট্ঠো সমানো ঠানসো মেতং, ভারদ্বাজ, বিদিতং যদিদং অধিদেবা'তি বদেসি। ননু, ভো গোতম, এবং সন্তে ত্বচ্ছা মুসা হোতী'তি? "অত্থি দেবা'তি, ভারদ্বাজ,পুট্ঠো সমানো অত্থি দেবা'তি যো বদেয্য, ঠানসো মে বিদিতা'তি যো বদেয্য; অথ খ্বেথু বিঞ্ঞুনা পুরিসেন একংসেন নিট্ঠং গন্তব্বং যদিদং- অত্থি দেবা'তি। "কিস্স পন মে ভবং গোতমো আদিকেনেব ন ব্যাকাসী'তি? উচ্চেন সম্মতং খো এতং, ভারদ্বাজ, লোকস্মিং যদিদং-অত্থি দেবা'তি। (ত্রিপিটক, মজ্ঝিমনিকাযো, দুতিযো ভাগো, ব্রাক্ষণবগ্গো, সঙ্গারবসুত্তং, পৃ-৩৬১ সূত্র-৪৮৫, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি:

When this was said, the brahmin student Sangarava said to the Blessed One: "Master Gotama's striving was unfaltering, Master Gotama's striving was that of a true man, as it should be for an Accomplished One, a Fully Enlightened One. But how is it, Master Gotama, are there gods?"

"It is known to me to be the case, Bharadvaja, that there are gods."

"But how is this, Master Gotama, that when you are asked, 'Are there gods?' you say: 'It is known to me to be the case, Bharadvaja, that there are gods'? If that is so, isn't what you say empty and false?"

"Bharadvaja, when one is asked, 'Are there gods?'

whether one answers, "There are gods/ or 'It is known to me to be the case [that there are gods]/ a wise man can draw the definite conclusion that there are gods."

"But why didn't Master Gotama answer me in the first way?"

"It is widely accepted in the world, Bharadvaja, that there are gods." *[The Middle Lengtb Discourses of the Buddha (Majjhima Nikaya) Part 2, the division on brahmins, To Sangarava sutta, sutta-43-2, Page-821]*

বাংলা অনুবাদ:

ইহা কথিত হইলে সঙ্গারব মানব ভগবানকে কহিলেন, "অহো! নিশ্চয় ভবৎ গৌতমের অস্থিত-প্রধান (অনন্য সাধারণ উদ্যম) ছিল। অহো! নিশ্চয় ভবৎ গৌতমের সৎপুরুষ-প্রধান ছিল; যেরূপ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের থাকা সম্ভব। কেমন, ভো গৌতম! (উৎপত্তি) দেবতা আছেন কি?"

"অবশ্যই ভারদ্বাজ! তাহা আমার বিদিত যে অধিদেব আছেন।" "কেমন, হে গৌতম! দেবতা আছেন কি? জিজ্ঞাসিত হইয়া, 'ভারদ্বাজ! অবশ্যই ইহা আমার বিদিত যে অধিদেব আছেন' বলিতেছেন। এরূপ (অজ্ঞাত) হইলে ভো গৌতম! (আপনার কথন) কেন তুচ্ছ ও মিথ্যা হইবে না?" "ভারদ্বাজ! দেবতা আছেন কি? জিজ্ঞাসিত হইয়া 'দেবতা আছেন' বলে যিনি বলেন, আর অবশ্যই বিদিত হইয়া 'আমার বিদিত আছে' যিনি এরূপ বলেন; অতঃপর বিজ্ঞপুরুষের এক্ষেত্রে একান্তই নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত যে 'দেবতা আছেন'।"

"কেন, ভবৎ গৌতম! আপনি আমাকে প্রথমেই বর্ণনা করেন নাই?" "ভারদ্বাজ! ইহা জগতে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন সম্মত যে উৎপত্তি দেবতা আছেন।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম ব্রাহ্মণ বর্গ, সঙ্গাবর সূত্র, সূত্র-৪৮৫, পৃ-৩৪১-৩৪২)

মহাত্মা বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছে, উৎপত্তি দেবতা বা অধিদেব সম্পর্কে। উৎপত্তি দেবতা বা অধিদেব হচ্ছে স্রষ্টা বা ঈশ্বরেরই 'গুণবাচক' এক নাম। যিনি উৎপত্তি ঘটান, সৃষ্টি করেন, তিনি হলেন উৎপত্তি দেবতা। আর সৃষ্টি করা বা উৎপত্তি ঘটানো মূলত ঈশ্বরেরই কাজ। ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র সত্তা যিনি নিজে স্বয়ম্ভু। তিনি অভূত, অসংস্কৃত। কিন্তু তিনি সব ভূতের স্রষ্টা। সব কিছু সৃষ্টি করা, উৎপন্ন করা এটা তাঁর কাজ। তিনি জগতের সর্বাধিপতি স্রষ্টা।

এমন এক অস্তিত্ব সম্পর্কে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন নি সৃষ্টিকর্তা নেই। বরং বলছেন, 'জগতে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন সম্মত উৎপত্তি দেবতা আছেন।'

এমনকি এটাও বলেছেন, 'এটা সর্বজন বিদিত, আর জ্ঞানীদের এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।' তাই, জ্ঞানী হলে আপনারাও সংশয় প্রকাশ করবেন না, জ্ঞান না থাকলে করবেন।

আবার বলছেন, 'বিজ্ঞপুরুষের এ বিষয়ে নিষ্ঠাবান থাকা আবশ্যক।' এটা গৌতম বুদ্ধের বাণী। তিনি নিজেই এ কথা আড়াই হাজার বছর পূর্বে বলে গেছেন। ত্রিপিটকে এটা আজও সংরক্ষিত। তাই, গৌতম বুদ্ধ বা ত্রিপিটকের মান্যকারীরা এবার নিজেরা সিদ্ধান্ত নিবেন, বিজ্ঞপুরুষ হয়ে গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানবেন, নাকি নতুন বা কৃত্রিম কোন মনগড়া বিশ্বাস তাঁর প্রতি আরোপ করবেন -এ সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আপনাদের বিবেকের কাছে ছেড়ে দিলাম।

দশম প্রমাণ

ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকার ঘোষণা

[Buddha had a personal connection with God]

গৌতম বুদ্ধ শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। ঈশ্বরের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে ভালোভাবে চিনতেন। তিনি জানতেন ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা। তাঁকে লাভের উপায়।

এক সময় গৌতম বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যের মনসাকট নামক ব্রাহ্মণগ্রামে ভ্রমণে যান। সেখানে মনসাকটের উত্তরদিকে অচিরাবতী নদীর তীরে এক আম বাগানে অবস্থান করছিলেন। তখন সেখানে 'বাসেট্ঠ' ও 'ভারদ্বাজ' নামে দুই যুবকের মাঝে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম লাভের মার্গ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়।[১] তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল না। তারা হিন্দু ব্রাহ্মণের অনুসারী ছিল। তাদের এ পরিচয়টাও আমাদের এ অংশের আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা হিন্দুধর্মে 'ব্রহ্ম' হচ্ছেন পরমেশ্বর, বিধাতা, অনন্ত, অনাদি ও অদ্বিতীয় সত্তা আর 'ব্রহ্মা' হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, জগৎস্রষ্টা, বিধাতা, প্রজাপতি, লোকপিতামহ, ত্রিমূর্তির এক মূর্তি ইত্যাদি (বাংলা ও সংস্কৃত অভিধান)। অবশ্য, পালি অভিধানে এ দু'টো শব্দ একই অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন পার্থক্য করা হয় নি। এর একটা কারণও আছে। আর তা হলো, প্রাচ্যবিদরা পালি অভিধান বা পালি-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করেন ত্রিপিটককে কেন্দ্র করে।[২] পালি-বাংলা ও অন্যান্য ভাষার অভিধান এগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে লিখা হয়। আর এ অভিধান রচনার অনেক পূর্বেই বৌদ্ধরা নাস্তিক হয়ে যায়। ফলে নাস্তিকতার প্রভাব অভিধানগুলোতেও লেগেছে বা লাগানো হয়েছে। যে কারণে অভিধানগুলোতে ব্রহ্ম আর ব্রহ্মা শব্দের সাধারণ পার্থক্যগুলোও করা হয় নি।

আবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। বিতর্কটা হচ্ছিল এই ব্রহ্মকে নিয়ে, তাঁকে কিভাবে লাভ করা যায় এটা নিয়ে। ঐ সময়ে বুদ্ধ ঐ এলাকাতে অবস্থান করার কারণে বিষয়টি তাঁর সমীপে উপস্থাপিত হয়।

বুদ্ধ দু'জনের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেন। শুনার পর বুদ্ধ তাদের কাছে জানতে চান- তারা বা তাদের গুরুরা কেউ কখনও কি নিজ চোখে ব্রহ্মকে দেখেছেন বা

কাউকে দেখিয়েছেন?

পালি:
"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং একব্রাহ্মণোপি, যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গোতম"।
"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং একাচরিযোপি, যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গোতম"।
"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং একাচরিযোপাচরিযোপি, যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গোতম"।
"কিং পন বাসেট্ঠ, অত্থি কোচি তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং যাব সত্তমা আচরিযামহযুগা যেন ব্রহ্মাসক্খিদিট্ঠো'তি? নো হিদং, ভো গোতম"। (ত্রিপিটক, দীঘনিকাযো, পঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫২৫, পৃ-১৭২, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:
'But yet, Vasettha, is there a single one of the Brahmans versed in the Three Vedas who has ever seen Brahma face to face?'
'No, indeed, Gotama.'
'Or is there then, Vasettha, a single one of the teachers of the Brahmans versed in the Three Vedas who has seen Brahma face to face?
'No, indeed, Gotama!'
'Or is there then, Vasettha, a single one of the pupils of the teachers of the Brahmans versed in the Three Vedas who has seen Brahma face to face?'
'No, indeed, Gotama!'
'Or is there then, Vasettha, a single one of the Brahmans up to the seventh generation who has seen Brahma face to face?'
No, indeed, Gotama! *(dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta, Ch-12, page-304)*

বাংলা অনুবাদ:
"বাসেট্ঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়েছেন?"
"না, ভো গৌতম"

"তবে কি তাঁহাদের আচার্যগণের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়েছেন?"
"না, ভো গৌতম!"
"তবে কি তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যগণের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"
"না, ভো গৌতম?"
"তবে কি ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?"
"না ভো গৌতম!" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, বাসেট্ঠ মানবানুযোগ, সূত্র-৫২৫, পৃ-২৩৫ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ- ২১১, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৭ইং)

দু'জনেই উত্তর দিলেন, কেউ কখনও ব্রহ্মাকে দেখেন নি বা দেখাতে পারেন নি। তাদের গুরুরাও দেখে নি বা দেখাতে পারে নি। এমন কি তাদের বা তাদের গুরুদের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত কেউ দেখে নি বা দেখাতে পারে নি। এটা শুনার পর বুদ্ধ আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তাদের কেউ কি এটা বলেছেন- 'ব্রহ্ম যেখানে, বা যাতে ব্রহ্ম তা আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করেছি'। তারা উত্তর দিল না এমন কেউ বলেন নি। এটা শুনার পর বুদ্ধ আবার বললেন- বাসেট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? এইরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অনুত্তর, নিরর্থক প্রমাণিত হয় না? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান রাখেন না তারা এই বিষয়ে অন্যদের কী জ্ঞান দিবেন?[৩]

শুধু তাই নয়, তিনি এটাও বললেন, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চকাম গুণে লিপ্ত, পঞ্চ নীবরণে আবৃত্ত। যে ধর্ম পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়, সাধু-সন্ন্যাসী হয়, পুত-পবিত্র হয়, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পায়, ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয় ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এ ধর্ম থেকে বিচ্যুত।[৪] এ কারণে ব্রহ্ম লাভ করা বা ব্রহ্ম লাভের পথ অন্যদের বলে দেয়া কিংবা দেখানোর যোগ্যতা তাদের নেই। তারা নিজে যে জিনিস পায় নি এটা অন্যদের পাইয়ে দেয়া আরও কঠিন কাজ, অসম্ভব বিষয়। তাই, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্ম পাইয়ে দেয়ার আশ্বাস হাস্যপদ বিষয় বলেছেন।[৫] ব্রহ্ম নাই এটা কখনও বলেননি।

এরপর বিষয়টি আরও সহজ করার জন্য বুদ্ধ কয়েকটি উপমা দিয়েছেন। বলছেন, শ্রেণীবদ্ধ অন্ধদের প্রথম ব্যক্তি যেমন দেখতে পায় না তেমন শেষ ব্যক্তিও দেখতে পায় না। অনুরূপ অবস্থা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের। তাদের প্রথম, মধ্যম ও শেষ কেউই ব্রহ্মাকে দেখে নি।[৬]

এরপর তিনি একাধারে জনপদকল্যাণী[৭], প্রাসাদ ও প্রাসাদে আরোহণার্থে নির্মিত সিঁড়ি[৮], নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের গল্প[৯] শুনালেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বললেন,

তোমাদের ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের অবস্থা হলো তাদের মত। এরা নিজেরা কখনও ব্রহ্মকে পায় নি, দেখে নি, এ কারণে তারা অন্যদেরও দেখাতে বা পাইয়ে দিতে পারবে না।

এরপর ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মকে না চিনার, না দেখার, না লাভের কারণ তিনি চিহ্নিত করেছেন। বলছেন-

এর প্রথম কারণ হলো– তারা আসল ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দেবদেবী যেমন ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান, প্রজাপতি প্রমুখের শরণাপন্ন হচ্ছে, তাদের ডাকছে। অর্থাৎ তারা বহু ঈশ্বর বা দেবদেবীর পূজারী, তাই তারা ব্রহ্মকে পাচ্ছে না।[১০] আর মরণের পরও তারা ব্রহ্মকে পাবে না।

দ্বিতীয় কারণ উল্লেখ করেছেন, তারা ধর্মের কঠিন ব্রত ও সাধনা ছেড়ে কামনা-বাসনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ধর্মকে ত্যাগ করে অধর্মকে গ্রহণ করে বসে আছে। এটা করে কখনও ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না।[১১] এমন কি অমার্গকে মার্গ ধারণায় গমন করলে অধঃপতন হয়। অঙ্গহানি ঘটে। ব্রহ্ম লাভ হয় না। এই ব্রাহ্মণদেরও তাই কখনও ব্রহ্ম লাভ হবে না।[১২]

গৌতম বুদ্ধের এই বক্তব্য শুনার পর যুবক বাসেট্ঠ তাঁকে সম্মোধন করে আবার জিজ্ঞেস করলেন- "ভো গৌতম! আমি শুনিয়াছি, শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ অবগত আছেন।[১৩]

বাসেটঠ এর নিবেদন- 'ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ গৌতম অবগত আছেন' এটা শুনার পর গৌতম তা অস্বীকার করেন নি। এমনকি এটাও বলেন নি, 'ব্রহ্ম' আবার কি? বরং এক চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। যা যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ যাঁরা সরাসরি ঈশ্বরের দিদার লাভ করে থাকেন তারা দিয়ে থাকেন। এ জন্য প্রথমে মহাত্মা গৌতম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন-

পালি:
তং কিং মঞ্ঞসি, বাসেট্ঠ, ইধস্স পুরিসো মনসাকটে জাতসংবদ্ধো। তমেনং মনসাকটতো তাবদেব অবসটং মনসাকটস্স মগ্গং পচ্ছেয্যুং। সিযা নু খো, বাসেট্ঠ, তস্স পুরিসস্স মনসাকটে জাতসংবদ্ধস্স মনসাকটস্স মগ্গং পুট্ঠস্স দদ্ধাযিতত্তং বা'তি? নো হিদং ভো গোতম। তং কিসস হেতু? অমু হি, ভো গোতম, পুরিসো মনসাকটে জাতসংবদ্ধো, তস্স সব্বানেব মনসাকটস্স মগ্গানি সুবিদিতানী'তি। (ত্রিপিটক, দীঘনিকাযো, পঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫৫৪, পৃ-১৭৯, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:
'Now what think you, Vasettha, suppose there were a man born in Manasakata, and people should ask him, who never till that time had left Manasakata, which was the way to Manasakata. Would that man, born and brought up in Manasakata, be in any doubt or difficulty?'
'Certainly not, Gotama! (dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)

বাংলা অনুবাদ:
"বাসেট্ঠ! তুমি কিরূপ মনে কর? (মনে কর) কোন ব্যক্তি মনসাকটে জন্মগ্রহণ করে এই স্থানেই বর্ধিত হইয়াছে। তখন সে মনসাকট হইতে বহির্গত হইলে যদি কেহ তাহাকে মনসাকটে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে কি তাহার চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইবে?" "অবশ্যই নহে, ভো গৌতম!" "তাহার হেতু কি?" "ভো গৌতম! সেই ব্যক্তি মনসাকটে জাত ও বর্ধিত হওয়ায় ঐ স্থানে যাওয়ার সমস্ত পথই তাহার সুবিদিত। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫৪, পৃ-২৪৩)

ব্রাহ্মণ যুবকের উপরোক্ত স্বীকারোক্তি আদায়ের পর গৌতম বুদ্ধ সেই ঘোষণা দিয়েছেন, সেই কথা বলেছেন, যা বলার যোগ্যতম ব্যক্তি ঐ যুগে একমাত্র তিনিই ছিলেন। এমন উত্তর শুধুমাত্র যাঁরা ঈশ্বরকে দেখেছেন, লাভ করেছেন, পেয়েছেন, তাঁরাই দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। বুদ্ধ বলছেন-

পালি:
সিযা খো, বাসেট্ঠ, তস্স পুরিসস্স মনসাকটে জাতসংবদ্ধস্স মনসাকটস্স মগ্গং পুট্ঠস্স দন্ধাযিতত্তং বা বিত্থাযিতত্তং বা, ন ত্বেব তথাগতস্স ব্রহ্মলোকে বা ব্রহ্মলোকগামিনিযা বা পটিপদায পুট্ঠস্স দন্ধাযিতত্তং বা বিত্থাযিতত্তং বা। ব্রহ্মানং চাহং, বাসেট্ঠ, পজানামি ব্রহ্মলোকঞ্চ ব্রহ্মলোকগামিনিঞ্চ পটিপদং, যথা পটিপন্নো চ ব্রহ্মলোকং উপপন্নো, তঞ্চ পজানামী'তি। (ত্রিপিটক, দীঘনিকাযো, পঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫৫৪, পৃ-১৭৯, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:
'That man, Vasettha, born and brought up at Manasakata might, if he were asked the way to Manasakata, fall into doubt and difficulty, but to the Tathagata, when asked touching the path which leads to the world of Brahma, there can be neither doubt nor difficulty. For Brahma, I know, Vasettha, and the world of Brahma, and the path which leadeth unto it. Yea, I know it even as one who has entered the Brahma-world, and has been born within it!' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ:

বাসেট্ঠ! মনসাকটে জাত ও বর্ধিত ব্যক্তির মনসাকটে যাওয়ার মার্গ জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মলোক অথবা ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতের চিত্ত সংশয়াপন্ন কিম্বা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে না। বাসেট্ঠ! আমি ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টরূপে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐ স্থানে গমনের মার্গও প্রকৃষ্টরূপে জানি, যে মার্গে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মলোক জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানি। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫৪, পৃ-২৪৩)

গৌতম বুদ্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালোভাবে বলেছেন, তিনি ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গও জানেন। যে মার্গে উপনীত হলে ব্রহ্মকে জানা যায় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। এ বিষয়ে অন্যদের মাঝে সংশয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্রও নেই। একবার চিন্তা করুন, অভিজ্ঞালব্ধ নিশ্চিত জ্ঞান না থাকলে কোন মানুষ এত নিশ্চিত করে কোন বিষয় বলতে পারে? কখনও না। আর এ অভিজ্ঞতা এ জ্ঞান বহু পূর্বেই অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের প্রাক্কালেই লাভ করেছেন। সেদিন থেকেই তাঁর ব্রহ্মলোক বা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর তা অটুট ছিল আমৃত্যু।

ঈশ্বরকে জানার ও লাভের মার্গে উপনীত হওয়ার বিষয়টি বুদ্ধ শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি শিষ্যদেরও সেই মার্গে নিয়ে যেতেন। সেই মার্গে উপনীত হওয়ার পথনির্দেশনা দিতেন।[১৪] এ কাজের জন্যই তিনি আদিষ্ট ছিলেন। আর এটা সবাই জানতোও। তাই বাসেট্ঠ তাঁর সমীপে আবারও কাতর নিবেদন করলেন-

পালি:

এবং বুত্তে, বাসেট্ঠ মাণবো ভগবন্তং এতদবোচ– সুতং মেতং, ভো গোতম, সমণো গোতমো ব্রহ্মানং সহব্যতায মগ্গং দেসেতী'তি। সাধু নো ভবং গোতমো ব্রহ্মানং সহব্যতায মগ্গং দেসেতু উল্লুম্পতু ভবং গোতমো ব্রাক্ষণিং পজ'ন্তি। তেন হি, বাসেট্ঠ, সুণাহি; সাধুকং মনসি করোহি; ভাসিস্সামী'তি। এবং ভো'তি খো বাসেট্ঠো মাণবো ভগবতো পচ্চস্সোসি। (ত্রিপিটক, দীঘনিকাযো, পঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫৫৫, পৃ-১৭৯, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:

When he had thus spoken, Vasettha, the young Brahman, said to the Blessed One:

'Just so has it been told me, Gotama, even that the Samana Gotama knows the way to a state of union with Brahma. It is well! Let the venerable Gotama be pleased to show us the way to a state of union with Brahma, let the venerable Gotama save the Brahman race!' *(dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ

"এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্ঠ ভগবানকে বলিলেন, ভো গৌতম! আমি শুনিয়াছি-'শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সাধু, মহানুভব গৌতম! ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে আমাগিদকে উপদেশ প্রদান করুন। মহানুবভাব গৌতম! ব্রাহ্মণ প্রজাকে উদ্ধার করুন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫৫, পৃ-২৪৩)

মহাপুরুষরা আসেন ডুবে যাওয়া জগৎকে উদ্ধারের জন্যই। গৌতম বুদ্ধও এসেছিলেন এই কাজের জন্য। সাড়া দিলেন ডুবন্ত অসহায় মানুষের ডাকে। বাসেট্ঠকে বলে দিলেন, ব্রহ্ম লাভের মার্গ, চিনালেন ব্রহ্মকে। ফলে কিছুক্ষণ আগেও যারা অন্ধকারে হাবুডুবো খাচ্ছিল, বুঝে উঠতে পারছিল না ব্রহ্মকে কিভাবে লাভ করা যায়, ঝগড়া করছিল, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছিল; তারাও স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো-

পালি:

এবং বুত্তে, বাসেট্ঠভারদ্বাজা মাণবা ভগবন্তং এতদবোচুং–অভিক্কন্তং, ভো গোতম, অভিক্কন্তং, ভো গোতম! সেয্যথাপি, ভো গোতম, নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপাজ্জেতং ধারেয্য চকখুমন্তো রূপানি দক্খন্তী'তি। এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এতে মযং ভবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছাম, ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। উপাসকে নো ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতে সরণং গতে'তি। (ত্রিপিটক, দীঘনিকাযো, পঠমো ভাগো, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং ৫৫৯, পৃ ১৮১, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:

When he had thus spoken, the young Brahmans Vasettha and Bharadvaga addressed the Blessed One, and said:

'Most excellent, Lord, are the words of thy mouth, most excellent! Just as if a man were to set up that which is thrown down, or were

to reveal that which is hidden away, or were to point out the right road to him who has gone astray, or were to bring a lamp into the darkness, so that those who have eyes can see external forms; —just even so, Lord, has the truth been made known to us, in many a figure, by the Exalted One. And we, even we, betake ourselves, Lord, to the Blessed One as our guide, to the Truth, and to the Brotherhood. May the Blessed One accept us as disciples, as true believers, from this day forth, as long as life endures!' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta, Ch-18-82, page-306-320)*

বাংলা অনুবাদ:

"এইরূপ উক্ত হইলে বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজ যুবকদ্বয় ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, -অতি সুন্দর, ভো গৌতম! অতি মনোহর, ভো গৌতম! যেমন কেহ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে , বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) সমূহ দেখিতে পায়, এইরূপেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম (জ্ঞেয়বিষয়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, বাহ্মলোকমার্গ দেশনা, সূত্র-৫৫৯, পৃ-২৪৫)[১৫]

লোকেরা কোন অন্ধের কাছে পথ জানতে চায় না। কারণ অন্ধ অন্যকে পথ দেখাতে পারে না। পথ দেখাতে পারে এক চক্ষুষ্মান। এ কারণে লোকেরা এক চক্ষুষ্মানের কাছেই পথ জানতে চায়। সেই যুগে গৌতম বুদ্ধের কাছে শুধু বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজ যুবকদ্বয় নয়, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই আসতো পথের সন্ধানে, ঈশ্বর লাভের মার্গের সন্ধানে। আর সবাই বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজের মত পরিতৃপ্ত হয়ে ফেরৎ যেত। কেউ নিরাশ হতো না। কারণ তিনি ছিলেন ঐ যুগের পথপ্রর্দশক। তিনি আগমন করেছিলেন অন্ধদের পথ দেখানোর জন্যই।

এটাই ঈশ্বর প্রাপ্ত, ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদের এক অনন্য দক্ষতা ও যোগ্যতা। তাঁরা নিজেরা ঈশ্বর লাভ করায়, ঈশ্বরের পরিচয় ও স্বরূপ জানায়, ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় অতিসহজে, বোধগম্য পন্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরিচয় সবার সামনে তুলে ধরতে পারেন। ফলে সবাই তা সহজেই, নিমিষেই বুঝতে পারে। এটাই হয়েছে বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজ যুবকদ্বয়ের ক্ষেত্রে। তারাও ব্রহ্মের সহব্যতার মার্গ বা ব্রহ্ম লাভের মার্গ বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। মূল পালি:

এবং মে সুতং– একং সময়ং ভগবা কোসলেসু চারিকং চরমানো মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং পঞ্চমত্তেহি যেন মনসাকটং নাম কোসলানং ব্রাহ্মাণগামো তদবসরি। তত্র সুদং ভগবা মনসাকটে বিহরতি উত্তরেন মনসাকটস্স অচিরবতিয নদিযা তীরে অম্ববনে। (সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫১৮, পৃ-১৭০)

ইংরেজি অনুবাদ:

Thus have I heard. When the Exalted One was once journeying through Kosala with a great company of the brethren, with about five hundred brethren, he came to the Brahman village in Kosala which is called Manasakata. And there at Manasakata the Exalted One stayed in the mango grove, on the bank of the river Akiravati, to the north of Manasakata. *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta, Ch-1, page-300)*

বাংলা অনুবাদ:

"এক সময় ভগবান মহানুভাব পঞ্চশত সংখ্যক ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলরাজ্যে জনহিতার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসাকট নামক কোশলের ব্রাহ্মণগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান মনসাকটের উত্তরদিকে (অনতিদূরে) অচিরাবতী নদীর তীরস্থ আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সূত্র-৫১৮, পৃ-২৩৩)

২। পালি:

অথ খো বাসেট্ঠভারদ্বাজা মাণবা যে ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু; উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু। সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্নো খো বাসেট্ঠো মাণবো ভগবন্তং এতদবোচ– "ইধ, ভো গোতম, অম্হাকং জঙ্ঘবিহারং অনুচঙ্কমন্তানং অনুবিচরন্তানং মগ্গামগ্গে কথা উদপাদি। অহং এবং বদামি– অযমেব উজুমগ্গো, অযমঞ্জসাযনো নিয্যানিকো নিয্যাতি তক্করস্স ব্রহ্মসহব্যতাযম যাযং অক্খাতো ব্রাহ্মণেন পোক্খরসাতিনা'তি। ভারদ্বাজো মাণবো এবমাহ– অযমেব উজুমগ্গো অযমঞ্জসাযনো নিয্যানিকো নিয্যাতি তক্করস্স ব্রহ্মসহব্যতায, যাযং অক্খাতো ব্রাহ্মণেন তারুক্খনা'তি। এত্থ, ভো গোতম, অত্থেব বিগ্গহো, অত্থি বিবাদো, অত্থি নানাবাদো'তি। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫২২, পৃ-১৭১)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then the young Brahman Vasettha and the young Brahman Bharadvaca went on to the place where the Exalted One was.

And when they had come there, they exchanged with the Exalted One the greetings and compliments of politeness and courtesy, and sat down beside him.

And while they were thus seated the young Brahman Vasettha said to the Exalted One:

'As we, Gotama, were taking exercise and walking up and down, there sprung up a conversation between us on which was the true path, and which the false. I said thus: "This is the straight path, this the direct way which makes for salvation, and leads him, who acts according to it, into a state of union with Brahma. I mean that which has been announced by the Brahman Pokkharasadi."

''Bharadvaca said thus: ' " This is the straight path, this the direct way which makes for salvation, and leads him, who acts according to it, into a state of union with Brahma. I mean that which has been announced by the Brahman Tarukkha."

''Regarding this matter, Gotama, there is a strife, a dispute, a difference of opinion between us.' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta, Ch-8, page-302)*

বাংলা অনুবাদ:

"তৎপর যুবক বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজ ভগবান-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। যুবক বাসেট্ঠ আসন গ্রহণ করে ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "ভো গৌতম! চঙ্ক্রমণ রিত হইয়া পাদচারণাকালীন। আমাদের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হয়। আমি বলিতেছি, -'ইহাই ঋজুমার্গ ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ পোক্খরসাতি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে, -যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।' ভারদ্বাজ বলিতেছেন, 'ইহাই ঋজুমার্গ, ইহাই প্রকৃত পথ মুক্তি সংবর্তনিক। ব্রাহ্মণ তারুক্খ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যিনি উক্ত মার্গানুসারী তাঁহাকে ব্রহ্মসহব্যতা প্রাপ্ত করায়।' ভো গৌতম! এই বিষয়ে বিগ্রহ বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, মার্গামার্গ কথা, সূত্র-৫২২, পৃ-২৩৪)

৩। ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, বাসেট্‌ঠ মানবানুযোগ, সূত্র-৫২৭, পৃ-২৩৬

৪। পালি:

ইমে খো বাসেট্‌ঠ পঞ্চ কামগুণে তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা গধিতা মুচ্ছিতা অজ্ঝোপন্না অনাদীনবদস্সাবিনো অনিস্সরনপঞ্ঞা পরিভুঞ্জন্তি। তে বত, বসেট্‌ঠ, তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা, তে ধম্মে পহায বত্তমানা, যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা, তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা পঞ্চ কামগুণে গধিতা মুচ্ছিতা অজ্ঝোপন্না অনাদীনবদস্সাবিনো অনিস্সরণপঞ্ঞা পরিভুঞ্জন্তা কামন্দুবন্ধনবদ্ধা কাযস্স ভেদা পরং মরণা ব্রহ্মানং সহব্যূপগা ভবিস্সন্তী'তি, নেতং ঠানং বিজ্জতি। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং)

ইংরেজি অনুবাদ:

'And verily, Vasetthza, that Brahmans versed in the Three Vedas, but omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—clinging to these five things predisposing to passion, infatuated by them, attached to them, seeing not their danger, knowing not their unreliability, and so enjoying them—that these Brahmans should after death, on the dissolution of the body, become united to Brahma—such a condition of things can in no wise be!

বাংলা অনুবাদ:

"সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ ও লিপ্ত; উহাদের আদীনব দর্শন না করিয়া উহা হইতে নিঃসরণ জ্ঞান লাভ না করিয়া ঐ সকল উপভোগ করে কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে কায়ভেদে মরণান্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন তাহা অসম্ভব।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৬, পৃ-২৪০)

৫। ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, বাসেট্‌ঠ মানবানুযোগ, সূত্র-৫২৮, পৃ-২৩৬

৬। পালি:

সেয্যথাপি, বাসেট্‌ঠ, অন্ধবেণি পরম্পরসংহসত্তা পুরিমোপি ন পস্সতি, মজ্ঝিমোপি ন পস্সতি, পচ্ছিমোপি ন পস্সতি। এবমেব খো, বাসেট্‌ঠ, অন্ধবেণূপমং মঞ্ঞেঞ্ঞ তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণনাং ভাসিতং, পুরিমোপি ন পস্সতি, মজ্ঝিমোপি ন পস্সতি, পচ্ছিমোপি নো পস্সতি। তিসমিদং তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং ভাসিতং হস্সকঞ্ঞেঞ্ঞেব সম্পজ্জতি, নামকঞ্ঞেঞ্ঞেব সম্পজ্জতি, রিত্তকঞ্ঞেঞ্ঞেব সম্পজ্জতি, তচ্ছকঞ্ঞেঞ্ঞেব সম্পজ্জতি। (সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং-৫২৯, পৃ-১৭৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

'Just, Vasettha, as when a string of blind men are clingine one to the other, neither can the foremost see, nor can the middle one see, nor can the hindmost see—just even so, methinks, Vasettha, is the talk of the Brahmans versed in the Three Vedas but blind talk: the first sees not, the middle one sees not, nor can the latest see. The talk then of these Brahmans versed in the Three Vedas turns out to be ridiculous, mere words, a vain and empty thing!' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta, Ch-15, page-305-306)*

বাংলা অনুবাদ:

"বাসেটঠ! পরস্পর সংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ অন্ধগণের মধ্যে যেমন প্রথমে যে স্থিত সেও দেখিতে পায় না।, যে মধ্যে স্থিত সেও দেখিতে পায় না। এবং যে পশ্চাতে স্থিত সেও দেখিতে পায় না। এইরূপই, বাসেটঠ! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রেণীবদ্ধ অন্ধদিগের ন্যায় অনুমিত হইতেছে। তাঁহাদের পূর্ববর্তীও ব্রহ্মাকে দেখেন নাই, মধ্যবর্তীও দেখেন নাই এবং পশ্চাদ্বর্ত্তীও দেখেন নাই। তাই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বাক্য হাস্যকর, নামমাত্র (অর্থহীন) রিক্ত ও তুচ্ছ হইয়া পড়ে।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, বাসেট্ঠ মানবানুযোগ, সূত্র-৫২৯, পৃ-২৩৬)

৭। পালি

সেয্যথাপি, বাসেট্ঠ, পুরিসো এবং বদেয্য– অহং যা ইমস্মিং জনপদে জনপদকল্যাণী, তং ইচ্ছামি, তং কামেমী'তি। তমেনং এবং বদেয্যুং– অম্ভো পুরিস, যং ত্বং জনপদকল্যাণিং ইচ্ছসি কামেসি, জানাসি তং জনপদকল্যাণিং– খত্তিযী বা ব্রাহ্মণী বা বেস্সী বা সুদ্দী বা'তি? ইতি পুট্ঠো নো'তি বদেয্য।

তমেনং বদেয্যং– অম্ভো পুরিস, যং ত্বং জনপদকল্যাণিং ইচ্ছসি কামেসি, জানাসি তং জনপদকল্যাণিং– এবংনামা এবংগোত্তাতি বা, দীঘা বা রস্সা বা মজ্ঝিমা বা কালী বা সামা বা মযংগুরচ্ছবী বাতিম অমুকস্মিং গামে বা নিগমে বা নগরে বা'তি? ইতি পুট্ঠো নো'তি বদেয্য। তমেনং এবং বদেয্যুং– অম্ভো পুসে, যং ত্বং ন জানাসি ন পস্সসি, তং ত্বং ইচ্ছসি কামেসী'তি? ইতি পুট্ঠো আমা'তি বদেয্য। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং)

ইংরেজি অনুবাদ:

'Just, Vasettha, as if a man should say, "How I lone for, how I love the most beautiful woman in this land!"

'And people should ask him, "Well! good friend! this most beautiful woman in the land, whom you thus love and long for, do you know whether that beautiful woman is a noble lady or a Brahman woman, or of the trader class, or a Sudra?"

'But when so asked, he should answer: " No."

'And when people should ask him, "Well! good friend! this most beautiful woman in all the land, whom you so love and long for, do you know what the name of that most beautiful woman is, or what is her family name, whether she be tall or short or of medium height, dark or brunette or golden in colour,' or in what village or town or city she dwells? "

'But when so asked, he should answer: " No."

'And then people should say to him, "So then, good friend, whom you know not, neither have seen, her do you love and long for? "

'And then when so asked, he should answer:" Yes." *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ:

"বাসেট্ঠ! যেমন কোন ব্যক্তি এইরূপ বলে, 'আমি এই জনপদের জনপদকল্যাণীকে কামনা করিতেছি, অভিলাষ করিতেছি। জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল, -'ওহে মানব! তুমি যে জনপদকল্যাণীকে কামনা করিতেছ, অভিলাষ করিতেছ সেই জনপদকল্যাণী ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণী অথবা বৈশ্যা কিম্বা শুদ্রানী তাহা কি তুমি জান? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকটি কহিল,-'না'। জনগণ তাহাকে বলিল,-ওহে মানব? যে জনপদকল্যাণীকে তুমি কামনা কর। অভিলাষ কর সেই জনপদকল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্রবিশিষ্টা, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদগুরবর্ণা, অমুক গ্রাম, নিগম বা নগরবাসিনী তাহা কি তুমি জান? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকটি কহিল-'না'। তখন জনগণ তাহাকে বলিল, -'ওহে মানব! যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকেই তুমি কামনা কর, অভিলাষ, কর? তখন লোকটি কহিল, -'হা'।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, জনপদকল্যাণীর উপমা, সূত্র-৫৩৪, পৃ-২৩৭)

৮। পালি:

সেয্যথাপি বাসেট্ঠ, পুরিসো চাতুমহাপথে নিস্সেণিং করেয্য– পাসাদস্স আরোহণায। তমেনং এবং বদেয্যুং– অম্ভো পুরিস, যস্স ত্বং পাসাদস্স আরোহণায। তমেনং এবং বদেয্যুং– অম্ভো পুরিস, যস্স ত্বং পাসাদস্স আরোহণায নিস্সেণিং করোসি, জানাসি তং পাসাদং– পুরত্থিমায বা দিসায দক্খিণায বা দিসায পচ্ছিমায বা দিসায উত্তরায বা দিসায উচ্চো বা নীচো বা মজ্ঝিমো বা'তি? ইতি পুট্ঠো নো'তি বদেয্য।

তমেনং এবং বদেয্যুং –অম্ভো পুরিস যং ত্বং ন জানাসি না পস্সসি তস্স ত্বং পাসাদস্স আরোহণায নিস্সেণিং করোসী'তি? ইতি পুট্ঠো আমা'তি বদেয্য। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং)

ইংরেজি অনুবাদ:

'Just, Vasettha, as if a man should make a staircase in the place where four roads cross, to mount up into a mansion. And people should say to him, " Well, good friend, this mansion, to mount up into which you are making this staircase, do you know whether it is in the east, or in the south, or in the west, or in the north? whether it is high or low or of medium size?

'And when so asked, he should answer: " No."

'And people should say to him, " But then, good friend, you are making a staircase to mount up into somethincr—taking it for a mansion—which, all the while, you know not, neither have seen!"

'And when so asked, he should answer: " Yes." *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ:

"বাসেট্ঠ! যেমন কোন ব্যক্তি প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্মহাপথে সোপান শ্রেণী নির্মাণ করে। তখন জনগণ তাহাকে এইরূপ বলিল, -'ওহে মানব! যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিমদিকে বা পূর্বদিকে অথবা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণদিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট তাহা তুমি জান কি? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে সে যদি 'না' বলে, তখন জনগণ তাহাকে এইরূপ বলে, হে মানব! যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই, সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে হ্যাঁ বলিয়া উত্তর দেয়। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সোপান উপমা, সূত্র-৫৩৮, পৃ-২৩৯)

৯। বাসেট্ঠ, মনে করো অচিরবতী নদী কূলে কূলে পূর্ণ। কোনো পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। সে এই তীরে স্থিত হইয়া পরপারকে আহ্বান করিয়া বলিল, ' হে পরপার, এই তীরে আইস।' বাসেট্ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? সেই পুরুষের আহ্বান হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু অথবা অভিনন্দন হেতু অচিরবতী নদীর অপর পার কি এই তীরে আসিবে?

অবশ্যই নহে গৌতম। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সোপান উপমা, সূত্র-৫৪১, পৃ-২৪০)

১০। পালি:

এবমেব খো, বাসেট্ঠ, তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে পহায বত্তমানা যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা এবমাহংসু–

ইন্দমব্হযাম, সোমমবহযাম, বরুণমবহযাম, ঈসানমবহযাম, পজাপতিমবহযাম, ব্রহ্মমবহযাম, মহিদ্ধিমবহযাম, যমমবহযামা'তি।

তে বত, বাসেট্ঠ তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে পহায বত্তমানা, যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা অবহাযনহেতু বা আযাচনহেতু বা পত্তনহেতু বা অভিনন্দনহেতু বা কাযসস ভেদা পরং মরণা ব্রহ্মানং সহব্যূপগা ভবিস্সন্তী'তি, নেতং ঠানং বিজ্জতি। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং)

ইংরেজি অনুবাদ:

'In just the same way, Vasettha, do the Brahmans versed in the Three Vedas—omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—say thus: "Indra we call upon, Soma we call upon, Varuna we call upon, Isana we call upon, Paapati we call upon, Brahma we call upon, [Mahiddhi we call upon, Yama we call upon!] " Verily, Vasettha, that those Brahmans versed in the Three Vedas, but omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—that they, by reason of their invoking and praying and hoping and praising, should, after death and when the body is dissolved, become united with Brahma— verily such a condition of things can in no wise be!' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ:

"ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ (যে ধর্মসমূহ পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়) ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন,-'আমরা ইন্দ্রকে ডাকিতেছি, সোমকে ডাকিতেছি, বরুণকে ডাকিতেছি, ঈশানকে ডাকিতেছি, প্রজাপতিকে ডাকিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্ধিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি। বাসেট্ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক আহ্বান (ডাকা) হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু, অভিনন্দন হেতু কায়ভেদে মরণের পর ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মসহব্যতা) প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভব (তেমন কারণ বিদ্যমান নাই)।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৪, পৃ-২৩৯)

১১। ৪ নম্বর দ্র.।

১২। পালি:

ইধ খো পন তে, বাসেট্ঠ তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা আসীদিত্বা সংসীদন্তি, সংসীদিত্বা বিসারং পাপুণন্তি, সুক্খতরং মঞেঞ তরন্তি। তম্মা ইদং তেবিজ্জানং ব্রাহ্মণানং তেবিজ্জাইরিণন্তিপি বুচ্চতি, তেবিজ্জাবিবনগন্তিপি বুচ্চতি, তেবিজ্জব্যসনন্তিপি বুচ্চতী'তি। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, তেবিজ্জসুত্তং)

ইংরেজি অনুবাদ:

'So that thus then, Vasettha, the Brahmans, versed though they be in the Three Vedas, while they sit down (in confidence), are sinking down (in the mire); and so sinking they are arriving only at despair, thinking the while that they are crossing over into some happier land.

'Therefore is it that the threefold wisdom of the Brahmans, wise in their Three Vedas, is called a waterless desert, their threefold wisdom is called a pathless jungle, their threefold wisdom is called perdition!' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ:

"বাসেট্ঠ! এই সংসারে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির অমার্গকে মার্গ ধারণায় গমন করে অধঃপতিত হইতেছেন। পতিত হওয়ায় তাঁহাদের অঙ্গহানি ঘটিতেছে (তাহারা বিষাদগ্রস্ত হইতেছেন)। শুষ্ক নদীতে সাঁতার কাটার ন্যায় হইতেছে। অতএব, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ত্রিবিদ্যা, ত্রিবিদ্যা ইরি বলিয়াও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা বিপিন বলিয়াও উক্ত হয়, ত্রিবিদ্যা ব্যসন বলিয়াও অভিহিত হয়।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫২, পৃ-২৪২)

১৩। পালি:

এবং বুত্তে, বাসেট্ঠো মাণবো ভগবন্তং এতদবোচ– সুতং মেতং, ভো গোতম, সমণো গোতমো ব্রহ্মানং সহব্যতায মগ্গং জানাতী'তি।

ইংরেজি অনুবাদ:

When he had thus spoken, the young Brahman Vasettha said to the Blessed One:

'It has been told me, Gotama, that the Samana Gotama knows the way to the state of union with Brahma.' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ:

"এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্ঠ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, "ভো গৌতম! আমি শুনিয়াছি, শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির মার্গ অবগত আছেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫৩, পৃ-২৪২)

১৪। ১১৭-১২৮ ও ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা দ্র.।

১৫। পালি:

এবং বুত্তে, সূভো মাণবো তোদেয্যপুত্তো ভগবন্তং এতদবোচ– "সুতং মেতং, ভো গোতম– সমণো গোতমো ব্রহ্মানং সহব্যতায মগ্গং জানাতি'তি।

তং কিং, মঞ্ঞসি, মাণব, আসন্নে ইতো নলকারগামো, ন যিতো দূরে নলকারগামো'তি?

এবং, ভো, আসন্নে ইতো নলকারগামো, ন যিতো দূরে নলকারগামো'তি।

তং কিং মঞ্ঞসি, মাণব, ইধস্থ পুরিসো নলকারগামো জাতবদ্ধো; তমেনং নলকারগামতো তাবদেব অবসটং নলকারগামস্স মগ্গং পুচ্ছেয্যং; সিযা নু খো, মাণব, তস্স পুরিস্স নলকারগামে জাতবদ্ধস্স নলকারগারমস্স মগ্গং পুট্ঠস্স দন্ধাযিতত্তং বা বিতাযিতত্তং বা'তি?

নো হিদং, ভো গোতম।

"তং কিস্স হেতু?

"অমু হি ভো গোতম, পুরিসো নলকারগামে জাতবদ্ধো। তস্স সব্বানেব নলকারগামস্স মগ্গানি সুবিদিতানি;তি। সিযা নু খো, মাণব, তস্স পুরিস্স নলকারগামে জাতবদ্ধস্স নলকারগারমস্স মগ্গং পুট্ঠস্স দন্ধাযিতত্তং বা বিত্থাযিতত্তং বা'তি? ন ত্বেব তথাগাতস্স ব্রহ্মলোকং বা ব্রহ্মলোকগামিনিং বা পটিপদং পুট্ঠস দন্ধাযিতত্তং বা বিত্থাযিতত্তং।

(ত্রিপিটক মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রাহ্মণবগ্গো, সুভসুত্তং, পৃ-৩৪৮, সূত্র-৪৭০)

ইংরেজি অনুবাদ:

When this was said, the brahmin student Subha, Todeyya's son, said to the Blessed One: "Master Gotama, I have heard that the recluse Gotama knows the path to the company of Brahma."

"What do you think, student? Is the village of Nalakara near here, not far from here?"

"Yes, sir, the village of Nalakara is near here, not far from here."

"What do you think, student? Suppose there was a man born and raised in the village of Nalakara, and as soon as he had left Nalakara they asked him about the path to the village. Would that man be slow or hesitant in answering?"

"No, Master Gotama. Why is that? Because that man has been born and raised in Nalakara, and is well-acquainted with all the paths to the village." "Still, a man born and raised in the village of Nalakara might be slow or hesitant in answering when asked about the path to the village, but a Tathagata, when asked about the Brahma-world or the way leading to the Brahma-world, would never be slow or hesitant in answering. I understand Brahma, student, and I understand the Brahma-world, and I understand the way leading to the Brahma-world, and I understand how one should practise to reappear in the Brahma-world.

(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on brahmins, Subha Sutta: Sutta-22-23, Page-815-16)

বাংলা অনুবাদ:

এরূপ কথিত হইলে শুভমানব ভগবানকে কহিলেন, ভো গৌতম! ইহা শুনা যায় যে শ্রমণ গৌতম ব্রাহ্মণগণের সহব্যতার (সারূপ্যের) মার্গ উপদেশ করেন?

তাহা কি মনে কর, মাণব! নলকার গ্রাম এস্থান হইতে সমীপে, এস্থান হইতে দূরে নহে?"

হা, ভো গৌতম! নলকার গ্রাম হইতে সমীপে, দূরে নহে।"

"তবে কি মনে কর, মানব! এস্থানে এই নলাকার গ্রামে কোন পুরুষ যদি জাত ও বর্ধিত হয়; নলাকার গ্রাম হইতে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত, সেই পুরুষকে (কেহ) নলাকার গ্রামের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তবে মানব! সেই গ্রামে জাত ও বর্ধিত পুরুষের দ্বিধা কিংবা স্তব্ধ-ভাব হইবে কি?"

"নিশ্চয় না, ভো গৌতম!"

"তার কারণ কি?"

"ভো গৌতম! সে পুরুষ নলাকার গ্রামে জাত ও বর্ধিত। সুতারাং নলাকার গ্রামের সমস্ত, মার্গই তাহার সুবিদিত।"

ব্রাহ্মণ! নলাকার গ্রামের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে কদাচিৎ দ্বিধা ও স্তব্ধ-ভাব হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মলোকগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতের কখনও দ্বিধাভাব কিংবা স্তব্ধতা হইবে না। মানব! আমি ব্রহ্মাদিগকে জানি, ব্রহ্মলোক জানি, আর ব্রহ্মলোকগামী প্রতিপদা জানি, যেরূপে প্রতিপন্ন হইয়া ব্রহ্মরা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছি। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, ব্রাহ্মণবর্গ, বাসিট্ঠ সূত্র-২/৫/৯, সূত্র-৯৯/৪৭০, পৃ-৩৩৬-৭)

একাদশ প্রমাণ

বুদ্ধের এক ঘনিষ্ঠ শিষ্যের বক্তব্যে এক মহান অস্তিত্বের বর্ণনা

[A close disciple of Buddha describes the Divine Being]

বুদ্ধের এক অতিবৃদ্ধ শিষ্য পিঙ্গিয়। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। তিনি তাঁর গুরু বুদ্ধের সাথে ধর্ম, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা ও এর প্রস্তুতি নিয়ে আলাপ করছেন। বিষয়টি গভীরভাবে নিরীক্ষণের দাবি রাখে। কেননা এতে এক বিশ্বস্রষ্টার বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তাঁর পরিচয় ও স্বরূপ। দেয়া হয়েছে তাঁর সাথে মিলিত হবার আবেগ নিংড়ানো এক চমৎকার বর্ণনা। শুরুতেই শিষ্য পিঙ্গিয় তাঁর গুরু বুদ্ধের নিকট আকুতি ভরে নিবেদন জানালেন-

পালি:

জিণ্ণোহমস্মি অবলো বীতবণ্ণো, (ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো)
নেত্তা ন সুদ্ধা সবলং ন ফাসু;
মা'হং নস্সং মোমুহো অন্তরাব,
আচিক্খ ধম্মং যম্হং বিজঞ্ঞঞং;
জাতিজরায ইধ বিপ্পহানং।

ইংরেজি অনুবাদ:

Aged am I, feeble and my beauty fled,
My eyes no longer clear, my hearing weak,
Let me not die confused along the way,
Teach me the Dharma so that I shall know
How to let go of birth and of decay.
[SuttaNipata, The Way to the Beyond, Pigiya's Question, page-332, Sutta -1127(5.17)]

বাংলা অনুবাদ:

"আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বলিলেন ঃ- আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হইয়াছি, আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ, যাহাতে মূঢ়তার বশবর্ত্তী হইয়া আমি পথমধ্যে বিনষ্ট না হই আমাকে সেইরূপ ধর্মোপদেশ দান করুন, যদ্বারা আমি জগতে জন্ম ও জরার পরিহার অবগত হইতে পারি। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ/ অন্তিম বর্গ, পিঙ্গিয় মানব

পুচ্ছা, সূত্র- ১২২৬, পৃ-৩০০) / (পবিত্র ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-৬৭৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭) এবং (ত্রিপিটক, চূলনির্দেশ, পারায়ণ বর্গ, পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন, সূত্র- ১৪৫, পৃ-৫৬) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ-৫২৬, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

জীবন সায়াহ্নে উপনীত এই বয়োবৃদ্ধ শিষ্যের আকুতি ভরা এ নিবেদন বুদ্ধ গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁকে ধর্মপোদেশ দিলেন। এ উপদেশ শিষ্য পিঙ্গিয়েরও মনঃপুত হলো। তিনি বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ হয়ে অঙ্গিকার করলেন, তিনি তাঁর গুণগান গাইবেন[১]। আর সাথে সাথে তাঁর সাথে অঙ্গিকার করলেন, আমি তাঁরই উপাসনা করবো যিনি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নামের উপযুক্ত। ঘোষণা দিলেন-

পালি:

তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচক্খু, লোকন্তগূ সব্বভবাতিবত্তো;
অনাসবো সব্ব দুক্খপ্পহীনো, সচ্চব্হযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে।

ইংরেজি:

All-seer, Awake, Dispeller of dark,
Beyond all being gone, gone to world's end,
With no inflows left, let go of all dukkha-causes,
That one is "brahmin" rightly named: him do I serve.
[SuttaNipata, The Way to the Beyond, Pigiya's Song of the Way to the Beyond, page-337, Sutta -1140(5.19)]

বাংলা অনুবাদ:

তমোহারী, সর্বদর্শী, লোকজ্ঞ, সর্বজন্ম পরিহারী, অনাস্রব, সর্বদুঃখ প্রহীন, যিনি ব্রহ্ম নামের উপযুক্ত, আমি তাঁহার উপাসনা করি।

(ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ/ অন্তিম বর্গ, পারাযনাগীতি গাথা, সূত্র- ১২৩৯, পৃ-৩০৩) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-৬৭৯, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

বুদ্ধ শিষ্য পিঙ্গিয়ের দৃষ্টিতে মানুষের উপাসনা যোগ্য সত্তার নাম হলো ব্রহ্ম। আর এই উপাসনাযোগ্য ব্রহ্ম হলেন- তমোহারী অর্থাৎ সব অন্ধকার দূরকারী। সর্বদর্শী অর্থাৎ সব কিছু তিনি দেখেন। লোকজ্ঞ অর্থাৎ সব কিছু তিনি জানেন। সর্বজন্ম পরিহারী অর্থাৎ তিনি কোন জন্ম নেন নি, তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিনি আবারও জন্ম নিবেন না, এক কথায় তিনি সর্ব প্রকার জন্মের ঊর্ধ্বে। এই বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনিই এই ব্রহ্ম নামের উপযুক্ত। অন্য কেউ

নয়। এমনকি গৌতম বুদ্ধ বা বৌদ্ধদের প্রচলিত ধারণার ব্রহ্মা বা মহাব্রহ্মারাও নয়। তারা সর্বজ্ঞ না, সর্বজন্ম পরিহারীও না।

পিঙ্গিয় শুধু এরকমই এক সত্তা বা অস্তিত্বের উপাসনা করেন। অন্য কারো নয়। তিনি তাঁকে চেনেন। দিবা-রাত্র তিনি তাঁকে দেখেনও। তবে চোখ দিয়ে নয়। মন বা মনচক্ষু দিয়ে দেখেন। বলছেন-

পালি:

পস্সামি নং মনসা চক্খুনাব, রত্তিন্দিবং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো;
নমস্সমানো বিবসেমি রত্তিং তেনেব মঞ্ঞামি অবিপ্পবাসং।

ইংরেজি অনুবাদ:

I see him with my mind's eye, brahmin,
Being heedful night and day;
I spend the night revering him,
So I think I am never apart from him.
[SuttaNipata, The Way to the Beyond, Pigiya's Song of the Way to the Beyond, page.338, Sutta -1149(5.19)]

বাংলা অনুবাদ:

হে ব্রাহ্মণ, আমি তাঁহাকে দিবারাত্র অপ্রমত্ত হইয়া মনচক্ষু[২] দ্বারা দর্শন করি, তাঁহার পূজায়, রাত্রি অতিবাহিত করি, সেই জন্য আমি তাঁহার কাছ হইতে অবিচ্ছিন্ন মনে করি।
(ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ/ অন্তিম বর্গ, পারাযনাগীতি গাথা, সূত্র- ১২৪৮, পৃ-৩০৪) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-৬৮১, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭) এবং (ত্রিপিটক, চূলনির্দেশ, পারায়ণ বর্গ, পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন, সূত্র- ১৬৭, পৃ-৬০) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ-৫৩০, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

ঈশ্বরকে খালি চোখে বা বাহ্যিক চোখে দেখা যায় না। দেখতে হয় দিব্যদৃষ্টি দিয়ে। মনচক্ষু দিয়ে। বুদ্ধ ও তাঁর সমসাময়িক শিষ্যরা এভাবেই দেখেছেন, দেখতেন।[৩]

মন পুত-পবিত্র হলে, স্বচ্ছ হলে, মনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলে সে মন ঈশ্বর দেখে থাকে। সেই মন ঈশ্বর দর্শনের দর্পণ হয়। যেটা আজকালকার বৌদ্ধদের মাঝে নেই। এ কারণে তারা ঈশ্বরকে দেখেন না। ফলে তারা মনে করেন ঈশ্বর নেই। বিষয়টা অনেকটা 'আঙ্গুর ফল টক' প্রবাদ বাক্যের মত।

তবে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর প্রাথমিক যুগের শিষ্যরা এর চেয়ে ভিন্ন ছিলেন। তাঁদের হৃদয় অতি পুত-পবিত্র ছিল। ফলে, তাঁদের সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগ ছিল, সম্পর্ক

ছিল। বুদ্ধ তাঁদেরকে যে ঈশ্বর চিনিয়ে ছিলেন, তাঁরা সেই ঈশ্বরকে খুব ভালোভাবে চিনতেন। যে কারণে বুদ্ধের একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিষ্যও ঈশ্বরের সেই মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন যা আজকালকার তথাকথিত নাস্তিক অনুসারীরা বুঝে না বা বুঝার ক্ষমতা রাখে না। বুদ্ধ শিষ্য ঈশ্বরের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন-

পালি:

অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি;
অদ্ধা গমিস্সামি ন সেত্থ কঙ্খা,
এবং মং ধারেহি অধিমুক্ত চিত্তন্তি।

ইংরেজি অনুবাদ :

The immovable, unshakeable,
That to which there is no compare:
For sure, I will go there,
I have no doubt of that.
You may remember me
As one who's mind is made up.
(SuttaNipata, The Way to the Beyond, Pigiya's Song of the Way to the Beyond , page.339, Sutta -1156[5.19])

বাংলা অনুবাদ:

যিনি অজেয়, যিনি অটল, কোথাও যাঁহার কোন তুলনা নাই, আমি তাঁহার নিকট অবশ্যই গমন করিব, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সংকল্পবদ্ধ, ইহা অবগত হও।" (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ/ অন্তিম বর্গ, পারাযনাগীতি গাথা, সূত্র- ১২৫৫, পৃ-৩০৬) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-৬৮২, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭) এবং (ত্রিপিটক, চূলনির্দেশ, পারায়ণ বর্গ, পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন, সূত্র- ১৭৪, পৃ-৬১) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ-৫৩১, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

দেখুন! এটি পিঙ্গিয়ের ঈশ্বর সংক্রান্ত কত চমৎকার বর্ণনা। এজন্য কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন পিঙ্গিয়ের মুখনিঃসৃত শব্দগুলো নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবা। কিন্তু বর্ণনাটা খুবই সুস্পষ্ট হলেও আজকালকার নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধরা এর দ্বারা ঈশ্বর বুঝায় এটা মানতে মোটেও সম্মত নন। তারা বলেন, এর দ্বারা নির্বাণকে বুঝানো হয়েছে। পিঙ্গিয় আশা ব্যক্ত করছেন, তিনি মৃত্যুর পর নির্বাণ লাভ করবেন, এর সাথে গিয়ে মিলিত হবেন।

তাদের এ বক্তব্য ধোপে টিকে না। পিঙ্গিয়ের পুরো বক্তব্য আদি-অন্ত আরেক বার লক্ষ্য করুন। আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন। তিনি বলছেন, 'তিনি জীবন সায়াহ্নে উপনীত, অতি শীঘ্রই তিনি এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে সেই সত্তার কাছে চলে যাবেন, তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবেন।'

প্রশ্ন, এই সত্তা কে?
এর উত্তরে আবার বলছেন,- 'যাঁকে তিনি এ জগতে বাহ্যিক চোখে দেখছেন না। মনচক্ষু দিয়ে প্রতিনিয়ত দেখছেন। যিনি ব্রহ্ম নামের উপযুক্ত। যাঁর উপাসনা, যাঁর পূজা তিনি দিবারাত্র করেন।'

এখন একটু চিন্তা করুন,
নির্বাণ কি মনচক্ষু দ্বারা দিবারাত্র দেখা যায়?
নির্বাণ কি ব্রহ্ম নামের উপযুক্ত?
নির্বাণকে কোন বৌদ্ধ ব্রহ্ম নামে ডাকেন কি?
ত্রিপিটক শাস্ত্রে নির্বাণকে কোথাও ব্রহ্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে কি?
নির্বাণের পূজা কোন বৌদ্ধ করেন কি?
নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর হবে না সূচক।

তাহলে প্রমাণিত এর দ্বারা নির্বাণকে বুঝায় নি। বুঝানো হয়েছে সেই আদি, অনাদি, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, তমোহারী, সর্বদর্শী, লোকজ্ঞ, সর্বজন্ম পরিহারী, অনাস্রব, সর্বদুঃখ প্রহীন, সর্বাধিপতি ঈশ্বরকে। যিনি পিঙ্গিয়ের ভাষায়- 'অজেয়, অটল, কোথাও যাঁর কোন তুলনা নাই। যাঁকে বাহ্যিক চোখে নয়, মনোচক্ষু দ্বারা পবিত্রাত্মা লোকেরা দেখে থাকেন। বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিষ্যরাও দেখতেন।

জগতে সেই সব মহামানব যাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হন। ঈশ্বর যাঁদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁরা প্রথমে নিজেরা ঈশ্বরের সন্ধান পান, তাঁর পরিচয় লাভ করেন। তাঁর সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়েন। পরে তারা জগতের মানুষের কাছে ঈশ্বরের পরিচয় তুলে ধরেন, তাদেকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করান। ফলে তাঁদের মান্যকারীদের সাথেও ঈশ্বরের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁরাও ঈশ্বরকে চিনেন। ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস রাখেন। এরকম ঘটনাই ঘটেছে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের সাথে। আর অহরহই এমন ঘটনা ঘটেছে। বুদ্ধ শুধু নিজে নন, তিনি তাঁর শিষ্যদেরও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিয়েছেন।

এ ঘটনাগুলো আজও মহাত্মা বুদ্ধ ও তাঁর পুণ্যবান শিষ্যদের ঈশ্বর বিশ্বাসের ঐতিহাসিক স্মারক হয়ে ত্রিপিটকের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। তা যে কোন সত্যন্বেষীর জন্য পথনির্দেশিকা হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। পালি:

পহীনমলমোহস্স, মানবমক্খপ্পহাযিনো
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং বণ্ণপসঞ্হিতং।

ইংরেজি অনুবাদ:

Now therefore I shall eulogize
those words profoundly beautiful,
of One who has renounced the stains
of delusion, pride, hypocrisy.
(SuttaNipata, The Way to the Beyond, Pigiya's Song of the Way to the Beyond , page.337, Sutta -1139[5.19])

বাংলা অনুবাদ:

যিনি অমল, অমোহ, যিনি মান ও শঠতা বর্জিত, তাঁহার মধুর বাক্য আমি কীর্ত্তন করিব। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ/ অন্তিম বর্গ, পারাযনাগীতি গাথা, সূত্র- ১২৩৮, পৃ-৩০৩) এবং (ত্রিপিটক, চূলনির্দেশ, পারায়ণ বর্গ, পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন, সূত্র- ১৫৭, পৃ-৫৯) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ-৫২৯, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

২। 'মনসা চক্খুনাব' এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিল, 'মন ও চক্ষু'। এটা ভুল অনুবাদ। সঠিক অনুবাদ হবে- মনশ্চক্ষু বা অন্তদৃষ্টির চক্ষু (পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২১, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ-মে ২০০১) যার ইংরেজি অনুবাদ– সরহস্থং বুব.

৩। পালি:

তজণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স, তেনেব কাযো ন পলেতি তত্থ;
সংকপ্পযন্তাযবজামি নিচ্চং, মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো। ১৪

ইংরেজি অনুবাদ:

I am old, my strength is gone,
So my body cannot carry me there.
But my thoughts always travel there,
For my mind, brahmin, is devoted to him.
(SuttaNipata, The Way to the Beyond, Pigiya's Song of the Way to the Beyond , page.339, Sutta -1151[5.19)

বাংলা অনুবাদ:

আমার জীর্ণ ও দুর্বল দেহ তথায় যাইতে অক্ষম, কিন্তু মন দ্বারা আমি নিত্য তথায়, গমন করি, কারণ হে ব্রাহ্মণ! আমার মন তাঁহাতে যুক্ত। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, পারায়ন বর্গ/ অন্তিম বর্গ, পারাযনাগীতি গাথা, সূত্র- ১২৫০, পৃ-৩০৫) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, একাদশ খণ্ড, পৃ-৬৮১, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭) এবং (ত্রিপিটক, চূলনির্দেশ, পারায়ণ বর্গ, পিঙ্গিয় মানব প্রশ্ন, সূত্র- ১৬৯, পৃ-৬১) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ-৫৩০, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

দ্বাদশ প্রমাণ

বুদ্ধ ব্রহ্ম লাভের মার্গ শিক্ষা দিয়েছেন

[Buddha teaches stages of attaining Divinity]

ত্রিপিটকে ব্রহ্ম[১] প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গের কথা। বলা হয়েছে, এর জন্য কি মাধ্যমের প্রয়োজন, কি করণীয়। এজন্য সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে, যদি বহ্ম বা ঈশ্বর না থাকেন, বৌদ্ধধর্মে এ বিষয়ে কোন শিক্ষা না দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে ব্রহ্ম প্রাপ্তির বিষয় বা ব্রহ্ম লাভের মার্গ এলো কোথা থেকে? এমন বিষয় গৌতম বুদ্ধ কেন বললেন? ত্রিপিটকে এমন বিষয় বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? যেমন বলা হয়েছে-

পালি:
চিত্তঞ্চ সুসমাহিতং, বিপ্পসন্নমনাবিলং। অখিলং সব্বভূতেসু, সো মগ্গো ব্রহ্মপত্তিযা তি। (সংযুক্ত নিকায়, খণ্ড ১৩ ও ১৪, চতুথো ভাগো, গহপতিবগ্গো, লোহিচ্চসুত্তং, সূত্র-১৩২,পৃ-৯১)

ইংরেজি:
"A mind that is well concentrated, Clear and free from blemish, Tender towards all sentient beings- That is the path for attaining Brahma." *(Majjhima Nikaya, salayatanavagga-11 Lohicca sutta, page-1202)*

বাংলা অনবাদ:
সুসমাহিত চিত্ত, বিপ্রসন্ন আর অনাবিল
ব্রহ্ম প্রাপ্তির পথিক তিনি, সর্বজীবে যিনি দয়াশীল। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ষড়ায়তন বর্গ, ষড়ায়তন সংযুক্ত, গৃহপালিত বর্গ, লোহিচ্চ সূত্র, সূত্র-৫, পৃ-১৪০)

তিনি আরও বলেন-
পালি:
স তুজ্জুভূতেসু নমো করোহি, তমহং নরং ধম্মসারীতি ব্রুমী তি। (সংযুক্ত নিকায়, পঠমোভাগো, ব্রাক্ষণসংযুত্তং, অরহন্তবগ্গো, সুন্দরিকসুত্তং,সূত্র-১৯৫,পৃ-১৪১)

ইংরেজি:
"Truth, Dhamma, restraint, the holy life, Attainment of Brahma based on the middle. Pay homage, O brahmin, to the upright

ones; I call that person one impelled by Dhamma."
(Samyutta Nikaya, 7 Brrihmanasamyutta Connected Discourses with Brahmins-9 (9) Sundarika sutta -647, page-264)

বাংলা অনুবাদ:
হে ব্রাহ্মণ, সত্য (অর্থাৎ বাক সত্য বা সম্যক বাক্য) ধর্ম, (অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি,সম্যক সংকল্প, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমধি) সংযম (অর্থাৎ সম্যক কর্ম ও জীবিকা)-এ অষ্টাঙ্গিক মার্গই ব্রহ্মচর্য। (এবম্বিধ ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে) মধ্যে আশ্রিত (অর্থাৎ শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী) ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। (সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত) ঋতু বা অবঙ্ক ঋষিগণের প্রতি তুমি প্রণাম নিবেদন কর। সে ব্যক্তিকেই আমি ধর্মানুসারী বলে বর্ণনা করি। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, সগাথক বর্গ, ব্রাহ্মণ সংযুক্ত, প্রথম বর্গ, সুন্দরিক সুত্ত, পৃ- ১১২)

উপরোক্ত দু'টি উদ্ধৃতিতেই বলা হয়েছে- বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত চিত্ত, জীবে দয়াশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম পরায়ণতা ও সংযমের মাধ্যমে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। ত্রিপিটকে অনুরূপ কথা আরও অনেক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। এখন কথা হলো, বাস্তবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহলে এই নীতিবাক্য শুনানোর কি প্রয়োজন ছিল? গৌতম বুদ্ধ কী তাঁর মান্যকারীদের বৃথা বা অলীক কোন আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন?

না, কখনও না।
আমরা বিশ্বাস করি, গৌতম বুদ্ধ কোন অহেতুক বা বৃথা শিক্ষা দেন নি, আশ্বাস দেন নি। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, চরম সত্য কথা বলেছেন, পরম বাস্তবতা শিষ্যদের উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন। কোন ধরনের কপটতা বা দ্বৈততা তাঁর মাঝে ছিল না। যা বিশ্বাস করতেন তাই শিক্ষা দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোন জড়তা, সংকোচ বা দ্বিধাবোধ কাজ করতো না।

এ কারণে গৌতম বুদ্ধের এ শিক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা বলা, ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গ বা উপায় শিক্ষা দেয়া সাব্যস্ত করে তিনি এসেছিলেন জগৎকে ব্রহ্ম পাইয়ে দিতে। ব্রহ্ম পাবার পথের সন্ধান দিতে। এটাই তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। স্পষ্ট বলে দিয়েছেন- 'সুসমাহিত, বিপ্রসন্ন ও অনাবিল চিত্ত হলে এবং সর্বজীবের প্রতি দয়াশীল হলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হবে। সত্যনিষ্ঠা, ধার্মিকতা, সংযমের শৃংখলে বাধা ও সাজানো জীবন হচ্ছে ব্রহ্ম প্রাপ্তির মাধ্যম।'[২]

তবে সাথে সাথে তিনি এটাও বলেছেন, যারা ভিন্নদৃষ্টি সম্পন্ন, যারা তাঁর শিক্ষা অমান্যকারী তারা ব্রহ্ম লাভের মার্গ বুঝতে সক্ষম হবে না। তারা ব্রহ্ম লাভ করবে না।[৩] (ঐ যুগের সাপেক্ষে) কত চমৎকার শিক্ষা, কত সুন্দর শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন!

তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এ গুণগুলোর অধিকারী ছিলেন। তিনি সুসমাহিত, বিপ্রসন্ন, অনাবিল চিত্ত, সত্যনিষ্ঠ, অত্যন্ত ধার্মিক, কঠিন সংযমী ও সর্ব জীবের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। তাই, তিনি নিজেও ব্রহ্মকে লাভ করেছিলেন। আর চাচ্ছিলেন তাঁর মান্যকারী বা অনুসারীরাও যেন ব্রহ্মকে লাভ করে। এজন্য তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গ বা রাস্তা বা উপায় তাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

এ কারণে যিনি ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গ দেশনা দিচ্ছেন তাঁকে নাস্তিক বলা তো দূরের কথা, তাঁর বিষয়ে এমন চিন্তা করাও অন্যায়, অনৈতিক ও মহাপাপ। তাঁকে নাস্তিক বলা তাঁর শিক্ষা অস্বীকার করার নামান্তর। বুদ্ধের মান্যকারী বা তাঁর ভক্ত হিসেবে বৌদ্ধরা এ চক্র থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবেন কিনা– এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তাদের স্বাধীন বিবেকের কাছে ছেড়ে দিলাম।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মার মাঝে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। ব্রহ্ম শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে পরমেশ্বর, ঈশ্বর, বিধাতা, অনন্ত, অনাধি ও অদ্বিতীয় সত্তা (বাংলা ও সংস্কৃত অভিধান)। আর ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, জগৎ স্রষ্টা, বিধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের সৃষ্টি সংক্রান্ত গুণ প্রকাশক নাম। যে কারণে হিন্দুশাস্ত্রে ত্রিমূর্তির এক মূর্তি হচ্ছেন ব্রহ্মা। গৌতম বুদ্ধ এখানে ব্রহ্মা নয়, ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা বলছেন। অর্থাৎ এক ঈশ্বরের কথা বলেছেন। এ জন্য মূল পালি শব্দ লক্ষ্য করতে পারেন।

২। পালি:
কো সুজ্ঝতি মুচ্চতি বজ্ঝতি চ, কেনত্তনা গচ্ছতি, ব্রহ্মলোকং;
অজানতো মে মনি ব্রুহি পুট্ঠো, ভগবা হি মে সকখি ব্রহ্মজ্জদিট্ঠো।
তুবং হি নো ব্রহ্মসমোসি সচ্চং,
কথং উপপজ্জতি ব্রাহ্মলোকং জুতিম।
(সুত্তনিপাত, মহাবগ্গো, মাঘসুত্তং, সূত্র-৫১৩, পৃষ্ঠা-৫৪)

ইংরেজি:
Who can be cleansed, released and Awakened?
With what does the self to the Brahma-world go?
O Sage, when asked reply to me—one who doesn't know—
for the Radiant I've seen with my eyes as Brahmā today
and it's true that you're the same as Brahmā for us.
In the Brahma-world, how does one arise, O Refulgent One?
(SuttaNipata, The Great Chapter, To Māgha on Giving, page-157, Sutta-514 [3.5])

বাংলা অনুবাদ:
মাঘ বলিলেন: "কে শুদ্ধিলাভ করেন? মুক্ত কে? কেই বা বাঁধন লাভ করেন? কী উপায়ে ব্রহ্মলোকে যাইতে পারা যায়? হে মুনি আমার অজানা আছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; প্রকাশ করুন। ভগবান আমার সাক্ষী আছেন, আজ ব্রহ্মের দেখা পাইলাম; কারণ আমাদের কাছে আপনি ব্রহ্মার সমান, ইহা তাই। হে জ্যোতিষ্মান! কীভাবে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইতে পারা যায়? (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, মাঘ সুত্তং, সূত্র- ২৩/৫১৩, পৃ-১৩২)

পালি:
যো যজতি তিবিধং যঞ্ঞসম্পদং, (মাঘাতি ভগবা)
আরাধযে দকইখণেয্যেভি তাদি,
এবং যজিত্বা সম্মা যাচযোগো, উপপজ্জতি ব্রহ্মলোকন্তি ব্রুমিতি।
(সুত্তনিপাত, মহাবগ্গো, মাঘসুত্তং, সূত্র-৫১৪, পৃষ্ঠা-৫৪)

ইংরেজি:

The sacrificiant who achieves triple success in sacrifice,
achieves their results through such gift-worthy ones;
so perfected in sacrifice and complying with others' requests, that one arises, I say, within the Brahma-world.
(SuttaNipata, The Great Chapter, To Māgha on Giving , Sutta -515[3.5], page-2157)

বাংলা অনুবাদ:

ভগবান বলিলেন: "যিনি ত্রিবিধ মঙ্গলময় যজ্ঞসম্পদের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দক্ষিণার যোগ্য ব্যক্তিদের সহিত সিদ্ধিলাভ করেন। সব সময় প্রার্থনার জন্য এইরূপ অনুষ্ঠানকারী, ব্রাহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাই আমার বক্তব্য।" (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, মাঘ সুত্তং, সূত্র- ২৪/৫১৪, পৃ-১৩২)

৩। পালি:

দুজ্জানং খো এতং, নিগ্রোধ, তযা অঞ্ঞদিট্ঠিকেন অঞ্ঞখন্তিকেন অঞ্ঞরুচিকেন অঞ্ঞত্রাযোগেন অঞ্ঞত্রাচরিযকেন, যেনাহং সাবকে বিনেমি, যেন মযা সাবকা বিনীতা অস্সাসপ্পত্তা পটিজানন্তি অজ্ঝাসযং আদিব্রহ্মচরিযং। ইঙ্ঘ ত্বং মং নিগ্রোধ, সকে আচরিযকে অধিজেগুচ্ছে পঞহং পুচ্ছ– কথং সন্তা নু খো, ভন্তে, তপোজিগুচ্ছা পরিপুণ্ণা হোতি, কথং অপরিপুণ্ণা'তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র-৫৬, পৃষ্ঠা-২৬)

ইংরেজি:

Difficult is it, Nigrodha, for one of another view, of another persuasion, of another confession, without practice and without teaching, to understand that wherein I train my disciples, and which they, so trained as to win comfort, acknowledge to be their utmost support and the fundamental principle of righteousness. Come now, Nigrodha, ask me a question about your own doctrine, about austere scrupulousness of life' in what does the fulfilment, in what does the non-fulfilment of these self-mortifications consist?
(Dighaya Nikaya, 3rd part, Udumbarika Sihnad, Ch-7, page-37)

বাংলা অনুবাদ:

'নিগ্রোধ, যে ধর্মে আমি শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করি, যে ধর্মে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি বহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহা বুঝিতে পারা তোমার পক্ষে কঠিন, কারণ তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষা গ্রহণকারী। নিগ্রোধ, তুমি বরং আমাকে কৃচ্ছসাধন সম্পর্কে তোমার নিজের মত বিষয়ক প্রশ্ন কর-কী করিলে কৃচ্ছসাধন সফল হয়, কী করিলে হয় না? (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র-৭, পৃ-৩১)

ত্রয়োদশ প্রমাণ

বুদ্ধ পরকালে বিশ্বাস করতেন

[Buddha believed the Hereafter]

আস্তিকরা আল্লাহর পাশাপাশি পরকালেও বিশ্বাস করে। কারণ ধর্মের দু'টি অঙ্গ।
এক. আল্লাহ বা ঈশ্বরে বিশ্বাস।
দুই. পরকালে বিশ্বাস।
গৌতম বুদ্ধও ঈশ্বর ও পরকাল উভয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহকালের সাথে সাথে পরকালের কথা বার বার বলেছেন। এ বিষয়ে চাইলে ত্রিপিটক থেকে শত শত পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করা যায়। এখানে নমুনা হিসেবে কয়েকটি মাত্র উপস্থাপন করা হলো। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

(র)

পালি:

ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি,
কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি;
সো মোদতি, সো পমোদতি
দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো।
(খুদ্দকনিকায়ে ধম্মপদপালি, যমকবগ্গ,শ্লোক-১৬ পৃ- ২)

ইংরেজি অনুবাদ:

Here he rejoices
he rejoices hereafter
in both Worlds
the merit-maker rejoices.
He rejoices, is jubilant,
seeing the purity
of his deeds.
(Dhammapada, Pairs, sutta-16, page-27)

বাংলা অনুবাদ:

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয়লোকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। স্বীয় কর্মশুদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন। (ত্রিপিটক, ধম্মপদ, যমকবগ্গো, শ্লোক-১৬, পৃ-৬)

(ii)

পালি:

বাসেট্ঠ, চতুন্নং বণ্ণানং যো হোতি ভিক্কু অরহং খীণাসবো বুসিতবা কতকরণীযো ওহিতভারো অনুপ্পত্তসদত্থো পরিক্খীণভবসংযোজনো সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তো, সো নেসং অগ্গমক্খাযতি ধম্মেনেবম, নো অধমেম্ন। ধম্মো হি, বাসেট্ঠ, সেট্ঠো জনেতস্মিং, দিট্ঠে চেব ধম্মে অভিসম্পরাযঞ্চ। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, অগ্গঞ্ঞসুত্তং, সূত্র-১১৬, পৃষ্ঠা-৫৫)

ইংরেজি অনুবাদ:

Vasettha, whoever among all these four classes becomes a bhikkhu, an Arahant, one who has destroyed the deadly taints, who has lived the life, has done that which was to be done, has laid down the burden, has attained his own salvation, has destroyed the fetter of rebirth, and has become free because he has perfected knowledge—he is declared chief among them, and that in virtue of a norm (a standard), and not irrespective of a norm. For a norm, Vasettha, is the best among this folk both in this life and in the next. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Agganna Suttanta, Ch-7, page-79-80)*

বাংলা অনুবাদ:

এই চতুর্বর্ণের মধ্যে যিনি ভিক্ষু, অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, উদযাপিত-ব্রহ্মচর্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যকজ্ঞান-বিমুক্ত, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত হন, এবং ধর্মানুসারেই ঐরূপ কথিত হন, অধর্মানুসারে নহে। বাসেট্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, অগ্গঞ্ঞ সূত্রান্ত, শ্লোক-৭, পৃ-৭৮)

(iii)

পালি:

সমো সমেহি বিসমেহি দূরে, তথাগতো হোতি অনন্তপঞ্ঞোঃ;
অনূপলিত্তো ইধ বা হুরং বা, তথাগতো অরহতি পূরলাসং।
(সুত্তনিপাত, মহাবগ্গো, সুন্দরিকভারদ্বাজসুত্তং পৃষ্টা-৫০, সূত্র-৪৭২)

ইংরেজি অনুবাদ:

Who's equal with equals, unequals far away,
a Tathāgata—of wisdom infinite,
one who is unsmeared either here or hereafter:
such Tathāgata's worthy of sacrificial cake.
[SuttaNipata, The Great Chapter to sundarika-bhāradvāja, page-148, Sutta -473(3.4)]

বাংলা অনুবাদ:

অনন্ত জ্ঞানম্পন্ন তথাগত সাধুর সহিত অনুরূপ (সাধু) ব্যবহারকারী, অসাধু হইতে দূরে অবস্থানকারী। তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অকলঙ্কিত। সেই অরহত তথাগতেরই যজ্ঞ নৈবেদ্য লাভ হওয়া প্রয়োজন। [ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, পুরলাস (সুন্দরিক ভারদ্বাজ) সুত্তং, শ্লোক- ১৬/৪৭২, পৃ-১২১]

(iv)

পালি:

ন হি নস্সতি কস্সচি কম্মং, এতি হতং লভতেব সুবামি,
দুকখং মন্দো পরলোকে, অত্তনি পস্সতি কিব্বিসকারী।
(সুত্তনিপাত, মহাবগ্গো, কোকালিকসুত্তং, পৃষ্ঠা-৭৬, সূত্র-৬৭১)

ইংরেজি অনুবাদ:

No one's karma is destroyed,
truly as Master it returns;
so the foolish misery bring
upon themselves in future time.
(SuttaNipata, The Great Chapter, To Kokāliya on theResults of Slander, page-203, Sutta- 672[3.10])

বাংলা অনুবাদ:

কাহারও কর্ম কখনো নাশ হয় না; কর্ত্তার সহিত উহার মিলন হইবেই। তোমার নিকট উহা ফিরিয়া আসিবেই। অজ্ঞান পাপী পরকালে নিজের অমঙ্গল দর্শন করিবে। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, কোকালিক সুত্তং, শ্লোক- ১০/৬৭১, পৃ-১৮৫)

উপরোক্ত চারটি উদ্ধৃতিতে খুবই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, মানুষ পুণ্যকর্মের ফল দুই জগতে অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে লাভ করবে। দুইজগত অর্থাৎ ইহকাল ও

পরকালে ধর্মই হলো শ্রেষ্ঠ। সাধু বা পুণ্যবান ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে অকলঙ্কিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর কর্মফল পরকালে লাভ করবে। পরকালের বিষয়ে এমন অসংখ্য উদ্ধৃতি ত্রিপিটকে বিদ্যমান আছে।

এমনকি যারা পরকালে বিশ্বাস করে না গৌতম বুদ্ধ তাদেরকে বা তাদের বিশ্বাসকে নিন্দা করেছেন। তাদেরকে তিনি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাসঙ্কল্প পোষণকারী, মিথ্যাবাক্য পাঠকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন-

"ইহার কারণ কি? যেহেতু সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অকুশল ধর্মসমূহের আদীনব, (নীচতা) ও সংক্লেশ এবং পক্ষান্তরে কুশল ধর্মসমূহের আনিসংশ (পুরস্কার) এবং নিষ্কামের বিশুদ্ধি পক্ষ দেখিতে পায় না। পরলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পরলোক নাই বলিয়া দৃষ্টি (ধারণা) জন্মে, উহাই তাহাদের মিথ্যাদৃষ্টি। পরলোক বিদ্যমান সত্ত্বেও উহা নাই বলিয়া সঙ্কল্প করে, উহা তাহাদের মিথ্যাসঙ্কল্প। বিদ্যমান সত্ত্বেও পরলোক নাই বলিয়া বাক্য ভাষণ করে, উহা তাহাদের মিথ্যাবাক্য। বিদ্যমান সত্ত্বেও পরলোক নাই বলিয়া বলে; যাহারা অভিজ্ঞ লোকবিদ্ ও অর্হৎ এ ব্যক্তি তাহাদের বিরোধিতা করে। পরলোক নাই, ইহা অসদ্ধর্ম (মিথ্যা ধর্ম) সংজ্ঞাপন।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, গৃহপতি বর্গ, অপন্নক সূত্র-২/১/১০, সূত্র-৬০/৯৫, পৃ-৯৬-৯৭)

শুধু এটাই নয়, গৌতম বুদ্ধ পরকাল অস্বীকারকে অধর্মচর্চা বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[১] তাই, পরকাল সম্পর্কৃত এই সুস্পষ্ট বক্তব্য সাব্যস্ত করে গৌতম বুদ্ধ পরকালের বিষয়ে নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়টিও তাঁর আস্তিকতার, একেশ্বরবাদিতার বিশ্বাসকে সমর্থন করে, জোরালো করে, সাব্যস্ত করে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। বাংলা অনুবাদ

হে গৃহপতিগণ, কিরূপে মানসিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়? এখানে কেহ কেহ অভিধ্যালু (লোভী) হয়, পরস্বে, পরধনধান্যে লোলুপ হয় - অহো অপর-ব্যক্তির যাহা আছে, তাহা যদি আমার হইত, ব্যাপন্নচিত্ত হয়, প্রদুষ্টমনে প্রদুষ্ট সংকল্প লইয়া কামনা করে- এই সত্ত্বগণ হত হউক, বধ ও উচ্ছন্ন হউক, ভালো কিছু তাহাদের না হউক; মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, বিপরীতদর্শী হয়, দান নাই, ইষ্ট নাই, হোত্র নাই, সুকৃত দুস্কৃত কর্মের ফল ও বিপাক (মুখ্য ও গৌণ ফল) নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, উপপাদুক সত্ত্ব (মাতা-পিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই, সম্যকগত সম্যকপন্থী এমন কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই যিনি ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপেই, হে গৃহপতিগণ, মানসিক অধর্মচর্যা বিষমচর্যা ত্রিবিধ হয়। (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ক্ষুদ্রযমক বর্গ, শালেয়ক সূত্র, সূত্র- ৩, পৃ- ৩২৯)

চতুর্দশ প্রমাণ

বুদ্ধ স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করতেন

(Buddha believed in the Heavens and the Hell)

আস্তিক ধর্মগুলোর বিশ্বাসের আরেকটি অন্যতম ক্ষেত্র হলো স্বর্গ ও নরক। তারা বিশ্বাস করে- ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হলে, পুণ্যকর্ম করলে মরণের পর স্বর্গ (জান্নাত) লাভ হবে আর মন্দকর্ম করলে নরক (জাহান্নাম) লাভ হবে। গৌতম বুদ্ধও স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসী ছিলেন। ত্রিপিটকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা স্বর্গ ও নরকের বর্ণনায় পূর্ণ আছে। নিম্নে এর কিঞ্চিত নমুনা উপস্থাপন করা হলো মাত্র!

(i)

পালি:

ধীরো চ বিঞঞূ অধিগম্ম ভোগে, সো ভুঞ্জতি কিচ্চকরো চ হোতি। সো ঞাতিসঙ্ঘং নিসভো ভরিত্বা, অনিন্দিতো সগ্গমুপেতি ঠান ন্তি। (সংযুক্ত নিকায়, খণ্ড-১২, পঠমোভাগো, দুতিযবগ্গো, পঠমঅপুত্তকসুত্তং, সূত্র-১৩০,পৃ-৭৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

"But when the wise man obtains wealth He enjoys himself and does his duty. Having supported his lun, free from blame, That noble man goes to a heavenly state." *[Samyutta Nikaya, Kosalasamyutta-ii, the second subchapter (childless)- 19 (9), page-183]*

বাংলা অনুবাদ:

যে ধীর বিজ্ঞ ব্যক্তি ভোগসম্পদ প্রাপ্ত হয়ে নিজে ভোগ করেন এবং (জনহিতকর) কার্য করেন, সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞাতিসংঘকে (জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে) পোষণ করে আনন্দিত ভাবে স্বর্গস্থান লাভ করেন। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, সগাথক বর্গ, কোশল সংযুক্ত, দ্বিতীয় বর্গ, ৯ অপুত্তক সুত্ত, পৃ- ৫৬)

(ii)

পালি

চতূহি, ভিক্খবে, ধম্মেহি সমন্নাগতো যথাভতং নিক্খিত্তো এবং নিরযে। কতমেহি চতূহি? অত্তনা চ পাণাতিপাতী হোতি, পরঞ্চ পাণাতিপাতে সমাদপেতি,

পাণাতিপাতে চ সমনুঞ্ঞো হোতি, পাণাতিপাতস্স চ বণ্ণং ভাসতি– ইমেহি খো ভিক্খবে, চতূহি ধম্মেহি সমন্নগতো যথাভতং নিক্খিত্তো এবং নিরযে। [অঙ্গুত্তরনিকাযো (২য় খণ্ড),-কম্মপথবগ্গ- পাণাতিপাতীসুত্তং-২৬৪,পৃ-২২১]

ইংরেজি অনুবাদ:

"Bhikkhus, one possessing four [other] qualities is deposited in heaven as if brought there. What four? He himself abstains from the destruction of life; he encourages others to abstain from the destruction of life; he approves of abstaining from the destruction of life; and he speaks in praise of abstaining from the destruction of life. One possessing these four qualities is *deposited in heaven as if brought there." [Anguttara Nikaya, The Fourth Fifty-VII, The Destruction-of Life, sutta- 264 (1), page-618]*

বাংলা অনুবাদ:

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সে চার প্রকার কি কি ? যথা: নিজে প্রাণী হত্যা হতে বিরত হয়, অপরকেও প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, প্রাণী হত্যা হতে বিরত হওয়া অনুমোদনকারী বা সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং প্রাণী হত্যা হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মের সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ নিপাত, পঞ্চম পঞ্চাশক, অভিজ্ঞা বর্গ, প্রাণী হত্যাকারী সূত্র, শ্লোক-২৬৪, পৃ-২৭৫)

(iii)

পালি:

যাব দেবা মনুস্সা চ, সিতা তিট্ঠন্তি অত্থিকা;
তরথেতাং বিসত্তিকাং, খণো বো মা উপচ্চগা।
খণাতীতা হি সোচন্তি, নিরযম্হি সমপ্পিতা।
(সুত্তনিপাত, চূলবগ্গো, উট্ঠানসুত্তং, পৃষ্ঠা-৩৬, সূত্র-৩৩৫)

ইংরেজি অনুবাদ:

Cross beyond this craving— tied to, desiring which gods and men remain. Don’t let this chance pass by: those who do so grieve, sending themselves to hell! *(SuttaNipata, The Minor Chapter, Wake up! Make an Effort!, page-120, Sutta -336[2.10]*)

বাংলা অনুবাদ:

হে দেব-মনুষ্যগণ! সতত কল্যাণকাঙ্খী হইয়া স্থিত হও; এবং এই তৃষ্ণাকে তোমরা অতিক্রম কর; যেন সময় চলিয়া না যায়। কারণ যাহারা সময়কে চলিয়া যাইতে দেয়, তাহারা নরকে অনুশোচনা করিয়া থাকে। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, চুল বগ্গ-ক্ষুদ্র বর্গ, উট্ঠান সুত্তং, শ্লোক-৩/৩৩৫, পৃ-৮৯)

(iv)

পালি:

মুখদগ্গ বিভূত অররিয, ভূনহু পাপক দুক্কটকারি
পুরিসন্ত কলী অবজাত, মা বহুভাণিধ নেরযিকোসি।
(সুত্তনিপাত, মহাবগ্গো, কোকালিকসুত্তং পৃষ্ঠা-৭৬ সূত্র-৬৬৯)

ইংরেজি অনুবাদ:

One foul mouthed, of baseless talk, ignoble, treacherous, evil, doing wrong deeds, luckless, ill-begotten human scum— speak little here! Or else hell-dweller be! *(SuttaNipata, The Great Chapter, To Kokāliya on the Results of Slander,page.203, Sutta -670[3.10])*

বাংলা অনুবাদ:

হে অপ্রিয়বাদী! মিথ্যাবাদী, অনার্য, ভ্রুণহত্যাকারী, দুষ্ট, দুষ্কৃতকারী, পুরুষাধম, পাপী, হীনজন্মা মানব! এই জগতে বাচাল হইও না; নরকে যাইবে। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, কোকালিক সুত্তং, শ্লোক- ৮/৬৬৯, পৃ-১৮৫)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে এটা সাব্যস্ত গৌতম বুদ্ধ স্বর্গ ও নরকেও বিশ্বাসী ছিলেন। আর শুধু তাই নয়, স্বর্গ ও নরকের বিভিন্ন নাম[১] ও বর্ণনাও[২] দিয়েছেন।

এটাও বলে গেছেন কারা সেখানে যাবে। যারা ইহকালে পুণ্যবান হবে, পুণ্যকর্ম করবে তারা স্বর্গে যাবে। গৃহকর্ম সম্পাদন বা যাবতীয় সংসার ধর্ম পালন এ ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হবে না। তিনি বলেছেন-

পালি:

তেবিজ্জো সমণো গোতমো'তি খো, বচ্ছ ব্যাকরামানো বুত্তবাদী চেব মে অস্স, ন চ মং অভূতেন অব্ভাচিক্খেয্য, ধম্মস্স চানুধম্মং ব্যাকরেয্যম, ন চ কোচি সহধম্মিকো বাদানুবাদো গারযহং ঠানং আগচ্ছেয্যা'তি। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিব্বাজকবগ্গো, তেবিজ্জবচ্ছসুত্তং, সূত্র-১৮৬, পৃ-১২৪)

ইংরেজি অনুবাদ:
"Master Gotama, is there any householder who, without abandoning the fetter of householdership, on the dissolution of the body has gone to heaven?"

"Vaccha, there are not only one hundred or two or three or four or five hundred, but far more householders who, without abandoning the fetter of householdership, on the dissolution of the body have gone to heaven." *(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on wanderers, Tevijjavacchagotta Sutta: Sutta 13, Page 589)*

বাংলা অনুবাদ:
"ভো গৌতম! এমন কোন গৃহী আছে কি? যে গৃহীবন্ধন ছেদন না করিয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গপরায়ণ হইয়াছে?" "বচ্ছ! একশত নহে, তিনশত নহে, চারিশত নহে, পাঁচশত নহে তদপেক্ষা অধিক আছে, যে সকল গৃহী গার্হস্থ্য সংযোজন প্রহাণ না করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গপরায়ণ হইয়াছে। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, পরিব্রাজক বর্গ, তেবিজ্জ বচ্ছ সূত্র-২/৩/১, শ্লোক-৭১/১৮৬, পৃ-১৫০)

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তিনি 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' -এ নীতি বর্ণনা করেছেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ঘর-সংসার করেও স্বর্গ লাভ সম্ভব। আর এটা হয়েছে, এর অগণিত উদাহরণ তিনি জানেন। এ কারণে ব্রহ্মচর্যের নামে সংসার ধর্ম সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে বৈরাগী বা ভিক্ষু হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেও বিয়ে করেছেন, নয় বছর (বৌদ্ধদের তথ্য অনুযায়ী) সংসার করেছেন, তাঁর তিনটি প্রাসাদ ছিল। হাজার হাজার সেবক ও দাসী ছিল। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান ছিল। এগুলো পরবর্তীতে তাঁর বুদ্ধ হতে কোন অন্তরায় হয় নি। তাঁর পূর্বে সুমন নামে একজন বুদ্ধ ছিলেন। তিনি নয় হাজার বছর ঘর-সংসার করেছেন। তাঁর চন্দ্র, সুচন্দ্র ও বটংস নামে তিনটি উত্তম বাসভবন ছিল। তাঁর সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা তেষট্টি হাজার পরিচারিকা ছিল। বটংসকা নামে প্রধানা স্ত্রী এবং অনুপম নামক একজন পুত্র সন্তান ছিল। এগুলো তাঁরও বুদ্ধত্ব লাভের অন্তরায় হয় নি। তিনি মাত্র দশ মাস ধ্যান করেই বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন।

তদ্রূপ যারা পাপী হবে, মন্দকর্ম করবে তারা নরকে যাবে। যতই তারা সংসার ত্যাগী পুরোহিত বা ভিক্ষু হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে তাদের সংসার ত্যাগ বা ব্রহ্মচর্য কোন কাজে আসবে না। তিনি বলেন-

পালি:

তেবিজ্জো সমণো গোতমো'তি খো, বচ্ছ, ব্যাকরমানো বুত্তবাদী চেব মে অস্স ন চ মং অভূতেন অব্ভাচিক্খেয্য, ধম্মস্স, চানুধম্মং ব্যাকরেয্য, ন চ কোচি সহধম্মিকো বাদানুবাদো গারযহং ঠানং আগচ্ছেয্যা'তি। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিব্বাজকবগ্গো, তেবিজ্জবচ্ছসুত্তং, প-১২৪ সূত্র-১৮৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

"Master Gotama, is there any Ajivaka who, on the dissolution of the' body, has gone to heaven?"

"When I recollect the past ninety-one aeons, Vaccha, I do not recall any Ajivaka who, on the dissolution of the body, went to heaven, with one exception, and he held the doctrine of the moral efficacy of action, the doctrine of the moral efficacy of deeds. *(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on wanderers, evijjavacchagotta Sutta: Sutta-14, Page-589)*

বাংলা অনুবাদ:

"হে গৌতম! কোন আজীবক দেহত্যাগের পর স্বর্গপরায়ণ আছে কি? " "বচ্ছ! এখন হইতে একানব্বই কল্প পর্যন্ত, যাহা আমি স্মরণ করিতেছি, ইতিমধ্যে স্বর্গপরায়ণ কোন আজীবককে জানি না কেবল একজন ব্যতিত। তিনিও কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী ছিলেন।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, পরিব্রাজক বর্গ, তেবিজ্জ বচ্ছ সূত্র-২/৩/১, শ্লোক-৭১/১৮৬, পৃ-১৫০)

এ বর্ণনাগুলো সাব্যস্ত করে গৌতম বুদ্ধ স্বর্গ ও নরকেও বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১।

জাহান্নামের বিভিন্ন নাম

ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর-নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, দশক নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, থেরোবর্গ, কোকালিক সুত্তং, শ্লোক-৮৯.৫-৮, পৃ-২১১-১২

২। ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, শূন্যতা বর্গ, সূত্র-১২৯, পৃ-১৩৩-১৩৪

পঞ্চদশ প্রমাণ

বুদ্ধ নিজে শয়তানকে সনাক্ত করেছেন আর অন্যদেরকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বলে দিয়েছেন

[Buddha defending himself from the Satan arranging defence for others]

আস্তিক ধর্মগুলো শয়তানের অস্তিত্বেও বিশ্বাস রাখে। শয়তান হলো, যা মানুষকে মন্দ কাজের প্ররোচনা যোগায়। মন্দ জিনিসগুলো তাদের সামনে সুন্দর করে, মোহনীয় করে তুলে ধরে। ফলে মানুষ পদস্খলিত হয়। পুণ্যপথ বা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়। আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে যেসব মহাপুরুষ জগতে আগমন করেন তাঁদের একটি কাজ হয় এই শয়তানের পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরা। নিজে শয়তান থেকে বাঁচা বা পবিত্র থাকা। আর অন্যদেরকেও শয়তানের হাত থেকে বাঁচার পদ্ধতি বলে দেয়া।

মহাত্মা গৌতম এ কাজটাও করেছেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে শয়তান তাঁকে বিভিন্ন ভাবে পদস্খলিত করার চেষ্টা করেছে। সাপ ও বিভিন্ন রূপ ধরে এসেছে। কিন্তু শয়তান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।[১] শয়তান ব্যর্থ হওয়ার পর তার মেয়েরা বুদ্ধকে পরোচিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। তারাও বিফল হয়েছে।[২] শয়তান কোন অবস্থাতেই তাঁকে বশীভূত করতে বা পরাজিত করতে পারে নি।[৩]

তিনি শয়তানের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। বলা হয়েছে, শয়তান হলো কালির সন্তান। ত্রিপিটকে উল্লেখ রয়েছে-

পালি:

অদ্দসা খো আযস্মা মহামোগ্গল্লানো মারং পাপিমন্তং পচ্চগ্গলে ঠিতং; দিস্বান মারং পাপিমন্ত এতদবোচ- এথাপি খো তাহং, পাপিম. পস্সামি; মা ত্বং মঞ্ঞিঞ্ঞত্থো ন মং পস্সতী এতদবোচ- এসো ত্বং, পাপিম, পচ্চগ্গলে ঠিতো। ভূতপব্বাহং, পাপিম, দূসী নাম মারো অহেসিং, তস্স মে কালী নাম ভগিনী। তস্সা ত্বং পুত্তো। সো মে ত্বং ভাগিনেয্যো অহোসি। (সুত্তপিটকে মজ্ঝিমনিকাযো, পঠমো ভাগো চুলযমকবগ্গো, মারতজ্জনীযসুত্তং পৃ-৩২৭ সূত্র-৫০৭)

ইংরেজি অনুবাদ:

The venerable Maha Moggallana saw him standing thereand said: "I see you there too, Evil One. Do not think: 'He doesnot see me.' You are standing against the door bar, Evil One. "It happened once, Evil One, that I was a Mara named DusI, and I had a sister named Kali. You were her son, so you were my nephew.' *(Majjhima Nikaya, First Part, The Shorter Division of Pairs, The Rebuke to Mara, Sutra- 7-8, page-432)*

বাংলা অনুবাদ:

আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন দেখিতে পাইলেন যে, পাপাত্মা মার বাহিরে পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি পাপাত্মা মারকে কহিলেন, "এখনও পাপাত্মা আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমাকে দেখিতেছি না। তুমি এই পর্ণশালার কপাটে গিয়া দাঁড়াইয়া আছ। পুরাকালে আমি দূষী নামে মার ছিলাম, কালী ছিল আমার ভগিনী, তুমি ছিলে আমার ভগিনীর পুত্র ভাগিনেয়। (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ক্ষুদ্রযমক বর্গ, মার-তর্জন সূত্র, শ্লোক-৭, পৃ- ৩৭৬)

কালি অর্থাৎ অন্ধকার হলো শয়তানের মা। অন্ধকার থেকে শয়তানের জন্ম। তাই, যে শক্তি, যে প্রেরণা, যে মোহ, যে আকর্ষণ, যে প্রবৃত্তি মানুষকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে অধর্মের দিকে নিয়ে যায়। পুণ্য থেকে সরিয়ে পাপের দিকে নিয়ে যায়। ভালো থেকে মন্দের দিকে ধাবিত করে। আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। সেটা হলো শয়তান।

আর এ শয়তান থেকে কারা আত্মরক্ষা করতে পারবে বা কীভাবে শয়তান থেকে বাঁচা সম্ভব তা-ও তিনি বলে দিয়েছেন। বলছেন-

পালি:

অসুভানুপসসিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং,
ভোজনমহি চ মত্তঞ্ঞুং, স্দধং, আরদ্ধবীরিয়ং,
তং বে নপপসহতি মারো বাতো সেলং'ব পব্বতং।
(খুদ্দকনিকায়ে ধম্মপদপালি, যমকবগ্গ, সূত্র-৮ পৃ: ২)

ইংরেজি অনুবাদ:

One who stays focused on the foul,
is restrained with regard to the senses,
knowing moderation in food,
full of conviction & energy.
Mara does not overcome him
as the Wind, a mountain of rock. .(Dhammapada, Pairs, sutta- 8, page-25-26)

বাংলা অনুবাদ:

যিনি [বাহ্য] শোভা দর্শনে বিরত [অশুভ ভাবনায় রত] ইন্দ্রিয়সমূহে, সুসংযত, ভোজনে মাত্রা রাখেন, শ্রদ্ধাবান ও আরদ্ধবীর্য, বায়ুতে অবিচলিত শিলাময় পর্বতের ন্যায়, মার (শয়তান) তাঁহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে না। (ত্রিপিটক, ধম্মপদ, যমকবগ্গো, শ্লোক-৮, পৃ-৩-৪)

যারা ইন্দ্রিয় সংযত রাখবে, সব ধরনের অশুভ চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকবে, ভোজনে মাত্রা অতিক্রম করবে না, সংকল্পে অটল থাকবে, পুত-পবিত্র থাকবে, ধর্মের পুণ্য নীতি থেকে বিচ্যুত হবে না, শয়তান তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। পালি:

এবং মে সুতং একং সমযং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দকনিবাপে। তেন খো পন সমযেন ভগবা রত্তন্ধকারতিমিসাযং অব্ভোকাসে নিসিন্নো হোতি, দেবো চ একমেকং ফুসাযতি। অথ খো মারো পাপিমা ভগবতো ভযং ছম্ভিতত্তং লোমহংসং উপ্পাদেতুকামো মহন্তং সপ্পরাজবন্নং অভিনিম্মিনিত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। সেয্যথাপি নাম মহতী একরুকিখকা নাবা, এবমসস কযো হোতি। সেয্যথাপি নাম মহন্তং সোন্ডিকাকিলঞ্জং, এবমসস ফনো হোতি। সেয্যথাপি নাম মহতী কোসলিকা কংসপাতি, এবমসস অকখীনে ভবন্তি। সেয্যথাপি নাম দেবে গলগলাযন্তে বিজ্জুল্লতা নিচ্ছরন্তি, এবমসস মুখতো জিবহা নিচ্ছরতি। সেয্যথাপি নাম কম্মারগগ্গরিযা ধমমানায সদ্দো হোতি, এবমসস অসসাসপসসাসানং সদ্দো হোতি। (সংযুক্ত নিকায়, খণ্ডঞ ১২, পঠমোভাগো, পঠমবগ্গো, সপ্পসুত্তং,সূত্র-১৪২,পৃ.৮৮)

ইংরেজি অনুবাদ:

Thus have I heard. On one occasion the Blessed One was dwelling at Rajagaha in the Bamboo Grove, the Squirrel Sanctuary. Now on that occasion the Blessed One was sitting out in the open in the thick darkness of the night while it was drizzling. Then Mgra the Evil One .. . manifested himself in the form of a giant king serpent and approached the Blessed One. Its body was like a huge boat made from a single tree trunk; its hood, like a large brewer's sieve; its eyes, like the large bronze dishes of Kosala; its tongue darting out from its mouth, like flashes of lightning emitted when the sky thunders; the sound of its breathing in and out, like the sound of a smith's bellows filling with air. Then the Blessed One, having understood, "This is Miira the Evil One,"

(Samyutta Nikaya, Kosalasamyutta-4, Mdrasapyutta Connected Discourses with Mara-6 (6) Serpent, page-199)

বাংলা অনুবাদ:

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাসে বাস করছিলেন। তখন ভগবান তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ঘন অন্ধকারে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট

ছিলেন। আকাশে মেঘে মেঘে সংঘর্ষ চলছিল। সে মুহূর্তে পাপী মার তাঁর ভয় সন্ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য প্রকাণ্ড সর্পরাজের মূর্তি ধরে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়। তার শরীর যেন একটিমাত্র বৃক্ষ কাণ্ডে নির্মিত প্রকাণ্ড নৌকা, তার ফণা যেন সুরা প্রস্তুতকারকদের পেছনে প্রসারিত বিরাট পর্ণছত্র, তার চক্ষুদ্বয় যেন কোশলের বিরাট কংসপাত্র। গর্জায়মান মেঘ থেকে যেমন বিদ্যুৎছটা বের হয়, তেমনি তার মুখ থেকে জিহ্বা বের হচ্ছিল। তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ যেন কর্মকারের হাপরের ফুৎকার শব্দ। ভগবান তাকে চিনতে পেরে গাথায় বললেন। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, সগাথক বর্গ, মার সংযুক্ত, প্রথম বর্গ, ৬ সপ্প সুত্ত, পৃ- ৬৬-৬৭)

২। শয়তান ব্যর্থ হওয়ার পর তার মেয়েরা বুদ্ধকে প্ররোচিত করার সর্বাত্মক ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারাও বিফল হয়। বলা হয়েছে-

পালি:
ইদং বদামীতি ন তস্স হোতি, (মাগন্ডিযাতি ভগবা)
ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং;;
পস্সঞ্চ দিট্ঠিসু অনুগ্গহায, অজ্ঝত্তসন্তিং পচিনং অদস্সং।৩
(সুত্তনিপাত, অট্ঠকবগ্গো, মাগন্ডিযসুত্তং পৃষ্টা. ৯৬ সূত্র. ৮৪৩)

ইংরেজি অনুবাদ:
As nothing is grasped among various Dharmas,
so for me there is not any “This I proclaim”,
having seen but not grasped among many views,
through discernment among them I saw inner peace.
(SuttaNipata, The Chapter of Eights, Māgandiya Learns the Muni’s Life, page-266, Sutta-844[4.9])

বাংলা অনুবাদ:
মারের তিন কন্যা- তৃষ্ণা, অরতি ও রাগ। বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পূর্বে বুদ্ধ বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন মার তাহার তিন কন্যাকে সঙ্গে লইয়া প্রলুব্ধ ও পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভগবান মাগণ্ডিয়কে বলিলেন- “হে মাগন্ডিয়, আমি উপরোক্ত কারণেই কেবল এমন বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে, ধর্মসমূহের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন আমার মত জীবের নাই। দার্শনিক মতবাদ সমূহের অসারতা দর্শন করিয়া এবং উহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া গবেষণা করিবার পর আমি আধ্যাত্মিক শান্তির দর্শন লাভ করিয়াছি। (ত্রিপিটক,

সুত্তনিপাত, অষ্টক বর্গ, মাগণ্ডিয় সুত্তং, শ্লোক- ৩/৮৪৩, পৃ-২৩৫)

৩। পালি:

এসোপি মে অস্স হত্থগতোম এসোপি মে অস্স বংসগতো'তি। অহং খো পন, পাপিম, নেব তব হত্থগতো নেব তব বসংগতো'তি। (সুত্তপিটকে মজ্ঝিমনিকাযো, পঠমো ভাগো চুলযমকবগ্গো, ব্রহ্মনিমন্তনিকসুত্তং পৃ: ৩২৮ সূত্র ৫০২)

ইংরেজি অনুবাদ:

You, Evil One, think: "This one too has fallen into my hands, he too has fallen into my power";but I have not fallen into your hands, Evil One, I have not fallen into your power. *(Majjhima Nikaya, First Part, The Shorter Division of Pairs, The invitation of a Brahma,Sutra-6, page- 425-426)*

বাংলা অনুবাদ:

পাপাত্মন, তোমার অভিপ্রায় এই যে ইনিও আমার বশীভূত হউন।' কিন্তু, পাপাত্মন, আমি তোমার হস্তগতও নই, তোমার বশীভূতও নই।" (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ক্ষুদ্রযমক বর্গ, ব্রহ্মনিমন্ত্রণ সূত্র, শ্লোক- ৩, পৃ- ৩৭১)

ষোড়শ প্রমাণ

গৌতম বুদ্ধের ঈশ্বর বিশ্বাসের বিবিধ প্রমাণ

[Various evidences regarding Buddha's belief in One God]

(এক)

বুদ্ধ শিষ্যের ব্রহ্ম প্রাপ্তির মার্গ বর্ণনা

[A disciple of Buddha narrates stages of attaining Divinity]

গৌতম বুদ্ধের সাহচর্য প্রাপ্ত শিষ্যদের মাঝেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না। তারাও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর লাভের মার্গ জানতেন। এ বিষয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের বর্ণনা শুনুন। তিনি বলছেন-

পালি:

অথ খো আযস্মতো সারিপুত্তস এতদহোসি- ইমে খো ব্রাহ্মনা ব্রহ্মলোকাধিমুত্তা। যংনূনাহং ধনঞ্জানিস্স ব্রাহ্মণস্স ব্রহ্মানং সহব্যতায মগ্গং দেসেয্য'ন্তি। ব্রহ্মানং তে, ধনঞ্জানি, সহব্যতায মগ্গং দেসেস্সামি; তং সুনাহী সাধুকং মনসি করোহি, ভাসিস্সামি'তি। এবং ভো'তি খো ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণো আযস্মতো সারিপুত্তস্স পচ্চস্সোসি। আযস্মা সারিপুত্ত এতদবোচ- কতমো চ। ধনঞ্জানিস্স ব্রহ্মানং সহব্যতায মগ্গো? ইধ ধনঞ্জানি ভিক্খু মোত্তাসহগতেন চেতসা একং দিসং ফরিত্বা বিহরতি, তথা দুতিযং ,তথা ততিযং, তথা চতুত্থং; ইতি উদ্ধমধো তিরিযং সব্বধি সব্বত্ততায সব্বাবন্তং লোকং মেত্তাসহগতেন চেতসা বিপুলেন মহগ্গতেন অপ্পমানেন অবেরেন অব্বাবজ্ঝেন ফরিত্বা বিহরতি। অযং খো, ধনঞ্জানি, ব্রহ্মানং সহব্যতায মগ্গো। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রাহ্মণবগ্গো, ধনঞ্জানিসুত্তং পৃ: ৩৩৪ সূত্র.৪৫৮)

ইংরেজি:

"Yes, sir," he replied. The venerable Sariputta said this: "What is the path to the company of Brahma? Here, Dhananjani, a bhikkhu abides pervading one quarter with a mind imbued with loving-kindness, likewise the second, likewise the third, likewise

the fourth; so above, below, around, and everywhere, and to all as to himself, he abides pervading the allencompassing world with a mind imbued with loving-kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. This is the path to the company of Brahma.
(Majjhima Nikaya, Part 2,The division on brahmins (Brahmanavagga) [Dhananjani Sutta: Sutta 31-32, Page 796]

বাংলা অনুবাদঃ
"হ্যাঁ, ভো!" (বলিয়া) ধনঞ্জানি ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিলেন ,"ধনঞ্জানি! ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ কি? ধনঞ্জানি! এখানে ভিক্ষু মৈত্রীযুক্ত চিত্তে একদিক পরিপূর্ণ করিয়া বিহার করেন। তথা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিক, ...। এই প্রকারে ঊর্ধ্বে অধেঃ পার্শ্বদিকে; সর্বত্র সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নিখিল বিশ্ব-প্রাণির প্রতি বৈরীহীন, বিদ্বেষ-রহিত, বিপুল, মহদ্গাত, অপরিমাণ মৈত্রীচিত্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন। ধনঞ্জানি! ইহাই ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ। পুনশ্চ ধনঞ্জানি! করুণা সহগত চিত্তদ্বারা, মুদিতা সহগত চিত্তদ্বারা, উপেক্ষা (সমদর্শন) সহগত চিত্তদ্বারা একদিক ...। ধনঞ্জানি! ইহাই ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, ব্রাহ্মণবর্গ, ধনাঞ্জানি সূত্র-২/৫/৭, সূত্র-৯৭/৪৪৮, পৃ-৩২২)

ব্রহ্ম সহব্যতা বা লাভের মার্গ বুদ্ধের অন্যতম এক শিষ্যও বর্ণনা করছেন। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যদি না থাকেন তাহলে তাঁর সহব্যতা লাভের মার্গ এলো কোথা থেকে? যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই এটা লাভের মার্গ আবার কি? এ কারণে বুদ্ধ শিষ্যদের ব্রহ্ম সহব্যতার মার্গ বর্ণনা করাও সাব্যস্ত করে, তারাও অর্থাৎ বুদ্ধের সরাসরি সান্নিধ্যপ্রাপ্ত শিষ্যরাও ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে তাদের মাঝে কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সংশয় ছিল না।

(দুই)

প্রার্থনার সময় এক ব্রহ্মকে সাক্ষী রাখা

[Calling to witness the One Brahma (God) during prayers]

বুদ্ধ শিষ্যদের শুধুমাত্র বিশ্বাসই নয়, বরং তাঁদের ব্যবহারিক জীবনাচারও প্রমাণ করে তাঁরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। বুদ্ধকে দর্শন লাভের পর তাঁর এক শিষ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন, তাঁর সমীপে কিছু নিবেদন করছেন। আর তখনও তিনি তৃতীয় সত্তা হিসেবে এক ব্রহ্মকে সাক্ষী রাখছেন। বলা হয়েছে-

পালি:

"হুতঞ্চ মযহং হুতমথু সচ্চং, যং তাদিসং বেদগুণং অলত্থং,
ব্রহ্মা হি সক্খি পটিগণহাতু মে ভগবা, ভুঞ্জতু মে ভগবা পূরলাসং।" (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, পুরলাস(সুন্দরিক ভারদ্বাজ) সুত্তং, সূত্র- ২৭/৪৮৩, পৃ-১২৪)

ইংরেজি:

In the past I sacrificed, now let my sacrifice be true,
for now I have met such a one of wisdom's qualities;
you're Brahmā manifest indeed, accept from me O Radiant,
may the Radiant One eat my sacrificial cake.
(SuttaNipata, The Chapter of Eights, Arguments and Disputes, page.277, v-884[4.11])

বাংলা অনুবাদ

"আমার আহুতি সত্য হউক। কারণ বেদগুদের (পূর্ণতালভী) মধ্যে আমি এতাদৃশ পুরুষের দর্শন লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মাসাক্ষী আছেন, হে ভগবান! আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন এবং আমার যজ্ঞনৈবেদ্য আপনি ভোগ করুন।" (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, পুরলাস(সুন্দরিক ভারদ্বাজ) সুত্তং, সূত্র- ২৭/৪৮৩, পৃ-১২৪)

এখানে একই প্রশ্ন, প্রাথমিক যুগের বুদ্ধ শিষ্যদের ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকলে আস্তিকদের ঈশ্বরের মত যে ব্রহ্মাকে সাক্ষী রাখা হচ্ছে তিনি কে? বুদ্ধের উপস্থিতিতে আরাধনাকারী শিষ্য তাঁকে কেন তৃতীয় সত্তা হিসেবে সাক্ষী মানছে? যেমনটা করে আস্তিকরা। কারো কাছে কোন ফরিয়াদ পেশ করার সময় সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ঈশ্বরকে

সাক্ষী রাখে। এটা প্রমাণ করে বুদ্ধের সমসাময়িক বৌদ্ধদের মাঝে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ব্রহ্ম (বৌদ্ধরা ব্রহ্ম আর ব্রহ্মার মাঝে কোন পার্থক্য করে না। একই মনে করে।) বা ঈশ্বরের বিশ্বাস ছিল। তা না হলে এমন রীতি অবলম্বন করতো না।

এখানেও একটি বিষয় লক্ষণীয়,
ঘটনাটা বুদ্ধের সামনে বা তাঁর সাথে হয়েছে।
বুদ্ধ শুনেও মৌন ছিলেন।
এ মৌনতা কিসের লক্ষণ?
বুদ্ধ নিজে যদি এর বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে বাধা দিতেন।
বলতেন, ব্রহ্ম আবার কে?
তাঁকে এখানে সাক্ষী রাখছো কেন?
এটা একটা বৃথা কাজ।
এমনটা করার কোন প্রয়োজন নেই।
কিন্তু তিনি কোন নিষেধ করেন নি। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। তাই, এটা সাব্যস্ত করে বুদ্ধ নিজেও বিশ্বাস করতেন তাঁদের দু'জনের মধ্যকার এই নিবেদন তৃতীয় অস্তিত্ব হিসেবে প্রত্যক্ষ করছেন সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর।

(তিন)

পুণ্যবান বুদ্ধশিষ্যের ব্রহ্মের প্রশংসা লাভ

[A pious disciple of Buddha attains praise of the Lord (God)]

বুদ্ধশিষ্য যারা শীল সম্পন্ন ও পুণ্যবান হয় তারা খাঁটি সোনার চাইতেও খাঁটি হয়, মূল্যবান হয়। তারা দেবলোকে হয় সমাদৃত। এমন কি তারা ব্রহ্মের কাছে হয় প্রশংসিত। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:

সীলতো নং গরহন্তি, নাস্স সম্পজ্জতে সুতং।
বহুস্সুতোপি চে হোতি, সীলেসু সুসমাহিতো
উভয়েন নং পসংসন্তি,সীলতো চ সুতেন চ
বহুস্সুতং ধম্মধরং, সপ্পঞ্ঞঞং বুদ্ধসাবকং।
নেকখং জম্বোনদস্সেব, কো তং নিন্দিতুমরহতি।
দেবাপি নং পসংসন্তি, ব্রম্মুনাপি পসংসিতো'তি।
(অঙ্গুত্তরনিকাযো (২য় খণ্ড),ভন্ডুগামবগ্গ, ৬,অপ্পস্সুতসুত্তং,পৃ.০৭)

ইংরেজি:

If one is highly learned
and is settled in the virtues,
they praise him on both counts,
virtuous behavior and learning.
When a disciple of the Buddha is highly learned,
an expert on the Dhamma, endowed with wisdom,
like a coin of refined mountain gold,
who is fit to blame him?
Even the devas praise such a one;
by Brahma too he is praised.
(Anguttara Nikaya, The Book of the Fours-119, p-394)

বাংলা অনুবাদঃ

বহুশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় সুসমাহিত,
শ্রুতি আর শীল হেতু হয় সে প্রশংসিত।
সপ্রাজ্ঞ বুদ্ধশিষ্য বহুশ্রুত ধর্মধর,
খাঁটি স্বর্ণ তুল্য তারে কেবা অনাদর?
ব্রহ্মের প্রশংসা, দেবেরও পায় সে আদর।"
(ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ নিপাত, ভন্ডগ্রাম বর্গ, অপ্পস্সুত সূত্র, সূত্র-৬, পৃ-৪০)

উপরোক্ত সূত্রে বলা হয়েছে, শীল সম্পন্ন, সপ্রাজ্ঞ ও ধার্মিক বুদ্ধ শিষ্য দেবতা ও ব্রহ্মের প্রশংসা লাভ করে।

প্রশ্ন হলো, ব্রহ্ম কে?
ব্রহ্ম বলা হয় পরমেশ্বর বা ঈশ্বরকে অর্থাৎ সেই আদি অনাদী এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সত্তাকে। আর গৌতম বুদ্ধ তাঁর খাঁটি, শীল সম্পন্ন, বিশ্বস্ত, পুণ্যবান ও পবিত্র শিষ্যদেরকে এ রকম এক মহান সত্তার ভালোবাসা ও প্রশংসা লাভের আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন। এমন কি নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

কথা হলো, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে যদি গৌতম বুদ্ধের কোন ধরনের বিশ্বাস না থাকতো বা এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে শিষ্যদের এমন আশ্বাস প্রদান করা মিথ্যা সাব্যস্ত হতো, প্রতারণা হতো। আর আমরা বিশ্বাস করি, গৌতম বুদ্ধ মিথ্যা ও প্রতারণা উভয় কাজ থেকে মুক্ত ছিলেন, পুত-পবিত্র ছিলেন। তিনি কোন ধরনের প্রতারণা বা মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। তাই, এটাও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করে তিনি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন।

(চার)

মন্ত্রে রোগ উপশম

[Attaining cure from disease through reciting perceptions]

আস্তিকরা বিশ্বাস করে মন্ত্র পাঠ বা ঐশী বাণী পাঠ করলে এর কল্যাণে রোগ উপশম হয়। কেননা মন্ত্র বা দৈববাণীকে প্রার্থনা হিসেবে ঈশ্বর সমীপে নিবেদন করলে বা যাচনা করলে তিনি এ প্রার্থনা শুনেন। রোগ নিরাময় চাইলে তিনি এটাও করেন। অর্থাৎ এর মাধ্যমে অভিষ্ট্য লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

কোন নাস্তিক এমনটা মনে করে না। এমনটা বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে প্রার্থনা বা মন্ত্র পাঠের কোন মূল্য নাই। এর কোন কার্যকারিতা নাই।

কিন্তু বুদ্ধের বিশ্বাস এমন ছিল না। তাঁর বিশ্বাস এর বিপরীত ছিল। তিনি মন্ত্রের বা বাণী পাঠের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করতেন। ত্রিপিটক থেকে বিষয়টি সাব্যস্ত।

বলা হয়েছে, একবার বুদ্ধের এক শিষ্য গিরিমানন্দ ভিক্ষু গুরুতর অসুস্থ হন। আনন্দ বুদ্ধকে বিষয়টি অবগত করেন। বুদ্ধ আনন্দকে সম্মোধন করে বলেন, তাকে দশ সংজ্ঞা আবৃত্তি করে শুনাও, সে আরোগ্য লাভ করবে। তাই করা হয়। এতে কঠিন রোগ থেকে গিরিমানন্দ পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। ত্রিপিটকের ভাষ্য হলো-

পালি:
সচে খো ত্বং, আনন্দ, গিরিমানন্দস্স ভিক্খুনো ইমা দস সঞ্ঞা ভাসেয্যাসি ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি যং গিরিমানন্দস্স ভিক্খুনো ইমা দস সঞ্ঞা সুত্বা সো আবাধো ঠানসো পটিপ্পস্সম্ভেয্যাতি।

অথ খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো সন্তিকে ইমা দস সঞ্ঞা উপ্পহেত্বা যেনাযস্মা গিরিমানন্দো তেনুপসঙ্কমিত্বা; আযস্মতো গিরিমানন্দস্স ইমা দস সঞ্ঞা অভাসি। অথ খো আযস্মতো গিরিমানন্দস্স দস সঞ্ঞা সুত্বা সো আবাধো ঠানসো পটিপ্পস্সম্ভি। বুট্ঠহি চাযস্মা গিরিমানন্দে দন্হা আবাধা। তথা পহীনো চ পনাযস্মতো গিরিমানন্দস্স সো আবাধো অহোসী'তি। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়ো, পঞ্চম খণ্ড, সচিত্ত বঙ্গো, গিরিমানন্দ সূত্র, সূত্র-৬০, পৃ-৭৪, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:

"If, Ananda, you visit the bhikkhu Girimananda and speak to him about these ten perceptions, it is possible that on hearing about them he will immediately recover from his affliction."

Then, when the Venerable Ananda had learned these ten perceptions from the Blessed One, he went to the Venerable Girimananda and spoke to him about them. When the Venerable Girimananda heard about these ten perceptions, his affliction immediately subsided. The Venerable Girimananda recovered from that affliction, and that is how he was cured of his affliction.

(Anguttara Nikaya, The Book of the Tens, 60 (10) Girimananda)

বাংলা অনুবাদ:

আনন্দ, যদি তুমি গিরিমানন্দ ভিক্ষুকে এই দশ সংজ্ঞা আবৃত্তি করে শোনাও তাহলে এই দশ সংজ্ঞা শ্রবণের সাথে সাথে গিরিমানন্দের রোগ উপশমের হেতু আছে।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট হতে এই দশসংজ্ঞা শিক্ষা করে আয়ুষ্মান গিরিমানন্দের নিকট গিয়ে দশ সংজ্ঞা আবৃত্তি করলেন। আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ এই দশ সংজ্ঞা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন। আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ সেই ব্যাধি হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হলেন। এভাবে আয়ুষ্মান গিরিমানন্দের রোগ উপশম হয়েছিল। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়ো, পঞ্চম খণ্ড, সচিত্ত বর্গ, গিরিমানন্দ সূত্র, সূত্র-৬০.১৪, পৃ-১৪০) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, দশম খণ্ড, পৃ-৬৯৩, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

গৌতম বুদ্ধের রোগ নিরাময়ের জন্য মন্ত্র বা দশ সংজ্ঞা পাঠের নির্দেশ দান আর নির্দেশানুসারে এগুলো পাঠের পর কঠিন রোগ থেকে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা কি সাব্যস্ত করে?

সাব্যস্ত করে, তিনি বিশ্বাস করতেন রোগের নিয়ন্ত্রক বা নিরাময়দাতা মানুষ নয়। এর একজন নিয়ন্ত্রণকারী বা নিরাময়কারী আছেন। এ ঐশী মন্ত্র পাঠে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে রোগ নিরাময় করবেন। এটা তিনি নিশ্চিত জানতেন। তাই দশ সংজ্ঞা বা মন্ত্র পাঠ করে তাঁর কাছে রোগ নিরাময় যাচনা করতে বলেছেন।

এটা না মানলে, বলবেন কি দশ সংজ্ঞা বা মন্ত্রের মাঝে কি শক্তি আছে?
কি জাদু আছে?
কি রোগ নিরাময়কারী পথ্য নিহিত আছে?
যে কারণে কঠিন রোগ গ্যারান্টি দিয়ে আরোগ্য হয়ে যায়।

উত্তর না থাকলে, নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করেন গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর ও ঈশ্বরের কাছে দোয়া বা প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন কিনা?

গৌতম বুদ্ধ গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন, যাও গিয়ে তাঁর সামনে দশ আজ্ঞা পাঠ কর। সে নিরাময় লাভ করবে। আর দশ আজ্ঞা পাঠে সত্যি সত্যিই অদ্ভুতভাবে গিরিমানন্দ আরোগ্য লাভ করেছেন। আর বৌদ্ধদের কাছে এ ঘটনা কোন তুচ্ছ ঘটনা নয়! তুচ্ছ কোন ঘটনা হলে যুগ যুগান্তরে ত্রিপিটকে সংরক্ষণ করা হতো না।

তাই, আমরা পাঠকদের কাছে একটি নিবেদন রাখতে চাই, একবার ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, ঐশী মন্ত্র বা আজ্ঞা যে অদৃশ্য শক্তির প্রতি আরোপ হচ্ছে তিনি আছেন কিনা?

(পাঁচ)

বুদ্ধের ব্রহ্মবন্ধু হওয়ার ঘোষণা

[Buddha calling himself a friend of God]

গৌতম বুদ্ধ নিজেকে সব সময় ব্রহ্মবন্ধু হিসেবে উল্লেখ করতেন। ত্রিপিটকের অনেক জায়গায় ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বন্ধু হিসেবে নিজেকে উল্লেখের বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে-

"ইমস্মিংযেব কপ্পমিহ, ব্রহ্মবন্ধু মহাযসো। কসসপো নাম গোত্তেন, উপ্পজ্জি বদতং বরো" (অপদান পালি, পঠমো ভাগো, খণ্ড ২৬.২৭, ছত্তবগ্গো,সূত্র-৭, পৃ-১৬৫)

এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু (বুদ্ধ) মহাযস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে অপদান, দ্বিতীয় খণ্ড, সুমেধা বর্গ, সুমেধা থেরী অপদান, সূত্র-৭, পৃ-১৮২)/পৃ-২২৮, সূত্র-১০৯/ পৃ-২৩০, সূত্র-১৪৭)

কত স্পষ্ট বক্তব্য, বুদ্ধ ছিলেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের বন্ধু। কাজেই, বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না, এটা কী করে হতে পারে? যোগাযোগ না থাকলে, পরিচয় না থাকলে, আলাপচারিতা বা কথোপকথন না হলে, সখ্যতা গড়ে না উঠলে বন্ধু হয় কিভাবে? বুদ্ধের নিজেকে ব্রহ্ম বন্ধু বলা এটা সাব্যস্ত করে বুদ্ধের শুধু ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই ছিল না বরং তাঁর সাথে বুদ্ধের যোগাযোগ ছিল, পরিচয় ছিল, মনচক্ষুর দেখা সাক্ষাৎ ছিল, সখ্যতা ছিল, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। এরপরও তাঁকে নাস্তিক বলা কিংবা তিনি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না বলা এটা নির্বুদ্ধিতা কিংবা হঠকারিতার বা আদর্শ বিচ্যুতির নামান্তর।

এতো স্পষ্ট ঘোষণা থাকার পরও গৌতম বুদ্ধের এক শ্রেণীর অনুসারীরা কেন তাঁকে নাস্তিক সাব্যস্ত করতে চান, এটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। আমরা মুসলমান হিসেবে ওলীউল্লাহ বা আল্লাহর ওলী অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু শব্দটির সাথে খুবই পরিচিত। প্রতি মুহূর্তেই এ শব্দ আমরা শুনি। মুসলিম মনীষীদের জন্য সর্ব যুগেই এই শব্দ আল্লাহর বিশেষ বান্দা বা প্রিয় বান্দা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে। পবিত্র কুরআনে সাধারণ বিশ্বাসী মুমেনদেরকেও আল্লাহর বন্ধু হিসেবে সম্মোধন করা হয়েছে, (পবিত্র কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৬৮)। আজ থেকে প্রায়

চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কেও ঈশ্বরের বন্ধু বলা হয়েছে। এটা আজও বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে (যিশাইয়া, অধ্যায়-৪১, পদ-৮)।

একই রীতিতে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বর তাঁর বন্ধু বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাই, বুদ্ধকে ঈশ্বর বন্ধু সম্বোধনও প্রমাণ করে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী, ঈশ্বরের একনিষ্ঠ বান্দা ছিলেন।

বুদ্ধ
নাস্তিকতার নিন্দা করেছেন
[Buddha criticized atheism]

গৌতম বুদ্ধ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বা আস্তিক-ই ছিলেন না বরং তিনি নাস্তিকতার নিন্দাও করেছেন। এটাকে মন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কালের নির্মম পরিহাস যাদেরকে তিনি সতর্ক করেছেন, যাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন তারাই আজ তাঁর প্রতি ঐ নাস্তিক্যবাদের অপবাদ আরোপ করছে। তারা ভুলে গেছে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী-

পালি:

"যে ইধ কামেসু অসঞ্ঞতাজনা, রসেসু গিদ্ধা অসুচিভাবমসসিতা; নত্থিকদিটঠী বিসমা দুরন্নযা, এসামগেন্ধো ন হি মংসভোজনং।"

(ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, চূলবগ্গো, আমগন্ধসুত্তং, সূত্র-২৪৬, পৃষ্ঠা: ২৭, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৩ইং)

ইংরেজি অনুবাদ:

Those people of desires and pleasures unrestrained, greedy for tastes with impurity mixed in, of nihilistic views, unstable, hard to train:this is carrion-stench, not the eating of meat. *(SuttaNipata, The Minor Chapter, the true meaning of "stench", page.80, Sutta -246[2.2])*

বাংলা অনুবাদ:

এই জগতে যাহারা কামভোগে অসংযত জন; রসাস্বাদে অত্যাসক্ত, অশুচিভাবাশ্রিত, নাস্তিকবাদী, বিষম অর্থাৎ কায়কর্মাদিতে দুষ্টভাব সমন্বিত এবং ভ্রান্ত পথানুসারী, দুর্বোধ,- এই সকলই আমগন্ধবাদী বা পঁচাগন্ধ শ্রেণিভুক্ত হয়। মাংস ভোজন নহে। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, চুল বগ্গ-ক্ষুদ্র বর্গ, আমগন্ধ সুত্তং, সূত্র- ৫/২৪৫, পৃ-৬৬ এবং পবিত্র ত্রিপিটক, খণ্ড- একাদশ, পৃ- ৪৭৭, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশ - ২০১৭ইং)

যিনি 'নত্থিকদিটটঠী' বা 'নাস্তিকতা'-কে আমগন্ধ অর্থাৎ অত্যন্ত অপবিত্র, দুর্গন্ধযুক্ত বিষয় বলেছেন। এটাকে কামভোগ, অসংযত, রসাস্বাদে অত্যাসক্ত, অশুচি, অপবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে তুলনা করেছেন। যিনি সারা জীবন এ মন্দ বা অপবিত্র জিনিসগুলো থেকে বাঁচার জন্য সাধনা করেছেন। যিনি নিজে এগুলো থেকে দূরে থেকেছেন, অন্যদের বুঝিয়েছেন এগুলো থেকে দূরে থাকতে। তিনি কিভাবে এর শিকার হতে পারেন অর্থাৎ নাস্তিক হতে পারেন এটা আমার মোটেও বোধগম্য নয়।

বিজ্ঞ পাঠক! তাই, আমি এখানে প্রত্যাশা রাখবো, আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন আর যাই হোক গৌতম বুদ্ধ অন্তত নাস্তিক ছিলেন না, নাস্তিক হতে পারেন না। যা তিনি ঘৃণা করেছেন, যা মন্দ বলেছেন, তা তিনি কীভাবে গ্রহণ করতে পারেন?

নাস্তিক্যবাদ

বুদ্ধের প্রতি আরোপের কারণ

(Reasons for being branded as an atheist)

গৌতম বুদ্ধ আস্তিক ছিলেন। একেশ্বরবাদী ছিলেন। এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। একেশ্বরবাদই আজীবন প্রচার করে গেছেন। তিনি নাস্তিকতার বিরোধী ছিলেন। এটাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। এসব বিষয় প্রমাণিত ও ধ্রুব সত্য। অথচ আজ তাঁর মান্যকারী বৌদ্ধদের সিংহভাগের মাঝে নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাসই প্রচলিত। ব্যাপকভাবে নাস্তিক্যবাদ তাদের মাঝে প্রচলিত হওয়ার কারণটি কি? এ বিষয়টিও আমি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

বুদ্ধের প্রতি নাস্তিক্যবাদ আরোপের অনেক কারণ আছে। আমি প্রধান প্রধান কারণগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমার কাছে বুদ্ধের প্রতি নাস্তিক্যবাদ আরোপের নিম্নোক্ত কারণগুলোকে মূল কারণ বলে মনে হয়েছে।

এক. বুদ্ধের দেবদেবী ও মূর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া

দুই. ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত অযৌক্তিক ধারণা বুদ্ধের খণ্ডন করা

তিন. বুদ্ধের বিরুদ্ধে হিন্দু ব্রাহ্মণদের শত্রুতাবশত মিথ্যা আরোপ

চার. বুদ্ধ বিরোধী ব্রাহ্মণদের পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা

পাঁচ. বুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগী ভিক্ষুদের অপপ্রচার

ছয়. গৌতম বুদ্ধের কথা শ্রোতাবিশেষের বিপরীত অর্থে বুঝা

সাত. বুদ্ধের কথা অপরিপক্ক শিষ্য ও ভিক্ষুদের ক্ষেত্র বিশেষে উল্টো বুঝা

আট. বুদ্ধের প্রতি অতিরঞ্জিত ও অসত্য বিষয় আরোপ করা

নয়. বুদ্ধের মতবাদ শুধুমাত্র পণ্ডিতদের বোধগম্য হওয়া

দশ. অন্যের দ্বারা বুদ্ধের ধর্মচক্র অনুপ্রবর্তিত হওয়া

এগার. অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদদের ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার

বার. নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধদের দ্বারা ত্রিপিটক সংকলিত হওয়া

(এর বিস্তারিত বিবরণ আমি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।)

প্রথম কারণ

বুদ্ধের
দেবদেবী ও প্রতিমার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া
[His being very critical about the deities]

বুদ্ধের যখন হিন্দুদের মাঝে আগমন হয়েছিল তখন তারা এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বিভিন্ন দেবদেবী ও মূর্তির পূজা করতো। বুদ্ধ এর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সারা জীবন সোচ্চার ছিলেন। তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন।

পালি:
এবমেব খো, বাসেট্ঠ, তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে পহায বত্তমানা যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা এবমাহংসু– ইন্দমব্হযাম, সোমমবহযাম, বরুণমবহযাম, ঈসানমবহযাম, পজাপতিমবহযাম, ব্রহ্মমবহযাম, মহিদ্ধিমবহযাম, যমমবহযামা'তি।

তে বত, বাসেট্ঠ তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা যে ধম্মা ব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে পহায বত্তমানা, যে ধম্মা অব্রাহ্মণকারকা তে ধম্মে সমাদায বত্তমানা অবহাযনহেতু বা আযাচনহেতু বা পত্তনহেতু বা অভিনন্দনহেতু বা কাযসস ভেদা পরং মরণা ব্রহ্মানং সহব্যূপগা ভবিস্সন্তী'তি, নেতং ঠানং বিজ্জতি। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র)

ইংরেজি অনুবাদ:
'In just the same way, Vasettha, do the Brahmans versed in the Three Vedas—omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—say thus: "Indra we call upon, Soma we call upon, Varuna we call upon, Isana we call upon, Paapati we call upon, Brahma we call upon, [Mahiddhi we call upon, Yama we call upon!] " Verily, Vasettha, that those Brahmans versed in the Three Vedas, but

omitting the practice of those qualities which really make a man a Brahman, and adopting the practice of those qualities which really make men non-Brahmans—that they, by reason of their invoking and praying and hoping and praising, should, after death and when the body is dissolved, become united with Brahma— verily such a condition of things can in no wise be!' *(Dighaya_Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাংলা অনুবাদ:

"ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ (যে ধর্মসমূহ পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়) ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন,-'আমরা ইন্দ্রকে ডাকিতেছি, সোমকে ডাকিতেছি, বরুণকে ডাকিতেছি, ঈশানকে ডাকিতেছি, প্রজাপতিকে ডাকিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্ধিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি। বাসেট্ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক আহ্বান (ডাকা) হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু, অভিনন্দন হেতু কায়ভেদে মরণের পর ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মসহব্যতা) প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভব (তেমন কারণ বিদ্যমান নাই)।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৪, পৃ-২৩৯)

এরকম অনেক জায়গায় তিনি প্রতিমা ও দেবদেবীর উপাসনা বা প্রার্থনাকে বৃথাকাজ বলে মন্তব্য করেছেন। এগুলোকে অস্বীকার করেছেন। এটাকেই পরবর্তীতে হিন্দু ব্রাহ্মণরা তাঁর ঈশ্বরের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করেছে। তবে তিনি কখনও প্রকৃত, আদি, অনন্ত, অজাত, অভূত, অসংস্কৃত ও শাশ্বত সর্বাধিপতি ঈশ্বরের কোন বিরোধিতা করেন নি। অবিশ্বাস করেন নি।

বরং তাঁর সারাজীবনের সাধনা ও সংগ্রাম ছিল সত্য, শাশ্বত ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর পরিচয় মানুষের সামনে উন্মোচন করা, তাঁর সাথে মানুষের এক জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা। অধর্মের জায়গায় সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা।

দ্বিতীয় কারণ

ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত অযৌক্তিক ধারণা বুদ্ধের খণ্ডন

[Buddha's refutation of the illogical concepts regarding God]

এছাড়া তৎকালীন হিন্দুদের মাঝে ঈশ্বর সংক্রান্ত কিছু অযৌক্তিক ও অন্ধ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ দেবদেবী, মূর্তির পাশাপাশি ঈশ্বর সংক্রান্ত এই প্রচলিত অযৌক্তিক ও অন্ধ বিশ্বাসগুলোর বিরোধিতা করেছেন। এর বিপক্ষে ক্ষুরধার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোর ভিত্তিহীনতা বা অসারতা সাব্যস্ত করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আমরা এমন বিষয়গুলোর কিঞ্চিত নমুনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেমন-

(ক)
ভালো ও মন্দ ঈশ্বরের ধারণা খণ্ডন

[Refutation of the concept of Benevolent God and Satanic God]

নিজের কর্মদোষ অথবা বোকামি ঈশ্বরের প্রতি অনেকে আরোপ করে বলে- 'এগুলো দুষ্ট ঈশ্বরের তৈরী', 'এগুলো ভালো ঈশ্বরের তৈরী'-এমন অযৌক্তিক মতবাদকে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ তিরস্কার করেছেন, উপহাস করেছেন। এরকম অসার ও নির্বোধ যুক্তিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলছেন, ঈশ্বর এরকম নয়। হতে পারে না।

(i)

পালি:

সচে, ভিকখবে, সত্তা পুব্বেকতহেতু সুখদুকখং পটিসংবেদেন্তি, গারযহা নিগণ্ঠা, নো চে সত্তা পুব্বেকতহেতু সুখদুকখং পটিসংবেদেন্তি, গারযহা নিগণ্ঠা। সচে, ভিকখবে, সত্তা ইস্সরনিম্মানহেতু সুখদুকখং পটিসংবেদেন্তি, গারযহা নিগণ্ঠা, নো চে সত্তা ইস্সরনিম্মানহেতু সুখদুকখং পটিসংবেদেন্তিম গারযহা নিগণ্ঠা। (মধ্যম নিকায়, খণ্ড ১১, দেবদহবগ্গো, দেবদহসুত্তং, সূত্র-৯,পৃ-৭)

ইংরেজি অনুবাদ:

"If the pleasure and pain that beings feel are caused by what was done in the past, then the Niganthas surely must have done bad deeds in the past, since they now feel such painful, racking, piercing feelings. *(Majjima nikaya, 101 Devadaha Sutta -22(1), page-832)*

বাংলা অনুবাদ:

"হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃতহেতু সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ পূর্বদুষ্কৃতকর্মকারী। সেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে ভিক্ষুগণ, যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্গ্রন্থগণ দুষ্ট ঈশ্বরের সৃষ্ট, যেই জন্য তাহারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করিতেছে।" [ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, দেবদহ বর্গ, দেবদহ সূত্র-(১০১), পৃ-৭]

(ii)

পালি:

এবংবাদীনং, ভিকখবে, তথাগতানং, দস সহধম্মিকা পাসংসটঠানা আগচ্ছন্তি। সচে, ভিকখবে, সত্তা পুব্বেকতহেতু সুখদুকখং পটিসংবেদেন্তি, অদ্ধা, ভিকখবে, তথাগতো পুব্বে সুকতকম্মকারী যং এতরহি এবরুপা অনাসবা সুখা বেদনা বেদেতি। সচে, ভিকখবে, সত্তা ইস্সরনিম্মানহেতু সুখদুখং পটিসংবেদন্তি, অদ্ধা। ভিকখবে, তথাগতো ভদ্দকেন ইসসরেন নিম্মিতো যং এতরহি এবরুপা অনাসবা সুখা বেদনা বেদেতি। সচে, ভিকখবে, সত্তা সঙ্গতিভাবহেতু সুখদুকখং পটিসংবেদেন্তি অদ্ধা, ভিকখবে, তথাগতো কল্যাণসঙ্গতিকো যং এতরহি এবরুপা অনাসবা সুখা বেদনা বেদেতি। (মধ্যম নিকায়, খণ্ড ১১, দেবদহবগ্গো, দেবদহসুত্তং, সূত্র-১৯-২০, পৃ-১৪)

ইংরেজি অনুবাদ:

"So the Tathagata speaks, bhikkhus. And because the Tathagata speaks thus, there are ten legitimate grounds for praising him:

(1) "If the pleasure and pain that beings feel are caused by what was done in the past, then the Tathagata surely must have done

good deeds in the past, since he now feels such taintless pleasant feelings.

(2) "If the pleasure and pain that beings feel are caused by the creative act of a Supreme God, then the Tathagata surely must have been created by a good Supreme God, since he now feels such taintless pleasant feelings. *(Majjima nikaya, 101 Devadaha Sutta -46 (1,2), page-837)*

বাংলা অনুবাদ:

"ভিক্ষুগণ! তথাগত এইরূপ বলেন। তথাগতের দশ সহধার্মিক যুক্তিসঙ্গত মতবাদ প্রশংসাভাজন হয়। যদি সত্ত্বগণ পূর্বকৃতহেতু সুখ দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত পূর্বে সুকর্ম করিয়াছেন যেজন্য তিনি এখন আসবমুক্ত সুখ অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া সুখ ও দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে তথাগত নিশ্চয়ই ভদ্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট যেই জন্য এখন আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন। যদি সত্ত্বগণ সঙ্গতিভাব (সংযোগভাব) হেতু সুখ ও দুঃখ অনুভব করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাগত, কল্যাণ সংযোগসম্পন্ন, যেই জন্য এখন এইরূপ আসবমুক্ত হইয়া সুখময় বেদনা অনুভব করিতেছেন।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, দেবদহ বর্গ, দেবদহ সূত্র-(১০১), পৃ-১১)

(iii)

পালি:

পুব্বেকতং খো পন, ভিকখবে, সারতো পচ্চাগচ্ছতং ন হোতি ছন্দো বাক বাযামো বা ইদং বা করণীযং ইদং বা অকরণীযন্তি। ইতি করণীযাকরণীযে খো পন সচ্চতো থেততো অনুপলবিভযমানে মুটঠসসতীনং অনারকখানং বিহরতং ন হোতি পচ্চত্তং সহধম্মিকো সমণবাদো। অযং খো মে ভিকখবে, তেসু সমণব্রক্ষণেসু এবংবাদীসু এবংদিটঠীসু পঠমো সহধম্মিকো নিগ্গহো হোতি।.... (অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তীর্থিয়াদি সূত্র, সূত্র-৬২, পৃ-১৪৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

"Then, bhikkhus, I approached those ascetics and brahmins who hold such a doctrine and view as this: 'Whatever this person experiences— whether pleasure, pain, or neither-pain-nor-pleasure— all that occurs without a cause or condition,'

and I said to them: 'Is it true that you venerable ones hold such a doctrine and view ?' When I ask them this, they affirm it. Then I say to them: 'In such a case, it is without a cause or condition that you might destroy life... and hold wrong view.' "Those who fall back on absence of cause and condition as the essential truth have no desire [to do] .. should be done and [to avoid doing] what should not be done, nor do they make an effort in this respect. Since they do not apprehend as true and valid anything that should be done or should not be done, they are muddle-minded, they do not guard themselves, and even the personal designation 'ascetic' could not be legitimately applied to them. This was my third legitimate refutation of those ascetics and brahmins who hold such a doctrine and view. "These, bhikkhus, are the three sectarian tenets which, when questioned, interrogated, and cross-examined by the wise, and taken to their conclusion, will eventuate in non-doing. "But, bhikkhus, this Dhamma taught by me is unrefuted, undefiled, irreproachable, and uncensured by wise ascetics and brahmins. And what is the Dhamma taught by me that is unrefuted, undefiled, irreproachable, and uncerisured by wise ascetics and brahmins?

(Anguttara Nikaya, The Book of the Threes, The Great Chapter-11, Page-1173)

বাংলা অনুবাদঃ

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন:- পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ বা অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সব কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি হেতু, আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করি- "মহাশয়গণ, ইহা কি সত্য যে, আপনারা এই মতবাদ শিক্ষা দেন, এই দৃষ্টি পোষণ করেন যে, পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি হেতু? আমা দ্বারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা উত্তর দেন:- 'হ্যাঁ, আমরা এইরূপ জানি।"

তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিঃ-"তাঁহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বশতঃ মানুষ হত্যাকারী, চোর, ভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, কর্কশ ভাষী, সম্প্রলাপী (বৃথা আলাপী) লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হইবে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে যাহারা সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে এই কার্য করার বা কার্য হইতে বিরত হওয়ার কোন ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। সুতরাং বাস্তবে কর্ম বা অকর্মের অবিদ্যমানতা হেতু যুক্তিসঙ্গতভাবে 'শ্রমণ' শব্দটি আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যেহেতু আপনারা মনোবৃত্তি অচকিত অবস্থায় বাস করেন।" ভিক্ষুগণ, সেইসব সহধর্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাঁহারা এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণকারী তাহাদের প্রতি আমার এই যুক্তিসঙ্গত দ্বিতীয় তিরস্কার।" (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তিক নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, মহাবর্গ, তীর্থিয়াদি সূত্র, সূত্র-৬২.৩, পৃ-১৫২)

ত্রিপিটকের তিনটি উদ্ধৃতি বা বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে- 'যারা এখন তীব্র কঠোর দুঃখ ভোগ করছে তারা দুষ্ট ঈশ্বরের সৃষ্ট। তাই তারা এখন এ জগতে দুঃখ ভোগ করছে।'

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে- 'যারা এখন আসবমুক্ত হয়ে অনাবিল সুখ অনুভব করছে তারা ভদ্র ঈশ্বরের সৃষ্ট। এজন্য তারা সুখ ভোগ করছে।'

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে- 'ঈশ্বরের সৃষ্টি হেতু মানুষ হত্যাকারী, চোর, ভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, কর্কশ ভাষী, বৃথা আলাপী, লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হয়।'

এই যে কিছু অযৌক্তিক বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করা হয়েছে বা করা হয়ে থাকে। বুদ্ধ এমন অযৌক্তিক, মনগড়া বিশ্বাসগুলোকে তাচ্ছিল্য ভরে উপস্থাপন করেছেন। এর বিপরীতে যুক্তি দিয়েছেন। বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। আর তিনি এটাও বলেছেন, 'কোন কারণ ছাড়া, শর্ত ছাড়া শুধুমাত্র জন্মের কারণে মানুষ এগুলো ভোগ করতে পারে না। এমন হতে পারে না।' (অঙ্গুত্তর নিকায়, তীর্থিয়াদি সূত্র)

তিনি বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, মানুষ তার ইচ্ছা শক্তি ও কর্মে স্বাধীন। সে তার ইচ্ছা শক্তি ও কর্মের স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে যে কোন কাজ করতে পারে। সেটা ভালো হোক বা মন্দ। সে কখনও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কর্মের কোন শৃংখলে বাধা নয়। তাকে বাধ্য হয়ে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ কাজ করতেই হবে। যেখানে তার ভূমিকা এক পুতুল কিংবা রোবটের হবে। মানুষের ক্ষেত্রে কখনও এমনটি নয়। তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির সাথে তাকে একটি বিবেকও দেয়া হয়েছে ভালো মন্দ বুঝার জন্য।

যারা এটা বুঝে না তিনি তাদেরকে 'মনোবৃত্তি অচকিত অবস্থায় বাস করেন' বলে উল্লেখ করেছেন। (অঙ্গুত্তর নিকায়, তীর্থিয়াদি সূত্র)

অর্থাৎ যারা কর্মের মাপকাঠিতে ঈশ্বরকে নিরূপন করেন, অথবা মন্দকর্মের ফলকে ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করে নিজেদের দোষকে আড়াল করতে চান অথবা মন্দ বা ভালো কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তিরই প্রধান ভূমিকা রয়েছে -এ বিষয়গুলো যারা দিব্যি ভুলে বসে আছেন। তিনি তাদেরকে রীতিমত তিরস্কারও করেছেন। এটাও বলেছেন, 'বাস্তবে কর্ম বা অকর্মের অবিদ্যমানতা হেতু যুক্তিসঙ্গতভাবে 'শ্রমণ' শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। যেহেতু তারা মনোবৃত্তি অচকিত অবস্থায় বাস করে।' অর্থাৎ তারা যেহেতু আধ্যাত্মিক অন্ধ ও অন্তর্দৃষ্টিহীন এবং তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা বা বোধ শক্তি লোপ পেয়েছে তাই তারা শ্রমণ উপাধি লাভেরও উপযুক্ত নয়।

তিনি এই যুক্তিগুলো দ্বারা লোকদের হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত বিবেককে নাড়া দিতে চেষ্টা করেছেন। তাদের যুক্তিবাদী মনকে জাগিয়ে তুলে এমন অযৌক্তিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেয়েছেন।

তাই, ঈশ্বর সম্পর্কিত এমন কতগুলো অযৌক্তিক অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বুদ্ধের ক্ষুরদার যুক্তি উপস্থাপন তাঁকে মোটেও নাস্তিক বা যৌক্তিক ঈশ্বরের অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করে না। বরং নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করে, তিনি প্রকৃত, আদি, অনন্ত, অজাত, অভূত, অসংস্কৃত, শাশ্বত ও সর্বাধিপতি যৌক্তিক ঈশ্বরের একনিষ্ঠ মান্যকারী ছিলেন।

কিন্তু বুদ্ধ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণরা এখানেও মিথ্যা-অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েছে। সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে দেখ, বুদ্ধ আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরদের বিরুদ্ধে কথা বলে, এগুলোকে অস্বীকার করে। অথচ, গৌতম বুদ্ধের বিরোধিতা ছিল একটা বিশেষ বিষয়ে। সামগ্রিক বিষয়ে নয়।

কিন্তু বুদ্ধ বিরোধিরা এটাকেই অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর তাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে সাধারণ মানুষ। এরই ফাঁদে আটকা পড়েছে বুদ্ধের মান্যকারীরাও। তারাও এর বাইরে বেশি দিন থাকতে পারে নি। তারাও মানতে শুরু করেছে তিনি নাস্তিক ছিলেন।

(খ)

ব্রাহ্মার লীলায় জগত সৃষ্ট নয়

[The Universe was not created as a result of Brahma's play]

হিন্দুধর্মের এক বহুল প্রচলিত শিক্ষা বা বিশ্বাস হলো, 'এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্মার লীলা খেলায় সৃষ্টি হয়েছে।" কারো পরিকল্পনার অধীনে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয় নি। গৌতম বুদ্ধ এই বিশ্বাসকে যুক্তির নিরীখে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন-

পালি:

অগ্গঞ্ঞংঞ্চাহং, ভগ্গব, পজানামি। তঞ্চ পজানামি, ততো চ উত্তরিতরং পজানামি, তঞ্চ পজানং ন পরামসামি, অপরামসোত চ মে পচ্চত্তঞ্ঞেঞ্ঞব নিব্বুতি বিদিতা, যদভিজানং তথাগতো নো অনযং আপজ্জতি।

সন্তি, ভগ্গব, একে সমণব্রাহ্মণা ইস্সরকুত্তং ব্রহ্মকুত্তং আচরিকযকং অগ্গঞ্ঞংঞং পঞ্ঞংঞপেন্তি। ত্যাহং উপসঙ্কমিত্বা এবং বদামি– সচ্চং কিরে তুম্হে আযস্মন্তো ইস্সরকুত্তং ব্রহ্মকুত্তং আচরিযকং অগ্গঞ্ঞংঞং পঞ্ঞংঞপেথা'তি? তে চ মে এবং পুট্ঠা, আমোতি পটিজানন্তি। ত্যাহং এবং বদামি– কথংবিহিতকং পন তুম্হে আযস্মন্তো ইস্সরকুত্তং ব্রহ্মকুত্তং আচরিযকং অগ্গঞ্ঞংঞং পঞ্ঞংঞপেথা'তি? তে মযা পুট্ঠা ন সম্পাযন্তি, অসম্পাযন্তা মমঞ্ঞেঞ্ঞব পটিপুচ্ছন্তি। তেসাহং পুট্ঠো ব্যাকরোমি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, পাথিকসুত্তং, সূত্র ৩৬-৩৭, পৃষ্ঠা ১৯)

ইংরেজি অনুবাদ:

The ultimate beginning of things, I know, Bhaggava, and I know not only that, but more than that." And while I know that, I do not pervert it. And as one not perverting it, I even of myself have understood that Peace, the which realizing, a Tathagata can fall into no error. There are, Bhaggava, certain recluses and brahmins who declare it as their traditional doctrine, that the beginning of things was the work of an overlord, of Brahma? To them have I gone and said: Is it indeed true that the reverend

teachers declare it as their traditional doctrine, that the beginning of things was the work of an overlord, of Brahma? And they, so questioned, have answered: Ay. And then I have said: But how do the reverend teachers declare in their traditional opinion, that the beginning of things as the work of an overlord, of Brahma was appointed? They, so asked by me, were unable to go any further into that matter, and in their confusion they asked it of me as a counter-question. To whom I, being asked, have made answer: *(Dighaya_Nikaya, 3rd part, Patika Suttanta, Ch: 2.14, page-25-26)*

বাংলা অনুবাদঃ
ভগগব, বস্তসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না। ভগগব, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা তাহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহিঃ 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর, অথবা ব্রহ্মার লীলা? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা কহেন ইহা সত্য। আমি তাহাদিগকে কহি : 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর অথবা বহ্মার লীলা? আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করিঃ (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পাটিক বর্গ, পাটিক সূত্রান্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, সূত্র-১৩, পৃ-২৩)

গৌতম বুদ্ধ হিন্দুদের এক বহু প্রচলিত অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাস 'এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্মার লীলা খেলায় সৃষ্টি হয়েছে' এটাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন, অসার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি একাধারে কয়েকভাবে তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাই, এমন এক অন্ধ বিশ্বাসকে খণ্ডন করা বা খণ্ডন করার চেষ্টা করা এটা তাঁর ঈশ্বরের বিশ্বাসকে অস্বীকার করা বুঝায় না। বুঝাতে পারে না।

কারণ, তিনি বলেছেন, 'আমি বস্তুসমূহের প্রারম্ভ অবগত আছি।' (দীর্ঘনিকায়, পাটিক সূত্র) যিনি বস্তুসমূহের প্রারম্ভ বা সূচনা অবগত তিনি বিশ্বজগতের সূচনাও

ভালোভাবে জানতেন, এ বিষয়ে অন্তত বৌদ্ধদের মাঝে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। তাই, তিনি জানতেন, এই বিশ্বজগতের মত এত সুশৃংখল ও এত নিখুঁত সৃষ্টি কাকতালীয়ভাবে বা কারো লীলা খেলায় সৃষ্টি হয় নি। এর পিছনে এক মহাপরিকল্পনাকারীর হাত রয়েছে। রয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা। না হলে এমন নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ এক জগৎ কখনও সৃষ্টি হতো না।

মূলতঃ তিনি এই সৃষ্টি রহস্য, এই জ্ঞান জানতেন, যা অন্যরা জানতো না। তিনি বিশ্বজগৎ ও তার স্রষ্টা ঈশ্বর সম্পর্কে সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানতেন। যা অন্যদের জানা ছিল না। যা অন্যরা উপলব্ধি করতে পারতো না।[১] স্রষ্টা, জগৎ, জগৎ সৃষ্টি বা সৃষ্টিতত্ত্বের গোপন তত্ত্ব তিনি জানতেন।[২] যা অন্যরা জানতো না। এ বিষয়ের প্রতি তিনি এ সূত্রের শুরুতেও ঈঙ্গিত করে বলেছেন,

"ভগগব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ওই জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পাটিক বর্গ, পাটিক সূত্রান্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, সূত্র-১৬, পৃ-২৪)

এখন একটু চিন্তা করেন, যিনি বস্তুসমূহের প্রারম্ভ বা এর চেয়েও অধিক কিছু অবগত তিনি কিভাবে এটা বিশ্বাস করতে পারেন বা মানতে পারেন 'এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্মার লীলা খেলায় উৎপন্ন হয়েছে'?

অর্থাৎ তিনি সুদূর প্রসারী দৃষ্টি, সুপরিকল্পনাকারী, পরম সৃষ্টি নৈপুন্যের অধিকারী এক অনন্য স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন।

যেহেতু তিনি এই বিশ্বজগতের প্রারম্ভ সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই প্রতিটি পদে পদে এর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়াদি তিনি অবগত ছিলেন। যে কারণে তিনি কুসংস্কার আর অন্ধকারে নিমোজ্জিত সমাজের সাথে, পুরোহিতচক্রের অযৌক্তিক তন্ত্র-মন্ত্রের সাথে একমত ছিলেন না। একমত হতে পারতেন না। এ কারণেই তিনি তাদের চক্ষুঃশূলে পরিণত হয়েছিলেন। ফলে, নাস্তিকতা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। এটা নতুন কোন ঘটনা নয়, যুগে যুগে নবী-রসুলদের প্রতি এমনটি করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। ভগগব, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষা গ্রহণকারী এই জন্য শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করা তোমার পক্ষে সুকঠিন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পাটিক বর্গ, পাটিক সূত্রান্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, সূত্র-২১, পৃ-২৬)

২। 'That man, Vasettha, born and brought up at Manasakata might, if he were asked the way to Manasakata, fall into doubt and difficulty, but to the Tathagata, when asked touching the path which leads to the world of Brahma, there can be neither doubt nor difficulty. For Brahma, I know, Vasettha, and the world of Brahma, and the path which leadeth unto it. Yea, I know it even as one who has entered the Brahma-world, and has been born within it!' *(Dighaya Nikaya, 1st part, Tevigga Sutta)*

বাসেট্ঠ! মনসাকটে জাত ও বর্ধিত ব্যক্তির মনসাকটে যাওয়ার মার্গ জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মলোক অথবা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতের চিত্ত সংশয়াপন্ন কিম্বা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে না। বাসেট্ঠ! আমি ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টরূপে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐ স্থানে গমনের মার্গও প্রকৃষ্টরূপে জানি, যে মার্গে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয় তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানি। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, সংসন্দন কথা, সূত্র-৫৫৪, পৃ-২৪৩)

(গ)

ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মার ভক্ষ্য
[The brahma world and Brahma's food]

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুসারে বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য প্রসাদ হিসেবে ঈশ্বর বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে মানত করে সেটা কোন মন্দিরের বেদিতে বা মূর্তির সামনে রেখে দেয়া হয়। আর অনেকে মনে করে এটা ঈশ্বর খাবে। এমন এক ব্রাহ্মণীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেও এমনই করতো। বলা হয়েছে-

পালি:

দূরে ইতো ব্রাহ্মণি ব্রহ্মলোকো,
যস্সাহুতিং পগ্গন্হাসি নিচ্চং।
নেতাদিসো ব্রাহ্মণি ব্রহ্মভক্খো,
কিং জপ্পসি ব্রহ্মপথং অজানং।

(ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, সগাথা বর্গ, ব্রহ্মা সংযুক্ত, প্রথম বর্গ, ৩ ব্রহ্মদেব সুত্ত)

ইংরেজি অনুবাদ:

"Far from here, madam, is the brahma world
To which you offer a constant oblation.
Brahma does not eat such food, lady:
So why mumble, not knowing the path to Brahma
(Samyutta Nikaya, Brahmadeva Sutta, p- 236-37)

বাংলা অনুবাদ:

হে ব্রাহ্মণী তুমি যার উদ্দেশ্যে নিত্য আহুতি দাও, ব্রহ্ম লোক এখানে থেকে অনেক দূরে, হে ব্রাহ্মণী, এতাদৃশ (দ্রব্যোপকরণ) ব্রহ্মার ভক্ষ্য নয়। ব্রহ্মপথ না জেনে শুধু জল্পনা কর কেন? (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, সগাথা বর্গ, ব্রহ্মা সংযুক্ত, প্রথম বর্গ, ৩ ব্রহ্মদেব সুত্ত, পৃ- ৯০। ত্রিপিটক, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ - ১৬২-৬৩, ত্রিপাসো প্রকাশিত।)

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এখানে ব্রহ্ম নেই বলা হয় নি। ব্রহ্মকে অস্বীকার করা হয় নি। বরং ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যে আহুতি দেয়া হয়, যে প্রসাদ দেয়া হয় এটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাহ্যিক জগতের উপকরণ ব্রহ্মের ভক্ষ্য নয়।

এখানে একটা প্রচলিত বিশ্বাস বা ধারণার খণ্ডণ করা হয়েছে মাত্র। হিন্দুরা মনে করে ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নদী, মূর্তি, গাছপালা, জন্তু-জানুয়ার ইত্যাদির সামনে যে জাগতিক আহুতি বা প্রসাদ দেয়া হয়, অর্ঘ্য দেয়া হয় এটা ব্রহ্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সহম্পতি ব্রহ্মা বা এক আগন্তুক ব্রহ্মলোক থেকে এসে ব্রাহ্মণীকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন বাহ্যিক জগতের অর্ঘ্য বা কোন উপকরণ ঈশ্বরের ভক্ষ্য নয়। তিনি কিছুই খান না। তিনি আহার নিদ্রার ঊর্ধ্বে। যারা এমন মনে করে এগুলো তাদের অলীক কল্পনা বা ধারণা মাত্র।

আরও বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, এই আহুতি এভাবে না দিয়ে বরং বেদজ্ঞ, পাপে অলিপ্ত ও সংসার ত্যাগী ভিক্ষুদের যেন দান করা হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য-দ্রব্য যেখানে সেখানে, গাছপালা, মূর্তি ইত্যাদির সামনে রেখে নষ্ট না করে ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন মানুষের বা জীবের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে যেন ব্যবহার করা হয়।

গঙ্গা স্নান

আরেক বার বুদ্ধ দেখলেন, এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা গঙ্গা জলে স্নান করছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আপনি কেন করছেন? তিনি বললেন, সারা দিন যে পাপ হয় তা থেকে সন্ধ্যা বেলা গঙ্গা জলে স্নান করে পবিত্র হই। সারা রাত যে পাপ হয় তা থেকে সকাল বেলা গঙ্গা জলে স্নান করে পবিত্র হই। বুদ্ধ বললেন, মানলাম গঙ্গা জলে স্নান করে তোমার বাহ্যিক ময়লা পরিষ্কার হয়। কিন্তু তোমার অন্তরের ময়লা, অন্তরের পাপ কিভাবে পরিষ্কার করবে? এর জন্য কি করবে? ব্রাহ্মণ নীরব থাকলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বুঝালেন, মন পরিষ্কার হলে, মন পবিত্র হলে দেহ নিজ থেকেই পবিত্র বা পাপ মুক্ত হয়ে যায়। মন পবিত্র করার জন্য চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন। বাহ্যিক জলের নয়। ব্রাহ্মণ নিজের ভুল বুঝে বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত হলেন।

(এই অনুচ্ছেদের সারাংশ)

তাই, গৌতম বুদ্ধের এমন (ক, খ ও গ-তে বর্ণিত) কতগুলো কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার যুক্তি উপস্থাপন তাঁকে মোটেও নাস্তিক সাব্যস্ত করে না। প্রকৃত, আদি, অনন্ত, অজাত, অভূত, অসংস্কৃত ও শাশ্বত সর্বাধিপতি যৌক্তিক ঈশ্বরকে অস্বীকার বুঝায় না।

কিন্তু বুদ্ধ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণরা হয়তো এটাকেও মিথ্যা-অপপ্রচারের মোক্ষম সুযোগ হিসেবে নিয়েছে। সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে দেখ, বুদ্ধ আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, ঈশ্বদের বিরুদ্ধে কথা বলে, এগুলোকে অস্বীকার করে।

এ কারণে হয়তো ব্রাহ্মণদের ব্যাপক মিথ্যা প্রচারণার মোকাবেলায় বুদ্ধ যা বুঝাতে চেয়েছেন তা চাপা পড়ে গেছে। ফলে তাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কথা মেনে নিয়ে বিশ্বাস করে নিয়েছে তিনি নাস্তিক ছিলেন।

অপর দিকে এই ফাঁদে আটকা পড়েছে বুদ্ধের মান্যকারীরাও। তারাও এর বাইরে বেশি দিন থাকতে পারে নি। তারাও কয়েকশ' বছরের মধ্যেই মানতে শুরু করেছে তিনি নাস্তিক ছিলেন।

এর প্রথম কারণ হলো, অপপ্রচারের কাছে হেরে যাওয়া।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, তাদের মাঝে বুদ্ধের কথা উল্টো বুঝার প্রবণতা বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধ অত্যন্ত আক্ষেপ করে তা উল্লেখ করে গেছেন।[১]

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। অতঃপর একদিন ভগবান গন্ধকুঠিরের পরিবনে ভিক্ষুসংঘের পরিবেষ্টিত হয়ে হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে ভিক্ষুগণকে বললেন: "হে ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কোন কোন ভিক্ষুকে 'আমি এই পথে যাব' বললে তারা আমাকে অন্যপথে নিয়ে যায়।" (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে অপদান, প্রথম খণ্ড, বৃদ্ধ বর্গ, আনন্দ স্থবির অপদান, পৃ-৭৫-৭৬)

রাজা তং ভন্তে, পসেনদী কসলো আমন্তেতী''তি। অথ খো রাজা পসেনদী কোসলো ভগবন্তং ্এতদবোচ। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড রাজবগ্গো, কণ্ণকত্থলসুত্তং, পৃ-৩৭৩ সূত্র-৩৭৮)

Meanwhile King Pasenadi of Kosala said to the Blessed One: "Venerable sir, could something else have been said by the Blessed One referring to that, and the person understood it wrongly? In what way does the Blessed One recall making that utterance?"

(Majjhima Nikaya Part 2, The division on kings, At Kannakatthala, Sutra-8, page-735)

তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে বলিলেন, সম্ভবত ভন্তে! ভগবান অন্য উপলক্ষে কিছু বাক্য ভাষণ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণ অন্যথা বুঝিয়া থাকিবে। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, কন্নকত্থল সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৯০/৩৭৮, পৃ-২৭২)

তৃতীয় কারণ

বুদ্ধের বিরুদ্ধে হিন্দু ব্রাহ্মণদের শত্রুতাবশত মিথ্যা আরোপ

[Hindu brahmins branded him as an atheist due to animosity]

বুদ্ধের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার তাঁর জীবদ্দশাতেই বিদ্যমান ছিল। এটা তাঁর বিরুদ্ধবাদী হিন্দু ব্রাহ্মণরা অহরহই করতো। বুদ্ধ যা বলতেন তারা তা বিকৃত করে কিংবা এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা লোকদের কাছে প্রচার করতো। এমন কি তারা বুদ্ধ যা বলেন নি এমন বিষয়ও তাঁর নামে লোকদের কাছে ছড়াত। এর অসংখ্য প্রমাণ ত্রিপিটকে আজও বিদ্যমান রয়েছে। বুদ্ধকে নাস্তিক বানানোর ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো মূলতঃ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

(i)

ইংরেজি অনুবাদ:

"Bhikkhus, there are some ascetics and brahmins who proclaim supreme nibbana in this very life. Of those who proclaim supreme nibbana in this very life, this is the foremost, namely, emancipation through non-clinging after one has seen as they really are the origin and passing away, the gratification, danger, and escape in regard to the six bases for contact. "Bhikkhus, though I assert and declare [my teaching] in such away, some ascetics and brahm ins untruthfully, baselessly, falsely, and wrongly misrepresent me, [by saying]: The ascetic Gotam a does not proclaim the full understanding of sensual pleasures, the full understanding of forms, or the full understanding. Of feelings But, bhikkhus, I do proclaim the full understanding of sensual pleasures, the full understanding of forms, and the full understanding of feelings. In this very life, hungerless, quenched, and cooled, I proclaim final nibbana through non-clinging.

(Ariguttara Nikaya, The Book of the Tens, Kosala Sutta, p-1380)

বাংলা অনুবাদ:

"অথচ কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আমাকে অসত্য, বাজে, মিথ্যে ও অভূত বিষয়ে দোষারোপ করেন যে 'শ্রমণ গৌতম কামসমূহ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য কিছুই প্রচার করেন না, রূপ ও বেদনা বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্যও কিছুই প্রচার করেন না।' ভিক্ষুগণ, আমি কামসমূহের পরিজ্ঞান প্রচার করি, রূপ ও বেদনা বিষয়ক পরিজ্ঞানও প্রচার করি এবং ইহজীবনেই অনাসক্তি, নিবৃতি, প্রশান্তভাবপ্রাপ্ত, উপাদানহীন 'পরিনির্বাণ' সম্বন্ধে প্রচার করি।" নবম সূত্র। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়ো, পঞ্চম খণ্ড, মহা বর্গ, কোসল সূত্র, সূত্র-২৮.১০, পৃ-৯৫) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, দশম খণ্ড, পৃ-৬৫২, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

(ii)

পালি:

অজ্জ কির রাজা পসেনদি কোসলো পচ্ছাভত্তং ভুত্তপাতরাসো ভগবন্তং দস্সনায উপসঙ্কমিস্সতি'তি। অথ খো, ভন্তে সোমা চো ভগিনী সকুলা চ ভগিনী মং ভত্তা ভিহারে উপসঙ্ক মিত্তা এতদবচুং তেন হি মহারাজ অম্হাকম্পি বচনেন ভগবতো পাদে সিরসা বন্দাহী, অপ্পাবাধং অপ্পতঙ্কং লহুট্ঠনাং বলং ফসুবিহারাং পুচ্ছ -সোমা চো ভগিনী সকুলা চ ভগিনী ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতি, অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছতী'তি। সুখিনিযো হোন্ত তা, মহারাজ, সামা চ ভগিনী সকুলা চ ভগিনী'তি। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, রাজবগ্গো, কণ্নকত্থলসুত্তং, সূত্র-৩৭৬, পৃ- ৩৭২)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then King Pasenadi of Kosala said to the Blessed One: "Venerable sir, I have heard this: 'The recluse Gotama says: "There is no recluse or brahmin who is omniscient and all-seeing, who can claim to have complete knowledge and vision; that is not possible.'" Venerable sir, do those who speak thus say what has been said by the Blessed One, and not isrepresent him with what is contrary to fact? Do they explain in accordance with the Dhamma in such a way that nothing that provides a ground for censure can be legitimately deduced from their assertions?"

"Great King, those who speak thus do not say what has been said by me, but misrepresent me with what is untrue and

contrary to fact." *(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on kings, At Kannakatthala sutra-5, page-735)*

বাংলা অনুবাদঃ

তখন রাজা পসেনদি কোশল ভগবানকে বলিলেন, ভন্তে! আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে শ্রমণ গৌতম এই প্রকার বলেন, এমন কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিরবশেষ জ্ঞান-দর্শন জানিবেন, ইহা সম্ভব নহে। যাঁহারা এরূপ বলেন, ...ভন্তে! তাঁহারা কি ভগবান সম্বন্ধে সত্যকথা বলেন? অসত্য দ্বারা ভগবানের অপবাদ করিতেছেন কি? ধর্মানুকূল বলিতেছেন ত? এবং ধর্মানুসারে কোন বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইতেছে না তো? মহারাজ! যাহারা এরূপ বলে- শ্রমণ গৌতম বলিয়াছেন, এমন কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নাই যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অপরিশেষ জ্ঞান-দর্শন জানিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে; অভূত ও অসত্য দ্বারা তাহারা আমার অপবাদ প্রচার করিতেছে মাত্র। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, কন্নকত্থল সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৯০/৩৭৭, পৃ-২৭২)

(iii)

পালিঃ

যে তে কস্সপ, এবমাহংসু– সমণো গোতমো সব্বং তপং গরহতি, সব্বং তপস্সিং লূখাজীবিং একংসেন উপক্কোসতি উপবদতী'তি, ন মে তে বুত্তবাদিনো, অব্ভাচিক্খন্তি চ পন মং তে অসতা অভূতেন। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, মহাসীহনাদ সুত্তং-৩৮২, পৃ-১১৭)

ইংরেজি অনুবাদঃ

'I have heard it said, O Gotama, thus: "The Samana Gotama disparages all penanc; verily he reviles and finds fault with every ascetic, with every one who lives a hard life." Now those, O Gotama, who said this, were they therein repeating Gotama's words, and not reporting him falsely? *(Dighaya_nikaya, 1st part, Kassapa sihanada Sutta, The naked ascetic, Ch-162.2, page-223)*

বাংলা অনুবাদঃ

"হে কশ্যাপ! যাহারা এইরূপ বলে 'শ্রমণ গৌতম সর্ব তপস্যাচরণে নিন্দা করেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁহার তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র' তাহারা আমার

বাক্যের আবৃত্তিকারী নহে, তাহারা মিথ্যা প্রচার করিয়া আমার নিন্দা ঘোষণা করে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, মহাসীহনাদ সূত্র, অচেলকের উপাখ্যান, সূত্র-৩৮২, পৃ-১৬৮)

কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণরা বুদ্ধের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে গিয়ে মিথ্যা বা ধোঁকাবাজির আশ্রয় অনেক বার নিয়েছে। ত্রিপিটকে এর অনেক প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।[১] শুধু তাই নয়, শত্রুতা তাদেরকে এমন অন্ধ ও পাষাণ বানিয়েছিল তারা এক মহিলা উপাসিকাকে হত্যা করে এর দায়ভার বুদ্ধের উপর চাপিয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছে।[২]

ব্রাহ্মণদের এই বিদ্বেষ বুদ্ধের যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। যে কারণে এমন চরম বিদ্বেষী ব্রাহ্মণদের পক্ষে বুদ্ধের দেবদেবী, মূর্তি ও প্রচলিত অযৌক্তিক ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধিতাকে ঈশ্বরের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা বলে সর্বসাধারণের মাঝে চালিয়ে দিয়ে তাঁকে নাস্তিক সাব্যস্ত করা তেমন একটা কঠিন কাজ ছিল না। তারা হয়তো এ কাজটাই পরবর্তীতে অত্যন্ত চতুরতার সাথে করতে সফল হয়েছে।

নতুবা, হয়তো বুদ্ধ বিরোধিদের প্রচারণা অত্যন্ত জোরেশোরে ছিল। যার ফলে তাদের তীব্র ও ব্যাপক অপপ্রচারের মোকাবেলায় বুদ্ধ ও তাঁর অনুসারীদের একেশ্বরবাদ বা আস্তিকতার ক্ষীণ আওয়াজ সেভাবে চাপা পড়ে গেছে যেভাবে তীব্র বিরোধিতার মুখে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থল[৩] থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। পালি:

১. "যে তে, জীবক ,এবমাহংসু-সমণং গোতমং উদ্দিস্স পাণং আরভন্তি, তং সমণো গোতমো জানং উদ্দিস্সকতং মংসং পরিভুঞ্জতি পটিচ্চকম্ম'ন্তি ন মে তে বুত্তবাদিনো, অব্ভাচিক্খন্তি চ মং তে অসতা অভূতেন। তীহি খো অহং জীবক, ঠানেহি মংসং অপরিভোগস্তি বদামি। দিট্ঠং,সুতং, পরিসম্কিতং-ইমেহি খো অহং জীবক, তীহি ঠানেহি মংসং অপরিভোগন্তি বদামি। তীহি খো অহং, জীবক, ঠানেহি মংসং পরিভোগান্তি বদামি। অদিট্ঠং, অসুতং, অপরিসঙ্কিতং-ইমেহি খো অহং, জীবক, তীহি ঠানেহি মংসং পরিভোগন্তি বদামি। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, গহপতিবগ্গো, জিবকসুত্তং, পৃ-২৬, শ্লোক-৫২)

ইংরেজি অনুবাদ:

"Jivaka, those who speak thus do not say what has been said by me, but misrepresent me with what-is untrue and contrary to fact. "Jivaka, I say that there are three instances in which meat should not be eaten: when it is seen, heard, or suspected [that the living being has been slaughtered for the bhikkhu]. I say that meat should not be eaten in these three instances. I say that there are three instances in which meat may be eaten: *(Majjhima Nikaya, Part-2, The division on householders, Jivaka Sutra-4-5, page-474)*

বাংলা অনুবাদ:

" জীবক! যাহারা এইরূপ বলে-'শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে (লোকে) প্রাণীহত্যা করে, আর শ্রমণ গৌতম সজ্ঞানে সেই উদ্দেশ্যকৃত মাংস পরিভোগ করেন, নিমিত্তকর্মের ভাগী হন।' তাহারা আমার সম্বন্ধে সত্যবাদী নহে, তাহারা অসত্য, অভূত কারণে আমাকে অপবাদ করে। জীবক! আমি তিন কারণে মাংস অপরিভোগ্য বলি, যথা- দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত। জীবক! এই ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস অপরিভোগ্য বলি। জীবক! ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস পরিভোগ্য বলে বর্ণনা করি, যথা- অ-দৃষ্ট, অ-শ্রুত, ও অ-পরিশঙ্কিত। জীবক! এই ত্রিবিধ কারণে আমি মাংস পরিভোগ্য বলি। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, গৃহপতি বর্গ, জীবক সূত্র-২/১/৫, সূত্র-৫৫/৫২, পৃ-৬৯-৭০)

পালি:

২. এবংবাদিং খো মং, ভগ্গব, এবমক্খাযিং একে সমণব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্ভাচিক্খন্তি– বিপরীতো সমণো গোতমো ভিক্খবো চ। সমণো গোতমো এবমাহ– যস্মিং সমযে সুভং বিমোক্খং উপসম্পজ্জ বিহরতি, সব্বং তস্মিং সমযে অসুভন্ত্রেব পজানাতী'তি। ন খো পনাহং, ভগ্গব, এবং বদামি– যস্মিং সমযে সুভং বিমোক্খং উপসম্পজ্জ বিহরতি, সব্বং তস্মিং সমযে অসুভন্ত্রেব পজানাতী'তি। এবঞ্চ খ্বাহং, ভগ্গব, বদামি– যস্মিং সমযে সুভং বিমোক্খং উপসম্পজ্জ বিহরতি, সুভন্ত্রেব তস্মিং সমযে পজানাতী'তি।

তে চ, ভন্তে, বিপরীতা, যে ভগবন্তং বিপরীততো দহন্তি ভিক্খবো চ। এবংপসন্নো আহং, ভন্তে, ভগবতি। পহোতি মে ভগবা তথা ধম্মং দেসেতুং, যথা অহং সুভং বিমোক্খং উপসম্পজ্জ বিহরেয্য'ন্তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, পাথিকসুত্তং, সূত্র-৪৭, পৃষ্ঠা-২৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

Now I, Bhaggava, being of such an opinion, certain recluses and brahmins have falsely, emptily, mendaciously and unfairly accused me, saying: Gotama, the recluse, is all wrong, and so are his bhikkhus. He has said: Whenever one has attained to the stage of deliverance, entitled the Beautiful, one then considers all things as repulsive. But this, Bhaggava, I have not said. What I do say is this: Whenever one attains to the stage of deliverance, entitled the Beautiful, one is then aware 'This lovely!

But it is they, lord, that are all wrong, who impute to the Exalted One and to his bhikkhus that they err. So delighted am I with the Exalted One that I believe he is able so to teach me that I may attain to and remain in the stage of deliverance, entitled the Beautiful. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Patika Suttanta, Ch-2.21, page-31-32)*

বাংলা অনুবাদ:

ভগগব, আমি এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ -যাহারা অসৎ ও তুচ্ছ-আমার সম্বন্ধে অন্যায়রূপে মিথ্যা অভিযোগ করেন: 'শ্রমণ গৌতম ও ভিক্ষুগণ ভ্রান্ত। শ্রমণ গৌতম কহেন: যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন সর্ব্ববস্তু অশুভরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভগগব, আমি এই রূপ কহি না। আমি এইরূপ কহি: 'যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন 'শুভ!' এই জ্ঞানই হয়। 'ভন্তে, যাহারা ভগবান এবং ভিক্ষুগণকে ভ্রান্ত মনে করে, তাহারাই ভ্রান্ত, আমি

ভগবানের প্রতি এতই প্রসন্ন হইয়াছি যে আমার বিশ্বাস ভগবান আমাকে এইরূপ ধর্মোপদেশ দিতে পারেন যাহা দ্বারা আমি শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করিতে পারি। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পাটিক বর্গ, পাটিক সূত্রান্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, সূত্র-২১, পৃ-২৮)

পালি:

৩. "সন্তি, গহপতযো, একে সমণব্রাক্ষণা এবংবাদিনো এবংদিট্ঠিনো-'নত্থি দিন্নং, নত্থি যিট্ঠং, নত্থি হুতং; নত্থি সুকতদুক্কাটানং কম্মানং ফলং বিপাকো, নত্থি অযং লোকো, নত্থি পরো লোকো; নত্থি মাতা, নত্থি পিতা; নত্থি সত্তা ওপপাতিকা; নত্থি লোকে সমণব্রাক্ষণা সম্মগ্গতা সম্মা পটিপন্না যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তী'তি। তেসংযেব খো, গহপতযো, সমণব্রাক্ষণানং একে সমণব্রাক্ষণা উজুবিপচ্চনীকবাদা। তে এবমাহংস-'অত্থি দিন্নং, অত্থি যিট্ঠং অত্থি হুতং; অত্থি সুকতদুক্কটানং কম্মানং ফলং বিপাকো; অত্থি অযং লোকে, অত্থি পরো লোকে; অত্থি মাতা, অত্থি পিতা; অত্থি সত্তা ওপপাতিকা; অত্থি লোকে সমণব্রাক্ষণা সম্মগ্গতা সম্মা পটিপন্না যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তী'তি। তং কিং মঞ্ঞথ, গহপতযো-ননুমে সমণব্রাক্ষণা অঞ্ঞমঞ্ঞস্স উজুবিপচ্চনীকবাদা'তি? এবং, ভন্তে"। (দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, গহপতিবগ্গো, অণ্ণকসুত্তং, পৃ-৫৪, সূত্র-৯৪)

ইংরেজি অনুবাদ:

Householders, there are some recluses and brahmins whose doctrine and view is this: There is nothing given, nothing offered, nothing sacrificed; no fruit or result of good and bad actions; no this world, no other world; no mother, no father; no beings who are reborn spontaneously; no good and virtuous recluses and brahmins in the world who have themselves realised by direct knowledge and declare this world and the other world. *(Part 2,The division on householders, The Incontrovertible Teaching, Sutra -5, Page 507)*

বাংলা অনুবাদ:

গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে তাহারা এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ও এইরূপ মতবাদী- "দানফল নাই, যজ্ঞফল নাই, আহুতিফল নাই, সুকৃত-দুস্কৃত কর্মের ফল-বিপাক নাই, ইহলোক-পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক (অযোনিস সম্ভাবা দেবতা) সত্ত্ব নাই, সম্যকগত ও সম্যক প্রতিপন্ন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক-পরলোক অভিজ্ঞদ্বারা স্বয়ং প্রত্যেক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন'। গৃহপতিগণ! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সেই শ্রমণ- ব্রাহ্মণদের সোজা বিরুদ্ধবাদী (উজুবিপচ্চনিক)। তাহারা বলে, দানফল আছে, যজ্ঞফল আছে, তাহুতিফল আছে, সুকৃত-দুস্কৃত কর্মের ফল-বিপাকে আছে ..।' ইহা কি মনে কর

গৃহপতিগণ! এই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ একে অন্যের সোজা বিরুদ্ধবাদী নহে কি? "সত্যই ভন্তে!" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, গৃহপতি বর্গ, অপন্নক সূত্র-২/১/১০, সূত্র-৬০/৯৪, পৃ-৯৬)

বাংলা অনুবাদ:

৪. দানের ফল নেই, যজ্ঞের ফল নেই, অতিথি সৎকারের ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে) মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোন ফল ভোগ করতে হয় না। উপপাতিক সত্ত্ব (মাতা-পিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যকমার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ষড়ায়তন বর্গ, গ্রামপতি সংযুক্ত, পাঁলিয় সূত্র, সূত্র-৪২, পৃ-৩০৫)

২। পালি:

এবং মে সুতং একং সমযং ভগব সাবত্থিযং বিহরিত জেতবনে অনাথপিন্ডকস্স আরামে । তেন খো পন সমযেন ভগবা সক্কতো হোতি গরুকতো মানিতো পূজিতো অপচিতো লাভী চীবরপিণ্ড পাতসেনাসন গিলান পচ্চয ভেসজ্জ পরিখারানং। ভিকভুসঙেঘাপি সক্কতো হোতি গরুকতো মানিতো পূজিতো অপচিতো লাভী চীবরপিণ্ডপাতসেনানসগিলান পচ্চযভেসজ্জ পরিকখারানং। অঞঞতিত্থিয়া পন পরিব্বাজকা অসক্কতা হোন্তি অগরুকতা অমানিতা অপূজিতা অনপচিতা ন লাভিনো চীবরপিন্ডপাতসেনাসনগিলান পচ্চযভেসজ্জ পরিকখারানং।

অথ খো তে অঞঞতিত্থিয়া পরিব্বাজকা ভগবতো সক্কারং অসহমানা ভিকখুসঙ্ঘস্স চ যেন সুন্দরী পরিব্বাজিকা তেনুপসম্কমিংসু উপসম্কধমিত্বা সুন্দরিং পরিব্বাজিকং এতদবোচুং উস্সহসি ত্বং ভগিনি ঞাতীনং অথ্থনং কাতুন্তি? ক্যাহং অয্যা করোমি? কিং মযা ন সক্কা কাতুং? জীবিতম্পি মে পরিচ্চত্তং ঞাতীনং অথ্থাযাতি। (ত্রিপিটক,খুদ্দকনিকায়ে উদান, মেঘিবগ্গো, সুন্দরীসুত্তং, পৃষ্ঠা-৪৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

So the wanderers of other sects—unable to stand the veneration given to the Blessed One and the community of monks—went to Sundarı the female wanderer and, on arrival, said to her, "Sundarı, would you dare to do something for the benefit of your kinsmen?" "What shall I do, masters? What can I not do? I have given up even my life for the benefit of my kinsmen!" "In that case, sister, go often to Jeta's Grove." Responding, "As you say, masters," to those wanderers of other sects, Sundarı the female wanderer went often to Jeta's Grove. When the wanderers of other sects knew that many people had seen Sundarı the female wanderer going

often to Jeta's Grove, then—having murdered her and buried her right there in the moat-ditch surrounding Jeta's Grove—they went to King Pasenadi Kosala and, on arrival, said to him, "Great king, we can't find Sundarı the female wanderer." "But where do you suspect she is?" "At Jeta's Grove, great king." "Then in that case, search Jeta's Grove." Then those wanderers of other sects, having searched Jeta's Grove, having dug up what they had buried in the surrounding moat-ditch, having mounted it on a litter, took it into S›vatthı and went from street to street, crossroad to crossroad, stirring up people's indignation: "See, masters, the handiwork of the Sakyan-son contemplatives. They're shameless, these Sakyan-son contemplatives: unvirtuous, evil-natured, liars, unholy, though they claim to be practicing the Dhamma, practicing what is harmonious, practicing the holy life, speakers of the truth, virtuous, fine-natured. They have no quality of a contemplative, no holy quality. Destroyed is their quality of a contemplative! Destroyed is their holy quality! From where is their quality of a contemplative? From where, their holy quality? Gone are they from any quality of a contemplative! Gone from any holy quality! How can a man, having done a man's business with a woman, take her life?" *(Udana, Meghaya, Sunduri Sutra- 4:8 , Page-70)*

বাংলা অনুবাদ:
তখন সেই তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা ভগবানের এবং ভিক্ষুসংঘের লাভ-সৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া সুন্দরী পরিব্রাজিকার নিকট গিয়া বলিল, 'ভগ্নি, তুমি জ্ঞাতিগণের একটি উপকার করিতে পারিবে কি?'

সুন্দরী : হে আর্যগণ, কী করিতে হইবে? আমি কী করিতে পারিব? জ্ঞাতিগণের জন্য আমি জীবনও দান করিয়াছি।

পরিব্রাজকগণ : ভগ্নি, তাহা হইলে তুমি সর্বদা জেতবনে গমন কর। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সুন্দরী পরিব্রাজিকা তীর্থিয়গণকে প্রতিশ্রুতি দিল এবং তারপর হইতে সর্বদা জেতবনে গমন করিতে লাগিল। যখন তাহারা জানিল যে অনেক লোক সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে সর্বদা জেতবনে গমন করিতে দেখিয়াছে; তখন তাহারা তাহাকে বধ করিয়া জেতবনে দীর্ঘ খাত খনন করিয়া তাহাতে পূতিয়া, কোশলরাজ পসেনজিতের কাছে গিয়া বলিল, 'মহারাজ, সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে দেখা যাইতেছে না।'

রাজা : কোথায় আছে বলিয়া তোমাদের সন্দেহ হয়?

পরিব্রাজক : মহারাজ, জেতবনে আছে বলিয়া মনে হয়।

রাজা : তাহা হইলে জেতবনে অনুসন্ধান কর। অতঃপর সেই তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা জেতবনে অনুসন্ধান করিতে করিতে যেই পরিখা কূপে পুতিয়াছিল, তাহা হইতে সুন্দরীর মৃতদেহ বাহির করিল এবং এক খাটে উহা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে লইয়া গেল। তথায় তাহারা রাস্তা হইতে রাস্তায় তেমাথা রাস্তা হইতে তেমাথা রাস্তায় শবটি দেখাইয়া লোকদিগের কাছে ভিক্ষুসংঘের নিন্দা রটাইতে লাগিল। মহাশয়গণ, দেখুন শাক্যপুত্রগণের কর্ম। এই সকল শ্রমণ শাক্যপুত্র নির্লজ্জ, দুঃশীল, পাপী, মিথ্যাবাদী ও অব্রহ্মচারী। তারাও নাকি আবার বলে যে, আমরা ধর্মচারী, সংযতাচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান ও কল্যাণধর্মা। ইহাদের শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব নাই। কোথায় ইহাদের শ্রামণ্য, কোথায় ইহাদের ব্রাহ্মণ্য? শ্রমণত্ব ব্রাহ্মণত্ব হইতে ইহারা স্খলিত। পুরুষ পুরুষের কার্য করিয়া স্ত্রীলোকটিকে প্রাণে মারিবে কেন? (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে উদান, মেঘিয় বর্গ, সুন্দরী সূত্র, পৃ-১১৫-১১৬)

৩। যেমন বিহারের পাটলিপুত্র (পাটনা), রাজগৃহ (রাজগির), বুদ্ধগয়া ইত্যাদি। সেখানে আজকাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নাই বললেই চলে।

চতুর্থ কারণ

বুদ্ধ বিরোধী ব্রাহ্মণদের পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা

[Interpolation due to mass conversion Anti-Buddha clerics]

যে সব হিন্দু ব্রাহ্মণ শুরু থেকেই কঠোর বুদ্ধ বিদ্বেষী ছিল। অহোরাত্র সাধারণ মানুষের কাছে বুদ্ধকে হেয় বা মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য বুদ্ধের নামে মিথ্যা বিষয় বানিয়ে বানিয়ে লোকদের কাছে প্রচার করতো। এই বুদ্ধ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণরাই পরবর্তীতে বুদ্ধকে মেনে নিয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েছে। এটা মূলত তখন হয়েছে যখন বুদ্ধকে মানার ক্রমবর্ধমান একটা জোয়ার চতুর্দিকে সৃষ্টি হয়েছিল। চতুর্দিকে দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিতে শুরু করেছিল।

ফলে মান্যকারীদের জোয়ারে কচুরিপানার মত ভেসে আসা বুদ্ধ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণদের মাঝে তাদের পূর্ব ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বা আংশিক থেকে যাওয়া একটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল। কারণ, এদের পূর্ব-ধ্যান ধারণা পরিবর্তনের জন্য বুদ্ধ বা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত শিষ্যদের নিকট থেকে যে শিক্ষা ও সংস্পর্শ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল তারা এটা পায় নি বা দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে এসব ব্রাহ্মণদের আলাদাভাবে সময় দেয়া সম্ভব হয় নি। এজন্য পূর্ব ধ্যান-ধারণা সংশোধনের মত প্রয়োজনীয় শিক্ষা তারা লাভ করতে পারে নি।

অপরদিকে এদেরই বেশির ভাগ আবার বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়ারও সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে এমন মান্যকারীদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের শিক্ষা বিরোধী শিক্ষা অর্থাৎ বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন বা বুদ্ধের শিক্ষা নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা এমন বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এমন হয়েছিল অর্থাৎ বুদ্ধের শিক্ষা বিরোধী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলেই তো বৌদ্ধভিক্ষুদেরকে প্রথম, দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় সঙ্গীতির আহ্বান করে নিয়ম কানুন সুনির্দিষ্ট করণ, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে হয়েছিল।

পঞ্চম কারণ

বুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগী ভিক্ষুদের অপপ্রচার

[Apostate Buddhist clerics false propaganda against Buddha]

বুদ্ধ বিরোধী প্রচারণায় ব্রাহ্মণদের সাথে ধর্মত্যাগী ভিক্ষুরাও যুক্ত ছিল। তারাও বুদ্ধের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা বিষয় লোকদের কাছে প্রচার করতো। সুনক্ষত্র, দেবদত্ত প্রমুখরা বিশেষভাবে বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই মিথ্যা অপপ্রচার করতো। সধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের সহজ শিকারে পরিণত হতো সাধারণ বৌদ্ধরা। তাই, বুদ্ধের আদর্শ বিরোধী নাস্তিকতার বিশ্বাস বৌদ্ধদের মাঝে স্থান করে নেয়ার পিছনে এদেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা থেকে থাকবে।

পালি:

এবং মে সুতং- একং সময়ং ভগবা বেসালিযং বিহ্‌রতি বহিনগরে অপরপুরে বনসন্তে। তেন খো পন সময়েন সুনক্‌খত্তো লিচ্ছবিপুত্তো অচিরপক্কন্তো হোতি ইমস্মা ধম্মবিনযা। সো বেসালিযং পরিসতি এবং বাচং ভাসতি- "নত্থি সমণস্‌স গোতমস্‌স উত্তরি মনুস্‌সধম্মা অলমরিযঞাণদস্‌সনবিসেসো। তক্কপরিযাহতং সমণো গোতমো ধম্মং দেসেতি বীমংসানুচরিতং সযংপটিভানং। যস্‌স চ খাস্‌স অত্থায ধম্মো দেসিতো সো নিয্যাতি তক্করস্‌স সম্মা দুক্‌খক্‌খযাযা"তি। (সুত্তপিটকে মজ্ঝিমনিকযো পঠমোভাগো, সীহনাদবগ্গো, মহাসীহনাদসুত্তং, সূত্র-১৪৬, প-৭৮)

ইংরেজি অনুবাদ:

Thus have I heard? On one occasion the Blessed One was living at Vesall in the grove outside the city to the west. Now on that occasion Sunakkhatta, son of the Licchavis, had recently left this Dhamma and Discipline. He was making this statement before the Vesall assembly: "The recluse Gotama does not have any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. The recluse Gotama teaches a Dhamma [merely] hammered out by reasoning, following his

own line of inquiry as it occurs to him, and when he teaches the Dhamma to anyone, it leads him when he practises it to the complete destruction of suffering. *(Majjhima Nikaya, First Part, The Division of the Lion's Roar, The Greater Discourse on the Lion's Roar, Sutra-1, page-164)*

বাংলা অনুবাদঃ

আমি এইরূপ শুনিয়াছি-

১। একসময় ভগবান বৈশালী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, বহির্নগরে, পশ্চিম দিকে অবস্থিত বনখণ্ডে। সেই সময়ে সুনক্ষত্র নামক লিচ্ছবিপুত্র অল্পদিন হইল এই ধর্মবিনয় (বুদ্ধশাসন) হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈশালী পরিষদে একথা বলিতেছিলেন-"শ্রমণ গৌতমের নিকট অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি নাই, আর্যজ্ঞানদর্শন (দিব্যদৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) তো দূরের কথা। তিনি শুধু তর্ক-প্রণোদিত ও মীমাংসানুচরিত ধর্মই উপদেশ প্রদান করেন, অথচ স্বয়ং বক্তা হইয়া স্বপ্রতিভায় তিনি যাহার হিতার্থ ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমূখে চালিত করে।" (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, সিংহনাদ বর্গ, মহাসিংহনাদ সূত্র, সূত্র- ১, পৃ- ৮৩)

ষষ্ঠ কারণ

গৌতম বুদ্ধের
কথা শ্রোতাবিশেষ বিপরীত অর্থে বুঝতো

[Many among the audience used to misread Gautama Buddha's teaching]

অনেক সময় বুদ্ধ যা বলতেন তা সর্বসাধারণের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বের বিষয় হওয়ায় বা গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় তা তাদের বোধগম্য হতো না। বুদ্ধও হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেয়ার সুযোগ পেতেন না বা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে হয়তো বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয়ার মত সময়ও তাঁর হাতে থাকতো না। ফলে, তিনি যা বলতেন বা বুঝাতে চাইতেন জনগণ এর মর্ম সঠিকভাবে বুঝতো না বা এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় বুঝতো। ত্রিপিটকে এমন বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে।

পালি:
রাজা তং ভন্তে, পসেনদী কোসলো আমন্তেতী'তি। অথ খো রাজা পসেনদী কোসলো ভগবন্তং্ এতদবোচ। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, রাজবগ্গো, কণ্ণকত্থলসুত্তং, সূত্র-৩৭৮, পৃ-৩৭৩)

ইরেজি অনুবাদ:
Meanwhile King Pasenadi of Kosala said to the Blessed One: "Venerable sir, could something else have been said by the Blessed One referring to that, and the person understood it wrongly? In what way does the Blessed One recall making that utterance?" *(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on kings, At Kannakatthala, Sutra 8 page 735)*

বাংলা অনুবাদ:
তখন রাজা পসেনদি ভগবানকে বলিলেন, সম্ভবত ভন্তে! ভগবান অন্য উপলক্ষে কিছু বাক্য ভাষণ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণ অন্যথা বুঝিয়া থাকিবে। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, রাজ বর্গ, কন্নকত্থল সূত্র-২/৪/৫, সূত্র-৯০/৩৭৮, পৃ-২৭২)

ঈশ্বর, ঈশ্বরের স্বরূপ, পরিচয় এবং পরকাল ও স্বর্গ-নরক সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো গৌতম বুদ্ধ বর্ণনা করেছেন তা ছিল খুবই সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ। এগুলো ছিল প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বাইরের বা বিপরীত বিষয়। ফলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য না হওয়ারই কথা। আর বুদ্ধ ও তাঁর সান্নিধ্য ধন্য শিষ্যদেরও হয়তো প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে সময় দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেয়ার সুযোগও হয় নি।

অপর দিকে তিনি জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রত্যাখ্যান করেছেন। বর্জন করেছেন দেবদেবী ও মূর্তির পূজা। ফলে, তারা হয়তো ধরে নিয়েছে তিনি সব কিছুর অস্বীকারকারী, তিনি নাস্তিক। আর তারা প্রকৃত বিষয়ের বিপরীত একটি ধারণার উপরই বদ্ধমূল থেকে গেছে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে এটা পূর্ববর্তীদের বিশ্বাস হিসেবে সর্বসাধারণের মাঝে পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছে। এটাও বুদ্ধের আস্তিকতার শিক্ষাকে নাস্তিকতা মনে করার একটি কারণ হতে পারে।

সপ্তম কারণ

বুদ্ধের কথা অপরিপক্ক শিষ্য ও ভিক্ষুরা অনেক সময় উল্টো বুঝতো

[Immature disciple and Buddhist clerics misunderstood Buddha repeatedly]

বুদ্ধের অনুসারী ও ভিক্ষুরাও অনেক সময় তাঁর কথা বিপরীত বুঝতো। বুদ্ধ নিজ জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধভিক্ষু ও অনুসারীদের প্রতি এ অনুযোগ করেছেন। ফলে বুদ্ধ যে সব যুক্তি হিন্দুদের দেবদেবী, মূর্তি ও প্রচলিত অযৌক্তিক ও অন্ধ বিশ্বাসকে খণ্ডনের জন্য বা তাদের কল্পিত ঈশ্বরকে খণ্ডনের জন্য ব্যবহার করেছেন তারা হয়তো মনে করেছে, এগুলো বুদ্ধ প্রকৃত ঈশ্বরের খণ্ডনের জন্যই ব্যবহার করেছেন। যার কারণে পরবর্তীতে তারা বুদ্ধকে নাস্তিক বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মনে করে নিয়েছে।

বাংলা অনুবাদ:
এদিকে ভগবান মহাভিনিষ্ক্রমণের পর সম্যক সম্বোধি লাভ করে ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন করেছিলেন। ধর্মচক্র প্রবর্ত্তনের পর প্রথম কপিলাবস্তুতে গিয়ে সেখান হতে চলে গেলে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যিত হওয়ার ইচ্ছায় ভদ্দীয় প্রমুখ ছয়জন শাক্যকুমারের সহিত গৃহত্যাগ করে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যিত হয়েছিলেন। তিনি মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবিরের কাছে ধর্মদেশনা শুনে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধত্ব লাভের বিশবৎসর পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট কোন সেবক ছিলেন না। নাগসমান, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্র, চুন্দ, স্বাগত, মেঘিয় প্রমুখ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময় বুদ্ধের সেবা করতেন বটে, কিন্তু তাঁর মনোমত হতো না। অতঃপর একদিন ভগবান গন্ধকুঠিরের পরিবনে ভিক্ষুসংঘের পরিবেষ্টিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে ভিক্ষুগণকে বললেন: "হে ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কোন কোন ভিক্ষুকে 'আমি এই পথে যাব' বললে তারা আমাকে অন্যপথে নিয়ে যায়। কোন কোন ভিক্ষু আমার পাত্র-চীবর মাটিতে রাখে। আসলে এখন আমার একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন।"

বুদ্ধের এই কথা শোনার পর ভিক্ষুগণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হলো। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রথমে উঠে ভগবানকে বন্দনা করে সেবকত্ব প্রার্থনা করে বললেন: 'ভন্তে, আমিই আপনার যথাযথ সেবা করব। 'ভগবান তার প্রত্যাখ্যান

করলেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে আয়ুষ্মান আনন্দ ব্যতীত মহামোগ্গল্লান স্থবির প্রমুখ আশিজন মহাশ্রাবক সেকলেই সেবক হওয়ার প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ভগবান সকলের প্রার্থনাই প্রত্যাখ্যান করলেন। অন্যদিকে আনন্দ কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলেন। তখন ভিক্ষুগণ, তাকে বললেন, 'আবুসো আনন্দ, আপনিই শাস্তার সেবক হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।' আনন্দ বললেন, 'সেবকত্ব খুঁজে নিতে হবে, এটা আবার কী রকম? শাস্তা যদি চান তাহলে তিনি নিজেই আমাকে বলবেন।' তারপর ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আনন্দকে তোমাদের উৎসাহ যোগাতে হবে না। সে নিজের জ্ঞানেই আমার সেবা করবে। তারপরও ভিক্ষুগণ বলতে লাগলেন, 'উঠো আবুসো আনন্দ, যাও শাস্তার সেবক হবার জন্য প্রার্থনা কর।' তখন আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভগবান যদি স্বীয়লব্ধ চীবর আমাকে না দেন, নিমন্ত্রণে না নিয়ে যান, তাহলে আমি ভগবানের সেবা করিব। 'এই সমস্তগুণ থাকা শাস্তা সেবকের একান্তই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ স্থবির অপরের যাতে নিন্দা করতে না পারে সেজন্যই এই চারটি বিষয় প্রত্যাখ্যান করলেন। (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে অপদান, প্রথম খণ্ড, বৃদ্ধ বর্গ, আনন্দ স্থবির অপদান, পৃ-৭৫-৭৬)

বুদ্ধ যা বুঝাতে চেয়েছেন, এর বিপরীত বিষয় বুঝার এই দুর্বলতাই হয়তো তাঁর কিছু শিষ্যের ও ভিক্ষুর মাঝে ঈশ্বর সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো বুঝার ক্ষেত্রেও কাজ করেছে। যেগুলোকে পরবর্তীরা অর্থাৎ কয়েকশ বছর পর মান্যকারীদের গণজোয়ারে ভেসে আসা লোকেরা পূর্ববর্তী মান্যবরদের মতবাদ ও শিক্ষা হিসেবে ধরে নিয়েছে। আর কালের প্রবাহে এটাকেই মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে বুদ্ধের প্রতি নাস্তিকতা আরোপ করেছে।

অষ্টম কারণ

বুদ্ধের প্রতি
অতিরঞ্জিত ও অসত্য বিষয় আরোপ
[Exaggeration were made in Buddha's teachings later]

বুদ্ধের অনুসারী ও ভিক্ষুরাও অনেক সময় বুদ্ধের বিষয়ে অতিরঞ্জন করতো বা অসত্য ভাষণের আশ্রয় নিত। বৌদ্ধভিক্ষু ও অনুসারীদের প্রতি বুদ্ধের এ অনুযোগও ছিল। তাই নাস্তিকতা আরোপের বিষয়টিও এমনই এক মিথ্যারোপ বা অতিরঞ্জন হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়।

পালি:

অদ্দসা খো বচ্ছগোত্তো পরিব্বাজকো ভগবন্তং দূরতোব আগচ্ছন্তং। দিস্বান ভগবন্তং এতদোবচ-'এতু খো, ভন্তে, ভগবা। স্বাগতং, ভন্তে, ভগবতো। চিরস্সং খো, ভন্তে, ভগবা ইমং পরিযাযমকাসি যদিদং ইধাগমনায। নিসীদতু, ভন্তে, ভগবা ইদমাসনং পঞ্ঞত্ত'ন্তি। নিসীদি ভগবা পঞ্ঞত্তে আসনে। বচ্ছগোত্তেপি খো অঞ্ঞতরং নীচং আসনং গহেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো বচ্ছগোত্তা পরিব্বাজকো ভগবন্তং এতদবোচ- সুতং মেতং, ভন্তে- সমণো গোতমো সব্বঞ্ঞূ সব্বদস্সাবী, অপরিসে+সং ঞাণদস্সনং পটিজানাতি, চরতো চ মে ভিট্ঠতো চ সুত্তস্স চ জাগরস্স চ সততং সমিতং ঞাণদস্সনং পচ্চুপট্ঠি'ত'ন্তি। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিব্বাজকবগ্গো, তেবিজ্জবচ্ছসুত্তং পৃ: ১২৩ সূত্র.১৮৫)

ইংরেজি অনুবাদ:

and the wanderer Vacchagotta took a low seat, sat down at one side, and said to the Blessed One:

"Venerable sir, I have heard this: 'The recluse Gotama claims to be omniscient" and all-seeing, to have complete knowledge and vision thus: "Whether I am walking or standing or sleeping or awake, knowledge and vision are continuously and uninterruptedly present to me.' Venerable sir, do those who speak thus say what

has been said by the Blessed One, and not misrepresent him with what is contrary to fact? Do they explain in accordance with the Dhamma in such a way that nothing which provides a ground for censure can be legitimately deduced from their assertion?" "Vaccha, those who say thus do not say what has been said by me, but misrepresent me with what is untrue and contrary to fact. *(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on wanderers, Tevijjavacchagotta Sutta, Sutta - 4-5, Page- 587-88)*

বাংলা অনুবাদঃ
ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিলেন। বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজকও অন্যতর নীচ আসন লইয়া একান্তে বসিলেন, একান্তে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন,"শুনা যায় ভন্তে! শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, নিখিল জ্ঞানদর্শন অবগত আছেন, চলনে, দাঁড়ানে, সুপ্তে ও জাগরণে সদাসর্বদা তাঁহার জ্ঞানদর্শন উপস্থিত (জাগ্রত) থাকে। ভন্তে! যাহারা এরূপ বলে ... কেমন তাহারা কি ভগবান সম্বন্ধে যথার্থবাদী? আর ভগবানকে অসত্য দ্বারা নিন্দা করিতেছে নহে ?

ধর্মের অনুকূল বর্ণনা করিতেছে ত? ধর্মানুসারে কোন বাদানুবাদ নিন্দার কারণ হইবে না ত?" "বচ্ছ! যাহারা এরূপ বলে 'শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ ...' তাহারা আমার সম্বন্ধে যথার্থবাদী নহে, অভূত ও অসত্য দ্বারা তাহারা আমার নিন্দা করিতেছে।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিব্রাজক বর্গ, ৭১ তেবিজ্জ বচ্ছ সূত্র(২/৩/১), সূত্র-১৮৫, পৃ-১৪৯)

অতিভক্তদের এমন অতিরঞ্জনের শিকার মহাপুরুষরা গৌতম বুদ্ধের আগেও হয়েছেন, পরেও হয়েছেন। মহামানব শ্রী রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে বুদ্ধের আগে একজন সাধারণ মানুষ থেকে ঈশ্বর বানানো হয়েছে। লীলা খেলার নামে এই অতি ভক্তরাই তাঁদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে। গৌতম বুদ্ধের পরে হযরত ঈসা (আ.)-কেও মানুষ থেকে ঈশ্বর বানানো হয়েছে। এই অতিভক্তরাই প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাসের বাহানায় তাঁর নামে ক্রুশীয় মৃত্যুর জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছে। অতিভক্তরা সব পারে। আকাশকে পাতাল, দিনকে রাত বানাতে পারে। এমন অতিভক্ত গৌতম বুদ্ধেরও ছিল। এদের কথা তিনি নিজে বলে গেছেন। আমি উপরে উল্লেখ করেছি। তাই, এমন অতিভক্তদের পাল্লায় পরে আস্তিক বুদ্ধ নাস্তিক বা ঈশ্বরে পরিণত হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়!

নবম কারণ

বুদ্ধের মতবাদ
শুধুমাত্র পণ্ডিতদের বোধগম্য
[Buddha's teachings were truly understood by the scholars only]

বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। যে মতবাদ সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভুলে নিপতিত হওয়া একটা স্বাভাবিক বিষয়ই বটে। ফলে, তারা বুদ্ধের শিক্ষায় একত্ববাদের তথা আস্তিকতার শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও এটা বুঝতে ভুল করেছে।

পালি:

এবমেব খো, ভন্তে, তস্স ভগবতো বাদো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স রঙ্গক্খমো চেব পণ্ডিতানং নো বালানং, অনুযোগক্খমো চ বিমজ্জনক্খমো চা''তি। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, গহপতিবগ্গো, উপালিসুত্তং, সূত্র-৭৫, পৃ-৪১)

ইংরেজি:

ঃযব ফড়পঃৎরহব ড়ভ ঃযধঃ ইষবংংবফ ঙহব, ধপপড়সঢ়ষরংযবফ ধহফ ভঁষষু বহষরমযঃবহবফ, রিষষ মরাব ফবষরমযঃ ঃড় ঃযব রিংব নঁঃ হড়ঃ ঃড় ভড়ড়ষং, ধহফ রঃ রিষষ রিঃযংঃধহফ ঃবংঃরহম ধহফ নবরহম ংসড়ড়ঃযবহবফ ড়ঁঃ." (গধললযরসধ ঘরশধুধ, চধৎঃ ২, ঞযব ফরারংরড়হ ড়হ যড়ঁংবযড়ষফবৎং, ঞড়ঁ ঢ়ধষর, ঝঁঃৎধ -২৭, চধমব- ৪৮৯)

বাংলা:

"তদ্রূপই প্রভু! সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের মতবাদ (সিদ্ধান্ত) পণ্ডিতগণের অনুরঞ্জনীয়। গবেষণায়ও বিচার্য, কিন্তু অজ্ঞগণের নহে।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, গৃহপতি বর্গ, উপালি সূত্র-২/১/৬, সূত্র-৫৬/৭৫, পৃ-৮৩)

আবার আমার মনে হয়, এই উদ্ধৃতিতে শুধু বাহ্যিক পণ্ডিত ও অজ্ঞ না বুঝিয়ে আধ্যাত্মিক অজ্ঞ ও পণ্ডিতদেরও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধ বলে গেছেন, তাঁর মতবাদ বা শিক্ষা কেবল ধর্মীয় পণ্ডিতরাই বুঝবে, অজ্ঞরা নয়। ধর্মীয় পণ্ডিত তাদের বলা হয় যারা ধর্মভীরু। যারা ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বর প্রেমিক, পুত-পবিত্র ও

নির্মল জীবনের অধিকারী। যারা কুসংস্কার মুক্ত ও সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুবা তাদের ধর্মীয় বা জাগতিক যত জ্ঞানই থাকুক তাদেরকে অজ্ঞ বা মূর্খই বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর বিরুদ্ধবাদী বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মূর্খ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন সুনক্ষত্রকে মোঘপুরিস বা মূর্খলোক বলেছেন। ইসলাম ধর্মেও উমর ইবনুল হিশাম যার সমাজে উপাধি ছিল আবুল হাকাম (জ্ঞানের পিতা), সত্যধর্ম ইসলামকে গ্রহণ না করায় তার নাম দেয়া হয় আবু জাহল (অজ্ঞতা বা মূর্খতার পিতা)।

অর্থাৎ এর দ্বারা গৌতম বুদ্ধ বুঝিয়েছেন, যারা প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্যুত হবে, তাঁর খাঁটি শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হবে, তারা মূর্খ হয়ে যাবে। ফলে, তারা তাঁর ভাষিত বাণীর প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারবে না।

আর পাঁচশত বছর পর যেহেতু বুদ্ধের খাঁটি শিক্ষা জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না বলে বুদ্ধ নিজেই ঘোষণা দিয়ে গেছেন। তাই, পাঁচশত বছর পরে আগত এমন অজ্ঞ-মূর্খ মান্যকারীদের মাধ্যমে আস্তিক বুদ্ধকে নাস্তিক বানানোটা কোন অস্বাভাবিক কাজ ছিল না।
নতুবা দেখুন, বুদ্ধের আড়াইশ বছর পর আগত বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সম্রাট অশোকও কিন্তু নাস্তিক ছিলেন না, সম্পূর্ণরূপে আস্তিক ছিলেন। (২০৪-২০৭ পৃষ্ঠা দ্র.) কারণ তখনও বুদ্ধের অনুসারীরা প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং অজ্ঞ-মুর্খতা তাদের মস্তিষ্কে ভর না করায় নাস্তিকতা তাদের মাঝে আমদানি হয় নি।

দশম কারণ

অন্যদের দ্বারা বুদ্ধের ধর্মচক্র অনুপ্রবর্তিত হওয়া

[The fact that Buddhism was explained and spread by others later]

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম অনুপ্রবর্তিত হয় অন্যের দ্বারা। এ বিষয়টি খোদ ত্রিপিটকেই উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে-

পালি:

সারিপুত্তো, ভিকখবে, তথাগতেন অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং সম্মদেব অনুপ্পবত্তেতী তি। (মধ্যম নিকায়, খণ্ড-১১, অনুপদবগ্গো, অনুপদসুত্তং, সূত্র-৯৭,পৃ-৬৬)

ইংরেজি:

"ইযরশশযঁং, ঃযব সধঃপযষবংং ডযববষ ড়ভ ঃযব উযধসসধ ংবঃ ৎড়ষষরহম নু ঃযব ঞধঃযধমধঃধ রং শবঢ়ঃ ৎড়ষষরহম ৎরমযঃষু নু ঝধৎরঢ়ঁঃঃধ." (গধললরসধ হরশধুধ-ও ষ ষ, অহঁঢ়ধফধ ঝঁঃঃধ, ঙহব নু ঙহব অং ঞযবু ঙপপঁৎৎবফ- ঝঁঃঃধ -২৩, ঢ়ধমব-৯০২)

বাংলা:

হে ভিক্ষুগণ! শারিপুত্রই তথাগত প্রবর্তিত ধর্মচক্রকে অনুপ্রবর্তন করিয়াছিলেন। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, অনুপদ বর্গ, অনুপদ সূত্র-(১১১), পৃ-৫৭)

('অনুপ্পবত্তেতী' শব্দের অর্থ সর্বজনীন সত্যতা মূলক আদর্শ বা পূর্ণ অবস্থা ঘোষণা করা বা প্রতিষ্ঠা করা -পালি বাংলা অভিধান)

বুদ্ধ শিষ্য শারিপুত্রের ধর্মচক্রকে অনুপ্রবর্তনের এই ধারা হয়তো প্রথম ও শেষ ছিল না। এটা হয়তো ত্রিপিটক অনুপ্রবতর্নের ধারার সূচনা ছিল মাত্র। অনুপ্রবর্তনের এই ধারা পরবর্তীতেও অব্যাহত ছিল, হয়তো অগণিত বার হয়েছে। তাই, অগণিত অনুপ্রবর্তনের পাল্লায় পড়ে হয়তো কোন যুগে এতে কোন নাস্তিক্য ধ্যান-ধারণার কারও মাধ্যমে নাস্তিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেখানে সুপরিকল্পিতভাবে গৌতম বুদ্ধকে নাস্তিক হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা করা হয়েছে।

একাদশ কারণ

নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধদের দ্বারা ত্রিপিটক সংকলিত হওয়া

[Tipitaka was compiled by Buddhists with atheistic inclination]

বর্তমানে যে ত্রিপিটক বিদ্যমান তা বুদ্ধের সময়ে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় নি। তা ভিক্ষুদের স্মৃতি ও শ্রুতিতে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে এসেছে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর থেকে পরবর্তী পাঁচশত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সঙ্গীতিতে এটা সংগ্রহের প্রদক্ষেপ নেয়া হয়। আর বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় পাঁচশত বছর পর চতুর্থ সঙ্গীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে এর সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে কথিত। আর এ সময়-সীমাটা এমন যুগ-নির্দেশক যার বিষয়ে স্বয়ং বুদ্ধই বলে গেছেন- 'আমার এ শিক্ষা পাঁচশত বছর পর আর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।'[১] অর্থাৎ যে যুগে বুদ্ধের খাঁটি শিক্ষা, বিশুদ্ধ শিক্ষা অক্ষুন্ন থাকবে না বলে বুদ্ধ জানিয়ে গেছেন সেই ক্ষণে ত্রিপিটকের সর্বপ্রথম চূড়ান্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে, মূল শিক্ষার সাথে ভেজাল মিশ্রিত হওয়া বিচিত্র নয় বা বিকৃতি ঘটা অনেকটা স্বাভাবিক এক বিষয়ই ছিল।

এছাড়া ত্রিপিটকের প্রথম পাণ্ডুলিপি যেগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ সঙ্গীতিতে তালপাতায় লেখা হয়েছিল বলা হয় সেগুলোও পরবর্তীতে হারিয়ে যায়। সেগুলোর সন্ধান পরে আর পাওয়া যায় নি। ফলে ত্রিপিটক মূল পালি উৎস থেকে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় নি। ত্রিপিটক পালি উৎস থেকে অনুবাদ হয়ে সম্রাট অশোকের যুগে অর্থাৎ বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় আড়াইশ' বছর পর অশোক পুত্র মাহিন্দ্রের মাধ্যমে সিংহলী ভাষায় ভাষান্তর হয়ে যায়।[২] অপরদিকে মূল 'পালি পাণ্ডুলিপি'ও কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে সিংহলী থেকে পুনরায় পালিতে অনুবাদ করা হয়।[৩] ফলে অনুবাদ থেকে অনুবাদ হওয়ার কারণে অনেক বিষয় মূল বিষয় থেকে অর্থাৎ বুদ্ধের শিক্ষা থেকে দূরে যাওয়াটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক।

ত্রিপিটক লিখিত সংকলনের চূড়ান্ত কাজটি সমাধা করা হয়েছে বুদ্ধের অন্তর্ধানের প্রায় এক হাজার বছর পরে। আর কাজটা করা হয়েছে শ্রীলংকাতে বসে। শ্রীলংকান

বৌদ্ধরা নাস্তিক্যবাদী আর নেপালী[৪] বৌদ্ধরা আস্তিক। বৌদ্ধধর্মের শ্রীলংকায় প্রচার বা প্রতিষ্ঠা বুদ্ধের অন্তর্ধানের প্রায় আড়াইশ বছর পর হয়। আর তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম নাস্তিক্যবাদী হিসেবে পরিচিত হয় এবং তাদেরই হাতে ত্রিপিটকের পাণ্ডুলিপি লিখিত হয়। ফলে, নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধদের দ্বারা সংকলিত ত্রিপিটকে নাস্তিকতার বিশ্বাস অর্ন্তভুক্ত হওয়া বা তাদের ধ্যান-ধারণার মত বিষয় ত্রিপিটকে স্থান পাওয়াটা ছিল স্বাভাবিক এক বিষয়। বুদ্ধের প্রতি নাস্তিকতা আরোপের এটাও একটা কারণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১।

দিস্বানহং বস্সসতানি পঞ্চ
অস্মিং বিমানে ঠত্বান তাতা,
আয়ুক্খযা পুঞক্খযা চবিস্সং
তেনেব সোকেন পমুচ্ছিতোস্মি'ন্তি।
(বিমানবথুপালি, খণ্ড ১১, সূত্র-১২৬১,পৃ.৮৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

O boy! I am suffering in grief knowing that I will depert this place after five hundred years according to the divine counting, losing all my life-span and my noble deeds.

বাংলা অনুবাদ:

হে তাত, আমি দিব্যগণনার পাঁচশত বৎসর [মনুষ্যগণনায় নব্বই হাজার বৎসর] এই বিমানে অবস্থান করিয়া, আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া, সেই শোকে মুহ্যমান হইতেছি।' (ত্রিপিটক, বিমানবত্থু, সেরিস্সক বিমান, ৭.১০, সূত্র-৩৪, পৃ-৭৭)

২। পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন সময়ে পুঁথি ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, পাঁলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রণীত হয়, অশোকপুত্র মহেন্দ্র তাহা লইয়া সিংহলে গমন করেন, এবং তিনি ঐ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষাও মগধ হইতে আনাইয়া সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি সিংহলে যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রাজা বত্তাগামনীর রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পালি শাস্ত্র সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে যে ঐ শাস্ত্রের পালি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, ইহাও এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। (বৌদ্ধধর্ম, পৃ-১১৪, লেখক -সত্যন্দ্র নাথ ঠাকুর, প্রকাশ-২০১৫)

৩। বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত এই পালি কথ্য ভাষাকেও যথার্থ সাহিত্যিক ভাষা বলা যায় না। কারণ, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরে খ্রিষ্টীয় ১ম শতকে পালি ত্রিপিটক সিংহলে (শ্রীলংকায়) লিপিবদ্ধ করা হয়। পাঁচশত বছরের ব্যবধানে এই পালি ভাষা অনেক পরিশীলিত হয়ে সাহিত্যরূপ লাভ করে। (মুখবন্ধ, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- নয়, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

মধ্যযুগের নানা বিপর্যয়ে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মূলভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পরিহানি ঘটে। ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে। তৎসঙ্গে পালি ভাষারও বিলুপ্তি ঘটে। পালি ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সর্বরস সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতগ স্বীয় স্বীয় জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করে।

ব্রহ্ম দেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পালি সাহিত্যের প্রভাব যুগ-পরম্পরায় প্রোজ্জ্বল থাকে। এতদ্দেশে পালি ভাষা গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষার মূল শব্দের বানানসমূহ ব্রহ্মদেশীয় উচ্চারণ অনুসারে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে লঙ্কা ও ইউরোপে পুনরায় ব্রহ্মদেশ হইতে পালি সাহিত্য সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া তদ্দেশীয় অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইলেও সেই ভুলগুলি প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়। (অবতরণিকা, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- বার, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

দ্বাদশ কারণ

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদদের ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার

[Wrong interpitation of the eighteenth and nineteenth century Orientalists]

এছাড়া বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক্যবাদী ধর্ম এ ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বাসটি ব্যাপকভাবে ছড়ানোর পিছনে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদরাই বেশি দায়ি। এ ক্ষেত্রে তাদের জানার মূল ভিত্তি ছিল বুদ্ধ পণ্ডিতদের পালি ভাষা থেকে কৃত অনুবাদসমূহ। যাদের নিজস্ব ধর্মান্ধতা ও ঈশ্বরহীন দর্শনের প্রভাব ঐ অনুবাদগুলোকে প্রভাবিত করেছে। ঐ পশ্চিমা গবেষকদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেই পালি ভাষা বুঝতো যা বুদ্ধের মূল শিক্ষার উৎস ছিল। উপরন্তু, বৌদ্ধধর্মের কোন বিশ্বস্ত সূত্র থেকে অধ্যয়ন করে সরাসরি তার ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রাচ্যবিদদের ঝোঁক সম্পূর্ণরূপে ঐ বিশ্বাসের প্রতি নিবদ্ধ ছিল যা বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ ফির্কার (দলের) মাঝে প্রচলিত ছিল।[১]

আমার কাছে মনে হয়েছে অনুসন্ধিৎসু মনোবলের একটা অভাব প্রাচ্যবিদদের মাঝে ছিল। ফলে, তারা প্রচলিত বিশ্বাসের অর্থাৎ 'বুদ্ধ নাস্তিক' এ বদ্ধমূল ধারণার ভেলায় চড়ে স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়েছেন। তারা গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন নি ত্রিপিটকের মূল বা অন্তর্নিহিত বিষয়ে। তারা অনুসন্ধান করে বুঝার চেষ্টা করেন নি যিশুখ্রিষ্টের পাঁচশত বছর আগে আগমনকারী মহামানব গৌতম বুদ্ধকে, তাঁর শিক্ষা ও তাঁর ধর্মকে। খুঁজে বের করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। নতুবা তারা অন্য ক্ষেত্রে (পুরো ত্রিপিটক পালি থেকে জার্মান কিংবা ইংরেজিতে অনুবাদ করা বা করানো) যে পরিশ্রম করেছেন এ ক্ষেত্রে তা করলে এ কাজটা হয়তো অত্যন্ত সফলভাবে করতে পারতেন। তারা আস্তিক বুদ্ধকে ত্রিপিটক থেকেই আবিষ্কার করতে পারতেন।

তারা সম্রাট অশোকের শিলালিপি বা গিরিলিপি বা অনুশাসনে আস্তিকতার কথা পেয়েছেন। ঈশ্বর, জান্নাত, জাহান্নাম ও পরকালের কথা লেখা আছে আবিষ্কার

করেছেন।[২] কিন্তু আজ এটা ভাবতে আমার বড়ই অবাক লাগে! কষ্ট হয়! প্রাচ্যবিদরা এত গভীর বিষয় বুঝার পরও এই সহজ বিষয়টি বুঝতে পারেন নি, আবিষ্কার করতে পারেন নি বুদ্ধের একনিষ্ঠ অনুসারী সম্রাট অশোক এ শিক্ষা পেয়েছিলেন, লাভ করেছিলেন বুদ্ধের শিক্ষা থেকে, ত্রিপিটকের শিক্ষা থেকে। আর এটাকেই তিনি জগতে ছড়িয়েছিলেন।

প্রাচ্যবিদরা এদিকে যদি আরেকটু বেশি দৃষ্টি দিতেন, ত্রিপিটক কিংবা অশোক লিপির আরেকটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, তাহলে তারা গৌতম বুদ্ধকেও ঈশ্বর, জান্নাত, জাহান্নাম ও পরকালে বিশ্বাসী দেখতে পেতেন। তাহলে তাদেরকে অন্যের চশমায় বুদ্ধকে অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত এক মহাপুরুষকে ভাসা ভাসা দেখে নাস্তিক বলে সারা জগতে ছড়ানোর এ জঘন্য কাজটা করতে হতো না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। বিস্তারিত জানার জন্য দেখতে পারেন, পুস্তক- Revelation, Rationality, Knowledge and Truth, by : Mirza Tahir Ahmad, fourth khalifa of Ahmaddiyya Muslim jamat.

২।

অশোক শিলালিপি বা অনুশাসন থেকে আস্তিকতার প্রমাণ
(Evidence of belief in God from Edics of Ashoka)

সম্রাট আশোক এক মহান বৌদ্ধ সম্রাট ছিলেন। যিনি এক বিশাল বৌদ্ধ সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন, যেটা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি বুদ্ধের ২৫০ থেকে ৩০০ বছরের মধ্যেই এসেছিলেন। তাঁর সমকাল ত্রিপিটক সংগ্রহের পূর্বেই ছিল। ত্রিপিটক বুদ্ধের প্রায় ৫০০ বছর পর সংগৃহীত হয়েছিল। তিনিই ছিলেন একমাত্র সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শের সর্বাধিক প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দেন। তিনি বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষাকে সন্দেহাতীতভাবে শিলা বা পাথর খণ্ডে উৎকীর্ণ করে যান। তাঁর বর্ণনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন, যিনি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর সম্রাট অশোক যাকে মহাত্মা বুদ্ধের পর বৌদ্ধধর্মে সবচেয়ে পূজনীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি বলে মান্য করা হয় তিনিও এক-অদ্বিতীয় ঈশ্বর, জান্নাত, জাহান্নাম ও পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এটা তাঁর নির্দেশে নির্মিত ও লিখিত বিভিন্ন প্রস্তর খণ্ডে এবং বস্ত্রখণ্ডের অনুশাসন থেকেই উজ্জ্বল দিবাকরের ন্যায় পরিষ্কার। এখানে আমরা এর কিছুটা নমুনা উপস্থাপন করলাম।

আর্থার লিলি (Arthur Lillie) উল্লেখ করেন জগন্নাথ থেকে বিশ মাইল দূরে কটক নদীর পূর্ব তীরে পারদহলি (Pardohli) নামক শিলাখণ্ড রয়েছে, যার উপর লিখিত আছে,

"আমি পুনরায় এ কথার ওপর বিশ্বাস আরোপ করছি, যে পার্থিব জীবনের বস্তুগুলির প্রতি প্রচণ্ড বাসনা হল অবাধ্যতা। আর এটিও অবাধ্যতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে, একজন রাজকুমার যে পার্থিব প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করার তীব্র আকাঙ্খী অথচ সে স্বর্গ লাভের উত্তরাধিকারী হতে পারে। ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈশ্বর (ওঃধহধ) ওপর বিশ্বাস রেখো, যিনি আনুগত্যের যোগ্য। আমি তোমাদের স্পষ্ট করে দিতে চাই, এ

স্বর্গ লাভের জন্য আনুগত্যের ন্যায় অন্য কোন মাধ্যম নেই। তোমরা সাহস করে এই উপস্থাপনকৃত সম্পদ অর্জন করে নাও।" *(Lillie.A. (1909) India in Primitive Chiristianity. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Londo. p- 85)*

একই লেখকের সপ্তম বস্ত্রখণ্ডে উল্লিখিত আরেকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি-

"দেবানামাপিয়া পিয়াদাসি (উবাধহধসঢ়রুধ চরুধফধংর) এমনটি বলেন, এ মুহূর্ত থেকে আমি ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছি। এবং এমন পথ নির্ধারণ করেছি যার অনুসরণে মানুষ সঠিক পথ বেছে নিবে এবং ইসআনার (ঈশ্বর)-এর প্রশংসা কীর্তন করবে।" (খরষষরব.অ. (১৯০৯) ওহফরধ রহ চৎরসরঃঃরাব ঈযরৎরংঃরধহরঃু. কবমধহ চধঁষ, ঞৎবহপয, ঞঁৎনহবৎ ঈড়. খড়হফড়.ঢ়. ৮৪)

সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকে গৌতম বুদ্ধের একেশ্বরবাদিতার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য অনুশাসনগুলি পালি ভাষায় লেখা। তন্মধ্য হতে নিম্নে দু'টি অনুবাদ তুলে ধরা হলো-

"অপরাধ স্বীকার কর এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনিই মান্যের উপযুক্ত পাত্র- ঈশ্বনামেব মন্যত মান।" (উড়িষ্যার অন্তর্গত ধৌলির প্রথম অনুশাসন)

"আমি পুণ্যক্রিয়া সংস্থাপন করেছি। মানবজাতি তার অনুষ্ঠান করে ধর্মপথে নীত হবে এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবে।" (গবেষক প্রিনসেপ প্রকাশিত, সপ্তম অনুশাসন)

এলাহাবাদ কোশাম্বী স্তম্ভ অনুশাসন এ লেখা আছে- হাজার বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের সম্মেলনে বৌদ্ধধর্মের সারনীতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে অশোক বিবৃতি দিয়ে বলেন-..

"ঈশ্বর সত্য- এ জ্ঞান সব মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে কিন্তু বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে সেই জ্ঞানকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে। কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নেই।" (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১০১)

পরকালে বিশ্বাসের প্রমাণ
(Evidence of belief in the Hereafter)

৬ষ্ঠ মুখ্য শিলানুশাসন এ লিখা আছে-
আমি (আমার) কঠোর পরিশ্রমে এবং কর্মসম্পাদনে কখনও সন্তুষ্ট হই না। সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ সাধন আমার পবিত্র কর্তব্য। আর সে কাজের মূলে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম এবং কার্যসম্পাদন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনের থেকে শ্রেয় কাজ নেই। আমি যত কাজ করি না কেন আমি তা করেছি সমস্ত জীবের কাছে আমার যে ঋণ তা পরিশোধ করার জন্য। তারা যাতে ইহজীবনে সুখ পায় এবং পরজীবনে স্বর্গলাভ করে তার জন্য আমি কাজ করেছি। (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১১২)

নবম মুখ্য শিলানুশাসন এ লিখা আছে- (কালসি লিপি অনুসারে)
কিন্তু 'ধম্ম' -এর মঙ্গলাচরণ সর্বসময়ের জন্য কার্যকর। যদি ইহজীবনে এর উদ্দেশ্য সফল না-ও হয়, পরজীবনে অসীম মঙ্গলবিধায়ক হবে। কিন্তু যদি ইহলোকের উদ্দেশ্য সফল হয় তাহলে উভয়ত লাভ। কারণ এ জীবনে উদ্দেশ্য সফল হল এবং পরজীবনে 'ধম্ম'-মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে তা অনন্ত সুফলদায়ী হল। (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১১৪)

প্রথম স্তম্ভানুশাসন
ধম্ম সম্পর্কে গভীর ভালোবাসা না থাকলে, যথেষ্ট জাগরুক না থাকলে, যথেষ্ট অনুগত না হলে, পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট ভয় না থাকলে এবং চূড়ান্ত শক্তি না থাকলে এ জগতে এবং পরজগতে সুখলাভ দুঃসাধ্য। (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১২৩)

তৃতীয় স্তম্ভানুশাসন
কিন্তু এ সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির এটা দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং ভাবা উচিত,"নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, ক্রোধ, গর্ব, ঈর্ষা- এগুলো প্রকৃতই পাপের জন্ম দেয়। এগুলো যেন আমার পতনের কারণ না হয়।" বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ভাবতে হবে "এই জগতে আমার সুখের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আবার পরজীবনে আমার সুখের জন্য ভালো। (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১২৪)

চতুর্থ স্তম্ভানুশাসন
তারা জানবে কীসে সুখ এবং কীসে দুঃখ এবং যারা ধম্মে ব্রতী তাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামীণ মানুষদের অনুরোধ করে বুঝিয়ে বলবে যাতে তারা ইহলোকে সুখ পেতে পারে এবং পরলোকেও। (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১২৪)

সপ্তম স্তম্ভানুশাসন
আমি এসব করেছি যাতে আমার পুত্র এবং পৌত্র এবং মানুষেরা যতদিন সূর্য-চন্দ্র রয়েছে ততদিন ধম্ম অনুসরণ করে। কারণ এটা (ধম্ম) অনুসরণ করে একজন ইহলোকে এবং পরলোকে লাভবান হয়। (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১২৮)

স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসের প্রমাণ
(Evidence of belief in the Paradise and the Hell)

গিরনার লিপি অনুসারে-
এছাড়াও তারা বলবে: 'দান করা মঙ্গল' কিন্তু এমন কোন উপহার বা অনুগ্রহ নেই যা 'ধম্মে'-র উপহারের সঙ্গে বা 'ধম্মে'-র অনুগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং এটা অবশ্য করণীয় যে বন্ধুরা, সাথীরা, আত্মীয়রা অথবা সহকর্মীরা সমস্ত উপলক্ষে

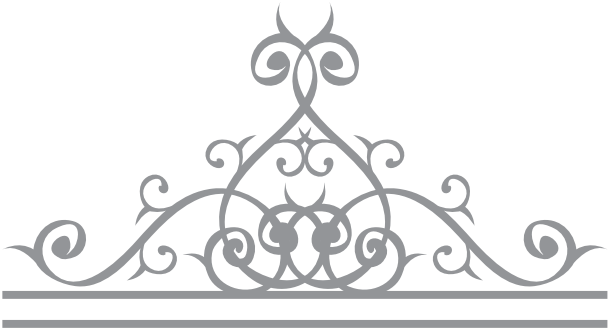
পরস্পরের প্রতি উপদেশ দিয়ে বলবেন: "এমনটি করা উচিত। এর মাধ্যমেই স্বর্গলাভ সম্ভব," আর স্বর্গলাভের থেকে অধিক প্রাপ্তি কী হতে পারে? (মহাবীর সম্রাট অশোক, লেখক- স্বপন মুখোপাধ্যায়, পৃ-১১৪-১১৫)

নবম গিরিলিপি,
দান অতি সাধুকার্য। ..এর দ্বারা স্বর্গের আরাধনা হয়। এর অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কতর্ব্য কি আছে, যেহেতু ইহা দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। (অশোক অনুশাসন, পৃ-৬০, লেখক- বীচারুচন্দ্র বসু ও শ্রীললিতমোহন কর, প্রকাশ- ১৩২২ বাংলা সন)



দ্বিতীয় অধ্যায়

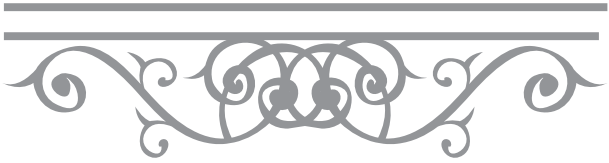
The second chapter



আল কুরআনের শাশ্বত বাণী

আর (স্মরণ কর) আল্লাহ যখন (আহলে কিতাবের কাছ থেকে) সব নবীর (মাধ্যমে এই বলে) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি কিতাব ও প্রজ্ঞার যা-ই তোমাদের দেই, এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী কোন রসুল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে?' তারা বললো, '(নিশ্চয়) আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।'

(আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮১)



দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ শাস্ত্রে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা

[Prophecy regarding the Advent of Hazrat Muhammad (Sa.) in the Buddhist doctrine]

- বুদ্ধগণের ভবিষ্যতেও আগমন হবে
- গৌতম বুদ্ধের পুনর্জন্ম হবে না
- ত্রিপিটকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) (আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা)
- ত্রিপিটকে বর্ণিত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের সময়কাল
- ত্রিপিটকে বর্ণিত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের স্থান
- ত্রিপিটকে বুদ্ধের চেয়ে বড় সত্তা আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী
- হযরত মুহাম্মদ (স.) ও ত্রিপিটকের নরশ্রেষ্ঠ বা নরাসভ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি
- হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যতার প্রমাণ ত্রিপিটকের মানদণ্ডে

বুদ্ধগণের
ভবিষ্যতেও আগমন হবে
[More Buddhas were to come according to prophecy]

গৌতম বুদ্ধই প্রথম ও শেষ বুদ্ধ নন। তাঁর পূর্বেও বুদ্ধরা জগতে এসেছেন, তাঁর পরেও জগতে বুদ্ধরা আসবেন। তিনি যে উৎস থেকে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতে এসেছেন তারাও এই একই উৎস থেকে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতে আসবেন।[১] ভবিষ্যতে তাঁর মত বুদ্ধও আসবেন।[২] তাঁর চেয়ে বড় বুদ্ধও আসবেন।[৩] ত্রিপিটকে এ বিষয়ে অসংখ্য উদ্ধৃতি বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের মত বুদ্ধ আসার বিষয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো।

(i)

পালি:

অথ খো ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবতো চেতসা চেতোপরিবিতক্কমঞ্ঞায। সেয্যথাপি নাম বলবা পুরিসো সমিঞ্জিতং বা বাহং পসারেয্য পসারিতং বা বাহং সমিঞ্জেয্য এবমেব। ব্রহ্মলোকে অন্তরহিতো ভগবতো পুরতো পাতুরহোসি। অথ খো ব্রহ্মা সহম্পতি একংসং উত্তরাসঙ্গং করিত্বা যেন ভগবা তেনঞ্জলিং পনমেত্বা ভগবন্তং এতদবোচ। এবমেতং,ভগবা, এবমেতং, সুগত, যেপি তে, ভন্তে, অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেপি ভগবন্তো ধম্মঞ্ঞেঞ্ঞেব সক্কতা গরুং কত্বা উপনিস্সায বিহরিংসু, যেপি তে, ভন্তে, ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্মুদ্ধা তেপি ভগবন্তো ধম্মঞ্ঞেঞ্ঞেব সক্কত্বা গরুং কত্বা উপনিস্সায বিহরিস্সন্তি। ভগবাপি, ভন্তে, এতরহি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো ধম্মঞ্ঞেঞ্ঞেব সক্কত্বা গরুং কত্বা উপনিস্সায বিহরভূতি। ইদমবোচ ব্রহ্মা সহম্পতি, ইদং বত্বা অথাপরং এতদবোচ। (সংযুক্ত নিকায়, খণ্ড ১২, পঠমোভাগো, ব্রহ্মসংযুত্তং, পঠমবগ্গো, গারবসুত্তং, সূত্র-১৭৩, পৃ-১১৬,১১৭)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then, having known with his own mind the reflection in the Blessed One's mind, just as quickly as a strong man might extend his

drawn-in arm or draw in his extended arm, Brahma Sahampati disappeared from the brahmti world and reappeared before the One. He arranged his upper robe over one shoulder, raised his joined hands in reverential salutation towards the Blessed One, and said to him: "So it is, Blessed One! So it is, Fortunate One! Venerable sir, those who were the Arahants, the Perfectly Enlightened Ones in the past-those Blessed Ones too honoured, respected, and dwelt in dependence just on the Dhamrna itself. Those who will be the Arahants, the Perfectly Enlightened Ones in the future-those Blessed Ones too will honour, respect, and dwell in dependence just on the Dhamma itself. Let the Blessed One too, who is at present the Arahant, the Perfectly Enlightened One, honour, respect, and . dwell in dependence just on the Dhamma itself." *[Samyutta Nikaya, par-1, 6 Bvahrnasamyutta Connected Discourses with Brahmas-the first subchapter (the request) 2 (2) Reverence, page-234,235]*

evsjv Abyev`:

ব্রহ্মা সহম্পতি নিজের চিত্ত দিয়ে ভগবানের মনের চিন্তা অবগত হয়ে বলবান ব্যক্তি যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে তেমনি (ক্ষিপ্রভাবে) ব্রহ্ম লোক থেকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন এবং উত্তরীয়ে একাংশ আবৃত করে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানকে বললেন "ভগবান! সুগত! এ এমনিই, এ এমনিই! ভদন্ত, অতীত কালে যে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ ছিলেন, তাঁরাও ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করেছিলেন, অনাগত কালে যে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ আবির্ভূত হবেন, তাঁরাও ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করবেন; ভগবান! ভদন্ত, বর্তমান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ (আপনিও) ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করুন।" একথা বলে ব্রহ্ম সহম্পতি আবার গাথায় বললেন--(ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, সগাথক বর্গ, ব্রহ্মা সংযুক্ত, প্রথম বর্গ, ২ গারব সুত্ত, পৃ- ৮৯-৯০)

(ii)

পালি:

যে তে, ভন্তে, অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো পঞ্চ নীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্ঞায দুব্বলীকরণে চতূসু সতিপট্ঠানেসু

সুপতিট্ঠিতচিত্তা সত্তবোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিংসু। যেপি তে, ভন্তে, ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো পঞ্চ নীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্ঞায দুব্বলীকরণে চতূসু সতিপট্ঠানেসু সুপতিট্ঠিচিত্তা সত্ত বোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিস্সন্তি। ভগবাপি, ভন্তে, এতরহি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো পঞ্চ নীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্ঞায দুব্বলীকরণে চতূসু সতিপট্ঠানেসু সুপতিট্ঠিতচিত্তো সত্ত বোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধো'তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, মহাপরিনিব্বানসুত্তং, সূত্র- ১৪৬, পৃ ৫৭)

ইংরেজি অনুবাদ:

All those Arahant Buddhas of the past attained to supreme enlightenment by abandoning the five hindrances, defilements of mind that weaken the understanding, having firmly established the four foundations of mindfulness in their minds, and realised the seven factors of enlightenment as they really are. All the Arahant Buddhas of the future will do likewise, and you, Lord, who are now the Arahant, fully-enlightened Buddha, have done the same.' *(Dighaya Nikaya, 2nd part, Mahhaparinibbana Sutta, Ch:1.17, page-235)*

বাংলা অনুবাদ:

আমি জানি অতীতের বুদ্ধগণ সকলেই চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞাদুর্বলকারী পঞ্চনীবরণ পরিহার করিয়া, চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থানে চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথারূপে অনুশীলনপূর্বক অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাহারা সকলেই ঐ একই মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমানে ভগবানও ঐ মার্গই অবলম্বন করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, প্রথম অধ্যায়, সূত্র-১৭, পৃ-৫৮)

(iii)

পালি:

ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অঞ্ঞে সমণা বা ব্রাহ্মণা বা ভগবতা সমসমা সম্বোধিয'ন্তি, এবং পুট্ঠো অহং, ভন্তে, এব'ন্তি বদেয্যং। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, সম্পসাদনীযসুত্তং, সূত্র ১৬১, পৃষ্ঠা ৭৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

will there be in future times other recluses or brahmins equal to the Exalted One, in the matter of Enlightenment? I should say Yea. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Sampasadaniya Suttanta, Ch: 19, page-108)*

বাংলা অনুবাদ:

ভবিষ্যতে ঐ বিষয়ে (সম্বোধি সম্বন্ধে) ভগবানের সদৃশ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ হইবেন কি? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব "হইবেন।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত, সূত্র-২০, পৃ-৯৭)

অর্থাৎ ভবিষ্যতেও বুদ্ধগণের আগমন হবে। এটা এক চলমান প্রক্রিয়া, এ বিষয়ে ত্রিপিটকে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১।

(এক)

অথ খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি– যেপি তে, ভিক্খবে, অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপ্পরমাযেব উপট্ঠাকা অহেসুং, সেয্যথাপি মযহং আনন্দো। যেপি তে, ভিক্খবে, ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহোন্ত সম্মাসম্বুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপ্পরমাযেব উপট্ঠাকা ভবিস্সন্তি, যেসয্যথাপি মযহং আনন্দো। পণ্ডিতো, ভিক্খবে, আনন্দো; মেধাবী, ভিক্খবে, আনন্দো। জানাতি অযং কালো তথাগতং দস্সনায উপসঙ্কমিতুং ভিক্খূনং, অযং কালো ভিক্খুনীনং, অযং কালো উপাসকানং, অযং কালো উপাসিকানং, অযং কালো রঞ্ঞো রাজমাহমত্তানং তিত্থিযানং তিত্থিযসাবকান'ন্তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, মহাপরিনিব্বানসুত্তং, সূত্র- ২০৮, পৃ - ৯৭)

Then the Lord addressed the monks: 'Monks, all those who were Arahant fully-enlightened Buddhas in the past have had just such a chief attendant as Ananda, *(Dighaya Nikaya, 2nd part, Mahhaparinibbana Sutta, Ch:5.15, page-265)*

তৎপরে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন:
'ভিক্ষুগণ, আনন্দ, যেরূপ আমার পরম ভক্ত উপস্থাপক, সেইরূপ অতীত কালে যাঁহারা অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল ভগবানেরও পরম ভক্ত উপস্থাপক ছিল। ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, ঐ সকল ভগবানেরও আনন্দেরই ন্যায় উপস্থাপক লাভ হইবে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, পঞ্চম অধ্যায়, সূত্র-১৫, পৃ-৯৮)

(দুই)

যেপি তে, ভন্তে, ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহোন্ত সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো পঞ্চ নীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্ঞায দুব্বলীকরণে চতূসু সতিপট। টানেসু সুপ্পতিট্ঠিতচিত্তা, সত্ত সম্বোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিস্সন্তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, সম্পসাদনীযসুত্তং, সূত্র-১৪৩, পৃষ্ঠা-৬৭)

They who in the long ages of the future will be Arahants, Supremely Awakened Ones, will do likewise. And the Exalted One too, who now, lord, is Arahant Supremely Awakened, he too hath done likewise. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Sampasadaniya Suttanta, Ch: 2, page-96-97)*

যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন তাঁহারাও ঐরূপেই সম্যক সম্বোধি লাভ করিবেন। এইক্ষণে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, তিনিও ঐরূপেই সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত, সূত্র-২, পৃ-৮৮)

(তিন)

যেপি তে, ভন্তে, ভবিসসন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সব্বে তে ভগবন্তো পঞ্চ নীবরণে পহায, চেতসো উপক্কিলেস পঞঞায দুব্বলীকরণে, চতুসু সতিপটঠানেসু সুপ্পতিটিঠতচিত্তা, সত্ত বোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা, অনত্তরং সম্মা-সম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিসসন্তি। ভগবাপি, ভন্তে , এতরহি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো পঞ্চ নীবরণে পহায, চেতসো উপক্কিলেসে পঞঞায দুব্বলীকরণে, চতূসু সতিপটঠানেসু সুপ্পতিটিঠতচিত্তো, সত্ত বোজ্ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা, অনুত্তরং সম্মাসম্বুধিং অভিসম্বুদ্ধোতি। (সংযুক্ত নিকায়, খণ্ড ১৫, নালন্দবগ্গো, নালন্দসুত্তং, সূত্র-৩৭৮, পৃ-১১৪,১১৫)

"I do not have, venerable sir, any knowledge encompassing the minds of the Arahants, the Perfectly Enlightened Ones of the past, the future, and the present, but still I have understood this by inference from the Dhamma.l54 Suppose, venerable sir, a king had a frontier city with strong ramparts, walls, and arches, and with a single gate. The gatekeeper posted there would be wise competent, and intelligent; one who keeps out strangers and admits acquaintances. While he is walking along the path that encircles the city he would not see a cleft or an opening in the walls even big enough for a cat to slip through. He might think: 'Whatever large creatures enter or leave this city, all enter and leave through this one gate.'

(Samyutta Nikaya, 5th part, -Satipatthanasamyutta-II, Nalanda- 12 (2), page-1641)

ভন্তে! 'সুদূর ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, সে সকল ভগবান পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর

সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করবেন। এবং বর্তমানে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধও পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন।" (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, মহাবর্গ, স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত, নালন্দা বর্গ, (২) নালন্দা সূত্র, সূত্র-৩৭৮.৬, পৃ- ১৯৩)

(চার)

নযিদং, ভিক্খবে, ব্রহ্মচরিযং বুস্সতি জনকুহনত্থং, ন জনলপনত্থং, ন লাভসক্কারসিলোকানিসংত্থং, ন ইতিবাদপ্পমোক্খানিসংসত্থং, ন ইতি মং জনো জানাতূ'তি। অথ খো ইদং, ভিকখবে ব্রহ্মচরিযং বুস্সতি সংবরত্থং পহানত্থং বিরাগত্থং নিরোধত্থ'ন্তি।

(অঙ্গুত্তরনিকাযো (২য় খণ্ড), ৩.উরুবেলবগ্গ-১। ব্রহ্মচরিযসুত্তং-২৫, পৃ-২৩,২৪)

এভাবে ভিক্ষুগণ! দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত বিষয়ে আগের বুদ্ধগণ যেরূপ, অনাগত বুদ্ধগণও সেরূপ। এ হতে অন্যতর অধিকতর উৎকৃষ্ট নয় বলে আমি বলি।" (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ নিপাত, উরুবেল বর্গ, কালকারাম সূত্র, সূত্র-২৪, পৃ-৫৭)

(পাঁচ)

"ভিক্ষুগণ, এমন পরিবিতর্কে আমার এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল যে, আমার শীলস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শীলসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার সমাধিস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধিসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার বিমুক্তিস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিমুক্তিসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।"

"ভিক্ষুগণ, এ কারণে আমার এরূপ উদয় হয়েছিল যে 'তাহলে এখন যে ধর্ম আমার উপলব্ধ হয়েছে, আমি সেই ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি'।" অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা আমার চিত্ত পরিবিতর্ক জানতে পেরে যেমন কোনো বলবান পুরুষ মুহূর্তের মধ্যে সংকুচিত বাহু প্রসারিত অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে ঠিক তেমন সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আর উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে দক্ষিণ জানুমণ্ডল ভূমিতে স্পর্শ করে আমাকে কৃতাঞ্জলিপূর্ণ প্রণাম করে এরূপ বললেন, "প্রভু ভগবান, আপনি এরূপ করুন; সুগত, আপনি এরূপ করুন। ভন্তে, অতীতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ যেভাবে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করেছিলেন, ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ যেভাবে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করবেন; আপনিও তাঁদের মতন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হয়ে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করুন।" সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর এ গাথা উচ্চারণ করলেন :

"অতীত আর অনাগতের বুদ্ধগণ প্রত্যেকে,
সম্বুদ্ধ প্রাপ্ত হলেন বহুজনের শোক নাশে।
গুরু মেনে সদ্ধর্মে সবে ছিলেন বিহার-বিচরণে,
বুদ্ধগণের ধর্মতা ইহা এ মতো অবস্থানে।
আত্মপ্রেম সাথে নিয়ে মহৎ আকাঙ্ক্ষায়,
অগ্রসর হোন প্রভু, বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠায়।"

"ভিক্ষুগণ, সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলার পর আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ শেষে তথা হতে অন্তর্ধান হন। অতঃপর আমি ব্রহ্মার সেই প্রার্থনা জ্ঞাত হয়ে, যে-ধর্ম আমার উপলব্ধ হয়েছে সেই ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করেছি। এ হেতুতে সঙ্ঘ ধর্মগুণ মহত্ত্বতায় সমন্বিত হলে আমার এবং সঙ্ঘের উভয়েরই গৌরব হয়।" [(প্রথম সূত্র) (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ নিপাত, উরুবেল বর্গ, পঠম উরুবেল সূত্র, সূত্র-২১, পৃ-৫৩-৫৪)]

২।

(এক)

বেস্সবণং মহারাজানং এতদবোচ– তং কিং মঞ্ঞতি ভবং বেস্সবণো মাহারাজা অথীতম্পি অদ্ধানং অবরূপো উলারো সত্থা অহোসি, এবরুপং উলারং ধম্মক্খানং, এবরূপা উলারা বিসেসাধিগমা পঞ্ঞাযিংসু। অনাগতম্পি অদ্ধানং এবরুপো উলারো সত্থা ভবিস্সতি, এবরুপং উলারং ধম্মক্খানং, এবরুপা উলারা বিসেসাধিগমা পঞ্ঞাযিস্সন্তী'তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, জনবসভসুত্তং, সূত্র-২৯১, পৃ-১৪২)

Then Brahma Sanankumara, reading King Vessavana's mind, said to him: 'What do you think, King Vessavana? There has been such a glorious Teacher in the past, and such a proclamation, and such paths made known, and there will be again in the future." *(Dighaya Nikaya, 2nd part, Janavasabha Sutta, Ch-28, page-300)*

'মহারাজ বৈশ্রবণ! আপনি কি মনে করেন? অতীতকালেও এরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও এইরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইবে, এইরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইবে।' (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, জনবসভ সুত্তন্ত, সূত্র-২৮, পৃ-১৪৩)

(দুই)

সম্মুখা মেতং, আবুসো, ভগবতো সুতং, সম্মুখা পটিগ্গহিতং– ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা মযা সমসমা সম্বোধিযন্তি। সম্মুখা মেতং, আবুসো, ভগবতো সুতং সম্মুখা পটিগ্গহিতং– অট্ঠানমেতং অনবকাসো যং একিস্সা লোকধাতুযা দ্বে অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা অপুব্বাং অচরিমং উপ্পজ্জেয্যুং, নেতং ঠানং বিজ্জতী'তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, সম্পসাদনীযসুত্তং, সূত্র-১৬১, পৃষ্ঠা-৭৬)

In the presence of the Exalted One have I heard him say and from him have received, that, whereas in times gone by and in future times there have been, and will be other Supreme Buddhas equal to himself in the matter of Enlightenment, yet that in one and the same world-system there should arise two Arahants Buddhas Supreme, the one neither before nor after the other: —that is impossible and unprecedented. That cannot be. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Sampasadaniya Suttanta, Ch-19, page-108-109)*

এইরূপেই আমি ভগবানের নিবট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি: 'ভবিষ্যতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধগণ হইবেন।' এইরূপেই আমি ভগবানের

নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি: 'একই জগতে একই সময়ে যে দুইজন অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন ইহা অসম্ভব, এইরূপ ঘটনার অবকাশ নাই।' (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত, সূত্র-২০, পৃ-৯৭)

(তিন)

যে হি তে, ভিকখবে, অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপ্পরমংযেব সাবকযুগং অহোসি- সেয্যথাপি মযহং সারিপুত্তমোগ্গল্লানা। যেপি তে, ভিকখবে, ভবিসসন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপ্পরমংযেব সাবকযুগং ভবিসসতি-সেয্যথাপি মযহং সারিপুত্তমোগ্গল্লানা। (সংযুক্ত নিকায়, খণ্ড ১৫, নালন্দবগ্গো, উক্কচেলসুত্তং, সূত্র-৩৮০, পৃ-১১৭)

"The Arahants, the Perfectly Enlightened Ones, who arose in the past also had just such a supreme pair of disciples as I had in Sariputta and Moggallana. The Arahants, the Perfectly Enlightened Ones, who will arise in the future will also have just such a supreme pair of disciples as I had in Sariputta and Moggallana.
(Samyutta Nikaya, 5th part -Satipatthanasamyutta- II.Nalanda-14 (4) Ukkacela, page-1644)

ভিক্ষুগণ! আমার যেমন শারিপুত্র-মৌদগলায়নের ন্যায় শিষ্য ছিল, সেরূপ সুদূর অতীতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ ছিলেন, সে সকল ভগবানগণেরও শ্রেষ্ঠ শ্রাবক যুগল ছিল। আমার যেমন শারিপুত্র-মৌদগলায়নের ন্যায় শিষ্য ছিল, সেরূপই সুদূর ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ হবেন, সে সকল ভগবানগণেরও শ্রেষ্ঠ শ্রাবক যুগল হবে। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, মহাবর্গ, স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত, নালন্দা বর্গ, (৪) উক্কচেল সূত্র, সূত্র-৩৮০.২, পৃ- ১৯৫)

(চার)

নহেতে এত্তকায়েব বুদ্ধ-ধর্মা ভবসিসরে,
অঞেপি বিচিনিসসামি য়ে ধম্মা বোধি পাচনা।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, সুমেধপথ্থনা কথা, সূত্র-১২৫, পৃষ্ঠা- ১৬)

But not these few only can be the Buddha things, I will Examine other things too That are maturing for awakening. (Buddhavamsa, The Account of Sumedha , sutra -126 , Page- 20)

অনুবাদ: বুদ্ধত্ব সাধকধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, আরও বুদ্ধত্ব লাভের হেতু- ভূত ধর্ম পরীক্ষা করিব। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দীপঙ্কর-বুদ্ধ, সূত্র -১২৫, পৃ-৪৫)

(পাঁচ)

এবং পুট্ঠো অহং, ভন্তে, এবং ব্যাকরেয্যং– অহোসাহং অতীতমদ্ধানং, নাহং ন অহোসিং; ভবিস্সামহং অনাগতমদ্ধানং, নাহং ন ভবিস্সামি; অথাহং এতরহি, নাহং নত্থী'তি। এবং পুট্ঠো অহং, ভন্তে, এবং ব্যাকরেয্য'ন্তি। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড,সীলক্খন্ধবগ্গপালি, পোঁঠপাদসুত্তং-৪৩৮, পৃ-১৪২)

I shall be in the future, and not not; *(Dighaya Nikaya, 1st part, Potthapada Sutta-Ch-49, page-262)*

আমি ভবিষ্যতে হইব, আমি যে হইব না তাহা নহে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, পোঁঠপাদ সূত্র, ত্রিবিধ আত্ম প্রতিলাভ, সূত্র-৪৩৮, পৃ-১৯৮)

৩। এই বইয়ের ২৪৩-২৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গৌতম বুদ্ধের পুনর্জন্ম হবে না

[Gutama Buddha will not in camate physically]

কেউ বলতে পারেন, ভাবতে পারেন হয়তো গৌতম বুদ্ধ নিজেই আসবেন। ভবিষ্যত বুদ্ধ হিসেবে তাঁর পুনর্জন্ম হবে। কিন্তু বুদ্ধের বাণী এটাকে সমর্থন করে না। বরং স্পষ্ট বলা আছে তাঁর পুনর্জন্ম হবে না।

(i)

পালি:

"যাবকীবঞ্চহং, আনন্দ, ইমা নব অনুপুব্ববিহারসমাপত্তিযো ন এবং অনুলোমপটিলোমং সমাপজ্জিম্পি বট্ঠহিম্পি, নেব তাবাহং, আনন্দ, সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধে'তি পচ্চঞ্ঞাসিং। যতো চ খো অহং, আনন্দ, ইমা নব অনুপুব্ববিহারসমাপত্তিযো এবং অনুলোমপটিলোমং সমাপজ্জিম্পি বুট্ঠহিম্পি, অথাহং, আনন্দ, সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্মণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধো'তি পচ্চঞ্ঞাসিং। ঞাণঞ্চ পন মে দস্সনং উদপাদি- অকুপ্পা মে চেতোবিমুত্ত, অযমন্তিমা জাতি, নত্থি দানি পুনব্ভবো'তি। (সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি দুতিযপন্নোসকং, মহাবগ্গো তপুস্সসুত্তং, পৃ-৩০০, সূত্র-৪১)

ইংরেজি অনুবাদ:

"So long, Ananda, as I did not attain and emerge from these nine attainments of progressive dwellings in direct order and reverse order, I did not claim to have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment in this world with its devas, Mara, and Brahma, in this population with its ascetics and brahmins, its devas and humans. But when I attained and emerged from these nine.attainments of progressive dwellings in direct order and reverse order, then I claimed to have awakened to the unsurpassed perfect.enlightenment in this world with... its devas and humans. The knowledge and vision arose in me:

'Unshakable is my liberation of mind; this is my last birth; now there is no more renewed existence. *(Anguttor nikaya, The Book of The Nine, First Fifty, The Great chapter, Tapussa, Sutra-41, Page-1318)*

বাংলা অনুবাদ:
যাবৎ হে আনন্দ! এই নব অনুপূর্ব বিহার অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে আমি প্রাপ্ত হই নি, তাবৎ হে আনন্দ! কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ, ব্রহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে আমি অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করি নি। কিন্তু যখন হে আনন্দ! এই নব অনুপূর্ব বিহার অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে আমি প্রাপ্ত হই, তখনই দেবলোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে আমি অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করি। তখন আমার এরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়: "আমার বিমুক্তি অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই।" (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, নবম নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, মহা বর্গ, তপস্যু সূত্র, সূত্র-৪১.১৩, পৃ-৪২৫)

(ii)

পালি:
যাবকীবঞ্চহং, ভিকখবে, এবং লোকসস অসসাদঞ্চ অসসাদতো আদীনবঞ্চ আদীনবতো নিসসরণঞ্চ নিসসরণতো যথাভুতং নাবভঞঞাসিং, নেব তাবাহং, ভিকখবে, সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সসসমণব্রহ্মণিযা পজায সদেবমনুসসায অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বোতি পচ্চঞঞাসিং। যতো চ খ্বাহং, ভিকখবে, এবং লোকসস অসসাদঞ্চ অসসাদতো আদীনবঞ্চ আদীনবতো নিসসরনঞ্চ নিসসরণতো যথাভূতং অবভঞঞাসিং, অথাহং, ভিকখবে, সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সসসমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুসসায অনুত্তরং সম্মসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধোতি পচ্চঞঞাসিং। ঞাণঞ্চ পন মে দসসনং উদপাদি। অকুপ্পা মে বিমুত্তি, অযমন্তিমা জাতি, নথি দানি পুনবভবোতি। (অঙ্গুত্তর নিকায়, পথমভাগ, খণ্ড-১৬, সম্বোধবগ্গো, সূত্র-১০৪, পৃ-২১৫,২১৬)

ইংরেজি অনুবাদ:
"Bhikkhus,
(1) I teach the Dhamma through direct knowledge, not without direct knowledge.

(2) I teach the Dham ma with a basis, not without.a basis.

(3) I teach the Dham ma that is antidotal, not one without antidotes. Since I teach the Dhamma through direct knowledge, not without direct knowledge; since I teach the Dhamm a with a basis, not without a basis; since I teach the Dham ma that is antidotal, not one without antidotes, my exhortation should be acted upon, my instructions should be acted upon. It is enough for you to rejoice, enough for you to be elated, enough for you to be joyful: T h e Blessed One is perfectly enlightened! The Dhamma is well expounded by the Blessed Qne! The Sarigha is practicing the good path!'" This is what the Blessed One said. Elated, those bhikkhus delighted in the Blessed One's statement. And while this discourse was being spoken, the thousandfold world "system shook.

(Anguttar nikaya, The Book of the threes –III, Bharandu- Sutta -125, page-355)

বাংলা অনুবাদ:

ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ, তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি নাই তাবৎ হে ভিক্ষুগণ, আমি দেবসহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখনই আমি জগতের সন্তুষ্টি, দুঃখ ও তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি তখনই হে ভিক্ষুগণ, আমি দেবসহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইল: আমার এই অর্হত্ত্বফল বিমুক্তি অকোপিত, এই আমার অন্তিম জন্ম, এখন হইতে আমার আর পুনর্জন্ম নাই। [ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তিক নিপাত, ১১শ অধ্যায়- সম্বোধি (বোধিজ্ঞান লাভ) বর্গ, সূত্র-১০১(খ), পৃ-২০৬]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে সাব্যস্ত গৌতম বুদ্ধ জন্ম-মৃত্যুর বাধন মুক্ত হওয়ায় তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না।[১] জগতে আড়াই হাজার বছর আগে কপিলাবস্তুর তাঁর জন্মই প্রথম ও শেষ জন্ম ছিল। তাই পরে যেসব বুদ্ধ আসবেন তাঁরা কপিলাবস্তুর গৌতম বুদ্ধ নন। তাঁরা অন্য বুদ্ধ হবেন। অন্য মহাপুরুষ হবেন। যাঁদের কথা মহাত্মা গৌতম বলে গেছেন। তাই, বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের, মান্যকারীদের তাঁদের অনুসন্ধান করা উচিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

১। (এক)

হে ভিক্ষুগণ! যখন চতুরার্য্য সত্যে ত্রিপরিবর্ত্ত (সত্যজ্ঞান, কৃত্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞান) দ্বাদশাকারবিশিষ্ট যথার্থ জ্ঞান সুবিশুদ্ধ হয় তখনই আমি দেবলোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি। তখন আমার এইরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়ঃ 'আমার বিমুক্তি অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই। [ত্রিপিটক, মহাবর্গ, মহাস্কন্ধ, (৬) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, পৃ-৫০]

(দুই)

নো চো আসবানং খযং পাপুণাতি, তেনেব ধম্মরাগেন তায ধম্মনন্দিযা পঞ্চন্নং ওরম্ভাগিযানং সংযোজনানং পরিক্খযা ওপপাতিকো হোতি তত্থ পরিনিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, গহপতিবগ্গো, অট্ঠকনাগরসুত্তং, শ্লাক-১৯, প-১১)

1. But if he does not attain the destruction of the taints, then because of that desire for the Dhamma, that delight in the phamma,553 with the destruction of the five lower fetters he becomes one due to reappear spontaneously [in the Pure Abodes] and there attain final Nibbana without ever returning from that world. *(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on householders, The Man from Atthakanagara, Sutra-4, p - 455)*

যদি আস্রবের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি সেই শমথ-ধর্মানুরাগ ও বিদর্শন-ধর্মানন্দ দ্বারা পঞ্চবিধ অবরভাগীয় (নিম্তরের) সংযোজন ক্ষয় করিয়া উপপাতিক (অ-যোনিসম্ভব) হন, তথায় (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনিব্বান লাভ করেন, সেই লোক হইতে তাঁহাকে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না।" (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, গৃহপতি বর্গ, অট্টক নাগর সূত্র-২/১/২, সূত্র-৫২/১৯, পৃ-৫৪)

(তিন)

"পুন চপরং, আনন্দ ভিক্খু বিতক্কবিচারানং ব্দ্ধপসমা ..পে.. দুতিযং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি..ততিযং ঝানং .. চতুত্থং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি। সো যদেব তত্থ হোতি রুপগতং বেদনাগতং সঞ্ঞাগতং সঙ্খারগতং বিঞ্ঞাণগতং..

অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। অযম্পি খো, আনন্দ, মগ্গো অযং পটিপদা পঞ্চন্নং ওরম্ভাগিযাতং সংযোজনানং পহানায। (ভিক্খুবগ্গো, মহামালুক্যসুত্তং, পৃ-৮৪, সূত্র-১৩৩)

He becomes one due to reappear spontaneously [in the Pure Abodes] and there attain final Nibbana without ever returning from that world. This is the path, the way to the abandoning of the five lower fetters. *(Majjhima Nikaya, Part 2, The division on bhkkhus, Mahamalunkyaputta Sutta, Sutta- 15, Page-541)*

তিনি তথায় শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকে পরিনির্বাণ লাভ করেন, সেই লোক হইতে তাঁহাকে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না। আনন্দ! ইহাই মার্গ আর ইহার পন্থা, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের প্রহাণের নিমিত্ত"। (ত্রিপিটক, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যম পঞ্চাশ সূত্র, ভিক্ষু বর্গ, মহামালুক্য সূত্র-২/২/৪, সূত্র-৬৪/১৩৩, পৃ-১১৯)

জন্মমৃত্যুর বন্ধন মুক্ত
অচ্ছেচ্ছি তণহং ইধ নামরূপে, (ইতি ভগবা)
কণ্হস্স সোতং দীঘরত্তানুসযিতং;
অতারি জাতিং মরণং অসেসং, ইচ্চব্রবী ভগবা পঞ্চসেট্ঠো।
(সুত্তনিপাত, চূলবগ্গো, নিগ্রোধকপ্পসুত্তং, পৃষ্ঠা-৩৯, সূত্র-৩৫৭)

Craving he cut for mind and body both—craving's stream that long had lain within him;completely he has crossed beyond all birth and death—So the Blessed One spoke, the Fore before the Five. (SuttaNipata, The Minor Chapter, vagisa's questions, Sutta-358[2.12]), page-126)

অনুবাদ: ভগবান বলিলেন- "এই জগতে তিনি নামরূপ তৃষ্ণা এবং চিরসুপ্ত কহ্নের স্রোতের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, জন্ম-মৃত্যু হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়াছেন।" পঞ্চশ্রেষ্ঠ ভগবান এইরূপ বলিলেন। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, চুল বগ্গ-ক্ষুদ্র বর্গ, নিগ্রোধকম্প (বঙগীস) সুত্তং, সূত্র- ১৩/৩৫০, পৃ-৯৫)

ত্রিপিটকে
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)
(আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা)
[The Advent of Hazrat Muhammad (Sa.) according to Tipitaka]

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ইসলামের নবী। সমস্ত বিশ্ববাসীর হেদায়তের জন্য তাঁর (স.) আগমন হয়েছিল। তাঁর দাবি হল বিশ্বনবী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ নবী হওয়ার। এমন দাবি অন্য কোন নবী বা অবতারের নেই। শুধু দাবিই নয়, তাঁর (স.) আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সব ধর্মের গ্রন্থেই বিদ্যমান ছিল। ত্রিপিটকও এর ব্যতিক্রম নয়। ত্রিপিটকে 'মুহাম্মদ' নাম সরাসরি না থাকলেও সমার্থক নাম বা শব্দ এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমন সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই রয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর পরে আগমনকারী একাধিক বুদ্ধের সংবাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন বুদ্ধের এমন কিছু বিশেষণ, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যা অন্য কোন বুদ্ধের ক্ষেত্রে বলেন নি। আর এই বর্ণনাগুলো কেবলমাত্র আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুবহু মিলে। অর্থাৎ দুইয়ে দুইয়ে চারের মত মহানবী (স.)-এর ক্ষেত্রে এগুলো সাব্যস্ত হয়। সত্যান্বেষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ অধ্যায়ে আমরা এগুলো উপস্থাপন করতে চাই।

(এক)

মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের সময়কাল

[The time of the Advent of Hazrat Muhammad (Sa.)]

গৌতম বুদ্ধ বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা মানব কায়া অতিক্রম করে দেখতে পান পাঁচশত বছর পর তিনি আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হবেন। অর্থাৎ পাঁচশত বছর পর্যন্ত তাঁর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা অটল, বিশুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এটা দেখে তিনি শোকে মুহ্যমান হন। বলা হয়েছে-

পালি:

দিস্বানহং বস্সসতানি পঞ্চ
অস্মিং বিমানে ঠত্বান তাতা,
আয়ুক্খযা পুঞক্খযা চবিস্সং
তেনেব সোকেন পমুচ্ছিতোস্মি'ন্তি।
(বিমানবত্থুপালি, খণ্ড-১১, সূত্র-১২৬১, পৃ-৮৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

O boy! I am suffering in grief knowing that I will depert this place after five hundred years according to the divine counting, losing all my life-span and my noble deeds.

বাংলা অনুবাদ:

হে তাত, আমি দিব্যগণনার পাঁচশত বৎসর এই বিমানে অবস্থান করিয়া, আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া, সেই শোকে মুহ্যমান হইতেছি।' (ত্রিপিটক, বিমানবত্থু, সেরিস্সক বিমান, ৭.১০, সূত্র-৩৪, পৃ-৭৭ ও পেতবত্থু, একাদশ খণ্ড, পৃ-৯৯২, সূত্র-৩৪)

অর্থাৎ, স্পষ্ট কথা পাঁচশত বছর পর বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি হবে। আবার ত্রিপিটকের বহু জায়গায় উল্লেখ রয়েছে, বুদ্ধ বলেছেন- 'তাঁর শিক্ষা বা ধর্ম এক সহস্র বা এক হাজার বছর পর্যন্ত অটল থাকবে।'[১]

এখন কেউ ভাবতে পারেন, বুদ্ধ তাঁর ধর্মের বিশুদ্ধতা হারানোর সময়সীমা 'পাঁচশত' ও 'এক হাজার' বছর বলেছেন। দু'টি সময়সীমার কথা উল্লেখ করেছেন। তাহলে,

এর মাঝে কোনটি সঠিক? আমাদের উত্তর হলো দু'টিই সঠিক। দু'টিই বুদ্ধ বচন। এর মাঝে কোন সবিরোধও নেই। শুধু একটু সমন্বয় করে নিতে হবে।

আর তা হলো, মহিলাদেরকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করার আগে বুদ্ধ বলেছেন তাঁর ধর্ম হাজার বছর বিশুদ্ধ থাকবে। প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বার বার আবেদনের প্রেক্ষিতে আনন্দের অনুরোধে মহিলাদের যখন সঙ্ঘভুক্তি করা হল তখন গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে সম্মোধন করে বললেন, মহিলাদের সঙ্ঘে নেয়ায় এখন মাত্র পাঁচশত বছর তাঁর ধর্ম বিশুদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ মহিলাদের সঙ্ঘে না নিলে এক হাজার বছর বৌদ্ধধর্ম বিশুদ্ধ থাকতো, প্রতিষ্ঠিত থাকতো। এখন যেহেতু মহিলাদের সঙ্ঘে নেয়া হয়েছে তাই বৌদ্ধধর্ম পাঁচশত বছর বিশুদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:

"সচে, আনন্দ, নালভিস্‌স মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্মবিনযে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজ্জং, চিরট্‌ঠিতিকং, আনন্দ, ব্রহ্মচরিযং অভবিস্‌স, বস্‌সসহস্‌সমেব সদ্ধম্মো তিট্‌ঠেয্য। যতো চ খো, আনন্দ, মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্মবিনযে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজিতো, ন দানি, আনন্দ, ব্রহ্মচরিযং চিরট্‌ঠিতিকং ভবিস্‌সতি। পঞ্চেব দানি, আনন্দ, বস্‌সসতানি সদ্ধম্মো ঠস্‌সতি। (সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি দুতিযপন্নোসকং, গোতমীবগ্গো, গোতমীসুত্তং, সূত্র-৫১, পৃ-১৮৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then the Venerable Ananda approached the Blessed One, paid hom age to him, sat down to one side, and said: "Bhante, Mahapajapati Gotaml has accepted the eight principles of respect as things not to be transgressed as long as life lasts." "If, Ananda, women had not obtained the going forth from the household life into homelessness in the Dham m a and discipline proclaim ed by the Tathagata, the spiritual life w ould have been of long duration; the good Dhamma w ould have stood firm even for a thousand years. However, Ananda, because wom en have gone forth from the household life into homelessness in the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata, now the

spiritual life will not be of long duration; the good Dhamma will last only five hundred years. *(Anguttor nikaya,The Book of The Eight, second Fifty, Gotami, Sutta -51, Page-1091-92)*

বাংলা অনুবাদ:
অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করতঃ একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলেন: 'ভন্তে ভগবান! মহাপ্রজাপতি গৌতমী অষ্টগুরুধর্ম আজীবন অলংঘনীয় হিসাবে মেনে নিয়েছেন।' 'আনন্দ! মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হলে জগতে সুদীর্ঘকাল শাস্তা শাসন স্থায়ী হতো। সহস্র বৎসর সদ্ধর্ম সুনির্মল ও সুবিশুদ্ধ থাকতো। যেহেতু আনন্দ! মাতৃজাতি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করল, সে কারণে আনন্দ! এখন ব্রহ্মচর্য্য চিরস্থায়ী হবে না। আনন্দ! পঞ্চশত মাত্র সদ্ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, গৌতমী বর্গ, ১ গৌতমী সূত্র, সূত্র-৫১.৯, পৃ-২৭১)

একই বিষয় ত্রিপিটকের বিনয়পিটকের চূলবর্গেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে-

পালি:
ভন্তে, মহাপজাপতিযা গোতমিযা অট্ঠ গরুধম্মা, উপসম্পন্না ভগবতো মাতুচ্ছা'তি। সচে আনন্দ, নালভিস্স মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্মবিনযে অগারম্মা অনগারিযং পব্বজ্জং, চিরট্ঠিতিকং, আনন্দ, ব্রহ্মচরিযং অভবিস্স, বস্সসহস্সং সদ্ধম্মো তিট্ঠেয্য। যতো চ খো, আনন্দ, মাতুগামো তথাগতপ্পবেদিতে ধম্মবিনযে অগারস্মা অনগারিযং পব্বজিতো, ন দানি, আনন্দ ব্রহ্মচরিযং চিরট্ঠিতিকং ভবিস্সতি। পঞ্চেব দানি, আনন্দ, বস্সতানি সদ্ধম্মো ঠস্সতি। (বিনযপিটকে চূলবগ্গপালি, ভিক্খুনিক্খন্ধকং, সূত্র-৪০৩, পৃ-৩৬১-৩৬২)

ইংরেজি অনুবাদ:
The venerable. Ananda spoke thus to the Lord: Lord, the eight important rules were accepted by the Gotarmd, Pajapati the Great."

"If, Ananda, women had not obtained the going forth from home into homelessness in the dhamma and discipline

proclaimed by the Truth-finder, the Brahma-faring, Ananda, would have lasted long, true dhamma would have endured for a thousand years. But since, Ananda, women have gone forth ... in the dhamma and discipline proclaimed by the Truth-finder, now, Ananda, the Brahma-faring will not last long, true dhamma will endure only for five hundred years. *(Vinaya pittak, Chullavagga, Ch-256.6, page-355-356)*

বাংলা অনুবাদ:
প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী আট গুরু ধর্ম স্বীকার করেছেন। ভগবানের মাসী উপসম্পন্ন হয়েছেন। আনন্দ! যদি নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি না পেত তাহা হলে আনন্দ! এই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হত। সদ্ধর্ম সহস্র বর্ষ পর্যন্ত নির্মল থাকত। আনন্দ! নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি লাভ করায় এখন এই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হবে না, সদ্ধর্ম পঞ্চশত বৎসর নির্মল থাকবে। (ত্রিপিটক, বিনয়পিটকে চূলবর্গ, বিক্ষুণী স্কন্ধ, নারী ভিক্ষুণীত্ব লাভ, পৃ-৩৬৯)

উপরোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী দু'টি থেকে সাব্যস্ত, গৌতম বুদ্ধ এতে খুবই স্পষ্ট করে দু'টি মাইল ফলক নির্ধারণ করে গেছেন।

একটি হলো, পাঁচশত বছরের
অপরটি, এক হাজার বছরের।

আর অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন, তাঁর ধর্ম পাঁচশত বছর পর বিশুদ্ধতা হারাবে। জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। আর তিনি এটাও বলে গেছেন, 'যখন ধর্ম এর বিশুদ্ধতা হারায়, জগতে অধর্ম ছেয়ে যায় তখন অধর্ম মিটিয়ে বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই বুদ্ধদের জগতে আগমন হয়ে থাকে।'[২]

তাই, প্রথম মাইল ফলক অর্থাৎ 'পাঁচশত বছর পর বুদ্ধের ধর্ম বিশুদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত থাকবে না'-এর অর্থ হলো তখন বিশুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য, বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একজন বুদ্ধ আসবেন। কেননা ধর্মের বিশুদ্ধতা পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য জগতে বুদ্ধদের আগমন হয়।

বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতা হিসেবে গৌতম বুদ্ধের পাঁচশত বছর পরে বুদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা আফগানিস্তান, তিব্বত ও কাশ্মীরে যিশুখ্রিষ্টের আগমন হয়েছিল। তিনি এসে ঐ জাতিগুলোর মাঝে ধর্ম প্রচার করেছেন।[৩] বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ

ঐতিহাসিকদের মতে বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল ৫৬৩ খ্রিষ্ট পূর্বে এবং মৃত্যু হয় ৪৮৩ খ্রিষ্ট পূর্বে। আর যিশু নবুওয়ত লাভ করেন ২৭ বছর বয়সে আর ৩৩ বছর বয়সে ঘটে ক্রুশের ঘটনা। যার পরে তিনি হিজরত (দেশত্যাগ) করে ভারতবর্ষে চলে আসেন। ৪৮৩ বছরের সাথে ২৭ বা ৩৩ বছর যোগ করলে ৫১০ বা ৫১৬ বছর সময় সীমা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের ৫০০ বছর পরেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত এলাকা আফগানিস্তান, তিব্বত ও কাশ্মীরে যিশুখ্রিষ্টের আগমন হয়েছিল।[৪] যার মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের বর্ণিত প্রথম মাইল ফলক অর্থাৎ পাঁচশত বছর পর এক বুদ্ধের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়।

গৌতম বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় মাইল ফলক এক হাজার বছরের ছিল, তিনি বলেছেন, 'আনন্দ! মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হলে জগতে সুদীর্ঘকাল শাস্তা শাসন স্থায়ী হতো। সহস্র বৎসর সদ্ধর্ম সুনির্মল ও সুবিশুদ্ধ থাকতো।' অর্থাৎ এক হাজার বছর পর যখন গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা বিশুদ্ধ থাকবে না, তখন আবার জগতে বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য একজন বুদ্ধ আসবেন। আর গৌতম বুদ্ধের ঠিক এক হাজার বছর পরে (বুদ্ধের মৃত্যু ৪৮৩ খ্রিষ্টপূর্ব + হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ = ১০৫৩ বছর) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর বিশ্বনবী হিসেবে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে ধরাপৃষ্ঠে আগমন হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শুভাগমনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সব ধর্মাদেশ বিশুদ্ধ না থাকা বা স্থগিত বা অকার্যকর হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অবধারিত ছিল। এ বিষয় অন্যান্য সব অবতার ও নবী-রসুলের মত গৌতম বুদ্ধও জানতেন। এ কারণে তিনি বলেছেন, 'মহিলাদেরকে তাঁদের সঙ্ঘে না নিলেও তাঁর আনিত ধর্ম ব্যবস্থা জগতে এক হাজার বছর প্রতিষ্ঠিত থাকতো এর চেয়ে বেশি সময় নয়।' এর কারণ বা হেতু কি? কারণ একটাই। গৌতম বুদ্ধ ভালোভাবে জানতেন, এক হাজার বছর পর জগতে নরোত্তম, নরশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক, লোকনাথ ও নরাসভ সবচে বড় বুদ্ধ হিসেবে পূর্ণাঙ্গীন ধর্ম ও শরীয়ত নিয়ে সমগ্র জগতের জন্য 'বিশ্বনবী' হিসেবে আসবেন। (এ বিষয়গুলো পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, ২৪২-২৭৬ পৃষ্ঠায় দ্র.) ফলে তখন অর্থাৎ বুদ্ধের এক হাজার বছর পর তাঁর প্রচারিত ধর্মসহ সব জাতীয় নবীদের ধর্ম হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ধর্মে এসে একীভূত হয়ে যাবে।

তাই, গৌতম বুদ্ধের ভক্ত বৌদ্ধরা তাঁদের গুরুর বর্ণিত মাইল ফলকে আগমনকারী মহাবুদ্ধ হযরত মুহাম্মদ (স.) কে মানবেন কিনা এ দায়িত্ব তাদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। (এক)

ইমেসঞ্চ পনাহং, আবুসো, চতুন্নং সতিপটঠানানং ভাবিতত্তা বহুলীকতত্তা সহসসং লোকং অভিজানামীতি। অটঠমং। (সংযুক্ত নিকায়, খণ্ড ১৫, সীলটিঠতিবগ্গো, লোকসুত্তং, সূত্র-৩৯৪, প-১২৬)

It is, friend, because I have developed and cultivated these four establishments of mindfulness that 1 directly know this thousandfold world." *(Samyutta Nikaya, 5th part, Satipatthanasamyutta-III, The World, page-1654)*

এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়েই আমি এখন সহস্র লোক (জগৎ) সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।" অষ্টম সূত্র। [ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, মহাবর্গ, স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত, শীলস্থিতি বর্গ, (৮) লোক সূত্র, সূত্র-৩৯৪.৩, পৃ- ২০৬]

(দুই)

অথ খো আযস্মা অনুরুদ্ধো যেনাযস্মা সারিপুত্তো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আযস্মাতা সারিপুত্তেন সদ্ধিং সম্মোদি। সম্মোদনীযং কথং সারণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা অনুরুদ্ধো আযস্মন্তং সারিপুত্তং এতদবোচু ইধাহং ,আবুসো সারিপুত্ত, দিব্বেন চকখুনা বিসুদ্ধেন অতিক্কন্তমানুসকেন সহসসং লোকং ওলোকেমি। আরদ্ধ খো পন মে বীরিযং অসল্লীনং, উপটিঠতা সতি অসম্মুটঠা, পসসদ্ধো কাযো অসারদ্ধো, সমাহিতং চিত্তং একগ্গং। অথ চ পন মে নানুপাদায আসবেহি চিত্তং বিমুচ্চতী তি। (অঙ্গত্তর নিকায় পথমভাগ, খণ্ড ১৬, দুতিযঅনুরুদ্ধসুত্তং,সূত্র-১৩১, পৃ-২৩৫)

Then the Venerable Anuruddha approached the Venerable Sariputta and exchanged greetings with him. When they had concluded their greetings and cordial talk, he sat down to one side and said to the Venerable Sariputta: "Here, friend Sariputta, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I survey a thousandfold world system. Energy is aroused in me without slackening; my mindfulness is established without confusion; my body is tranquil without disturbance; my mind is concentrated and one-pointed. Yet my mind is still not liberated

from the taints through non- clinging' [The Venerable Sariputta said:] (1) "Friend Anuruddha, when you think: 'With the divine eye, which is purified and surpasses the human, I survey a thousandfold world system this is vour conceit. *(Anguttar nikaya, The Book of the threes- III, Bharandu-130 (8) Anuruddha (2), page- 360)*

অনুরুদ্ধ- (১) অতঃপর শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে দর্শনে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বলেন: 'আবুসো সারিপুত্র, আমি ইহলোকে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা মানব কায়া অতিক্রম করিয়া সহস্র লোক দেখিতে পাই। আমার বীর্য অটল। আমার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত। আমার দেহ প্রশান্ত, অবিচল। আমার চিত্ত সমাহিত, একাগ্র। তৎসত্ত্বেও আমার চিত্ত নির্লোভ নহে, আসব হইতে বিমুক্ত নহে।' (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তিক নিপাত, ১৩শ অধ্যায়- কুশীনারা বর্গ, সূত্র-১২৮(১), পৃ-২২২)

একং সমযং ভগবা বেসালিযং বিহরতি গোতমকে চেতিযে। তএ খো ভগবা ভিকখূ আমন্তেসি- ভিকখবো তি। ভদন্তে তি তে ভিকখূ ভগবতো পচ্চসেসাসুং। ভগবা এতদবোচ। "অভিঞ্ঞাযাহং, ভিখবে, ধম্মং দেসেমি, নো অনভিঞ্ঞায। সনিদানাহং, ভিকখবে, ধম্মং দেসেমি, নো অনিদানং। সপ্পাটিহারিযাহং, ভিকখবে, ধম্মং দেসেমি নো অপ্পাটিহানিযং। তস্স মযহং, ভিকখবে, অভিঞ্ঞায ধম্মং দেসযতো নো অনভিঞ্ঞায, সনিদানং, ধম্মং দেসযতো নো অনিদানং, সপ্পাটিহারিযং ধম্মং দেসযতো নো অপ্পাটিহারিযং, করনীযো ওবাদো, করণীযা অনুসাসনী। অলঞ্চ পন বো, ভিকখবে, তুটিঠযা, অলং অত্তমনতায, অলং সোমনসসায- সম্মাসম্বুদ্ধো ভগবা, স্বাকখাতো ধম্মো, সুপ্পটিপন্নো সঙ্ঘো তি। ইদমবোচ ভগবা। অত্তমনা তে ভিকখূ ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি। ইমস্মিঞ্চ পন বেয্যাকরণস্মিং ভঞ্ঞমানে সহসসী লোকধাতু অকম্পিথাতি। ততিযং। (অঙ্গত্তর নিকায় পথমভাগ, খণ্ড-১৬, গোতমকচেতিযসুত্তং, সূত্র-১২৬, পৃ-২৩১)

On one occasion the Blessed One was dwelling at Kusinara, in the Baliharana forest thicket. There the Blessed One addressed the bhikkhus... "Here, bhikkhus, a bhikkhu dwells in dependence on a certain village or town. A householder or a householder's son approaches him and invites him for the next day's meal. If he wishes, the bhikkhu accepts. When the night has passed, in the morning the bhikkhu dresses, takes his bowl and robe, and goes to the'residence of that householder or householder's son. He sits down in the seat that has been prepared and that

householder or householder's son, with his own hand, serves and satisfies him with various kinds of delicious food. *(Anguttar nikaya, The Book of the threes-III, Bharandu-123 (1) Kusindra, page-353)*

এক সময় ভগবান বৈশালীর গৌতম চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহবান করিলেন: 'ভিক্ষুগণ! 'হ্যাঁ প্রভু', ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন। ভগবান বলেন: 'ভিক্ষুগণ, আমি পুরাপুরি উপলব্ধি করিয়া (জানিয়া) ধর্ম দেশনা করি, না জানিয়া নহে। আমি সনিদান (পারস্পরিক কারণসহ) ধর্ম দেশনা করি, অদ্ভুত ব্যাপার ভিন্ন নহে। যেহেতু আমি তদ্রূপ করি আমার উপদেশ দানের পশ্চাতে উপযুক্ত কারণ নিহিত। তোমরা আনন্দিত, সন্তুষ্ট হইতে পার। তোমরা এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পার, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান। ভগবানের ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। সঙ্ঘ সুপথে প্রতিপন্ন।' ভগবান এইরূপ বলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন জানান। অধিকন্তু, যখন এই অভিমত বিঘোষিত হয় তখন সহস্র লোকধাতু (পৃথিবী) কম্পিত হইল। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, তিক নিপাত, ১৩শ অধ্যায়- কুশীনারা বর্গ, সূত্র-১২৩, পৃ-২১৮)

২। বুদ্ধদের আগমনের উদ্দেশ্য ও কাজ:

(এক)

এখানে জন সাধারণের অজ্ঞাতসারে, চতুর্সত্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া আমার লাভ কি? আমি সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া দেব-মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধ হইব।

আমার ন্যায় বলপ্রাপ্ত পুরুষের একাকী সংসার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইলে লাভ কি! আমি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া দেব-মনুষ্যদিগের ভব দুঃখ হইতে ত্রাণ করিব।

পুরুষোত্তম দীপঙ্কর বুদ্ধের সমীপে কৃত আমার এই শ্রেষ্ঠ কর্মের বিপাকে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া বহু জনতাকে পরিত্রাণ করিব।

সংসার স্রোত বিচ্ছিন্ন ও কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিভবের কর্ম ক্লেশ বিধ্বংস করত আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গরূপ ধর্ম নৌকায় আরোহণ করাইয়া দেব-মনুষ্যদিগকে ত্রাণ করিব। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দীপঙ্কর-বুদ্ধ, সূত্র -৫৪-৫৭, পৃ-৩১-৩২)

(দুই)

বুদ্ধশাসনের বাইরে অন্য কোন ধর্মে শুদ্ধি (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব, বুদ্ধিমান সত্ত্বগণ বুদ্ধশাসনেই মুক্তি অন্বেষণ করে। (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে অপদান, প্রথম খণ্ড, বৃদ্ধ বর্গ, সারিপুত্র স্থবির অপদান, সূত্র-২৭০, পৃ-২৬)

(তিন)

অথ খো সো, ভিক্খবে, মহাব্রহ্মা সেয্যথাটি নাম বলবা পুরিসো সমিঞ্জিতং বা বাহং পসারেয্য, পসারিতং বা বাহং সমিঞ্জেয্য; এবমেব ব্রহ্মলোকে অন্তরহিতো

বিপস্সিস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স পুরতো পাতুরহোসি। অথ খো সো , ভিক্খবে, মহাব্রহ্মা একংসং উত্তরাসঙ্গং করিত্বা দক্খিণং জাণুমন্ডলং পথবিযং নিহন্ত্বা যেন বিপস্সী ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো তেনঞ্জলিং পণামেত্বা বিপস্সিং ভগবন্তং অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং এতদবোচ– দেসেতু, ভন্তে, ভগবা ধম্মং, দেসেতু সুগতো ধম্মং, সন্তি সত্তা অপ্পরজক্খজাতিকা; অস্সবনতা ধম্মস্স পরিহাযন্তি, ভবিস্সন্তি ধম্মস্স অঞ্ঞাতারো'তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, মহাপদানসুত্তং, সূত্র- ৬৬, পৃ-২৫)

So this Great Brahma, as swiftly as a strong man might stretch his flexed arm, or flex it again, disappeared from the Brahma world and reappeared before the Lord Buddha Vipassi. Arranging his upper robe over one shoulder and kneeling on his right knee, he saluted the Lord Buddha Vipassi with joined hands and said: "Lord, may the Blessed Lord teach Dhamma, may the Well-Farer teach Dhamma! There are beings with little dust on their eyes who are perishing through not hearing Dhamma: they will become knowers of Dhamma!" *(Dighaya Nikaya, 2nd part, Mahapadana Sutta, Ch-3.3, page-213-214)*

"অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই মহাব্রহ্মা, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্সীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া দক্ষিণজানুমণ্ডল ভূমিতে স্থাপন করিয়া ভগবান বিপস্সীর দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কেহিলেন:

"হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্ম শ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, সূত্র-৩/৩, পৃ-২৭)

"ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা "ভগবান বিপস্সীর নিকট ধর্ম প্রচারের প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক ঐ স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপনাদ সূত্রান্ত, সূত্র-৩/৭, পৃ-২৯)

৩ ও ৪।

- The Unknown Life of Jesus Christ: by Nicolas Notovitch's (1887).
- Jesus Lived in India: His Unknown Life Before and After the Crucifixion by Holger Kerston. (1994)
- Jesus in India: by Mirza Ghulam Ahmad, (1899) the founder of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jama'at.
- মসীহ্ হিন্দুস্তান ম্যাঁ– লেখক মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা।
- মসীলে মসীহ্– লেখক আহমদ তৌফিক চৌধুরী
- The Life of Saint Issa : Best of the sons of men
- যিশুখ্রিষ্টের অজানা জীবন: আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ

(দুই)

মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের স্থান

[The place of the Advent of Hazrat Muhammad (Sa.)]

ত্রিপিটকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনস্থলের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। ত্রিপিটকের বুদ্ধবংশ পুস্তকের 'ধাতু ভাজনীয় কথা' অধ্যায়ে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'শ্যাম, ও 'আরব' দেশে বুদ্ধের শ্রীপদচিহ্ন আছে। ত্রিপিটকের ভাষ্য-

"আরব দেশে নর্মদা নদীর তীরে একটি, লঙ্কাদ্বীপে সমন্তকূট পর্বতোপরি একটি, তিব্বতের সমীপবর্তী হিমালয় পর্বতে একটি, ব্রহ্মদেশের নিকটবর্তী সত্যবর্ধ পর্বতে একটি ও শ্যামদেশের সমীপবর্তী যবন রাষ্ট্রে একটি, উক্ত পাঁচটি স্থানে বুদ্ধের শ্রীপদচিহ্ন আছে।" (ত্রিপিটক (বুদ্ধবংশ), দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৬০৫, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭)

অর্থাৎ পাঁচটি জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে বুদ্ধের শ্রীপদচিহ্ন আছে। এর মাঝে দু'টির একটি হলো, শ্যাম আর অপরটি হলো আরব। আর এই দুই দেশেই গৌতম বুদ্ধের বর্ণিত দু'টি মাইল ফলক অনুযায়ী দু'জন বুদ্ধ আগমন করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) বা যিশুখ্রিষ্ট শ্যামদেশে বা সিরিয়ায় গৌতম বুদ্ধের পাঁচশত বছর পর আগমন করেছিলেন। পরে সেখান থেকে আফগানিস্তান, তিব্বত হয়ে কাশ্মিরে চলে আসেন।

আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) বুদ্ধের বর্ণিত এক হাজার বছর পরে আরব দেশেই বিশ্বনবী বা মহাবুদ্ধ হিসেবে আগমন করেছিলেন।

(তিন)

বুদ্ধের চেয়ে বড় সত্তা আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

[Tipitaka speaks of a Greater personage than Buddha]

বৌদ্ধরা সাধারণত বিশ্বাস করে বুদ্ধের চেয়ে বড় কোন সত্তা ভবিষ্যতে আসবেন না। এটা তাদের এক ধরণের আত্মপ্রসাদ মাত্র! তাদের এ চিন্তা-ধারার সাথে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধও একমত ছিলেন না। প্রথমত তিনি তাঁর অনুসারীদের সম্মোধন করে জানিয়ে গেছেন, ভবিষ্যতে বোধি-পরিপক্ককর বা পরিপূর্ণ ধর্মের আগমন হবে। তিনি বলছেন-

পালি:

নহেতে এত্তকায়েব বুদ্ধ-ধর্মা ভবস্রিরে,
অঞেপি বিচিনিস্রামি য়ে ধম্মা বোধিপাচনা।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, সুমেধপথ্থনা কথা, সূত্র-১৩৫, পৃষ্ঠা-১৬)

ইংরেজি অনুবাদ:
But not these few only can be the Buddha things, I will examine other things too. That are maturing for awakening. *(Buddhavamsa, The Account of Sumedha, sutta-136, Page-21)*

বাংলা অনুবাদ:
বোধি-পরিপাচক ধর্ম কেবল এ পর্যন্ত নহে, অন্যান্য বোধি-পরিপক্ককর ধর্মসমূহও পরীক্ষা করিব। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দীপঙ্কর-বুদ্ধ, সূত্র-১৩৫, পৃ-৪৭)

তিনি যে বোধিধর্ম লাভ করেছেন, যার স্বাদ এখন তিনি আস্বাদন করছেন। ভবিষ্যতে আরও পরিপক্ককর বোধিধর্ম আসবে। এটার স্বাদ তিনি আস্বাদন করবেন। ভবিষ্যতে তাঁর আসার অর্থ হলো তাঁর মতো বুদ্ধত্ব লাভকারী কোন সত্তার আসা। আমরা পূর্বেই ত্রিপিটক শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে এসেছি গৌতম বুদ্ধের আর পুনর্জন্ম হবে না (২২৬-২৩০ পৃষ্ঠা দ্র.)। তাই, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সাব্যস্ত, ভবিষ্যতে যিনি বুদ্ধ হিসেবে আসবেন তাঁর ধর্ম পরিপক্ক ধর্ম হবে। যাঁর ধর্ম বা শিক্ষা পরিপক্ক হবে তিনি নিজেও গৌতম বুদ্ধের চেয়ে পরিপক্ক বুদ্ধ হবেন এটাই স্বাভাবিক।

আর ভবিষ্যতে তাঁর চেয়ে পরিপক্ক শিক্ষা বা ধর্ম জগতে আসবে বলেই তিনি তাঁর অনুসারীদের সম্মোধন করে বলেছেন, তিনি নিজে বুদ্ধ হয়ে যা জেনেছেন, বুঝেছেন তা-ও তিনি তাঁর অনুসারীদের কাছে প্রকাশ করেন নি। এর যৎসামান্যই তিনি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন-

পালি:

একং সমযং ভগবা কোসম্বিযং বিহরতি সিংসপাবনে। অথ খো ভগবা পরিত্তানি সীসাপাপণ্ণানি পাণিনা গহেত্বা ভিকখূ আমন্তেসি– "তং কিং মঞ্ঞথ, ভিক্খবে, কতমং নু খো বহুতরং– যানি বো মযা পরিত্তানি সীসপাপণ্ণানি পাণিনা গহিতানি যদিদং উপরি সীসপাবনে'তি? "অপ্পমত্তকানি, ভন্তে, ভগবতা পরিত্তানি সীসপাপণ্ণানি পাণিতা গহিতনি; অথ খো এতানেব বহুতরানি যদিদং উপরি সীসপাবনে'তি। "এবমেব খো ভিক্খবে, এতদেব বহুতরং যং বো মযা অভিঞ্ঞায অনক্খাতং। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, সীসপাবনবগ্গ, সীসপাবনসূত্তং, সুত্তং-১১০১, পৃ-৩০৯-৩১০)

ইংরেজি অনুবাদ

On one occasion the Blessed One was dwelling at Kosambi in a simsapa grove. Then the Blessed One took up a few si1Jlsapli leaves in his hand and addressed the bhikkhus thus: "What do you think, bhikkhus, which is more numerous: these few simsapa leaves that I have taken up in my hand or those in the simsapa grove overhead?"

"Venerable sir, the simsapa leaves that the Blessed One has taken up in his hand are few, but those in the simsapa grove overhead are numerous."

"So too, bhikkhus, the things I have directly known but have not taught you are numerous, while the things I have taught are few. *(Tipitaka. Suttapitaka, Samyuttanikiiya-v, The Great Book (Mahiivagga) IV, 31 (1) The Simsapa Grove, Page - 1858)*

বাংলা অনুবাদ:

একসময় ভগবান কোশাম্বীর সীসপা নামক বনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান মুষ্টিমাত্র অশোকগাছের পাতা হাতে নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন:

"হে ভিক্ষুগণ, আমার মুষ্টিতে ধরা এই অশোকপাতাদি নাকি এই বনের ওপর ছিটানো অশোকপাতাদি বেশি বলে মনে কর?"

"ভন্তে, ভগবানের মুষ্টিতে সামান্যমাত্রই অশোকপাতা রয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে অশোক বনের ওপর ছিটানো পাতাদিই অনেক বেশি।"

"এরূপেই ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা অভিজ্ঞাত কিন্তু অপরের নিকট অপ্রকাশিত বিষয়ই অনেক বেশি, সামান্যমাত্রই আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। (পবিত্র ত্রিপিটক, সপ্তম খণ্ড, ত্রিপাসো প্রকাশিত, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, সীসপাবন বর্গ, সীসপাবন সূত্র, সূত্র-১১০১.১-৩, পৃ-১০৭৪)

গৌতম বুদ্ধের জানা জ্ঞান বা শিক্ষারও কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাঁর যুগে তাঁর মান্যকারীদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল বা প্রদান করা হয়েছিল। এর কারণটাও পরের অংশেই বুদ্ধ পরিষ্কার করেছেন। বলছেন, তাদের ব্রহ্মচর্যের জন্য, পুণ্য অর্জনের জন্য, মঙ্গলের জন্য, ধর্মে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য, এমনকি ধর্মের মূল লক্ষ্য নির্বাণ লাভের জন্য ঐ যুগে এতটুকু প্রকাশ করাই প্রয়োজন ছিল। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাই, তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করেন নি।[১]

অনুরূপ কথা যিশুখ্রিষ্টও বলেছেন: .... তোমাদের কাছে আরও অনেক কথা আমার বলার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ তাঁর পরে এসে একজন তাঁর না বলা কথা জগতকে শিক্ষা দিবেন, জানাবেন।

তবে তিনি এটাও বলে গেছেন ভবিষ্যতে একজন বড় ও শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধের আগমন হবে। তিনি তাঁর চেয়ে বেশি ঋদ্ধিবল অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি, ক্ষমতা, সফলতা নিয়ে জগতে আগমন করবেন। বলেছেন–

পালি:

কিং এতং অচ্ছরিয়ং লোকে য়ং মে ইদ্ধি বিকুব্বণং,
অঞে বহূ অচ্ছরিয়া অব্ভুতা লোমহংসনা।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, রতন চম্কমণ কণ্ডং, সূত্র-৬৫, পৃষ্ঠা-৫)

ইংরেজি:

What is this wonder in the world that consists of my display of psychic potency? There are many other wonders, astonishing, astounding. *(Buddhavamsa, The Selection of the Jewel Walk, sutta - 65, Page - 7)*

বাংলা অনুবাদ:
জগতে আমার যেই ঋদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা কী আশ্চর্য! ইহা অপেক্ষা আরও অনেক আশ্চর্য, অদ্ভুত ও লোমহর্ষণজনক ঋদ্ধি আছে। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, রতন চঙ্কমণ কণ্ডং, সূত্র -৬৫, পৃ-১৬; পবিত্র ত্রিপিটক, খণ্ড-১২, পৃ-৫৩৭, ত্রিপাসো প্রকাশিত)

অনাগত ঐ বুদ্ধের মাধ্যমে শুধু ঋদ্ধিবল বা মোযেযাই বেশি প্রদর্শিত হবে না বরং তাঁর দ্বারা বেশি মানুষ উপকৃত হবে, মুক্তি লাভ করবে। এমনকি বর্তমান বুদ্ধের দ্বারা যারা উদ্ধার হতে পারে নি তারাও তাঁর মাধ্যমে উদ্ধার হবে। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:

য়থা মনুস্সা নদিং তরন্তা পাটতিত্থং বিরজ্ঝিয়,
হেটঠা তিত্থে গহেত্বান উত্তরন্তি মহানদিং।
এবমেব ময়ং সব্বে য়দি মুঞ্চামিমংজিনং,
অনাগতমিহ অদ্ধানে হেস্সাম সম্মুখা ইমং।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, কোণ্ডঞ্ঞবুদ্ধনংসো, সূত্র-২৪,পৃষ্ঠা ২১-২২)

ইংরেজি:
As men crossing a river but, failing of the ford to the bank opposite, taking a ford lower down cross over the great river, Even so, all of us, if we miss (the word of) this Conqueror, in the distant future will be face to face with this one. *(Buddhavamsa, Lord Kondanna, sutra-20-21, Page-30)*

বাংলা অনুবাদ:
মানুষেরা যেমন নদী পার হইবার সময় সম্মুখের নির্দিষ্ট ঘাট ভুলে অতিক্রম করিয়া গেলেও পরবর্তী ঘাটে মহানদী পার হইয়া থাকে, সেরূপ আমরা সকলে এই বর্তমান বুদ্ধের সময়ে মুক্তি লাভে বঞ্চিত হইলেও অনাগতে ইহার সম্মুখীন হইয়া মুক্তি লাভ করিব। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, কৌণ্ডিণ্য-বুদ্ধ, সূত্র-২০-২১, পৃ-৬৮)

এর অর্থ খুবই পরিষ্কার, ভবিষ্যতে বুদ্ধের চেয়ে বড় কোন সত্তা আসবেন, যিনি এসে বুদ্ধের চেয়ে বেশি ঋদ্ধি প্রকাশ করবেন। আর বুদ্ধের বর্ণিত মাইল ফলক অর্থাৎ বুদ্ধের এক হাজার বছর পর তাঁর চেয়ে বেশি ঋদ্ধিবল নিয়ে জগতের সর্বকালের সবচে বড় সত্তা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমন হয়েছে।

জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় বিচারেই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত। এটা আমাদের মুখের ফাঁকা বুলি আওড়ানো নয়। বরং জগতের নামী দামি বিখ্যাত ব্যক্তিরা, যাঁরা অমুসলিম ছিলেন তাঁরাও বিভিন্ন যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন। তাদের মাঝে মাইকেল. এইচ. হার্ট, জন ডেভেন পোর্ট, ডা: স্যামুয়েল জনসন, প্রফেসর স্টিফেন্স, জন উইলিয়াম ড্রেপার, ওয়াশিংটন আরভিং, রেভারেন্ড ডব্লিউ স্টিফেন, রেমন্ড এলিয়ন নিকলসন, পি.কে. হিট্টি, জেমস্ এ মিসেনার, আর্থার গিলমান, মরিস গড ফ্রে, টি ডব্লিউ আরনল্ড, স্টানলি লেনপুল, বসওয়ার্থ স্মিথ, মেজর আর্থার লিউনার্ড, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জর্জ বার্নার্ড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, টমাস কার্লাইল, ড. গুস্তাভ উইল, এ্যানি বেসান্ত, স্যার গোকুল চন্দ্র, জোসেফ হেল, ড. গেসটাউলি, আলফ্রেড মার্টিন, রবার্ট বিফ্রো, এডমণ্ড বার্ক, লা মার্টিন, ক্যাডফ্রে হেগেল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজ কবি জন কিটস, মানবেন্দ্রনাথ রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুসহ পৃথিবীর অসংখ্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা যায়। যাঁরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর প্রশংসা করেছেন, তাঁর (স.) শ্রেষ্ঠত্ব অকপটে স্বীকার করেছেন।[২]

ধর্মীয় বিচারে দুইভাবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত। নিজেদের ও অন্যদের বা ভিতরের ও বাইরের উভয় সাক্ষ্যই এর পক্ষে রয়েছে। বাইরের সাক্ষ্য হলো, তিনিই একমাত্র নবী যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অন্যান্য ধর্মের পুস্তকে বিদ্যমান রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো বড় ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পুস্তকেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।[৩]

ভিতরের সাক্ষ্য হলো, তিনিই একমাত্র নবী বা মহাপুরুষ ছিলেন যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য আগমনের দাবি করেছেন।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অনুবাদ: হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসুল। (পবিত্র কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত-১৫৮)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদ: আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমতরূপেই পাঠিয়েছি। (পবিত্র কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭)

সমগ্র বিশ্বের জন্য আগমনের এই দাবি অন্য কোন নবী বা মহাপুরুষের নেই। সবাই নিজেদের দেশ বা জাতি বা গোত্রের জন্য আগমনের দাবি করেছেন।[৪] সব জাতীয়

নবীর বিপরীতে একমাত্র আন্তর্জাতিক নবী হওয়ার দাবি মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর ছিল। জাতীয় আর আন্তর্জাতিক কখনও সমান হয় না, এটা আপনারা সবাই জানেন। তাই, ধর্মীয় মানদণ্ডেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত।

গৌতম বুদ্ধের কাছেও ভবিষ্যতের এ বিষয়গুলো পরিষ্কার করা হয়েছিল। তাই, তিনি তাঁর চেয়ে বড়, তাঁর চেয়ে বড় ঋদ্ধিবল সম্পন্ন ঋষি কখন আসবেন এ ব্যাপারেও ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, মাইল ফলক নির্ধারণ করে জানিয়ে গেছেন। ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করে এসেছি, তিনি বলে গেছেন-

"আনন্দ! মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হলে জগতে সুদীর্ঘকাল শাস্তা শাসন স্থায়ী হতো। সহস্র বৎসর সদ্ধর্ম সুনির্মল ও সুবিশুদ্ধ থাকতো।" (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, গৌতমী বর্গ, ১ গৌতমী সূত্র, সূত্র-৫১.৯, পৃ-২৭১)

গৌতম বুদ্ধ এতে খুবই স্পষ্ট বলেছেন, 'নারী জাতি প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি লাভ না করলেও তাঁর ধর্ম এক হাজার বছর পর লোপ পেত, বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলত, বিলুপ্ত হয়ে যেত।' এখন গৌতম বুদ্ধের মান্যকারী ও ভক্তবৃন্দের একটু চিন্তা করা দরকার, 'যেখানে একজন বুদ্ধের হাজার হাজার বছর পরে (ত্রিপিটকের হিসাব অনুযায়ী) তাঁর পরবর্তী বুদ্ধ আসতেন, সেখানে গৌতম বুদ্ধের মাত্র এক হাজার বছর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম কেন বিশুদ্ধতা হারাবে?
কেন বিলুপ্ত হবে?
এর জন্য কেন এক হাজার বছরের মাইল ফলক নির্ধারণ করা হলো?
এক হাজার বছর পরেই এমন কী কারণ তখন ঘটবে?

এখন আপনারা অনুসন্ধান করে দেখেন, গৌতম বুদ্ধের এক হাজার বছর পর জগতে কী হয়েছিল? দেখবেন, তখন আন্তর্জাতিক নবী হওয়ার দাবি এবং পূর্ণাঙ্গীন গ্রন্থ কুরআন ও পূর্ণাঙ্গীন ধর্ম ইসলাম নিয়ে অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গীন ধর্ম ও শিক্ষা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জগতে আগমন হয়েছিল। তাই, পূর্ণতমের আগমনে অপূর্ণের প্রস্থান অবধারিত ছিল। এ বিষয়টি মহাত্মা গৌতম খুব ভালোভাবে জানতেন। তাই, তিনি বলেছেন, এক হাজার বছর পর তাঁর খাঁটি বা বিশুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

এখন বুদ্ধ ভক্তবৃন্দ একটা প্রশ্ন তুলতে পারেন, ত্রিপিটকের অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, দশ সহস্র লোকে বা চক্রবালে বুদ্ধের সমান কোন ঋষি নেই। যেমন ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:

সহস্সিয়মিহ লোকমিহ ইসয়ো নত্থি মে সমা,
অসমো ইদ্ধি ধম্মেসু অলভিং ঈদিসং সুখং।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, সুমেধপত্থনা কথা, সূত্র-৮০, পৃষ্ঠা-১৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

In the ten thousand words there is no seer equal to me.without an equal in the states of psychic potency I obtained happiness of this kind. *(Buddhavamsa, The Account of Sumedha, sutta-81, Page-17)*

বাংলা অনুবাদ:

দশ সহস্র চক্রবালে আমার সমান ঋষি নাই। আমি ঋদ্ধিধর্মে অসম, আমার এইরূপ সুখ লাভ হইয়াছে। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দীপঙ্কর-বুদ্ধ, সূত্র-৭৬-৮০, পৃ-৩৬)

প্রথম কথা হলো, লোক বা চক্রবাল দ্বারা জগৎ বুঝায়।[৫] দশসহস্র চক্রবালে বা জগতে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ হওয়া হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর নিজ যুগে, সব জগতের শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন, সব যুগের নয়। আর বাস্তবেও পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধের যুগে তাঁর চেয়ে বড় কোন মহাপুরুষকে দেখতে পাওয়া যায় না।

এখন কেউ যদি বলেন, চক্রবাল দ্বারা সময়ের চক্র বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, দশ সহস্র চক্রে বা বছরে বুদ্ধের সমান কোন ঋষি নেই। এটা মানতেও আমার তেমন কোন সমস্যা নেই। কিন্তু দশ সহস্র সংখ্যাটির সাথে আমি একমত নই। আমার মনে হয় সংখ্যাটি দশ নয় এক হাজারই ছিল। কারণ, দশ সহস্র সংখ্যাটি বুদ্ধের বর্ণিত এক হাজার সংখ্যার সাংঘর্ষিক। তাই, এটা একটু নিরীক্ষণের দাবি রাখে।

প্রথম কথা হলো, ত্রিপিটক অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন বেদ ও বাইবেলের মতই প্রক্ষেপণ বা সংযোজন বিয়োজন মুক্ত গ্রন্থ নয়। দশ হাজারের বিষয়টিও প্রক্ষিপ্ত একটি বিষয় হতে পারে। যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে এক হাজারকে দশ হাজার বানানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ত্রিপিটকে কালের হিসাবেও অতিরঞ্জন আছে। যেমন মহাভারত ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্রে আছে। কোটি কোটি বছরের এমন সব কাল্পনিক হিসাব দেয়া হয় যা কোন মতেই মিলানো যায় না। সেই যুগে পৃথিবীতে মানুষ থাকা তো দূরের কথা প্রাণেরই উদ্ভব হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো পৃথিবীই সৃষ্টি হয় নি। এভাবে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে হিসাব দেয়া এটা প্রাচীনকালের একটা সাধারণ রীতি ছিল। এ রীতির বাইরে ত্রিপিটকও

থাকতে পারে নি। এটা শুধু আমিই বলছি না। বলছেন, দু'জন বৌদ্ধ ও পালিশাস্ত্র বিশারদ। বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া অধ্যাপক পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা দু'জন মিলে বৌদ্ধদের একটি অতি প্রাচীন পুস্তক 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এই পুস্তকের একাধিক জায়গায় তাঁরা বলেছেন- "প্রাচীন কালের হিসাব রূপকের আবরণে মোড়া। আবার প্রাচীন কালের হিসাব আজকের হিসাবের সাথে মিলে না। প্রাচীন কালের দশলক্ষ এ কালের দশ হাজার, প্রাচীন কালের দশ হাজার এ কালের দশ শত হবে।" ('বৌদ্ধরঞ্জিকা' শ্রী নীলকমল দাস, বাংলায় অনুবাদ- বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, পৃ-৩২,৭০, প্রকাশক-নবযুগ প্রকাশনী, প্রকাশ -২০০৫)

তাই, আমার কাছে হিসাব বা সমীকরণ খুবই স্পষ্ট। প্রাচীনকালের দশ সহস্র অর্থ হলো প্রকৃত সংখ্যা হবে দশ শত বা এক হাজার। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, এক হাজার বছরের মাঝে তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে বড় কোন ঋষি বা মহাপুরুষ জগতে আসবেন না। এর পর আসবেন। গৌতম বুদ্ধের চক্রবাল অর্থাৎ এক হাজার বছর শেষ হওয়ার পর তাঁর ধর্ম যখন জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, ধর্ম জগতে অধর্ম ছেয়ে যাবে, অন্ধকার নেমে আসবে। তখন জগতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর চেয়ে বেশি ঋদ্ধিবল নিয়ে এক জগৎ গুরু, এক বিশ্বনবীর আগমন হবে, সমগ্র বিশ্ববাসীকে উদ্ধারের জন্য। তখন যারা কোন ঘাটে নদী পার হতে পারে নি অর্থাৎ যারা কোন ধর্মীয় শিক্ষা বা বিধান পায় নি তারাও নদী পার হওয়ার সুযোগ পাবে। বিশ্বের কোন জাতিগোষ্ঠী তখন বঞ্চিত থাকবে না। কারণ তিনি বিশ্বের সব জাতিগোষ্ঠীর জন্য আসবেন।

আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) গৌতম বুদ্ধের বর্ণিত এই মাইল ফলক বা সময়সীমা অর্থাৎ এক হাজার বছর পরেই জগতে আগমন করেছেন। তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি গৌতম বুদ্ধের পরে তাঁর বর্ণিত মাইল ফলকে আগমন করেছেন, আর বিশ্বনবী তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আগমনের দাবি করেছেন। গৌতম বুদ্ধের পর অন্য কেউ এমন দাবি নিয়ে জগতে আসেন নি।

তাই, গৌতম বুদ্ধের ভক্তবৃন্দের আজ বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত, যে মহামানবের আগমনের মাধ্যমে তাদের গুরুর পবিত্র মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তারা তাঁকে মানবেন কি না? খেয়াঘাট পার হবার জন্য, অন্ধকার থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর হাতে হাত রাখবেন কি না?

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। দ্র. ত্রিপিটক, সপ্তম খণ্ড, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, সীসপাবন বর্গ, সীসপাবন সূত্র, সূত্র-১১০১.১-৩, পৃ-১০৭৪।

২।

জগৎ বিখ্যাত কয়েকজন মনীষীর

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিঃ

- Sir George Bernard Shaw বলেন, "মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি, কারণ এর চমৎকার প্রাণবন্ততা। আমার কাছে মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে যা প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে আবেদন রাখতে সক্ষম। আমি তাঁর (মুহাম্মদ) সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি- চমৎকার একজন মানুষ এবং আমার মতে খ্রিষ্টবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে।" *(The Genuine Islam, Vol- 1, No- 8, 1936)*

- Dr. William Draper বলেন, "জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর, ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আরবে একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যিনি সকলের চাইতে মানবজাতির ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অনেক সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান হওয়া, মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের প্রাত্যহিক জীবনের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করা- এসবকিছুই সৃষ্টিকর্তার দূত হিসেবে তাঁর উপাধির যথার্থতা প্রমাণ করে।" *(History of Intellectual Development of Europe)*

- Michael H. Hart e‡jb, "মুহাম্মদকে সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় শীর্ষস্থান দেয়াটা অনেক পাঠককে আশ্চর্যান্বিত করতে পারে এবং অন্যদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ সফল ছিলেন। সম্ভবত ইসলামের ওপর মুহাম্মদের তুলনামূলক প্রভাব খ্রিষ্টান ধর্মের ওপর যিশু ও সেইন্ট পলের সম্মিলিত প্রভাবের চেয়ে বেশি। আমি মনে করি, ধর্মীয় ও জাগতিক উভয়ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের এই বিরল সমন্বয় যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই মুহাম্মদকে মানবেতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত করেছে।" *(The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History, New York, 1978)*

- Jules Masserman বলেন, "নেতাদের অবশ্যই তিন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়- অনুসারীদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করা, এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা যেটাতে সাধারণ লোকজন তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা বোধ করে, এবং অনুসারীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের জোগান দেয়া। প্রথমটি বিবেচনায় নেতা হলেন লুই পাস্তুর এবং সাল্ক (ঝধষশ)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় একদিকে গান্ধী ও কনফুসিয়াস এবং অন্য দিকে আলেকজান্ডার, সিজার ও হিটলার- এরা হলেন নেতা। যিশুখ্রিষ্ট ও গৌতম বুদ্ধ তৃতীয়টি বিবেচনায় নেতা। সম্ভবত মুহাম্মদ হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতা যিনি উপরোক্ত তিনটি কার্যাবলিই সম্পাদন করেছেন। স্বল্প পরিসরে হলেও মূসাও একই কাজ করেছিলেন।" *(Who Were Histories Great Leaders? in TIME Magazine, July 15, 1974)*

- Reverend Bosworth Smith বলেন, "রাষ্টপ্রধান একইসাথে উপাসনাগৃহের প্রধান, তিনি ছিলেন একই সাথে সিজার এবং পোপ; তিনি পোপ ছিলেন কিন্তু পোপের দুরহঙ্কার ছাড়া, তিনি সিজার ছিলেন কিন্তু সিজারের মতো বিরাট সেনাবাহিনী ছাড়া, দেহরক্ষী ছাড়া, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছাড়া, স্থায়ী কোন ভাতা ছাড়া। যদি আজ পর্যন্ত কোন মানুষ ন্যায়বিচারপূর্ণ স্বর্গীয় শাসন করে থাকে, তবে সেটা ছিলেন মুহাম্মদ। *(Muhammad and Muhammadanism, London, 1874)*

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উপলক্ষে দেয়া এক শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, "যিনি মহত্তমদের মধ্যে অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনাময় জীবনশক্তির সঞ্চার করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচরণের আদর্শ।" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)

- ইংরেজ কবি জন কিটস্ বলেন, "পৃথিবীর যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু মহৎ ও সুন্দর সবই নবী মুহাম্মদ (স.)। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।"

- বিখ্যাত মনীষী টমাস কার্লাইল ১৮৪০ সালে এডিনবার্গে আয়োজিত একটি সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, "শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা নবীদের মধ্যেও নায়কের স্থান অধিকার করে রয়েছেন সুদূর আরবের হযরত মুহাম্মদ (স.)।"

- অতঃপর তিনি তাঁর প্রাঞ্জল অনুপম ভাষায় আরও বলেন, "জগতের আদিকাল হতে আরবরা মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করে বেড়াত এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেষপালকের জাতি হিসেবেই। অতঃপর তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন একটা বার্তাসহ সেখানে এক ধর্মবীর পয়গম্বর প্রেরিত হলেন, আর অমনি জাদুর মতো সেই অখ্যাত জাতি হয়ে উঠল জগদ্বিখ্যাত, দীনহীন জাতি হয়ে গেল জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি।"

- স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সাম্যের, মানবতার ও সৌভ্রাতৃত্বের সুমহান দূত।"

৩।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের সাক্ষ্য

(ক) হিন্দুধর্মে

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা

মুহাম্মদ (স.)-এর আগমন বার্তা আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে হযরত শ্রীকৃষ্ণ আর এরও বহুপূর্বে বেদ ও পুরান গ্রন্থে বলে বলে রাখা হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে-

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লার্নিভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপর্নাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"
(গীতা অধ্যায় ৪, শ্লোক ৭-৮)

অনুবাদ: যখনই ধর্মে অধঃপতন হবে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হব। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হব।

অর্থাৎ জগতে অধর্ম দেখা দিলে যুগে যুগে কৃষ্ণের আগমন হবে। কৃষ্ণ তাঁর প্রধান শিষ্য অর্জুনকে ভবিষ্যতে আগত তাঁর কয়েকটি বিশ্বরূপ দেখালেন। যেখানে অর্জুন সহস্র সূর্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এক মহাপুরুষকে দেখে বলে উঠলেন-

"দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদযুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ"
(গীতা অধ্যায়-১১, শ্লোক-১২)

অনুবাদ: যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিত তুল্য হতে পারে।

সনাতন ধর্মের অনুসারীরা বলেন, ভবিষ্যতের এ আগমনকারী মহামানব কৃষ্ণ নিজেই। তবে গীতার বক্তব্যানুসারে এটা হওয়ার সুযোগ নেই।

তিনি যে পূর্বের শ্রীকৃষ্ণ নন বরং ভিন্ন ব্যক্তি, এটা স্বয়ং অর্জুনই ঘোষণা দিচ্ছেন-

"সখেতি মত্ত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।"
(গীতা, অধ্যায় ১১, শ্লোক-৪১)

অনুবাদ: তোমার মহিমা না জেনে সখা মনে করে তোমাকে আমি প্রবলভাবে (রীতি বিরুদ্ধ) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলে সম্বোধন করেছি। ভুলবশত অথবা প্রণয়বশত যা কিছু আমি করেছি তা তুমি দয়া করে ক্ষমা কর।

ভবিষ্যতে বিশ্বরূপ নিয়ে আগত মহাপুরুষ অর্জুনের সামনে দাঁড়ানো শ্রীকৃষ্ণ নন। হলে তিনি "তোমাকে কৃষ্ণ বলে ভুল করেছি" বলতেন না। তাহলে তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে গীতায় বলা হয়েছে-

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।"
(গীতা অধ্যায়-১১, শ্লোক-৪৩)

অনুবাদ: তুমি এই বিশ্বচরাচরের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ।

অর্জুন দিব্যদৃষ্টিতে এক গুরুশ্রেষ্ঠ বা বিশ্বগুরুকে ভবিষ্যতে জগতে আসতে দেখেছেন। আর বিশ্বগুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ এই দাবি নিয়ে সমগ্র বিশ্বে একজন মহামানবেরই এখন পর্যন্ত আগমন হয়েছে। তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)। তিনি আরবে আগমন করেছেন। অন্য কোন মহামানবের এমন দাবি নেই।

বেদে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্বেই আরবে আগমনকারী এই বিশ্ব অবতারের পরিচয় দিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়ছে-

ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে। ষষ্টিং সহস্রা নবতিংচ কৌরম আরুশমেষু দম্মহে। উষ্ট্রা যস্য প্রবাহানো বধুমান্তো দ্বিদর্শ। (অর্থবেদ, সুক্তানী, সূত্র, কাণ্ড-২০)

অনুবাদ: ভবিষ্যতে প্রশংসিতজন আসবেন। তিনি ষাট হাজার নব্বই জন পলাতকের মাঝে সপ্রতাপে আবির্ভূত হবেন। তিনি উটের আরোহী হবেন। তাঁর বার জন স্ত্রী থাকবে।

নরাশংস অর্থ প্রশংসিত নর। আর এর আরবী হচ্ছে মুহাম্মদ। হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি ছিলেন বিজয়ী সেনাপতি। আর মক্কাবাসীরা পরাজিত হিসেবে ছিল পলাতক। তাদের সংখ্যা তখন ষাট হাজার ছিল। তাঁর (স.) বাহন উট ছিল। তাঁর (স.) বার জন স্ত্রী ছিল।

বেদ ও ভবিষ্য পুরানে তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

মহামদ ইতি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিতঃ

অনুবাদ: ইতিমধ্যে আচার্য সমন্বিত ম্লেচ্ছ মহামদ মহাদেবকে পূজার্চনা দ্বারা তুষ্ট করলেন।
(ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, শালীবাহন বংশীয় নৃপতি বর্ণন, শ্লোক-৫)

এই মহামদের আরও পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- তিনি লিঙ্গচ্ছেদী, শ্মশ্রুধারী, গুহাতে ধ্যানমগ্ন ও মরুবাসী হবেন।

লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী স দূষকঃ
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনো মম

অনুবাদ: তিনি লিঙ্গচ্ছেদী, শিখাছেদন ও শ্মশ্রুশোভিত হবেন। উচ্চস্বরে আলাপকর্ম, সব কিছু ভক্ষণ করবে। (ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, শালীবাহন বংশীয় নৃপতি বর্ণন, শ্লোক-২৫)

শুধু তাই নয়, হিন্দু শাস্ত্রে এই মহামানবকে অগ্রীম নমস্কার জানিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে,

নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে

অনুবাদ: হে গিরিজানাথ, মরুবাসী তোমাকে প্রণাম
(ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, শালীবাহন বংশীয় নৃপতি বর্ণন, শ্লোক-৭)

তাই 'নরাশংস' বা 'মুহামদ', মরুভূমিতে আগমনকারী বিশ্বনবী, বিশ্বগুরু, গুরুশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন।

(খ) ইহুদীধর্মে
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা

হযরত মূসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

"তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তার কথামত তোমাদের চলতে হবে। (বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় -১৮, পদ-১৫)

"আমি তাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মত একজন নবী দাঁড় করবো। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে আদেশ দেব সে তাই তাদের বলবে। সেই নবী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ি করবো।

"কিন্তু আমি আদেশ দেইনি এমন কোন কথা যদি কোন নবী আমার নাম করে বলতে সাহস করে কিম্বা সে যদি দেব-দেবতার নামে কথা বলে তবে তাকে মেরে ফেলতে হবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ: ১৮:১৯-২০)

"মোশি বলেছিলেন, তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তাঁর কথামত তোমাদের চলতে হবে।" (প্রেরিত ৩:২২)

খ্রিষ্টানদের দাবি: খ্রিষ্টানরা বলে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যিশুখ্রিষ্টের আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

খ্রিষ্টানদের দাবি খণ্ডন:

(১) যিশুখ্রিষ্ট কখনো নিজেকে মূসা (আ.)-এর সদৃশ বলে দাবি করেন নি।

(২) যিশুখ্রিষ্ট মূসা (আ.)-এর ন্যায় নতুন ব্যবস্থা বা শরীয়ত নিয়ে আসেন নি বরং তাঁর শরীয়তকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন। (মথি ৫:১৭-১৮)

(৩) এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে এই ভাববাদী/নবী ইস্রায়েলীয়দের ভ্রাতৃগণের মধ্যে বা ইসমাঈলীয়দের মধ্য থেকে আসবেন। কেননা আব্রাহামের সন্তানগণই ইস্রায়েলীয়দের ভ্রাতৃবৃন্দ।

বনী ইসমাঈল হলেন বনী ইস্রায়েলের ভাই। বাইবেল থেকেই এটা সাব্যস্ত-
"কনান দেশে আব্রাহামের দশ বছর কেটে যাওয়ার পর সারী তাঁর মিসরীয় দাসী হাগারের সংগে আব্রাহামের বিয়ে দিলেন। আব্রাহাম হাগারের কাছে গেলে পর সে গর্ভবতী হল।" (আদিপুস্তক ১৬:৩-৪)

"তিনি তাকে (হাগরকে) আরও বললেন, "দেখ, তুমি গর্ভবতী। তোমার একটা ছেলে হবে। আর সেই ছেলেটির নাম তুমি ইশ্মায়েল (যার মানে ঈশ্বর শোনেন) রাখবে, কারণ তোমার দুঃখের কান্নায় সদা প্রভু কান দিয়েছেন। .... সে তার ভাইদের দেশের কাছে বাস করবে।" (আদিপুস্তক ১৬:১১-১২)

"সারার দাসী মিসরীয় হাগারের গর্ভে আব্রাহামের ছেলে ইশ্মায়েলের জন্ম হয়েছিল। ..... তাদের ভাই ইসহাকের বংশধরদের দেশের কাছে তারা বাস করতো। (আদিপুস্তক ২৫:১২-১৮)

এটা প্রমাণিত ভ্রাতৃগণ বলতে ইশ্মায়েলীয় বংশধর বুঝানো হয়েছে, পক্ষান্তরে যিশু ইশ্মায়েলীয় ছিলেন না এমনকি ইস্রায়েলীয়ও ছিলেন না। তাছাড়া ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে এখন পর্যন্ত মূসা (আ.)-এর ন্যায় ভাববাদী বা নবীরও জন্ম হয় নি।

(৪) যদি মিথ্যা দাবিকারক হয় তাহলে সে ধ্বংস হবে। খ্রিষ্টানদের প্রচলিত তথাকথিত প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যিশু কিন্তু ধ্বংস বা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, (নাউযুবিল্লাহ- এমন বিষয় থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, প্রকৃত পক্ষে যিশুর ক্রুশে কোন মৃত্যু হয় নি)। আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবির পর তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে নি।

(৫) হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন।

"তারপর চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল। সিনাই পাহাড়ের কাছে যে মরু এলাকা আছে সেখানে একটা জ্বলন্ত ঝোপের আগুনের মধ্যে একজন স্বর্গদূত মোশিকে দেখা দিলেন।" (প্রেরিত ৭:৩০)

হযরত মুহাম্মদ (স.) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। আর ঈসা (আ.) ৩০ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেন।

(৬) ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে– 'তার মুখে আমার বাক্য দিব। তিনি আমার নামে আমার বাক্য বলবেন।' হযরত মুহাম্মদ (স.) সবকিছু 'বিসমিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করতেন। কুরআনের সব সূরা 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। বাইবেলের এ বৈশিষ্ট্য নেই।

(৭) 'যারা তার কথা শুনবে না তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।' এটাও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাস্তি পেয়ে মারা গেছে তাঁর (স.)-এর অমান্যকারী আবু লাহাব, আবু জাহল প্রমুখ, যারা তাঁর (স.) কথা শুনে নি। পক্ষান্তরে যিশুর জীবদ্দশায় তাঁর বিরুদ্ধবাদী কেউ মারা যায় নি। বরং তাঁকে উল্টো ক্রুশবিদ্ধ করেছে।

(৮) ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে, 'ঈশ্বরের নামে যে মিথ্যা কথা বলবে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করে ফেলবে'। মহানবী (স.)-এর সত্যতা এর মাধ্যমেও প্রতিভাত। তিনি ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলেন নি তাই তিনি ধ্বংসও হন নি। জীবদ্দশাতেই বিরাট সফলতা লাভ করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণী-২
দশ হাজার পবিত্র আত্মাসহ পারান থেকে আসবেন

"সদাপ্রভু সিনাই থেকে আসলেন, তিনি সেয়ীর থেকে তাদের উপর আলো দিলেন, তাঁর আলো পারান পর্বত হতে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি দশ হাজার পবিত্রের নিকট হতে আসলেন। তাঁর ডান হাতে রয়েছে তাদের জন্য আগুন ভরা আইন।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২)

হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'লা এতে তিনটি জ্যোতি বিকাশের কথা বলেছেন। প্রথমটির বিকাশ হবে সিনাই পর্বত হতে। আর এই ইঙ্গিত করে যাত্রাপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ের ২০ পদে বলা হয়েছে-

"সদাপ্রভু সিনাই পাহাড়ের চূড়ায় নেমে এসে মোশিকে ডাকলেন আর মোশি পাহাড়ের উপর উঠে গেলেন।"

সিনাই পর্বতে এই জ্যোতির বিকাশ হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে হয়েছে। এতে যে সব বরকত সুপ্ত ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে। এতে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম অংশ পূর্ণ হয়েছে।

এরপর দ্বিতীয় জ্যোতির উল্লেখ করা হয়েছে আর বলা হয়েছে সেটা 'সেয়ীর' থেকে উদিত হবে। সেয়ীর ঐ জায়গা যার আশপাশে হযরত ঈসা (আ.)-এর মুযেযাসমূহ প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ সেয়ীর থেকে উদয় হওয়ার অর্থ হলো- হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্ম প্রকাশ হওয়া। সেয়ীর ফিলিস্তিনে অবস্থিত। এই নামে এক জাতি আছে যারা নিজেদেরকে ইয়াকুবের বংশধর বলে থাকে। তাদেরকে বানু আশর বলা হয়। আর এটা

উত্তর পশ্চিম ফিলিস্তিনের এক জায়গার নামও। তাই সেয়ীর থেকে প্রকাশ পাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ.)-এর ফিলিস্তিনে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

তৃতীয় জ্যোতির বিকাশ 'পারান' থেকে হওয়ার কথা। পারান হলো মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি পাহাড়। এ কারণে আরব ভূগোল বিশারদরা সর্বদা মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানকে পারান বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাইবেল থেকে প্রমাণিত হযরত ইসমাঈল পারান এলাকায় বসবাস করতেন। বলা হয়েছে-

"পারান নামে এক মরু এলাকায় সে (ইসমাইল) বাস করতে লাগলো।" (আদিপুস্তক ২১:২১)

"শোন আমি তাকেও আশীর্বাদ করবো এবং অনেক সন্তান দিয়ে তার বংশের লোকদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিব। সেও বারোজন গোষ্ঠীনেতার আদি-পিতা হবে এবং তার মধ্য থেকেও আমি একটি মহাজাতি গড়ে তুলব।" (আদিপুস্তক ১:২০)

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট, ইশ্মায়েল যিনি আব্রাহামের বড় ছেলে ছিলেন তাঁর সম্বন্ধেও সদাপ্রভুর প্রতিশ্রুতি ছিল, তাঁর বংশ বৃদ্ধি হবে, তাঁদেরকে অনেক কল্যাণরাজি প্রদান করা হবে। আরবের লোকেরা তাদেরকে ইসমাঈলের বংশধর দাবি করে। অন্য কেউ এ দাবি করে না। তাদের দাবি যদি মিথ্যা হয় তাহলে মানতে হবে ইসমাঈলের বংশধর কেউ নেই। কিন্তু এমনটি কখনও সম্ভব নয়। ইতিহাস এমন বিষয় সমর্থন করে না। তাই পারান মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান।

ইসমাঈলের বারজন ছেলে ছিল। তারা গোটা আরবের মরু এলাকা জুরে ছিল। তারা মিশর থেকে শূর এবং আশিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (আদিপুস্তক ২৫ : ১৩-১৮)

অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল ও তাঁর বংশধররা মক্কা ও মদিনা অঞ্চলে ছিলেন, কোরাইশরা তাদেরই বংশধর। আর বাইবেল অনুসারে এটাই পারান এলাকা। এখানেই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমন হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে দশ হাজার পবিত্র আত্মা সাহাবী ছিলেন।

(গ) খ্রিষ্টধর্মে
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা

(এক)

"কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না। কিন্তু যা কিছু শোনেন তাই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন" (বাইবেল, নতুন নিয়ম, যোহন ১৬:১৩)

এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। যিশুখ্রিষ্টের পর হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই এসেছেন যিনি পূর্ণ সত্য দেখিয়েছেন। পরিপূর্ণ শিক্ষা ও ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন। যাঁর নাম 'আল আমীন' ও 'সাদেক' তথা সত্যবাদী বা সত্যের আত্মা ছিল। হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজ থেকে কিছু বলতেন না। আল্লাহ যা বলার নির্দেশ দিতেন তিনি তা বলতেন। ভবিষ্যতের হাজারো সংবাদও তিনি বলে গেছেন।

(দুই)

মসীহ তাঁর পরে সেই নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন

ইহুদীরা মসীহর আগমনের সময় এলিয়া, মসীহ ও সেই নবীর প্রতীক্ষায় ছিল।

প্রশ্ন হলো সেই নবী কে? মসীহকে বাপ্তিস্মদাতা নবী যোহন বলছেন সেই নবীর জুতার ফিতা খুলারও তিনি উপযুক্ত নন। ইহুদীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন।

"আপনি মসীহও নন, আপনি এলীয়ও নন কিংবা সেই নবীও নন, তবে কেন বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন? উত্তরে যোহন ফরীশীদের বললেন উনিই সেই লোক যাঁর আমার পরে আসবার কথা ছিল। আমি তাঁর জুতার ফিতাও খুলে দেবার যোগ্য নই। (যোহন ১; ২৫-২৭; মথি ৩:১১)

খ্রিষ্টানরা বলেন, এখানে সেই নবী বলতে যিশুখ্রিষ্টকে বুঝানো হয়েছে। এটা ভুল। সেই নবী যিশু হতে পারেন না। কারণ সেই নবীর পায়ের জুতা খুলার যোগ্যতাও যোহনের নেই। অথচ যিশুখ্রিষ্ট স্বয়ং যোহনের বশ্যতা মেনে নিয়েছেন। তাঁর হাতে বয়াত করেছেন। তাই, শিক্ষক যোহনের জন্য যিশুর প্রেক্ষিতে এটি মানানসই শব্দ নয়। শিক্ষক ছাত্রের পায়ের জুতার ফিতা খুলার যোগ্যতা রাখেন না এটা হতে পারে না শিষ্য বা ছাত্র যত বড়ই হোক।

তাই, সেই নবী যিশুখ্রিষ্ট নন, অন্য কেউ অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) ছিলেন।

(তিন)

সত্যের আত্মা এসে সব বলবেন, আমার যাওয়া উত্তম।

"তবুও আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষ্যে ভাল। কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের কছে পাঠিয়ে দিব। তিনি এসে পাপ সম্বন্ধে, ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে এবং ঈশ্বরের বিচার সম্বন্ধে লোকদের চেতনা দেবেন। .... তোমাদের কাছে আরও অনেক কথা আমার বলার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না,

কিন্তু যা কিছু শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন। সেই সত্যের আত্মা আমারই মহিমা প্রকাশ করবেন। (যোহন ১৬:৭-১৪)

এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ মহানবী (স.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। মসীহর যাওয়ার পর তিনি এসেছেন। তিনি এসে পাপ সম্বন্ধে, ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে এবং ঈশ্বরের বিচার সম্বন্ধে লোকদের জ্ঞান দিয়েছেন। যে কথাগুলো মসীহ বলতে পারেন নি তিনি এসে লোকদের বলেছেন।

মসীহ বলেছেন, সত্যের আত্মা আমারই মহিমা প্রকাশ করবেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এরই নাম ছিল 'সাদেক' বা সত্যের আত্মা। এটাও পূর্ণ হয়েছে। মুহাম্মদ(স.) এসে মসীহর মহিমা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁকে ক্রুশের মৃত্যুর অপবাদ থেকে এবং তাঁর মাকে অসতীর অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন। (সূরা আল মায়েদা: ৭৬)

৪। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভারতের জন্য বলে উল্লেখ করেছে। তিনি বলেন-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লার্নিভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম
(পবিত্র গীতা, অধ্যায়-৪, শ্লোক-৭)

এছাড়া হিন্দুধর্ম শব্দের মাঝেও এই ধর্মটি শুধুমাত্র হিন্দুস্তান বা ভারতের অধিবাসীদের ধর্ম হওয়ার ঘোষণা পত্রের উল্লেখ রয়েছে।

অনুরূপভাবে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অসংখ্য জায়গায় হযরত মূসা (আ.) নিজেকে শুধুমাত্র ইস্রাঈলীয়দের জন্য প্রেরিত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বলছেন, "ইস্রাঈলীয়রা শোন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এক। (বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায়-৬, পদ-৪)

একইভাবে খ্রিষ্টধর্মের কর্ণধার যিশুখ্রিষ্টও নিজেকে শুধুমাত্র ইস্রাঈলীয়দের জন্য প্রেরিত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বলেন, "আমাকে কেবল ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষদের কাছেই পাঠানো হয়েছে।" (বাইবেল, নতুন নিয়ম, মথি, অধ্যায়-১৫, পদ-২৪)।

৫। পালি-বাংলা অভিধান, শীলরত্ন-ভিক্ষু সম্পাদনা, বাংলা একাডেমী, মার্চ ২০০২।

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, ২০০১।

(চার)

হয়রত মুহাম্মদ (স.) ও ত্রিপিটকের নরশ্রেষ্ঠ বা নরাসভ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি

[The Holy Prophet Hazrat Muhammad (Sa.) and the person perfected or Narasava of Tipitaka is one and the same person]

ত্রিপিটকের বিভিন্ন জায়গায় 'নরশ্রেষ্ঠ' বা 'নরোত্তম' নামে এক সত্তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে বা এই বিশেষণে সম্মোধন করা হয়েছে। অনেক জায়গায় বিশেষণটি গৌতম বুদ্ধের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। আর আরোপ করাটা সংগতই ছিল, কারণ তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মানব বা নর ছিলেন। এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

কিন্তু কিছু জায়গায় 'নরশ্রেষ্ঠ' বা 'নরোত্তম' এর কর্তাকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সেসব জায়গায় দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ নিজেকে নয় বরং এর দ্বারা অন্য এক বড় মহান ব্যক্তিত্বকে বুঝাতে চেয়েছেন। এ বিষয়টি তাই বুদ্ধ ভক্তদেরও বিশেষভাবে চিন্তার বা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। আমি আমার বক্তব্যের সপক্ষে দলিল অবশ্যই ত্রিপিটক থেকেই উপস্থাপন করবো। আপনাদেরকে শুধুমাত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও মন নিয়ে বিষয়টি একটু গভীরভাবে যাচাইয়ের কষ্টটা করতে হবে। যেমন সুত্তনিপাতের পুরাভেদ সূত্রে উল্লেখ রয়েছে, নরশ্রেষ্ঠের বিষয় প্রকাশের জন্য অন্য কেউ এসে বুদ্ধকে প্রশ্ন করছে বা জানতে চেয়েছে। বলা হয়েছে-

পালি:

কথংদস্সী কথংসীলো, উপসন্তোতি বুচ্চতি,
তং মে গোতম পব্রুহি, পুচ্ছিতো, উত্তমং নরং।
(সুত্তনিপাত, অট্ঠকবগ্গো, পুরাভেদসুত্তং, সূত্র-৮৫৪, পৃষ্টা-৯৮)

ইংরেজি অনুবাদ:
Please Gotama, do you speak to me
upon the person perfected:

how's their insight and their conduct
so that they can be called "Peaceful One"?
[SuttaNipata, The Chapter of Eights, Before Breaking-up: a Muni's Qualities, sutta -855(4.10), page-272]

বাংলা অনুবাদ:
"কি রকম দৃষ্টি ও কি রকম শীল সম্পন্ন হইলে 'উপশমিত' উক্ত হন? হে গৌতম! আমি আপনাকে সেই নরশ্রেষ্ঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা প্রকাশ করুন।"
(ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, অষ্টক বর্গ, পুরাভেদ সুত্তং, সূত্র- ১/৮৫৪, পৃ-২৩৯)

উপরোক্ত সূত্রে যা লক্ষণীয় তা হলো, 'নরশ্রেষ্ঠ' গৌতম বুদ্ধ হলে তাঁর কাছে এসে নরশ্রেষ্ঠ কেমন এটা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানানোর প্রয়োজন ছিল না।
তিনি কেমন তাঁর অনুসারীরা এটা জানতো।
তিনি তাদের সামনেই বিদ্যমান ছিলেন।

আবার গৌতম বুদ্ধ বর্ণনা দিচ্ছেন নরশ্রেষ্ঠ কেমন। তিনি নিজে নরশ্রেষ্ঠ হলে বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন ছিল না।
বললেই হতো, নরশ্রেষ্ঠ কেমন জানতে চাও, তাহলে আমাকে দেখে নাও।

লোকদের তাঁর কাছে নরশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে জানতে চাওয়া আর তাঁর উত্তর স্বরূপ দীর্ঘ বর্ণনা দেয়াই সাব্যস্ত করে নরশ্রেষ্ঠ তিনি নন, ভিন্ন কোন সত্তা ছিলেন, যাঁর বিষয় লোকেরা জানতো না। তাই, তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন।

এরপর তিনি নরশ্রেষ্ঠের বিভিন্ন গুণ তাদের সামনে বর্ণনা করেছেন। বলছেন- তিনি দেহের ক্ষয়ের পূর্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে সব আসক্তি মুক্ত, তিনি ক্রোধহীন, শান্ত, মন্ত্রবান, সংযত, অকুহক, অলোভী, অকৃপণ, অচঞ্চল, ঘৃণারহিত, তিনি আনন্দ উৎপাদক জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হন না, অতিমানেও তিনি যুক্ত হন না। তিনি নম্র ও প্রতিভাবান, তিনি সকল দোষমুক্ত এবং তিনি নিন্দায় উত্তেজিত হন না। (সুত্তনিপাত, অষ্টক বর্গ, পুরাভেদ সূত্র, সূত্র- ৮৫৪- ৮৬৭ পর্যন্ত)[১]

গৌতম বুদ্ধ তাঁর হাজার বছর পর তাঁর চেয়ে বেশি ঋদ্ধিবল নিয়ে যে মহাপুরুষের আগমনের কথা বলেছেন, সেই মহাপুরুষ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.), তাঁর মাঝেই উপরোক্ত সবগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

তিনি মৃত্যুর পূর্বেই সব আসক্তি মুক্ত হয়েছিলেন, এই জগতে থেকেও এই জগতের

কোন জিনিসের প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে ঊর্ধ্বলোকের হয়ে গিয়েছিলেন। জাগতিক সব জিনিস পত্র তাঁর আশেপাশে অঢেল ছিল। কিন্তু তাঁর (স.) দৃষ্টি ছিল উর্ধ্বলোকে। তিনি মুসাফিরের মত শুধু সময় অতিক্রম করে গেছেন।

তিনি ক্রোধহীন, শান্ত, মন্ত্রবান, সংযত ছিলেন। তিনি সর্ব ক্ষেত্রে ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ছিলেন। শান্ত, কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কোমলতা, দয়া, শালিনতা বোধের তিনি মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন।

তাঁর (স.) মাঝে কোন ধরনের লোভ বা কৃপণতা ছিল না। নবুওয়তের পূর্বে ও পরে তিনি হাজার হাজার দিরহাম (বর্তমানের হিসাবে কোটি কোটি টাকা) ও সম্পদ মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন। হযরত খাদিজা (রা.)-কে বিয়ের পর অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু সব মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন। নবুওয়তের পর বিশাল রাজ্যের কর্ণধার হয়েছেন, কিন্তু জীবন তখনও কাটিয়েছেন হত দরিদ্রের মত। নিজে এক বেলা সামান্য খাবার খেলেও কয়েক বেলা না খেয়ে কাটাতেন। কিন্তু দান করতেন দুই হাত খুলে।

তিনি দৃঢ় ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। তাঁর মাঝে শত্রু-মিত্র কারো প্রতি কোন ধরণের ঘৃণা ছিল না। সবাইকে মন খুলে ভালোবাসতেন।

তিনি কোন ধরনের আমোদ-প্রমোদে কখনও লিপ্ত হতেন না। নবুওয়তের পূর্বেও না, পরেও না। আরবের মক্কায় তখনকার দিনে বড় বড় মেলা হতো। সেখানে আমোদ-প্রমোদের সব ব্যবস্থা থাকতো। সেগুলোতেও তিনি কখনও যান নি।

তিনি অত্যন্ত নম্র ও প্রতিভাবান ছিলেন। তাঁর প্রতিভার তুলনা জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক পরিকল্পনা, প্রতিটি প্রদক্ষেপে তিনি তাঁর অভূতপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তিনি সকল দোষমুক্ত ছিলেন। তিনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও পুত-পবিত্র এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পবিত্র জীবনীতে, ইতিহাসে এগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। এসব বিষয়ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নরশ্রেষ্ঠ হওয়াকে সাব্যস্ত করে।

শুধু তাই নয়, নেত্তিপকরণে বুদ্ধ তাঁর একটি দিব্যদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে আকাশে তিনি নরশ্রেষ্ঠকে অবলোকন করেছেন। এ ঘটনা ত্রিপিটকে এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলা অনুবাদঃ

"তথায় পঞ্চালদের শ্রেষ্ঠ শহরে আমি মিষ্টি বিক্রয় করিতাম, সেই আমি সেই সময় উপরে আকাশে স্থিত যশস্বী সম্বুদ্ধকে (অরিষ্ট নামক প্রত্যেক সম্বুদ্ধকে) দেখিয়াছিলাম। তখন আমি আমার হৃষ্টচিত্তকে বিশ্বাসযোগ্য বা ঠিক করিয়া ধ্রুব বা বিশ্বস্ত হস্ত সঞ্চালন দ্বারা নরশ্রেষ্ঠ অরিষ্ট নামক প্রত্যেক সম্বুদ্ধকে আমার গৃহে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাইলাম। (ত্রিপিটক, নেত্তিপ্রকরণ, ৬ শাসন প্রস্থান, সূত্র-৯৮, পৃ-২৯৩) ও (পবিত্র ত্রিপিটক, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ- ৬৮২, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১৭)

উপরোক্ত বর্ণনাও প্রমাণ করে, গৌতম বুদ্ধ নিজে নরশ্রেষ্ঠ ছিলেন না।
কারণ, তিনি নরশ্রেষ্ঠকে আকাশে দেখেছেন।
তাঁর নাম 'অরিষ্ট' বলে উল্লেখ করেছেন।

'অরিষ্ট' শব্দের অর্থ হলো- ঔষধের আরক, নিপুন, অক্ষত, অনাহত, অমর, মৃত্যুহীন, পূর্ণাঙ্গ, বিশুদ্ধ চরিত্র, সর্বগুণ সমন্বিত, কষ্টিপাথর।

এই সবগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্যও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ঔষধের আরক হলো নির্যাস। যেটা দিয়ে ঔষধ বানানো হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা সব শিক্ষার নির্যাস। পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর সব উত্তম শিক্ষা কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সব শিক্ষার নির্যাস।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা 'কুরআন' সুনিপুন ও অক্ষত গুণেরও অধিকারী। বিগত চৌদ্দশত বছর যাবৎ তা সুনিপুন ও অক্ষত আছে। এতে কোন ধরণের হস্তক্ষেপ, সংযোজন ও বিয়োজন হয় নি আর কিয়ামত পর্যন্ত হবে না। এ অঙ্গীকার খোদ পবিত্র কুরআনেই বিদ্যমান আছে।[২] আর কোন নবীর বা ধর্মের প্রতি আরোপিত গ্রন্থের এ বৈশিষ্ট্য নেই। কুরআনে কোন সবিরোধও নেই।

কুরআন বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গীন। এতে সব যুগের সব মানুষের চাহিদা পূর্ণ করার যাবতীয় উপকরণ বিদ্যমান। সব যুগের সব সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে। এতে কোন অসামঞ্জস্য শিক্ষা নেই। এতে ভারসাম্যপূর্ণ ও যুগোপযোগী সব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) বিশুদ্ধ ও পুত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে কোন কালিমার বা অপবিত্রতার দাগ নেই। শত্রু মিত্র কেউ দেখাতে পারে নি।

তিনি অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা অমর ও মৃত্যুহীন। কারণ তাঁর শিক্ষা ও ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁর ধর্মের বিলুপ্তি হবে না। তাঁর শিক্ষা কুরআন আজও অর্থাৎ চৌদ্দশত বছর যাবৎ অক্ষত অবস্থায় লিখিত আকারে সংরক্ষিত আছে। এর অক্ষত থাকার বিষয়ে শত্রু মিত্র কারো কোন দ্বিমত নেই। তিনি এ ক্ষেত্রে অমর। গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। কারণ, তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর শিক্ষা পাঁচশত বছর পর নষ্ট হয়ে যাবে, প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

তিনি সর্বগুণের আধার ছিলেন। তিনি একাধারে সংসার কর্মও করেছেন, ধর্ম-কর্মও পালন করেছেন। এক সাধারণ মানুষের মত জীবন ধারনও করেছেন, দেশের রাজাও ছিলেন। তাঁর এক স্ত্রীও ছিল, আবার বহু স্ত্রীও ছিল। সন্তানও ছিল। তিনি এতীমও ছিলেন। তিনি একজন সাধারণ ধার্মিকও ছিলেন, আর ধর্মের মহান প্রচারক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক বা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীও ছিলেন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেও জীবন কাটিয়েছেন, অসাধারণ মানুষ হিসেবেও জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ঘর-সংসারও করতেন, ইবাদতও করতেন, নিভৃতে এতেকাফে বসতেন, রাতের আঁধারে উঠে আরাধনাও করতেন। সাধারণ মানুষের সাথে মিশতেন, তাদের অভাব অভিযোগ শুনতেন, তাদেরকে সাহায্য করতেন। এক কথায়, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পবিত্র সরব পদচারণা ছিল। আর সব ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ ও অতুলনীয় গুণের অধিকারী হওয়ার অমর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেটা তাঁকে (স.) সর্বগুণের আধার সাব্যস্ত করে। এ কারণে তাঁর (স.) অমান্যকারী বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাঁকে (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের বিশেষণে ভূষিত করে গেছেন। (২৫১-২৫২ পৃ. দ্র.)

কষ্টিপাথর হলো সেই পাথর যাতে মাটির ঢেলা স্পর্শ করলেও খাঁটি সোনা হয়ে যায়। যাতে স্পর্শ করলে সব ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ছোঁয়া পেয়ে আরবের এক বর্বর, অসভ্য জাতি পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বকালের এক সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর ছোঁয়া পেয়ে সর্ব পাপে নিমোজ্জিত এক জাতি পাপমুক্ত, এক পুত-পবিত্র ও পরিশুদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

এ কারণে গৌতম বুদ্ধ আকাশে যে নরশ্রেষ্ঠকে দেখেছেন তিনি মুহাম্মদ (স.) ছিলেন, যাঁকে বুদ্ধ কাশফ বা দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অন্যান্য নবীদের মত তাঁকেও দেখানো হয়েছিল।

তাই, নরশ্রেষ্ঠ অরিষ্ট হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)। যাঁকে ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধ 'নরোত্তমং' (নরশ্রেষ্ঠ), 'উত্তমপরিসো'তি' (পুরুষোত্তম) ও 'নরাসভ' বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ত্রিপিটকে তাঁর অনেক প্রশংসা বাক্যও বলা হয়েছে,

পালি:

দসসহস্সী লোকধাতুয়া দেবতায়ো মহিদ্ধিকা
পরিবারেত্বা নমস্সীন্তি তুটঠহট্ঠা পমোদিতা।
দেবতা দেবকঞ্ঞাচ পসন্না তুটঠমানসা,
পঞ্চবন্নিক পুপ্ফেহি পূজযন্তি নরাসভং।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, রতনচঙ্কমনকণ্ডং, সূত্র-২৪-২৬,পৃষ্ঠা-৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

The Devatas of gthe ten thousands world system, great in psychic potency attendingf on (him) paid homage elated exultant joyous. Devatas and deva maidens believing their minds elated, honoured the bull of men with the five hued flowers. The company of devas saw him; believing their minds elated, they honoured the bull of men with the five- hued flowers. *(Buddhavamsa, The Section of the Jewel Walk, sutta-24-26, page - 4)*

বাংলা অনুবাদ:

অনুবাদ: দশ সহস্র চক্রবালবাসী মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবগণ হৃষ্ট, তুষ্ট ও প্রমোদিত চিত্তে বেষ্টন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিতে লাগিল।
প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট চিত্তে, দেবতা ও দেবকন্যারা পঞ্চবর্ণের পুষ্প দিয়া নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে পূজা করিতে লাগিল।
দেবসংঘ প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হইয়া নরাসভ (সর্বত মনোহর বা সর্বগুণের আধার বা নরশ্রেষ্ঠ) বুদ্ধকে দর্শন এবং পঞ্চবর্ণের পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে লাগিল। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দেবগণের স্তুতি, সূত্র -২৪-২৬, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৫৩৪, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ -২০১৭)

একটু চিন্তা করলে দেখবেন, এই 'নরাসভং' মূলত বেদের 'নরাশংস' শব্দের-ই প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদে যে মহামানবকে 'নরাশংস' বলে সম্বোধন করে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়েছে, গৌতম বুদ্ধ তাঁকেই এর (বেদের) দুই হাজার বছর পর এসে 'নরাসভং' বলে সম্বোধন করেছেন। বেদে বলা হয়েছে-

"ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে। ষষ্টিং সহস্রা নবতিংচ কৌরম আরুশমেষু দম্মহে। উষ্ট্রা যস্য প্রবাহানো বধুমাস্তো দ্বিদর্শ।" (অর্থবেদ, সুক্তানী সূত্র, কান্ড-২০)

অনুবাদ: ভবিষ্যতে প্রশংসিতজন আসবেন। তিনি ষাট হাজার নব্বই জন পলাতকের মাঝে সপ্রতাপে আবির্ভূত হবেন। তিনি উটের আরোহী হবেন। তাঁর বার জন স্ত্রী থাকবে।

'নরাশংস' শব্দটি 'নর' ও 'আশংস' শব্দযোগে গঠিত। 'নর' অর্থ নর, মানুষ, মানব, পুরুষ ইত্যাদি। আর 'আশংস' শব্দের অর্থ প্রশংসিত। 'নরাশংস' শব্দের অর্থ প্রশংসিত মানব। আর এর-ই আরবী হচ্ছে 'মুহাম্মদ'। এখন বেদের নরাশংস দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বুঝায় কিনা এটা নিশ্চিতভাবে বলার জন্য নরাশংসের বর্ণিত বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় একবার মিলিয়ে দেখতে হবে। বলা হয়েছে-

১. তিনি ভবিষ্যতে আসবেন।

২. তিনি ষাট হাজার নব্বই জন পলাতকের মাঝে সপ্রতাপে আবির্ভূত হবেন।

৩. তিনি উটের আরোহী হবেন।

৪. তাঁর বার জন স্ত্রী থাকবে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ভবিষ্যতে অর্থাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েক (প্রায় তিন) হাজার বছর পর জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।

তিনি যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি ছিলেন বিজয়ী সেনাপতি আর মক্কাবাসীরা ছিল পরাজিত। ফলে তাদের অনেকে আত্মসমর্পণ করছিল, অনেকে পালাচ্ছিল। তাদের ভূমিকা সেদিন ছিল পলাতকের। মক্কাবাসীর সংখ্যা তখন ষাট হাজার ছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) মরুভূমির দেশ আরবে এসেছিলেন। মরুভূমির জাহাজ হিসেবে খ্যাত হলো উট। তাঁর (স.) বাহনও উট ছিল। একাধিক উট ছিল। তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন উটে চড়ে। মক্কা বিজয়ের অভিযান পরিচালনা করেন, মক্কায় ফিরে আসেন উটে চড়ে। ভারতবর্ষের কোন অবতার যেমন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও গৌতম বুদ্ধ কারও বাহন উট ছিল না। তাঁরা কেউ বাহন হিসেবে উট পছন্দ করতেন না। তাঁরা কেউ উটে চড়েনও নি। তাই, 'নরাশংস' ভারতের নয়, মরুভূমির দেশে আগমনকারী মহাপুরুষ হবেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) তা-ই ছিলেন।

ভারতবর্ষের কোন অবতারের বার জন স্ত্রী ছিল না, হয় এক দুইজন নতুবা হাজার হাজার। একমাত্র উটের আরোহী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর-ই বার জন স্ত্রী ছিলেন। তাই, এই বর্ণনাগুলো নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই ছিলেন বেদের নরাশংস। আর এটা প্রমাণিত সত্য।

এখন বেদ থেকে আসা যাক ত্রিপিটকে। ত্রিপিটকের 'নরাসভং' শব্দটি 'নর' ও 'আসভ' শব্দযোগে গঠিত। 'নর' অর্থ নর, মানুষ, মানব, পুরুষ ইত্যাদি। আর 'আসভ' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, বীরপুরুষ, মহাপুরুষ, নেতা, দলপতি, শক্তিশালী, সম্ভ্রান্ত গুণযুক্ত, মনোহর ইত্যাদি।[৩] অর্থাৎ 'নরাসভং' অর্থ হলো- সর্বগুণ সম্পন্ন, সর্বতো মনোহর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বা মহামানব। সর্বতো মনোহর, সব গুণ, সব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যিনি, তিনিই সবার প্রশংসা পাবার যোগ্য, সবার প্রশংসনীয়। তাই, নরাসভং আর নরাশংস যেমন উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি তেমনি অর্থের দিক থেকেও। উচ্চারণে সামান্য তফাৎ শুধু সংস্কৃত আর পালি শব্দ হওয়ার কারণে।

ত্রিপিটকে এই নরাসভ-এর বিষয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এগুলোও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। তা হলে পুরো বিষয়টি আপনাদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। বলা হয়েছে,

দশ সহস্র চক্রবালবাসী মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতারা সবাই তাঁকে অভিবাদন জানাতে লাগল।
সবাই পঞ্চবর্ণের ফুল দিয়ে তাঁর পূজা করতে লাগল।
এই আশ্চর্য লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখে সব লোকবাসীরা অভিভূত।
আরও বলা হচ্ছে, এই নরাসভ ধর্ম প্রবর্তনে ও ঋদ্ধিবলে অতুলনীয়।
তাঁর সাথে কারো কোন তুলনা হয় না। (বুদ্ধ-বংসো, রতনচঙ্কমনকণ্ডং বা দেবগণের স্তুতি সূত্র)

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, ঐ সূত্রে বা অধ্যায়ে বার বার বলা হচ্ছে, এই দৃশ্য সবাই আকাশে দেখেছে। বুদ্ধ একা নন, আরও অনেকে দেখেছেন। অর্থাৎ পুরো বিষয়টি বুদ্ধের দেখা একটি দিব্যদর্শন ছিল। যা ঊর্ধ্বলোকে তাঁকে ও আরও অনেককে দেখানো হয়েছে। এটা অতীতের ঘটনা নয়, ভবিষ্যতের একটি ঘটনা তাঁকে দেখানো হয়েছে। ভবিষ্যতে আগমনকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নরাসভ বা মুহাম্মদ (স.)-কে দেখানো হয়েছে। যা দেখানো হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের পূর্বে বেদের মুনি-ঋষিগণকে। অন্যান্য ধর্মের নবী-রসুলগণকেও। তাই, ত্রিপিটকের বর্ণনায় কালের এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপণ।[৪]
এতে দেবগুণের স্তুতি সূত্রে আরও বলা হয়েছে,
নরাসভ সর্বগুণ সমলঙ্কৃত, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ মহামুনি।
তিনি লোকনায়ক, তিনি লোকনাথ, তিনি লোকস্বামী। অর্থাৎ তিনি জগদগুরু, জগতের প্রধান পুরুষ, জগতের ত্রাণকর্তা। (বুদ্ধ-বংসো, রতনচঙ্কমনকণ্ডং বা দেবগণের স্তুতি সূত্র)

একই কথা ত্রিপিটকের বা বুদ্ধের অনেক পূর্বে শ্রীকৃষ্ণও বিশ্বনবী সম্পর্কে গীতার বিশ্বরূপ অধ্যায়ে বলে গেছেন। তাঁর প্রধান শিষ্য অর্জুন দিব্যদর্শনে এক আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে বলেছেন-

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।
ন ত্বৎ সমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো
লেকত্রয়েহ প্যপ্রতিম প্রভাব।"
(পবিত্র গীতা, অধ্যায়-১১, শ্লোক-৪৩ ও ৪৪)

অনুবাদ: তুমি এই বিশ্বচরাচরের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেউ নেই। অতএব তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কে হতে পারে।

অর্থাৎ বিশ্বজগতের আধ্যাত্মিক পিতা, বিশ্বজগতের সবার কাছে পূজনীয়, বরণীয়, বিশ্বজগতের সবার গুরু। তিনি শুধু গুরুই নন, গুরুদেরও গুরু, সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু, ত্রিভুবনে তাঁর সমান কেউ নেই।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-কেও পবিত্র কুরআনে- 'আলইনসান'[৫] (সর্বগুণে পরিপূর্ণ পূর্ণমানব), 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'[৬] (সমগ্র জগতের জন্য মূর্তিমান রহমত), 'হাদী'[৭] (জগতের জন্য উদ্ধার কর্তা), 'কাফ্ফাতাল্লিন্নাস'[৮] (সমগ্র মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক), 'ইয়াসিন'[৯] (পরিপূর্ণ নেতা), 'কাওসার'[১০] (অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী), 'খাতামান্নাবীঈন'[১১] (সর্বশ্রেষ্ঠ নবী অর্থাৎ গুরুদের গুরু, জগদগুরু, মহানবী বা মহামুনি) এসব নাম বা উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ত্রিপিটকে আরও বলা হয়েছে, 'নরাসভ' দীপ্তিমান সূর্য, জ্বলন্ত প্রদীপ। (বুদ্ধ-বংসো, রতনচঙ্কমনকণ্ডং বা দেবগণের স্তুতি সূত্র)

আর শ্রীকৃষ্ণও গীতার বিশ্বরূপ অধ্যায়ে অর্জুনের সামনে একই বিষয়ের প্রকাশ করেছেন। বলা হয়েছে-

"দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদযুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ"
(পবিত্র গীতা, অধ্যায়- ১১, শ্লোক- ১২)

অনুবাদ: যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিত তুল্য হতে পারে।

অর্থাৎ তিনি তাঁকে সহস্র সূর্যের সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে পবিত্র কুরআনে-ও 'সিরাজুম মুনীর'[১২] (আকাশের সবচে উজ্জ্বলতম দীপ্তিমান সূর্য), 'নূরাম মুবীন'[১৩] (মূর্তিমান জ্যোতি), 'নূরুন আলা নূর' (সব জ্যোতিরও জ্যোতি),[১৪] 'মিসবাহ' (জ্বলন্ত প্রদীপ)[১৫] বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ আরও বলেছেন, 'নরাসভ'-কে আকাশে দেখার পর সবাই তাঁর প্রশংসাগীত গাইছে, বন্দনা করছে। বন্দনা পাবার উপযুক্তদের মাঝে তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁর সমান কেউ নেই। বলা হয়েছে-

পালি:

অভিবাদনং থোমনঞ্চ, বন্দনঞ্চ পসংসনং।
নমস্সনঞ্চ পূজঞ্চ, সব্বং অরহসী তুবং॥
যে কেচি লোকে বন্দনেয্যা, বন্দনং অরহন্তি যে।
সব্বসেট্ঠো মহাবীর, সদিসো তে ন বিজ্জতি॥
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, রতনচঙ্কমনকণ্ডং, সূত্র-৪১-৪২, পৃষ্ঠা-৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

You are worthy of all respect, praising, reverence and laudtion, homage and honour.
Of those who should be reverenced in the world, of those who are worthy of reverence, you are the best of all, great hero, none like you exists. *(Buddhavamsa, The Section of the Jewel Walk, sutta-41-42, page - 5)*

বাংলা অনুবাদ:

অভিবাদন, স্তুতি, বন্দনা, প্রশংসা, নমস্কার এবং পূজা সমস্তই তুমি পাইবার উপযুক্ত। জগতে যাঁহারা বন্দনীয় আছেন এবং যাঁহারা বন্দনা পাইবার উপযুক্ত, হে মহাবীর, তুমি তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার সমান কেহ নাই। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দেবগণের স্তুতি, সূত্র -৪১-৪২, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৫৩৫, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ -২০১৭)

অর্থাৎ এই বিশ্বজগতে নরাসভ-ই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি সবার অভিবাদন, স্তুতি, বন্দনা, প্রশংসা, নমস্কার পাবার উপযুক্ত। প্রশংসা পাবার যাঁরা যোগ্য মহামানব তাঁদের মধ্যেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সমান কেউ নেই।

খুবই বিস্ময়করভাবে একই কথা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর জন্যও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঊর্ধ্বলোকের মহান অধিপতি আল্লাহ এবং তাঁর সমস্ত ফিরিশতারা, সমস্ত জগৎ তাঁর প্রশংসা ও বন্দনা করে। তিনি সবার মাঝে সবচে বেশি প্রশংসা ও বন্দনা পাবার যোগ্য। তাই, সমগ্র মানব জাতি যেন তাঁর প্রশংসা, স্তুতি ও বন্দনা করে। বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতারা এই নবীর প্রতি অভিবাদন প্রেরণ করেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি স্তুতি, বন্দনা, প্রশংসাগীত ও নমস্কার প্রেরণ কর। (পবিত্র কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ৫৬)

ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রেও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। গীতার বিশ্বরূপ অধ্যায়েও অর্জুন দিব্যদর্শনে দেখার পর বার বার স্তুতি গেয়েছেন। একই কথা বলেছিলেন–

"নমো নমস্তে হস্ত সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।"

অনুবাদ: অতএব তোমাকে সহস্রবার বন্দনা করি, পুনরায় নমস্কার করি এবং বার বার নমস্কার করি। (গীতা অধ্যায়-১০, শ্লোক-৩৯)

এই সর্বজন প্রশংসিত মহামানব যে হযরত মুহাম্মদ (স.) এটা হিন্দু শাস্ত্রেই ঘোষণা দিয়ে, নাম উল্লেখ করে জানিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে–

মহামদ ইতি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিতঃ

অনুবাদ: ইতিমধ্যে আচার্য সমন্বিত ম্লেচ্ছ মহামদ মহাদেবকে পূর্জাচনা দ্বারা তুষ্ট করলেন। (ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, শালীবাহন বংশীয় নৃপতি বর্ণন, শ্লোক-৫)

এর দুই শ্লোক পরে বলা হচ্ছে-

"নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে।"

অনুবাদ: হে গিরিজানাথ, মরুবাসী তোমাকে প্রণাম, তোমাকে নমস্কার।
(ভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব, শালীবাহন বংশীয় নৃপতি বর্ণন, শ্লোক-৭)

অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) যিনি মরুভূমির দেশ আরবে আগমন করেছিলেন, যিনি তাঁর প্রভুর পরম সন্তুষ্টি অর্জন করে ছিলেন, যিনি গিরিতে বা পাহাড়েই সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব বা নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। মরুভূমির দেশে পাহাড়ে সিদ্ধি লাভকারী এই মহামানবকে ভারত ভূমি থেকেও নমস্কার জানানো হয়েছে।

তাই, বুদ্ধও দিব্যজ্ঞানে আকাশে নরাসভ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স.)-কেই দেখেছিলেন। দেখেছিলেন ঊর্ধ্বলোকে সবাই তাঁর স্তুতি গাইছে, বন্দনা করছে, অভিবাদন জানাচ্ছে। এ ঘটনার উল্লেখ হিন্দুশাস্ত্র, পবিত্র কুরআন ও ত্রিপিটকের মত অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থেও রয়েছে। অন্যান্য নবীরাও এটা দেখেছেন, বলে গেছেন। শুধু ত্রিপিটকে নয়, বাইবেলেও এর উল্লেখ রয়েছে। বাইবেলের হবককুক নবীও বলেছেন- "ঈশ্বর তৈমন থেকে আসছেন। সেই পবিত্রতম পারান পাহাড় থেকে আসছেন। আকাশমণ্ডল তাঁর প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। সূর্যের মতই তাঁর উজ্জ্বলতা, তাঁর হাত থেকে আলো ঠিকরে পরে, সেখানে তাঁর শক্তি লুকানো আছে।" (পবিত্র বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, হবককুক, অধ্যায়-৩, পদ: ৩-৫)

'পারান' মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী পুরো এলাকাকে বলা হয়। বিশেষ করে ইসমাইল যে এলাকাতে বা স্থানে বাস করতেন, বাইবেলে সেটাকে পারান বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৬] ইসমাইল ও তাঁর বংশধররা মক্কা ও এর আশপাশের এলাকাতে বসবাস করতেন। কোরাইশরা হলো তাঁর বংশধর। আর কোরাইশ বংশেই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ মক্কাতেই- 'আকাশমণ্ডল যাঁর প্রভায় বা আলোতে সমাচ্ছন্ন' ('নূরুন'- আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি, 'নূরুন আলা নূর'-জ্যোতিরও জ্যোতি), 'পৃথিবী যাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ' (নরাসভ বা মুহাম্মদ - সর্বজন প্রশংসিত মানব), 'সূর্যের মতই যাঁর উজ্জ্বলতা' ('সিরাজুম মুনীর'- উজ্জ্বলতম দীপ্তিমান সূর্য), সেই নবী হযরত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শুভাগমন হয়েছে।

তাই, যে মহামানব ও মহানবীর জ্যোতির্বিকাশ আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে আকাশে প্রত্যক্ষ করে গৌতম বুদ্ধ অভিভূত ছিলেন। যাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যাঁর বিষয়ে বলে গেছেন, তাঁর নাম 'নরাসভ' বা 'মুহাম্মদ' (স.) হবে। যাঁর স্তুতি আর প্রশংসাগীতে গগন, ভুবন সবই মুখরিত। যাঁকে অগ্রীম নমস্কার জানিয়ে গেছেন মুনি-ঋষিরা, বাইবেলের নবীরা, এমনকি গৌতম বুদ্ধও, সেই নবী আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের চিহ্নিত এক সুনির্দিষ্ট মাইল ফলকে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের ঠিক এক হাজার বছর পরে জগতে আগমন করেছেন।

ইতিমধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত আফগানিস্তান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বাংলার কোটি কোটি মানুষ তাঁকে মান্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এখন বাকি সব বুদ্ধ ভক্তদেরকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি তাদের বুদ্ধভক্তি ও মুক্ত বিবেকের কাছে ছেড়েই প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই।

আর অপেক্ষায় রইলাম, সত্যান্বেষী ও সাহসী বুদ্ধভক্তদের, যারা পরম আবেগ, উচ্ছ্বাসে তাঁদের প্রাণপ্রিয় গুরুর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে এগিয়ে আসবেন। অভিবাদন জানাবেন, তাদের গুরুর গুরু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-কে। আর তাঁর স্তুতি গাইবেন এই বলে–

নমো তস্য মুহাম্মদ নরোত্তম

অর্থাৎ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নমস্কার, বন্দনা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। নরশ্রেষ্ঠ

অনুবাদ: "কি রকম দৃষ্টি ও কি রকম শীল সম্পন্ন হইলে 'উপশমিত' উক্ত হন? হে গৌতম! আমি আপনাকে সেই নরশ্রেষ্ঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা প্রকাশ করুন।"

অনুবাদ: ভগবান বলেন,- 'দেহের ক্ষয়ের পূর্বে যিনি বীততৃষ্ণ হইয়াছেন, যিনি পূর্ব, অন্ত ও মধ্যে, নির্ভরশীল নহেন; তিনি অনুরাগ-ত্যক্ত।

অনুবাদ: যিনি অক্রোধী, সন্ত্রাস (ভয়) হীন, গর্বহীন, দুষ্কার্য-রহিত; যিনি মন্ত্রবান (বাককুশল), অনুদ্ধত (শান্ত) এবং যাঁহার বাক্য সংযত; তিনিই মুনি।

অনুবাদ: তিনি অনাগতে নিরাসক্ত। অতীতের অনুশোচনা তাঁহার নাই। স্পর্শ হইতে তিনি পৃথক এবং তিনি দৃষ্টি চালিতও নহেন।

অনুবাদ: তিনি অসংলগ্ন, অকুহক, অলোভী, অকৃপণ, অচঞ্চল, ঘৃণারহিত এবং তিনি পৈশুন্য যুক্তও নহেন।

অনুবাদ: তিনি আনন্দ উৎপাদক জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হন না, অতিমানেও তিনি যুক্ত নহেন। তিনি নম্র ও প্রতিভাবান (প্রত্যুৎপন্নমতি), তিনি অতিশীঘ্র বিশ্বাসকারী নহেন এবং বিরক্তিহীনও নহেন।

অনুবাদ: তিনি লাভ কামনা করিয়া শিক্ষা করেন না। অলাভেও তিনি কুপিত হন না। তিনি তৃষ্ণাকুল নহেন এবং রসেও অতিলোভ পরায় ণ হন না।

অনুবাদ: তিনি উপেক্ষক, সর্বদা স্মৃতিমান। জগতে তিনি নিজকে অন্যজনের সহিত সমান বা বিশেষ খ্যাতিমান অথবা নীচতরও মনে করেন না। কোন উৎসদা (বাসনা) তাঁহার নাই।

অনুবাদ: যাঁহার কোন আশ্রয় নাই, ধর্ম জানিয়া যিনি স্বাধীন হইয়াছেন, ভবের প্রতি বা বিভবের প্রতি যাঁহার কোন তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই;

অনুবাদ: কামের প্রতি যাহার দৃষ্টি পরিত্যক্ত; তাঁহাকেই আমি 'উপশান্ত' বলিব। এবং যাহার কোন গ্রন্থি বিদ্যমান নাই, সেই তৃষ্ণাহীন ব্যক্তি, সমস্ত বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন।

অনুবাদ: তাঁহার প্রসবিত পুত্র-কন্যা নাই; পশু, ক্ষেত্র, বস্তু কিছুই বিদ্যমান নাই। তাঁহার আপন কিম্বা পর নাই, গ্রহণ অথবা বর্জনও নাই এবং সেই সকলের ধারণাও নাই।

অনুবাদ: জনসাধারণ এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে যে সকল দোষযুক্ত মনে করেন, তিনি ঐ সকল দোষশূন্য। সেই কারণে তিনি নিন্দায় উত্তেজিত হন না।

অনুবাদ: তিনি বীতলোভ, মাৎসর্যহীন। এই মুনি নিজকে উচ্চশ্রেণিভুক্ত, সমশ্রেণিস্থ কিম্বা নিম্নশ্রেণিভুক্তও মনে করেন না। তিনি কল্পে অপ্রবিষ্ট, কল্পাতীত।

অনুবাদ: এই জগতে নিজের বলিয়া যাঁহার কিছুই নাই, যিনি অতীতের অনুশোচনা করেন না, বিভিন্ন ধর্মের মতানুসরণে যিনি প্রবৃত্ত নহেন, তিনিই 'শান্ত' বলিয়া পরিচিত হন। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, অষ্টক বর্গ, পুরাভেদ সুত্তং, সূত্র- ১৪/৮৫৪-৮৬৭, পৃ-২৩৯-২৪১)

২। إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক। (পবিত্র কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত-৯)

৩। পালি-বাংলা অভিধান, শীলরত্ন-ভিক্ষু সম্পাদনা, বাংলা একাডেমী, মার্চ ২০০২।

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, ২০০১।

৪। উপাখ্যান বর্ণনায় কালের গড়মিল থেকেই থাকে। আর অনুবাদ গ্রন্থ হলে তো কথাই নেই। তাই, ত্রিপিটকের মত অনুবাদ গ্রন্থে (পালি থেকে সিংহলী, আবার সিংহলী থেকে পালি) কালের এমন পরিবর্তন হওয়াটা একটা স্বাভাবিক বিষয়।

আবার ঘটনাটা বুদ্ধের প্রতি আরোপের জন্য কোন অপচেষ্টাও হতে পারে। যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে এ প্রক্ষেপণটা করা হয়েছে। আর বুদ্ধের হাজার বছর পর ত্রিপিটক লিখিত আকারে সংকলিত হওয়ায় এ কাজটা একটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

৫। পবিত্র কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ৭২

৬। পবিত্র কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ১০৭

৭। পবিত্র কুরআন, সূরা ত্বহা, আয়াত- ১

৮। পবিত্র কুরআন, সূরা সাবা, আয়াত- ২৮

৯। পবিত্র কুরআন, সূরা ইয়াসিন, আয়াত- ১

১০। পবিত্র কুরআন, সূরা কাওসার, আয়াত- ১

১১। পবিত্র কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ৪০

১২। পবিত্র কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ৪৬

১৩। পবিত্র কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত- ১৭৪

১৪। পবিত্র কুরআন, সূরা নূর, আয়াত- ৩৫

১৫। পবিত্র কুরআন, সূরা নূর, আয়াত- ৩৫

১৬। "কনান দেশে আব্রাহামের দশ বছর কেটে যাওয়ার পর সারী তাঁর মিসরীয় দাসী হাগারের সংগে আব্রাহামের বিয়ে দিলেন। আব্রাহাম হাগারের কাছে গেলে পর সে গর্ভবতী হল।" (আদিপুস্তক ১৬:৩-৪)

"তিনি তাকে (হাগরকে) আরও বললেন, "দেখ, তুমি গর্ভবতী। তোমার একটা ছেলে হবে। আর সেই ছেলেটির নাম তুমি ইশ্মায়েল (যার মানে ঈশ্বর শোনেন) রাখবে, কারণ তোমার দুঃখের কান্নায় সদা প্রভু কান দিয়েছেন। .... সে তার ভাইদের দেশের কাছে বাস করবে।" (আদিপুস্তক ১৬:১১-১২)

"সারার দাসী মিসরীয় হাগারের গর্ভে আব্রাহামের ছেলে ইশ্মায়েলের জন্ম হয়েছিল।... তাদের ভাই ইসহাকের বংশধরদের দেশের কাছে তারা বাস করতো। (আদিপুস্তক ২৫:১২-১৮)

"পারান নামে এক মরু এলাকায় সে (ইসমাইল) বাস করতে লাগলো।" (আদিপুস্তক ২১:২১)

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যতার প্রমাণ ত্রিপিটকের মানদণ্ডে

[The truth of Hazrat Muhammad (Sa.) According to Tipitaka]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) এমন এক মহাপুরুষ, এমন এক নবী যাঁর শুভাগমনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে গৌতম বুদ্ধ ও ত্রিপিটকের ভবিষ্যদ্বাণীও। আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই ছিলেন সেই অনাগত মহান বুদ্ধ যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি বুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি ঋদ্ধিবল সম্পন্ন হবেন, তাঁর যুগে কোন ঘাটে যারা মুক্তি পায় নি তারাও মুক্তি পাবে। তিনি নরোত্তম, নরশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক, লোকনাথ ও নরাসভ হবেন। আর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি গৌতম বুদ্ধের এক হাজার পরে এ ধরাধামে গৌতম বুদ্ধের চিহ্নিত এক সুনির্দিষ্ট মাইল ফলকে আগমন করেছিলেন।

এ অধ্যায়ে আমরা ত্রিপিটক থেকে সেই সব উদ্ধৃতি তুলে ধরবো যাতে অরহৎ বা তথাগত বা বুদ্ধদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যাঁরা বুদ্ধ হন তাঁদের মাঝে এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় বা তাঁরা এসব গুণের অধিকারী হন।

সাথে সাথে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো এসব বৈশিষ্ট্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাঝেও বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ত্রিপিটকের মানদণ্ডেও তাঁর (স.) সত্যতা প্রমাণিত।

এগুলো ত্রিপিটকের মান্যকারীদের মাঝে যারা সত্যান্বেষী তাদের জন্য সর্বকালের সবচে বড় মানুষ নরাসভ বা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সনাক্ত করতে পথনির্দেশিকা হবে বলে আমরা মনে করি।

(এক)

বুদ্ধ বা তথাগত সত্যবাদী হন

[Buddha or Tathagata is a truthfull person]

ত্রিপিটকে বলা হয়েছে- বুদ্ধরা চরম সত্যবাদী হন। কখনও তাঁরা মিথ্যা বলেন না। অর্থাৎ কোন মিথ্যাবাদী বুদ্ধ হতে পারে না। বলা হয়েছে-

পালি:
মুসাবাদং পহায মুসাবাদা পটিবিরতো সমণো গোতমো সচ্চবাদী সচ্চসন্ধো থেতো পচ্চযিকো অবিসংবাদকো লোকস্সাতি– ইতি বা হি, ভিকখবে, পুথুজ্জনো তথাগতস্স বণণং বদমানো বদেয্য। (সীলক্খন্ধবগ্গপালি, ব্রম্মজালসুত্তং, সূত্র-৯, পৃ-৩)

ইংরেজি অনুবাদ:
"Putting away lying words, Gotama the recluse holds himself aloof from falsehood. He speaks truth, from the truth he never swerves; faithful and trustworth, he breaks not his word to the world." *(Dighaya Nikaya, 1st part, Brahmma Gala Sutta, Ch-9, page-4)*

বাংলা অনুবাদ:
"মিথ্যাবাক্য পরিহার পূর্বক মিথ্যা ভাষণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত শ্রমণ গৌতম। তিনি সত্যবাদী, সত্যসন্ধী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও জগতে অবিসংবাদী। ভিক্ষুগণ, প্রশংসা করিলে পৃথগজন এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, ব্রহ্মজাল সূত্র, ক্ষুদ্রশীল, সূত্র-৯, পৃ-৩২)

বুদ্ধ বাক্যে মিথ্যা নাই। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দীপঙ্কর-বুদ্ধ, সূত্র -১০৯-১১৪, পৃ-৪২-৪৪)

যেমন বলা হয়েছে বুদ্ধরা সত্যবাদী হয়ে থাকেন তেমনই হযরত মুহাম্মদ (স.) চরম সত্যবাদী ছিলেন। জীবনে কখনও মিথ্যার ধারে কাছেও যান নি। সমাজে শত্রু মিত্র সবার কাছে নবুওয়ত লাভের পূর্ব থেকে অর্থাৎ শৈশব থেকেই 'আলআমিন' ও 'সাদেক' অর্থাৎ চরম সত্যবাদী বলে পরিচিত ছিলেন।
(সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা প্রকাশিত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৮৯-২৯১; ১০ম খণ্ড, পৃ -১৭৮; আশ শিফা, কাযী ইয়াদ, ১ম খণ্ড; পৃ-১৩৩-১৩৫।)

প্রথম যখন ইসলামের বার্তা জানানোর জন্য তিনি কুরাইশদের একত্রিত করেন, তারা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তারা তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলে- 'আমরা কখনও তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনি নি।' (বুখারী শরীফ)

তাঁর (স.) প্রধান শত্রু আবু জাহলের সাক্ষ্য হলো মুহাম্মদ (স.) চরম সত্যবাদী ছিলেন। এক বার বদরের যুদ্ধের সময় আখনাস ইবনে শূরায়ক আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল হাকাম! এখানে আমি এবং তুমি ছাড়া আর কেউ শোনার মত নেই। আচ্ছা বল তো! মুহাম্মদ (স.) সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী? আবু জাহল বললো, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় মুহাম্মদ (স.) সত্যবাদী, সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। (আশ শিফা, প্রথম খণ্ড, পৃ-১৩৩-১৩৫)

আরেক বার আবু জাহল রসুল (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর (স.) সাথে মুসাফা করে। লোকেরা তাকে বলে, তুমি মুহাম্মদের সাথে মুসাফা করলে? তখন সে বলে, আল্লাহর কসম! আমি জানি সে সত্যবাদী। কিন্তু আমি কি করবো? আমরা যে আবদে মানাফ-এর সন্তানদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। অর্থাৎ আমাদের নেতৃত্বের কারণে আমরা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করতে পারছি না। (মাদারিজুন নবুওয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ- ১০৭)

নবুওয়ত লাভের পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স.) সাইব ইবনে আবু সাইব এর সাথে ব্যবসা করতেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এসে বলেন, "তুমি আমার কতই না উত্তম অংশীদার ছিলে, তুমি কখনও ধোকাবাজি বা ঝগড়া কর নি। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৬০ এবং সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৮)

নবুওয়তের ঘোষণা দেয়ার পর কাফেররা তাঁকে মান্য না করে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তারা কখনও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করে নি। তারা তাঁকে বুদ্ধিবিভ্রম, কবি, পাগল ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু মিথ্যাবাদী বলতে পারে নি। (সীরাতুন্নবী, ২য় খণ্ড, পৃ-২১০, আল্লামা শিবলী নুমানী)

মহানবী (স.)-এর নবুওয়ত পূর্ববর্তী সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে হযরত খাদিজা (রা.)-এর মত আরবের ধনাঢ্য মহিলা তাঁকে বিয়ে করেন। (আল কামিল, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৭২)

তাঁর (স.) সবচে বড় শত্রুরাও এটা অকপটে সাক্ষি দিয়েছে তিনি পরম সত্যবাদী ছিলেন। সত্যবাদিতার এ মানদণ্ডেও মহানবী (স.)-এর সত্যতা বা নবুওয়ত সাব্যস্ত।

(দুই)

তথাগত বা বুদ্ধের কথা ও কাজ অভিন্ন

[No contradiction in Words and Deeds of the Buddha or Tathagata]

ত্রিপিটকে বলা হয়েছে- বুদ্ধরা যা বলেন তা হয় বা যা বলেন তা তাঁরা করেন। তাঁদের কথা ও কাজ অভিন্ন হয়। বলা হয়েছে-

পালি:

যঞ্চ, চুন্দ, রত্তিং তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝতি, যঞ্চ রত্তিং অনুপাদিসে্সায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বাযতি, যং এতস্মিং অন্তরে ভাসতি লপতি নিদ্দিসতি। সব্বং তং তথেব হোতি নো অঞ্ঞথা, তস্মা তথাগতো'তিবুচ্চতি। যথাবাদী, চুন্দ, তথাগতো তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী। ইতি যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী, তস্মা তথাগতো'তি বুচ্চতি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, পাসাদিকসুত্তং, সূত্র-১৮৮, পৃষ্ঠা-৯০)

ইংরেজি অনুবাদ:

and the night wherein he passed away without any condition of rebirth remaining, —all that, in that interval, he speaks in discourse or conversation or exposition: —all that is so, and not otherwise. For that is he called Tathagata. As the Tathagata says, O Cunda, so he does; as he does, so he says. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Pasadika Suttanta, Ch-19, page-127)*

বাংলা অনুবাদ:

যে রাত্রিতে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে রাত্রে তিনি উপাধিশূন্য নির্ব্বাণ-ধাতুতে পরিনির্বৃত হইয়াছিলেন, এই দুই সময়ের অন্তরে তিনি আলোচনা, কথোপকথন ও নির্দ্দেশ দানের কালে যাহা কহিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য, উহার অন্যথা নাই। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, তথাগত বাক্যানুরূপ কর্ম্মকারী, কর্ম্মানুরূপ ভাষণকারী। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত, সূত্র-২৯, পৃ-১১৫)

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কথা ও কাজ এক ছিল। যা বলতেন, তাই হতো। তাঁর কথার মাঝে কোন ব্যতিক্রম হতো না। তিনি বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা বিভিন্ন যুগে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

যেমন- ৬০২ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য আর রোমের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়। এতে প্রায় বিশ বছর রোমান বাহিনী পারস্য বাহিনীর কাছে পরাজিত হতে থাকে। পারস্য বাহিনী ৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ও মাইনর পদদলিত করে চ্যালসেডন পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ৬১৩ সালে তারা দামেস্ক দখল করে। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে তারা জেরুযালেম দখল করে। তখন ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে রসুল (স.) জানান- "রোমানদের পরাজিত করা হয়েছে। নিকটবর্তী দেশে। আর তাদের পরাজয়ের পর তারা অবশ্যই আবার বিজয়ী হবে। তিন থেকে নয় বছরের মাঝে।" (পবিত্র কুরআন, সূরা রুম, আয়াত-৩-৫) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা আবার ঘুরে দাড়ায়। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে তারা উত্তর মেডিয়ায় অগ্রসর হয়ে সেখানকার গাওজাক এর সুবৃহৎ অগ্নি উপাসনালয় ভুলণ্ঠিত করে জেরুযালেম ধ্বংসের প্রতিশোধ নেয়। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত নবম বছরেই এই ঘটনা ঘটে। (হিস্টোরিয়ান্স হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্লড, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৯, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯৪-৯৫ এবং এনসাইক্লোপিডিয়া অপ ব্রিটেনিকা খসরু ২য় ও হিরাক্লিয়াস)

হযরত মুহাম্মদ (স.) বিভিন্ন রাজা-বাদশাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠান। পারস্য সম্রাটকেও এক চিঠি পাঠান। চিঠি পেয়ে সম্রাট রাগান্বিত হয়। ইয়ামেনের গভর্নরকে আদেশ দেয় রসুল (স.)-কে পাকড়াও করে তার নিকট নিয়ে যেতে। সম্রাটের আদেশ পেয়ে ইয়ামেনের গভর্নর তাঁকে পাকড়াও করে নিতে আসে। তিনি গভর্নরকে একদিন থাকার অনুরোধ করেন। পরের দিন জানান আমার আল্লাহ রাতে জানিয়েছেন তিনি তোমার বাদশাকে কপোকাত করেছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ঐ রাতেই সে তার পুত্রের হাতে নিহত হয়েছে।

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় রসুল (স.)-কে ধরার জন্য সুরাকা পশ্চাদ্ধাবন করে। কয়েক বার চেষ্টার পরও সুরাকা পাকড়াও করতে পারে নি। এতে সে ভীত হয়। শেষে সুরাকা নিরাপত্তার ফরমান লিখে নিয়ে ফেরৎ যাচ্ছিল। তখন রসুল (স.) তাকে সম্মোধন করে বললেন, সুরাকা সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে যেদিন পারস্য সম্রাটের কঙ্কণ তোমাকে পড়ানো হবে। এই ঘটনার বিশ বছর পর হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফত কালে পারস্য বিজয় হয়। এই কঙ্কণ মুসলমানদের হস্তগত হয়। তখন হযরত উমর (রা.) এটা সুরাকার হাতে পরিধান করান। ততদিন পর্যন্ত সুরাকা জীবিত ছিলেন।

তিনি জগদ্বাসীকে জানালেন, 'ফেরাউনের লাশ সংরক্ষিত আছে। তার লাশকে রক্ষা করা হয়েছে। এটা পরবর্তীকালের লোকদের জন্য নিদর্শন হবে।' (সূরা ইউনুস, আয়াত-৯৩) সর্ব প্রথম ১৮৮১ সালে এই ফেরাউনের লাশের মমি আবিষ্কৃত হয়। আর কুরআনের ঘোষণা সত্য সাব্যস্ত হয়।

তথাগত এক বার যা বলেন এর ব্যতিক্রম করেন না। যা বলেন তা করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি যা বলতেন তা অবশ্যই করতেন। এমন অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবন থেকে উপস্থাপন করা যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হাসমা (রা.) নবুওয়তের পূর্বেকার ঘটনা বর্ণনা করেন। আমি একবার রসুল (স.)-এর সাথে লেনদেন করি। কিন্তু আমার কাছে তাঁর কিছু পাওনা বা বাকী থেকে যায়। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই বাড়ি থেকে বাকি অর্থ নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি বাড়ি এসে অঙ্গীকারের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাই। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হলে হঠাৎ আমার সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ হয়। তৎক্ষণাৎ আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই। দেখলাম, তিনি সেই জায়গাতেই প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'হে যুবক! তুমি আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছ। আমি তিনদিন যাবৎ এখানে তোমার অপেক্ষা করছি। (সুনানে আবু দাউদ, ৪ খণ্ড, পৃ-৩০১)

নবুওয়ত লাভের পরের ঘটনা। একবার রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রসুল (স.)-এর আরেক প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করে, মুহাম্মদ কি কখনও কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন? উত্তরে আবু সুফিয়ান অকপটে বলেছে, 'না তিনি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নি, আর কখনও মিথ্যা বলেন নি।' (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩)

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত লেখা হয়েছিল, যদি কেউ মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় চলে আসে তাহলে মক্কাবাসীদের চাওয়ার সাথে সাথে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। চুক্তি যখন লিখা হচ্ছিল তখন পায়ে শিকল বাধা অবস্থায় হযরত আবু জানদল (রা) মক্কাবাসীদের নিকট থেকে পালিয়ে রসুল (স.)-এর দরবারে এসে উপস্থিত হন। রসুল (স.) তাঁকে মক্কাবাসীদের হাতে ফেরৎ দেন। আর রসুল (স.) ধীরকণ্ঠে বলেন, হে আবু জানদল! তুমি ধৈর্য ধারন কর। নিজের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাক। তুমি ও তোমার মত যেসব অসহায় নির্যাতিত মুসলমান মক্কায় অবস্থান করছে আল্লাহ তাদের মুক্তির জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। আমরা কুরায়শদের সাথে একটা সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছি। এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষ্য

মেনে পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা তাদেরকে দেয়া এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না। (বুখারী, -৫৫১, ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৪৮)

বদরের যুদ্ধের ঘটনা। মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের সংখ্যা ছিল তিন গুণ। কাজেই এমন পরিস্থিতিতে সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করাটা স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে রসুল (স.) গুরুত্ব দিয়েছেন অঙ্গীকার পূরণকে। হুযায়ফা বিন ইয়ামান এবং আবু হাছল (রা.) নামে দু'জন সাহাবী মক্কা হতে আগমন করছিলেন। পথে কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এই বলে- তোমরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে যাচ্ছ। তারা এ কথা অস্বীকার করেন। পরিশেষে তাদেরকে এই বলে ছেড়ে দিল, তারা রসুল (স.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। তাঁরা দু'জন রসুল (স.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বলেন। রসুল (স.) বললেন, দু'জনই ফিরে যাও। আমি কোনক্রমেই ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি না। আমার কেবল শুধু আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। (সহীহ মুসলিম)

(তিন)

বুদ্ধ বা তথাগত কোমল ভাষা ব্যবহার করেন

[Buddha or Tathagata with be soft-spoken]

বুদ্ধরা কোমল ভাষী হন। রুক্ষ স্বভাবের হন না। সহজ সরল কথা বলেন। ফলে সবাই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁদের কথা জাদুর মত কাজ করে। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:

২. ফরুসং বাচং পহায ফরুসায বাচায পটিবিরতো সমণো গোতমো, যা সা বাচা নেলা কণণসুখা পেমনীযা হৃদযঙ্গমা পোরী বহুজনকন্তা বহুজনকমনাপা তথারুপিং বাচং ভাসিতা'তি– ইতি বা হি ভিক্খবে, পুথুজ্জনো তথাগতস্স বণণং বদমানো বদেয্য। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, ব্রম্মজালসুত্তং, সূত্র-৯, প-৪)

ইংরেজি অনুবাদ:

"Putting away rudeness of speech, Gotama the recluse holds himself aloof from harsh language. Whatsoever word is blameless, pleasant to the ear, lovely, reaching to the heart, urbane \ pleasing to the people, beloved of the people —such are words he speaks." *(Dighaya Nikaya, 1st part, Brahmma Gala Sutta, Ch- 9, page-5)*

বাংলা অনুবাদ:

"পুরুষবাক্য পরিহার পূর্বক শ্রমণ গৌতম নির্দোষ, শ্রুতিমধুর প্রীতিজনক, হৃদ্যতামূলক বহুজন কাম্য, বহুজন প্রিয় নাগরিক ভাষা ব্যবহার করে। হে ভিক্ষুগণ, এই বলিয়াও পৃথগজন তথাগতের প্রশংসা করিবে।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, ব্রহ্মজাল সূত্র, ক্ষুদ্রশীল, সূত্র-৯, পৃ-৩২)

হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত কোমল স্বভাব ও কোমল ভাষী ছিলেন। কোমলতা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে-

'আল্লাহর পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ।

আর যদি তুমি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬০)

তাঁকে 'রউফ' (অত্যন্ত মমতাশীল) ও 'হালীম' (অত্যন্ত কোমল) বলে পবিত্র কুরআনে অভিহিত করা হয়েছে।

(চার)

বুদ্ধ বা তথাগত সারকথা বলেন

[Buddha or Divine Man speaks the gist]

বুদ্ধরা সার কথা বলেন। তাঁরা বৃথা কথা বলে কোন বিষয়কে দীর্ঘসূত্র করেন না। তাঁরা মূলকথা সহজভাবে বলে দেন। তাঁদের কথায় অতিরঞ্জন বা শুধু শুধু বাড়তি কথা থাকে না। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে

পালি:

সম্ফপ্পলাপং পহায সম্ফপ্পলাপা পটিবিরতো সমণো গোতমো কালবাদী ভূতবাদী অথবাদী ধম্মবাদী বিনযবাদী নিধানবতিং বাচং ভাসিতা কালেন সাপদেসং পরিযন্তবতিং অথসংহিতন্তি– ইতি বা হি, ভিক্খবে, পুথুজ্জনো তথাগতস্স বণণং বদমানো বদেয্য। (দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, সীলক্খন্ধবগ্গপালি, ব্রম্মজালসুত্তং, সূত্র-৯, পৃ-৪)

ইংরেজি অনুবাদ:

In season he speaks, in accordance with the facts, words full of meaning, on religion, on the discipline of the Order. He speaks, and at the right time, words worthy to be laid up in one's heart, fitly illustrated, clearly divided, to the point." *(Dighaya Nikaya, 1st part, Brahmma Gala Sutta, Ch- 9, page-5)*

বাংলা অনুবাদ:

তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী। যথাসময় উপমা পরিচ্ছেদ ও অর্থসহ সারগর্ভ বাক্যই বলিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, পৃথগজন প্রশংসা করিলে এই বলিয়াও তথাগতের প্রশংসা করিবে।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, ব্রহ্মজাল সূত্র, ক্ষুদ্রশীল, সূত্র-৯, পৃ-৩৩)

মুহাম্মদ(স.)-ও সব ক্ষেত্রে সার কথা বা মূল কথা বলতেন। তাঁর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ ও সারগর্ভ হতো।

(পাঁচ)

তথাগত উচ্চ শব্দ ব্যবহার করেন না/হীন আলাপ করেন না

(Divine Man never speaks loudly/ Divine Man never speaks filth)

বুদ্ধরা কখনও হীনভাষা ও উচ্চ শব্দ ব্যবহার বা হৈ-হল্লোর করেন না। তাঁরা ভদ্র ও শালীন ভাষা ব্যবহার করেন। ফলে সবাই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে

বাংলা অনুবাদ:

"ঐ সকল ভগবান অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করিতেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত"-যেইরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি? (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র-২১, পৃ-৪৪)

"অতীতে যে সকল অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, ঐ সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাত এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন না। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র-২১, পৃ-৪৪)

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিনটি কী কী ? যথা: নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা ও প্রমাদ। এই তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা অসম্ভব। (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর-নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, দশক নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, আকাঙ্ক্ষাবর্গ, তযোধম্ম সুত্তং-ত্রিবিধ ধর্ম সূত্র, সূত্র-৭৬.১-২, পৃ-১৮৪-৮৫)

হযরত মুহাম্মদ (স.) কখনও হীন বা উচ্চ বা রূঢ় শব্দে কথা বলতেন না।

(ছয়)

বুদ্ধ বা তথাগতকে হত্যা করা যায় না

[Buddha or Divine Man can not be killed]

তথাগতকে কখনও হত্যা করা যায় না। শত্রু যত পরিকল্পনা করুক না কেন তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:

৪. অট্‌ঠানমেতং, ভিক্‌খবে, অনবকাসো, যং পরুপক্কমেন তথাগতং জীবিতা বোরোপেয্য। অনপক্কমেন, ভিক্‌খবে, তথাগতা পরিনিব্বাযন্তি। (বিনযপিটকে চূলবগ্গপালি, সূত্র-৩৪১, সঙ্ঘভেদকক্‌খন্ধকং, পৃ -২৮৫)

ইংরেজি অনুবাদ:

This is impossible, monks, it cannot come to pass that anyone could deprive a Truth-finder of life by aggression; monks, Truth-finders attain nibbana not because of an attack. Go, monks, to your own dwelling-places; Truth-finders, monks, do not need to be protected." *(Vinaya pittak, Chullavagga, Ch- 194.10, page-272)*

evsjv Abyev`:

ভিক্ষুগণ! ইহার কোন স্থান নাই, ইহার কোন সম্ভাবনা নাই যে, অপরের প্রযত্নে তথাগতের জীবন নাশ হবে। ভিক্ষুগণ! তথাগত অন্যের প্রচেষ্টা ব্যতিত স্বয়ং পরিনির্বাণ লাভ করেন। ভিক্ষুগণ! তোমরা স্ব স্ব বিহারে চলে যাও, তথাগতকে রক্ষার প্রয়োজন নাই। (ত্রিপিটক, বিনয়পিটকে চূলবর্গ, ক্ষুদ্র বস্তু স্কন্ধ, তথাগতের অকাল মৃত্যু হয় না, পৃ-৩১০)

গৌতম বুদ্ধকে বিভিন্নভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কোনভাবেই শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে পারে নি। এক বার হাতি পাঠিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।[১] আরেক বার তাঁকে তীরন্দাজ পাঠিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।[২] ব্রাহ্মণরা তাঁকে হত্যার জন্য, হত্যার মিথ্যা অভিযোগও তাঁর প্রতি আরোপ করে।[৩] কিন্তু কোনভাবেই তারা সফল হতে পারে নি। তাঁকে হত্যা করতে পারে নি।

তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষেত্রেও হয়েছে। মক্কায় থাকাকালে কাবা শরীফে নামাযরত অবস্থায় তাঁর ওপর উটের নাড়িভুড়ি চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু হত্যা করতে পারে নি।

একবার উমর মহানবী (স.)-কে হত্যার জন্য নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে খোঁজেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাক্ষাৎ পাবার পর হত্যার পরিবর্তে তিনি নিজে মুসলমান হয়ে যান।

হিজরতের সময় মক্কার কাফেররা হত্যার জন্য তাঁর বাড়ি অবরোধ করে। কিন্তু তিনি তাদের নাকের ডগা দিয়ে হিজরত করে চলে যান তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে নি।

শত্রুরা পরে যখন জানতে পারে হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরত করেছেন। তখন তারা তাঁকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে আনতে পারলে একশত লাল উট দেয়ার ঘোষণা দেয়। পুরস্কারের লোভে অনেকেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। যে গুহায় তিনি লুকিয়ে ছিলেন সে গুহা পর্যন্ত তারা পৌঁছে যায় কিন্তু তাঁকে ধরে হত্যা করতে পারে নি। সুরাকা তাঁকে হিজরত করে যেতে দেখে পেলে। ধরার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করে। চূড়ান্ত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

আরেক বার এক বেদুইন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে গাছের নিচে ঘুমন্ত দেখে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু হত্যা করতে পারে নি।

ইহুদী মহিলা দাওয়াত দিয়ে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। বিষ মিশানো খাবার কিছুটা তিনি (স.) খেয়েও ফেলেন। তাঁর সাথী বিষের ক্রিয়ায় মারা যান। কিন্তু তাঁর কিছু হয় নি।

উহুদের যুদ্ধের সময় শত্রুদের উপুর্যপুরি আক্রমণের ফলে তিনি লাশের নিচে চাপা পড়ে যান। সবাই মনে করেছে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু হত্যা করতে পারে নি।

তায়েফে প্রাণনাশী আক্রমণ হয়েছে সেখানেও তিনি প্রাণ হারান নি।

হুনায়ূনের যুদ্ধে এক পযার্য়ে রসূল (স.) একা হয়ে যান, তাঁকে লক্ষ্য করে শত্রুদের তীর বৃষ্টির মত আসতে থাকে। সেখানেও তিনি প্রাণ হারান নি।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে পারে নি। তাঁকে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছিলেন 'আমি তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবো।' এ কারণে নরাসভ বা নরশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হাজারো ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ করেও হত্যা করতে পারে নি। এই মানদণ্ডেও তাঁর (স.) সত্যতা প্রমাণিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

১। বুদ্ধকে হত্যা করার জন্য হাতি প্রেরণ করা হয়। হাতি তাঁকে হত্যা না করে প্রত্যাবর্তন করে। (ত্রিপিটক, বিনয়পিটকে চূলবর্গ, ক্ষুদ্র বস্তু স্কন্ধ, তথাগতের অকাল মৃত্যু হয় না, পৃ-৩১১)

২। দেবদত্ত কুমার অজাত শত্রুর নিকট উপস্থিত হলেন। কুমার অজাত শত্রুকে কহিলেন, মহারাজ! তীরন্দাজদেরকে আদেশ প্রদান করুন, যেন শ্রমণ গৌতমকে হত্যা করে। তখন দেবদত্ত এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, আর্য দেবদত্ত যেরূপ বলেন সেরূপ কর। তখন দেবদত্ত এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, বন্ধো! যাও অমুক স্থানে শ্রমণ গৌতম অবস্থান করতেছেন তাঁকে হত্যা করে এই রাস্তা দিয়া আস। সেই রাস্তায় দুই ব্যক্তিকে রেখে কহিলেন, এই রাস্তা দিয়ে জনৈক লোক আসবে তাকে হত্যা করে অমুক রাস্তা দিয়ে আস। সেই রাস্তায় চারিজন লোক রেখে কহিলেন, এই রাস্তা দিয়া দুইজন লোক আসবে তোমরা তাহাদেরকে হত্যা করে এই রাস্তা দিয়া আস। সেই রাস্তায় আটজন লোককে রেখে কহিলেন, এই রাস্তা দিয় চারিজন লোক আসবে তোমরা তাহাদেরকে হত্যা করে অমুক রাস্তা দিয়া আস।

তখন সেই এক ব্যক্তি ঢাল, তলোয়ার নিয়ে ধনুতে শর যোজনা করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের নাতি দূরে ভীত, উদ্বিগ্ন, শংকিত এবং ত্রস্ত হয়ে স্তব্দ দেহে দাঁড়িয়ে রহিল। ভগবান সেই ব্যক্তিকে ভীত, উদ্বিগ্ন, শংকিত এবং ত্রস্ত হয়ে স্তব্দ দেহে দন্ডায়মান দেখতে পেলেন। দেখে তাকে কহিলেন, বন্ধো! এস, ভয় করিও না। তখন সেই ব্যক্তি অসি, ঢাল, এক স্থানে রেখে দিয়ে এবং ধনু ও শর পরিত্যাগ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পদে শির অবনত করে ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! আমি মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতা বশতঃ যেই অপরাধ করেছি এবং আমি কলূষিত চিত্তে বধ করবার চিত্ত নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভগবান আমাকে সেই অপরাধ ক্ষমা করে ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্য অনুমোদন করুন।

বন্ধো! তুমি মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতা বশতঃ যেই অপরাধ করেছ, যখন সেই অপরাধকে অপরাধ বলে ন্যায়ানুসারে প্রতিকার করেছ, তখন আমি তোমার অপরাধ স্বীকার অনুমোদন করলাম। বন্ধো! আর্য বিনয়ে ইহা বৃদ্ধির কথা, যে অপরাধকে অপরাধ বলে ন্যায়ানুসারে প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়। (ত্রিপিটক, বিনয়পিটকে চূলবর্গ, ক্ষুদ্র বস্তু স্কন্ধ, বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্তে তীরন্দাজ প্রেরণ, পৃ-৩০৭)

বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্তে আরেক বার তীরন্দাজ প্রেরণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তীরন্দাজ তাঁকে হত্যা না করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে ফিরে যায়। (ত্রিপিটক, বিনয়পিটকে চূলবর্গ, ক্ষুদ্র বস্তু স্কন্ধ, বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্তে তীরন্দাজ প্রেরণ, পৃ-৩০৭)

৩। তখন সেই তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা ভগবানের এবং ভিক্ষুসংঘের লাভ-সৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া সুন্দরী পরিব্রাজিকার নিকট গিয়া বলিল, 'ভগ্নি, তুমি জ্ঞাতিগণের একটি উপকার করিতে পারিবে কি?'

সুন্দরী : হে আর্যগণ, কী করিতে হইবে? আমি কি করিতে পারিব? জ্ঞাতিগণের জন্য আমি জীবনও দান করিয়াছি।

পরিব্রাজকগণ : ভগ্নি, তাহা হইলে তুমি সর্বদা জেতবনে গমন কর। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সুন্দরী পরিব্রাজিকা তীর্থিয়গণকে প্রতিশ্রুতি দিল এবং তারপর হইতে সর্বদা জেতবনে গমন করিতে লাগিল। যখন তাহারা জানিল যে অনেক লোক সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে সর্বদা জেতবনে গমন করিতে দেখিয়াছে; তখন তাহারা তাহাকে বধ করিয়া জেতবনে দীর্ঘ খাত খনন করিয়া তাহাতে পূতিয়া, কোশলরাজ পসেনজিতের কাছে গিয়া বলিল, 'মহারাজ, সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে দেখা যাইতেছে না।'

রাজা : কোথায় আছে বলিয়া তোমাদের সন্দেহ হয়?

পরিব্রাজক : মহারাজ, জেতবনে আছে বলিয়া মনে হয়।

রাজা : তাহা হইলে জেতবনে অনুসন্ধান কর। অতঃপর সেই তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা জেতবনে অনুসন্ধান করিতে করিতে যেই পরিখা কূপে পুতিয়াছিল, তাহা হইতে সুন্দরীর মৃতদেহ বাহির করিল এবং এক খাটে উহা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে লইয়া গেল। তথায় তাহারা রাস্তা হইতে রাস্তায় তেমাথা রাস্তা হইতে তেমাথা রাস্তায় শবটি দেখাইয়া লোকদিগের কাছে ভিক্ষুসংঘের নিন্দা রটাইতে লাগিল। মহাশয়গণ, দেখুন শাক্যপুত্রগণের কর্ম। এই সকল শ্রমণ শাক্যপুত্র নির্লজ্জ, দুঃশীল, পাপী, মিথ্যাবাদী ও অব্রহ্মচারী। তারাও নাকি আবার বলে যে, আমরা ধর্মচারী, সংযতাচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান ও কল্যাণধর্মা। ইহাদের শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব নাই। কোথায় ইহাদের শ্রামণ্য, কোথায় ইহাদের ব্রাহ্মণ্য? শ্রমণত্ব ব্রাহ্মণত্ব হইতে ইহারা স্খলিত। পুরুষ পুরুষের কার্য করিয়া স্ত্রীলোকটিকে প্রাণে মারিবে কেন? (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে উদান, মেঘিয় বর্গ, সুন্দরী সূত্র, পৃ-১১৫-১১৬)

(সাত)

বুদ্ধ বা অর্হৎদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

[Few qualities of the Buddha or Divine Man]

ত্রিপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ার চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত উপোসথ সূত্রে একাধারে বুদ্ধ বা অর্হৎদের অনেকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যে গুণগুলো বুদ্ধদের মাঝে পাওয়া যায়। যেমন,

১. বুদ্ধ যিনি হন তিনি উপোসথ পালন করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) উপোসথ বা রোযা রাখতেন। বছরে এক মাস তো আবশ্যকীয়ভাবে রোযা রাখতেন-ই। সাথে প্রতিমাসে ঐচ্ছিক রোযাও রাখতেন।

২. বুদ্ধরা প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকেন।
বাক্যটা হয়তো এমন ছিল না। ছিল ঢালাও ভাবে বা অকারণে প্রাণী হত্যা থেকে তাঁরা বিরত থাকতেন। যেটা সব মহাপুরুষরা করতেন। এটাতে অবশ্যই পরবর্তীতে প্রক্ষেপণ হয়েছে।[১] হযরত মুহাম্মদ (স.) বিনা কারণে বিনা প্রয়োজনে কখনও প্রাণী হত্যা বা নিধন করতেন না।

৩. বুদ্ধরা সর্বজীবের প্রতি দয়া করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বজীবের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। একারণে তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা হয়েছে।

৪. বুদ্ধরা অদত্ত বা মিথ্যা পরিহার করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্ব প্রকার মিথ্যা থেকে পবিত্র ছিলেন। এ কারণে শৈশব থেকে তিনি আলআমীন (বিশ্বস্ত) ও সাদেক (সত্যবাদী) বলে সবার কাছে সুপরিচিত ছিলেন।

৫. বুদ্ধরা নিজেকে পবিত্র রাখেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বাবস্থায় পুত পবিত্র ছিলেন। এ কারণে তাঁকে ত্বহা বা তাহের ও তাইয়্যেব (অত্যন্ত পুত পবিত্র) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬. বুদ্ধরা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন।
তবে এটা বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মচর্য নয়। কেননা এতে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে।

ব্রহ্মচর্যের নামে সম্পূর্ণরূপে সংসার বর্জন বা সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী সংশ্রব ত্যাগ এটা গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধরা কেউ করেন নি। তাঁরা কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয় তো এটা করেছেন, সারা জীবনের জন্য নয়। মুসলমানরা যেমন হজ্জ বা এতেকাফ ও রোযার সময়ে করে থাকে। (পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে....)। তাই, ব্রহ্মচর্যের অর্থ হবে পুত পবিত্র, ধার্মিক জীবন অতিবাহিত করা। এটা হযরত মুহাম্মদ (স.)-ও অবলম্বন করেছেন।

৭. বুদ্ধরা মিথ্যাভাষণ পরিহার করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) সব ধরনের মিথ্যা বর্জনকারী ছিলেন। কখনও কোনদিন মিথ্যার ধারে কাছেও যান নি।

৮. বুদ্ধরা সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। সত্যবাদী ছিলেন বলে তাঁকে সবাই 'সাদেক' বলে ডাকতো। বিশ্বস্ত ছিলেন বলে তাঁর নাম 'আলআমিন' ছিল। নির্ভরযোগ্য ছিলেন বলে মক্কার মুশরেকরা তাঁর নবুওয়তের দাবির পর তাঁর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে টাকা পয়সা ও সম্পদ গচ্ছিত রাখতো।

৯. বুদ্ধরা কাউকে প্রবঞ্চনা করেন না।
হযরত মুহাম্মদ (স.)-ও কাউকে কোন দিন কোন ভাবে প্রবঞ্চনা করেন নি।

১০. বুদ্ধরা সুরা ও মদ্যপান পরিহার করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন দিন এগুলো স্পর্শ করেন নি। নবুওয়তের পূর্বেও না, পরেও না। ইসলাম ধর্মেও এগুলো চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ

১১. বুদ্ধরা নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসবদর্শন বর্জন করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) এগুলো থেকে মুক্ত ছিলেন। ইসলাম ধর্মে এগুলো নিষিদ্ধ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত।

১২. বুদ্ধরা উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) আরামদায়ক সব শয্যা ত্যাগ করেছেন। হযরত উমর (রা.) এক বার রসুল (স.)-এর ঘুম থেকে উঠার পর গায়ে চাটাইয়ের দাগ দেখে কাঁদলেন। আর আরামদায়ক বিছানা বানিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। রসুল (স.) এটা প্রত্যাখ্যান করলেন। নিজে কখনও বিছানাপত্র বা অন্য কোন ক্ষেত্রে আরামদায়ক কিছু ব্যবহার করেন নি।

১৩. বুদ্ধরা নীচ শয্যায় শয়ন করেন।
হযরত মুহাম্মদ (স.) এটাই করতেন।
(ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম নিপাত, প্রথম পঞ্চাশক, উপোসথ বর্গ, সংক্ষিপ্ত উপোসথ সূত্র, সূত্র-৪১.১-১০, পৃ-২৩৭-২৩৯)[২]

একইভাবে অব্যাকৃত বর্গের অরক্ষণীয় সূত্রেও বুদ্ধদের কিছু বিশেষ গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

তথাগত যাঁরা হন তাঁরা 'কর্মে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ', 'বাককর্মে সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ', 'মনোকর্মে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ', 'জীবিকা পরিশুদ্ধ', 'ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত', 'ক্ষেম বা প্রশান্তি প্রাপ্ত', 'অভয়প্রাপ্ত', ও 'বৈশারদ্য প্রাপ্ত' হন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাঝে সবগুলো গুণ বিদ্যমান ছিল। তিনি কথা, কাজ, সংকল্প ও জীবিকা সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত পুত-পবিত্র ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোন ধরণের অপবিত্রতা ছিল না। তিনি সারা জীবন বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় প্রকার পবিত্রতা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

তাঁর ধর্ম ইসলাম সু-ব্যাখ্যাত। সব বিষয়ের বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা দেয়া আছে।

তিনি সর্বদা প্রশান্তি প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর মাঝে কখনও কোন ধরনের ভয়-ভীতি ছিল না। তিনি জাগতিক ও ধর্মীয় সর্ব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, বিশারদ ছিলেন। জগৎ সৃষ্টি, আল্লাহর পরিচয়, পরকাল বা মৃত্যুর পরের জীবন, জান্নাত জাহান্নাম, (স্বর্গ ও নরক), মানব জীবনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা, এক কথায় সব বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য তাঁর 'ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত' ও তাঁর 'বৈশারদ্য প্রাপ্ত' হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

তাই, এই মানদণ্ডেও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যতা সাব্যস্ত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। ত্রিপিটকের সুত্তনিপাতের আমগন্ধ সূত্রে পাখির মাংস ভোজন আমগন্ধ নয় বলা হয়েছে। এছাড়া লোভ ছাড়া প্রাণসংহারী যারা নয় তাদেরকেও আমগন্ধ নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (পবিত্র ত্রিপিটক, খণ্ড একাদশ, পৃ-৪৭৬-৭৮, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত, প্রকাশকাল- ২০১৭ইং)

'রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ কহিলেনঃ "প্রাণীহত্যা করিবে না। অদত্তের গ্রহণ করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন কর।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাসুদর্শন সূত্রান্ত, প্রথম অধ্যায়, সূত্র-১০, পৃ-১১৭)

২। "অট্ঠঙ্গসমন্নাগতো, ভিক্খবে, উপোসথো উপবুত্থো মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো মহাজুতিকো মহাবিপ্ফারো। কথং উপবুত্থো চ, ভিক্খবে, অট্ঠঙ্গসমন্নাগতো উপোসথো মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো মহাজুতিকো মহাবিপ্ফারো? ইধ, ভিক্খবে, অরিযসাবকো ইতি পটিসঞ্চিক্খতি- যাবজীবং অরহন্তো পাণাতিপাতং পহায পাণাতিপাতা পটিবিরতা নিহিতদন্ডা নিহিতসত্থা লজ্জী দযাপন্নো, সব্বপাণভুতহিতানুকম্পী বিহরামি। ইমিনাপঙ্গেন অরহতং অনুকরোমি, উপোসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা পঠমেন অঙ্গেন সমন্নাগতো হোতি।

যাবজীবং অরহন্তো অদিন্নাদানং পহায অদিন্নাদানা পটিবিরতা দিন্নাদাযী দিন্নপাটিকঙ্খী, অথেনেন সুচিভূতেন অত্তনা বিহরন্তি। অহং পজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং অদিন্নাদানং পহায অদিন্নাদানা পটিবিরতো দিন্নাদাযী দিন্নপাটিকঙ্খী, অথেনেন সুচিভূতেন অত্তনা বিহরামি। ইমিনপযেগন অরহতং অনুকরোমি, উপোসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা দুতিযেন অঙ্গেন সমন্নাগতো হোতি। যাবজীবং অরহন্তো অব্রহ্মচরিযং পহায ব্রহ্মচারিনো আরাচারিনো বিরতা মেথুনা গামধম্মা। অহং পজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং অব্রহ্মচারিযং পহায ব্রহ্মচারী আরাচারী বিরতো মেথুনা গামধম্মা। ইমিনাপঙ্গেন অরহতং অনুকরোমি, উপোসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা ততিযেন অঙ্গেন সমন্নাগতো হোতি।

যাবজীবং অহরহন্তো মুসাবাদং পহায মুসাবাদা পটিবিরতা সচ্চবাদিনো সচ্চসন্ধা থেতা পচ্চযিকা অবিসংবাদকো লোকস্স। অহং পজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং মুসাবাদং পহায মুসাবাদা পটিবিরতো সচ্চবাদী সচ্চসন্ধো থেতো পচ্চযিকো অবিসংবাদকো লোকস্স। ইমিনাপঙ্গেন অরহতং অনুকরোমি, উপোসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা চতুত্থেন অঙ্গেন সমন্নাগতো হোতি।

যাবজীবং অরহন্তো সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠানং পহায সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠানা পটিবিরতা। অহং পজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠানং পহায

সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠানা পটিবিরতো। ইমিনাপঙ্গেন অরহতং অনুকরোমি, উপোসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা পঞ্চমেন অঙ্গেন সমন্নাগতো হোতি।

যাবজীবং অরহন্তো একভত্তিকা রত্তুপরতা বিরতা বিকালভোজনা। অহং পজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং একভত্তিকো রত্তুপরতো বিরতো বিকালভোজনা। ইমিনাপঙ্গেন অরহতং অনুকরোমি, উপেসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা ছট্ঠেন অঙ্গেন সমন্নাগতো হোতি।

যাবজীবং অরহন্তো নচ্চগীতবাদিতবিসূকদস্সনমালাগন্ধবিলেপনধারণমন্ডন-বিভূসনট্ঠানং পহায নচ্চগীতবাদিতবিসূকদস্সনমালাগন্ধবিলেপনধারণমন্ডন–বিভুসনট্ঠানা পটিবিরতা। অহং পজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং নচ্চগীতবাদিতবিসূকদস্সনমালাগন্ধবিলেপনধারণমন্ডনবিভূসনট্ঠানং পহায নচ্চগীত- বাদিতবিসূকদস্সনমালাগন্ধবিলেপনধারণমন্ডনবিভূসনট্ঠানা পটিবিরতো। ইমিনাপঙ্গেন অরহতং অনুকরোমি, উপোসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা সত্তমেন অঙ্গেন সমন্নাগতো হোতি।

যাবজীবং অরহন্তো উচ্চাসযনমহাসযনং পহায উচ্চাসযনমহাসযনা পটিবিরতা নীচসেয্যং কপ্পেন্তি- মঞ্চকে বা তিণসন্থারকে বা। অহং পজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং উচ্চাসযনমহাসযনং পহায উচ্চাসযনমহাসযনা পটিবিরতো নীচসেয্যং কপ্পেমি-মঞ্চকে বা তিণসন্থারকে বা। ইমিনাপঙ্গেন অরহতং অনুকরোমি, উপোসথো চ মে উপবুত্থো ভবিস্সতী'তি। ইমিনা অট্ঠমেন অঙ্গে সমন্নাগতো হোতি। এবং উপবুত্থো খো, ভিক্খবে, অট্ঠঙ্গসমন্নাগতো-উপোসথো মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো মহাজুতিকো মহাবিপ্ফারো'তি। পঠমং। (-সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি পঠমপন্নোসকং, উপোসথবগ্গো, সঙ্খিত্তুপোসথসুত্তং পৃ-১৬৫, সূত্র-৪১)

"Bhikkhus, observed complete in eight factors, the uposatha is of great fruit and benefit, extraordinarily brilliant and pervasive. And how is the uposatha observed complete in eight factors, so that it is of great fruit and benefit, extraordinarily brilliant and pervasive? (1) "Here, bhikkhus, a noble disciple reflects thus: 'As long as they live the arahants abandon and abstain from the destruction of life; with the rod and weapon laid aside, conscientious and kindly, they dwell compassionate toward all living beings. Today, for this night and day, 1 too shall abandon and abstain from the destruction of life; with the rod and weapon laid aside, conscientious and kindly, I too shall dwell compassionate toward all living beings. I shall imitate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by me.' This is the first factor it possesses. (2) '"A s long as they live the arahants abandon and abstain from taking what is

not.given; they take only what is given, expect only what is given, and dwell honestly without thoughts of theft. Today, for this night and day, I too shall abandon and abstain from taking what is not given; I shall accept only what is given, expect only what is given, and dwell honestly without thoughts of theft. I shall imitate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by me.' This is the second factor it possesses. (3) '"A s long as they live the arahants abandon sexual activity and observe celibacy, living apart, abstaining from sexual intercourse, the common person's practice. Today, for this night and day, I too shall abandon sexual activity and observe celibacy, living apart, abstaining from sexual intercourse, the common person's practice. I shall imitate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by m e / This is the third factor it possesses. (4) "'A s long as they live the arahants abandon and abstain from false speech; they speak truth, adhere to truth; they are trustw orthy and reliable, no deceivers of the world. Today, for this night and day, I too shall abandon and abstain from false speech; I shall speak truth, adhere to truth; I shall be trustw orthy and reliable, no deceiver of the w orld. I shall imitate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by m e/T h is is the fourth factor it possesses. (5) "'A s long as they live the arahants abandon and abstain from liquor, wine, and intoxicants, the basis for heedlessness. Today, for this night and day, I too shall abandon and abstain from liquor, wine, and intoxicants, the basis for heedlessness. I shall im itate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by m e/ This is the fifth factor it possesses. (6) "'A s long as they live the arahants eat once a day, abstaining from eating at night and from food outside the proper time. Today, for this night and day, I too shall eat once a day, abstaining from eating at night and from food outside the proper time. I shall im itate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by m e.' This is the sixth factor it possesses. (7) "'A s long as they live the arahants abstain from dancing, singing, instrumental music, and unsuitable shows, and from adorning and beautifying themselves by w earing garlands and applying scents and unguents. Today, for this night and day, I

too shall abstain from dancing, singing, instrum ental music, and unsuitable shows, and from adorning and beautifying m yself by w earing garlands and applying scents and unguents. I shall im itate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by m e.' This is the seventh factor it possesses. (8) "'A s long as they live the arahants abandon and abstain from the use of high and luxurious beds; they lie dow n on a low resting place, either a small bed or a straw mat. Today, for this night and day, I too shall abandon and abstain from the use of high and luxurious beds; I shall lie down on a low resting place, either a sm all bed or a straw mat. I shall imitate the arahants in this respect and the uposatha will be observed by m e/ This is the eighth factor it possesses. "It is in this way, bhikkhus, that the uposatha is observed complete in eight factors, so that it is of great fruit and benefit, extraordinarily brilliant and pervasive." *(Anguttor nikaya, The Book of The Eight, First Fifty, Uposatha,In Brief, Sutra - 41, Page -1076-77)*

'ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসিথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে মহাফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। ভিক্ষুগণ মহাফলপ্রদ, মহাহিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, মহা রোমাঞ্চকর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ কিরূপে প্রতিপালন এবং রক্ষা করতে হয় ?

'ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করেন: "অর্হৎগণ সমগ্র জীবন প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করেন এবং প্রাণীহত্যা প্রতিবিরত হন; তাঁরা দণ্ড এবং অস্ত্র পরিহার করে সর্বজীবের প্রতি বিনীত এবং দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করেন। আমিও এখন এই দিবারাত্রি প্রাণীহত্যা পরিহার করে প্রাণীহত্যা প্রতিবিরত হব, দণ্ড ও অস্ত্র পরিত্যাগ করে সর্বপ্রাণীর প্রতি বিনীত ও দয়ার্দ্র হয়ে বাস করব। সুতরাং এ উপায়ে আমি অর্হতের উদাহরণ অনুকরণ করব এবং উপোসথ উদাহরণ অনুকরণ করব এবং উপোসথ রক্ষা করব।" এই প্রথম গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়।

"অর্হৎগণ সমগ্র জীবন অদত্ত পরিহার করে অদত্ত প্রতিবিরত হন। তাঁরা যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে তাতে আশান্বিত হয়ে বাস করেন, চুরি করে নয়, নিজেকে পবিত্র রেখে। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন অদত্ত পরিহার করতঃ অদত্ত প্রতিবিরত হয়ে যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে তাতে আশান্বিত হয়ে অবস্থান করি। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই দ্বিতীয় গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

"অর্হৎগণ সমগ্র জীবন অব্রহ্মচর্য্যা পরিহার করে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন, মৈথুন সেবন যা গ্রাম্য তা পরিহার করেন। আমিও অদ্য রাত্রিদিন অব্রহ্মচর্য্য, গ্রাম্য মৈথুন সেবন পরিহার করতঃ ব্রহ্মচর্য পালন করি। এ উপায়ে আমি অরহতগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই তৃতীয় গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

অরহতগণ যাবজ্জীবন মিথ্যাভাষণ পরিহার করতঃ মিথ্যাভাষণ প্রতিবিরত, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, তাঁরা জগতে কাকেও বঞ্চনা করেন না। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন মিথ্যা ভাষণ প্রতিবিরত, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, জগতে আমি কাকেও বঞ্চনা করি না। এ উপায়ে আমি অরহতগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই চতুর্থ গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

অরহতগণ যাবজ্জীবন সুরা ও মদ্যপান পরিহার করতঃ সুরা ও মদ্যপান প্রতিবিরত হন। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন সুরা ও মদ্যপান পরিহার করতঃ সুরা ও মদ্যপান প্রতিবিরত। এ উপায়ে আমি অরহতগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই পঞ্চম গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

"অরহতগণ যাবজ্জীবন একাহারী (দিনে একবার মাত্র ভোজন করে), বিকাল ভোজন প্রতিবিরত হন। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন একাহারী, বিকালভোজন প্রতিবিরত। এভাবে আমিও অরহতগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই ষষ্ঠ গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

"অরহতগণ যাবজ্জীবন নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসবদর্শন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মন্ডণ-বিভূষণ ইত্যাদি প্রতিবিরত হন। আমিও আজ রাত্রিদিন নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসবদর্শন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণ ইত্যাদি প্রতিবিরত। এভাবে আমি অরহতগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই সপ্তম গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

"অরহতগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করতঃ উচ্চশয্যা মহাশয্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা নীচ শয্যায় শয়ন করেন, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যা গ্রহণ করেন। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করতঃ উচ্চশয্যা মহাশয্যা প্রতিবিরত, নীচু শয্যায় শয়ন করি, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যায়। এভাবে আমিও অরহতগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই অষ্টম গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

ভিক্ষুগণ! এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহাফলপ্রদ, মহাহিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়।' (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম নিপাত, প্রথম পঞ্চাশক, উপোসথ বর্গ, সংক্ষিপ্ত উপোসথ সূত্র, সূত্র-৪১.১-১০, পৃ-২৩৭-২৩৯)

৩।

পালি:

চত্তারিমানি, ভিক্খবে, তথাগতস্স অরক্খেয্যানি, তীতি চ অনুপবজ্জো। কতমানি চত্তারি তথাগতস্স অরক্খেয্যানি? পরিসুদ্দকাযসমাচারো, ভিক্খবে, তথাগতো; নত্থি তথাগতস্স কাযদুচ্চরিতং যং তথগতো রক্খেয্য- মা মে উদং পরো অঞ্ঞাসী'তি। পরিসুদ্ধবচীসমাচারো, ভিক্খবে, তথাগতো; নত্থি তথগতস্স বচীদুচ্চরিতং যং তথাগতো রক্খেয্য- মা মে ইদং পরো অঞ্ঞাসী'তি। পরিসুদ্ধমনোসমাচারো, ভিক্খবে, তথাগতো; নত্থি তথাগতস্স মনোদুচ্চরিতং যং তথাগতো রক্খেয্য-মা মে ইদং পরো অঞ্ঞাসী;তি। পরিসুদ্ধাজীবো, ভিক্খবে, তথাগতো; নত্থি তথাগতস্স মিচ্ছাআজীবো যং তথাগতো রক্খেয্য- মা মে ইদং পরো অঞ্ঞাসী'তি। ইমানি চত্তারি তথাগতস্স অরক্খেয্যানি। (সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তরনিকাযো চতুত্থো ভাগো, সত্তকনিপাতপালি পঠমপন্নোসকং, অব্যাকতবগ্গো, অরক্খেয্যসুত্তং, সূত্র-৫৮, পৃ-৫৪)

ইংরেজি অনুবাদ:

"Bhikkhus, there are these four things that the Tathagata does not need to hide and three things about which he is irreproach able:

"What are the four things that the Tathagata does not need to hide?

(1) "Bhikkhus, the Tathagata is one whose bodily behavior is purified. There is no bodily misconduct on the part of the Tathagatath at he might need to hide, [thinking]: 'Let others not find this out about me. "The Tathagata is one whose verbal beh avior is purified.

There is no verbal misconduct on the part of the Tathagata that he might need to hide, [thinking]: 'Let others not find this out about me.'

(3) "The Tathagata is one whose mental behavior is purified.

There is no mental misconduct on the part of the Tathagata that he might need to hide, [thinking]: 'Let others not find this out about me

(4) "The Tathagata is one whose livelihood is purified. There is no w ro n g livelihood on the part of the Tathagata that he might need to hide, [thinking]: 'Let others not find this out about me.

"These are the four things that the Tathagata does not need to hide. And what are the three things about which he is irreproachable?

(5) "The Tathagata, bhikkhus, is one whose Dhamma is well expounded . In regard to this, I do not see any ground on the basis of which an ascetic, brahmin, deva, Mara, Brahma, or anyone in the world could reasonably reprove me: 'For such and such reasons, your Dhamma is not well expounded Since I do not see any such ground, I dwell secure,fearless,andselfconfident.

(6) "I have well proclaim ed to my.disciples the practice leading to nibbana in such away that, practicing in accordance with it [and reachin g] the destruction of the taints, they realize for them selves with direct knowledge, in this very life, the taintless

liberation of mind, liberation by wisdom, and havin gentered upon it, dwell in it. In regard to this, I do not see any groundon the basis of which an ascetic, brahmin, deva, Mara, Brahma, or anyone in the world could reasonably reprove me: 'For such and such reasons, you have not well proclaimed to your disciples the practice leading to nibbana in such away that, practicing in accordance with it [and reaching] the destruction of the taints,

they realize for them selves w ith direct know ledge, in this very life, the taintless liberation of mind, liberation by wisdom, and having en tered upon it, dwell in it Since I do not see any such ground, I dwell secure, fearless, and self-confident.
(Anguttor nikaya,The Book of The Seven, second Fifty, undeaclered,no need to hide, Sutra - 58, Page - 1056-57)

বাংলা অনুবাদঃ
'হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের এই চার বিষয় আবৃত নহে এবং তিন বিষয়ে তিনি নির্দোষ। তথাগতের চার অনাবৃত কি কি ?

হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কায়িক কর্মে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ। কায় দুশ্চরিত্র তথাগতের নেই যা তিনি গোপন করতেন এই ভেবেঃ "আমার এ বিষয় কেউ না জানুক।" হে ভিক্ষুগণ, বাককর্মে তথাগত সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ, বাকদুশ্চরিত্র তথাগতের নেই যা তিনি গোপন করতেন এই ভেবেঃ "আমার এ বিষয় কেউ না জানুক।" হে ভিক্ষুগণ, তথাগত মনোকর্ম সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ। তথাগতের কোন মনো দুশ্চরিত্র নেই যা তিনি

রক্ষা করতেন এই ভেবেঃ "আমার এ বিষয় অপরে না জানুক।" হে ভিক্ষুগণ, তথাগত সম্পূর্ণরূপে আজীব (জীবিকা) পরিশুদ্ধ। তথাগতের কোন মিথ্যা জীবিকা নেই যা তথাগত রক্ষা করতেন এই ভেবেঃ "আমার এ বিষয়ে অপরে না জানুক।"

তথাগতের এই চারি বিষয় আবৃত নহে। কোন তিন বিষয়ে তিনি নির্দোষ?

'হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত। একে সত্য সত্যই জগতে যে কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার বা অন্য যে কেউ আমাকে ধর্মতঃ (ন্যায়তঃ) দোষারোপ করতে পারেন এই বলেঃ "এভাবে আপনার দ্বারা ধর্ম সু-বিঘোষিত হয়নি।" হে ভিক্ষুগণ, আমি এরূপ কোন নিমিত্ত (লক্ষণ) দেখি না এবং কোন নিমিত্ত দর্শন না করে আমি ক্ষেম প্রাপ্ত (প্রশান্তি লাভ), অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্য প্রাপ্ত (আত্ম বিশ্বাস লাভ) হয়ে অবস্থান করি। হে ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক আমার শ্রাবকদের জন্য নিবার্ণগামিনী মার্গ সু-প্রজ্ঞাপিত যাতে প্রতিপন্ন (আরূঢ়) হয়ে আমার শ্রাবকগণ আসক্তি ক্ষয় করতঃ অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি দর্শন করে, ধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা উপলব্ধি করতঃ তা লাভ করে অবস্থান করে। এতে সত্য সত্যই জগতের যে কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার বা অন্য যে কেউ ধর্মতঃ আমাকে দোষারোপ করতে পারেন এই বলেঃ "এভাবে আপনার দ্বারা আপনার শ্রাবকদের জন্য নির্ব্বাণগামিনী মার্গ.. (ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তক নিপাত, অব্যাকৃত বগ, ৫ অরক্ষণীয় সূত্র, সূত্র-৫৮.১-৩, পৃ-৭৫)

(আট)

বুদ্ধ বা তথাগত নিষ্পাপ হন

[Buddha or Divine Man is sinless/pure]

তথাগত যাঁরা হন তাঁরা গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কোনভাবেই পাপ করেন না। তাঁরা সব ধরনের পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে থাকেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

পালি:

পূজাবিসেসং সহপচ্চযেহি, যস্মা অযং অরহতি লোকনাথো।
অথানুরূপং অরহন্তি লোকে, তস্মাজিনো অরহতি নামেতং

বাংলা অনুবাদ:
কোন কোন পণ্ডিতমানিগণ অকীর্তি ভয়ে গোপনে পাপ কার্য করেন, তথাগত তেমন করেন না। "রহো" অর্থাৎ গোপনেও পাপ কর্ম করেন না বলিয়া তিনি অর্হৎ। তাই উক্ত হইয়াছে;-

পালি:

যস্মা নথি রহো নাম পাপ কম্মেসু তাদিনো
রহাভাবেন তেনেস অরহং ইতি বিসসুতোতি

বাংলা অনুবাদ:
তথাগত বুদ্ধ গোপনেও কোন পাপ কার্য করেন না, এই অগোপনতার জন্যও তিনি অর্হৎ বলিয়া জগতে বিশ্রুত। (ত্রিপিটক, ক্ষুদ্রকপাঠো, সরনত্তযং, পৃ-১০)

হযরত মুহাম্মদ (স.)-ও সব ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন পাপ থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। এ কারণে তাঁকে তাইয়্যেব (পুত-পবিত্র) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর মাঝে পাপের কোন কালিমা ছিল না বলেই তাঁকে নূরুন আলা নূর (জ্যোতিরও জ্যোতি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(নয়)

বুদ্ধরা অকারণে হাসেন না/স্মিত হাসেন

[Buddha's never laugh without reason/ They always smile]

ey×iv AKvi‡Y nv‡mb bv| Avi cÖ‡qvR‡b hLb nv‡mb ZLbI w¯§Z nvwm nv‡mb| wÎwcU‡K ejv n‡q‡Q-

cvwj:
Ò†Kvby †Lv fMev †nZz, wmZK¤§mm m_y‡bv| b wn ey×v A‡nZ~wn, wmZs cvZzK‡ivwšÍ †ZÓ (Ac`vb cvwj, cV‡gv fv‡Mv, LÐ 26.27, ey×e‡[1]v, ey× Ac`vbs myÎ, m~Î-239, c„-19)

evsjv Abyev`:
†n fMevb, Avcwb wK Kvi‡Y w¯§Z nvm‡jb? Avgiv Rvwb, ey×MY AKvi‡Y nv‡mb bv| (wÎwcUK, LyÏKwbKv‡q Ac`vb, cÖ_g LÐ, e„× eM©, mvwicyÎ ¯'wei Ac`vb, †køvK-239, c„-25)

gynv¤§` (m.)I AÆnvwm KLbI nvm‡Zb bv| wZwb w¯§Z nvwm nvm‡Zb| Avi AKvi‡Y KLbI nvm‡Zb bv|

(দশ)

বুদ্ধ অহংকার মুক্ত হয়ে থাকেন

[Buddha is non-arrogant]

বুদ্ধ যাঁরা হন তাঁদের মাঝে কোন ধরনের অহংকার থাকে না। তাঁরা সব অহংকার মুক্ত বিনয়ী হন। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:

কামেসনা ভবেসনা, ব্রহ্মচরিযেসনা সহ।
ইতি সচ্চপরামাসো, দিট্ঠিট্ঠানা সমুস্সযা॥
সব্বরাগবিরত্তস্স, তন্হক্খযবিমুত্তিনো।
এসনা পটিনিস্সট্ঠা দিট্ঠিট্ঠানা সমূহতা।
গবেসন্তো সতো ভিক্খু পস্সদ্ধো অপরাজিতো।
মানাভিসমযা বুদ্ধো, পতিলীনোতি বুচ্চতী'তি।
[অঙ্গুত্তরনিকাযো (২য় খণ্ড), চক্কবগ্গ, পতিলীন, পৃ-৩৭]

ইংরেজি অনুবাদ:

Seeking for sense pleasures, seeking for existence, seeking for a spiritual life; the tight grasp "Such is the truth," viewpoints [that are] swellings..
for one entirely detached from lust, liberated by the. destruction of craving, such seeking has been relinquished, and viewpoints are uprooted.
That peaceful, mindful bhikkhu, tranquil, undefeated, enlightened by breaking through conceit, is called "one who has drawn back.
(Anguttara Nikaya, The First Fifty-IV, The Wheel-38 (8) Drawn Back, page-429)

বাংলা অনুবাদ:

"কাম ইচ্ছা, ভব ইচ্ছা আর ব্রহ্মচর্যের,
এই সত্য সংস্পর্শের দৃষ্টিস্থান সমুচ্চয়ের।

সর্বরাগে অনাসক্তে তৃষ্ণা ধ্বংস বিমুক্ত,
অপসৃত দৃষ্টিস্থান, হলে ইচ্ছা পরিত্যক্ত।
শীলবান ভিক্ষু সদা সুস্থির অপরাজিত,
অহংকার বিমুক্ত বলে বুদ্ধ আখ্যায়িত।"
(ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ নিপাত, চক্ক বর্গ, পতিলীণ (উচ্ছিন্নকারী) সূত্র, সূত্র-৩৮ পৃ-৭২)

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাঝেও কোন ধরনের অহংকার ছিল না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। ধনী, গরীব, ছোট, বড়, নারী, পুরুষ, পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়, অনাত্মীয়, নিজের মান্যকারী, অন্যধর্মের মান্যকারী, আরব ও অনারব সবার সাথে সর্বদা অত্যন্ত বিনয়ের আচরণ করতেন। কারো সাথে কখনও কোন বিষয়ে অহংকার প্রদর্শন করেন নি।

এক ইহুদীর সাথে এক বার এক মুসলমানের ঝগড়া হয়। ঝগড়ার বিষয়, সবচে বড় নবী কে? ইহুদী বলে হযরত মূসা (আ.)। মুসলমান বলে না, হযরত মুহাম্মদ (স.)। কথা কাটাকাটি হয়। মুসলমান ইহুদীর গায়ে হাত তুলে। পরে বিষয়টি হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত যায়। কারণ তিনি মদিনা রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘটনা শুনার পর বললেন, 'তোমরা (এ রকম অহংকার প্রদর্শন করে) আমাকে মূসার চেয়ে বড় বলবে না।'

মহানবী (স.) যেমন নিজে অহংকার মুক্ত ছিলেন তেমনি সবাইকে অহংকার মুক্ত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন, "যার অন্তরে এক কণা পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মুসলিম শরীফ)

(এগার)

বুদ্ধের বিরুদ্ধে জাদুর অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে

(Buddha was branded as a magician)

যাঁরা বুদ্ধ হন তাঁদেরকে অনেক মিথ্যা অপবাদ শুনতে হয়। তাঁদেরকে জাদুকর বা মায়াবী হওয়ার অপবাদ শুনতে হয়। গৌতম বুদ্ধকেও এমনটা শুনতে হয়েছে। বলা হয়েছে-

বাংলা অনুবাদ:
হে গ্রামপতি, যারা এরূপ বলে- 'শ্রমণ গৌতম মায়া জানেন'। তারা আমার সম্পর্কে যথার্থই বলে, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে না; তারা ধর্মনিহিত সত্যই বলে; তা ধর্মানুসারে কোন বাদানুবাদের (নিন্দার) কারণ হবে না। ইহা সত্য যে, সেই শ্রমণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমার বিশ্বাস নেই; যারা এরূপ বলে- 'শ্রমণ গৌতম মায়া জানেন, বাস্তবিক পক্ষে শ্রমণ গৌতম মায়াবী'। হে গ্রামপতি, যে বলে- 'আমি মায়া জানি'। সে বলে- 'আমি মায়াবী'। তদ্রূপ শ্রমণ গৌতমও তদ্রূপ সুগতও। এরূপ হলে হে গ্রামপতি, আমি তোমাকে প্রতিপ্রশ্ন করব। তোমার সামর্থ্য অনুসারে উত্তর দিও। (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ষড়ায়তন বর্গ, গ্রামপতি সংযুক্ত, পাটলিয় সূত্র, সূত্র-৩, পৃ-২৯৬)

হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কেও কাফেররা লোকদের বলতো, তোমরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে যাবে না। সে এক জাদুকর (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক- আমরা এমন কথা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই)। হযরত মুহাম্মদ (স.) কে-ও এমন জাদুর অপবাদ অহরহই শুনতে হয়েছে।

কারণ সত্যের জাদুকরী আকর্ষণ থাকে। নবীরা সত্য নিয়ে আসেন। এ সত্যকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। এর প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়।

(বার)

বুদ্ধের বিরুদ্ধে অপপ্রচার তাঁর বিজয়ের কারণ

(Propaganda against Buddha enhances his victory)

শত্রুরা তথাগতের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষবশতঃ অনেক মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকে। এ ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার প্রকারান্তরে তাঁদের প্রচার ও প্রসারের কারণ হয়ে থাকে। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

বাংলা অনুবাদ:
সারীপুত্র, কোপনস্বভাব সুনক্ষত্র মোঘপুরুষ (মূর্খ), ক্রোধবশতই সে এমন কথা বলিয়াছে। অখ্যাতি বিবৃত করিবে উদ্দেশ্যে মত প্রকাশ করিতে গিয়া সে তথাগতের খ্যাতিই বর্ণনা করিয়াছে। সারীপুত্র, যে এমন কথা বলিবে-"তিনি যাহার হিতার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, সে তদনুযায়ী কার্য করিলে তাহা সম্যকভাবে তাহাকে দুঃখক্ষয়ের অভিমুখে চালিত করে", তথাগতের পক্ষে তাহা খ্যাতির বিষয়ই বটে। (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, সিংহনাদ বর্গ, মহাসিংহনাদ সূত্র, শ্লোক- ৩, পৃ- ৮৪)

বুদ্ধদের বিরোধিতা তাঁদের প্রসার লাভ ও বিজয়ের কারণ হয়। গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে। পুরো ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর এক বিশাল এলাকায় তাঁর ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে। কারণ উর্ধ্বলোকের সমর্থন তাঁর সাথে ছিল। বলা হয়েছে-

ভগবান কর্তৃক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইলে ভৌম্য (পৃথিবীস্থ) দেবগণ ঘোষণা করিলেন:- "বারাণসীর উপকণ্ঠে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে ভগবান যেই অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, অথবা জগতে অপর কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে না। (ত্রিপিটক, মহাবর্গ, মহাস্কন্ধ, (৬) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, পৃ-৫০)

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছে। তাঁর (সা.) ধর্ম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। এর কারণ হলো, উর্ধ্বলোক থেকে আল্লাহ তালা তাঁর (সা.) সমর্থনে ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, 'আমি ও আমার রসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।' (পবিত্র কুরআন, সূরা মুজাদালা, আয়াত-২১)

(তের)

বুদ্ধরা দায়িত্ব পূর্ণ করার পর পরিনির্বাণ লাভ করেন

[Buddhas die after fulfilling their duties]

বুদ্ধরা যে দায়িত্ব বা মিশন নিয়ে আসেন এটা পূর্ণ করার পর তাঁদের মৃত্যু হয়। এর আগে নয়। তখন তাঁদেরকে ঊর্ধ্বলোক থেকে ডেকে নেয়া হয়। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

"ভন্তে! এখন ভগবানের গৃহী উপাসিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করত নিপুণা, বিনয়িতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মাচারিণী, কর্তব্য পরায়ণা ও যথা ধর্মপালনকারী হয়েছেন। এখন তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছেন। এখন তাঁরা ধর্ম বিভাগ করে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করত বুঝাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। এখন তাঁরা অপরের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্মতঃ সুনিগ্রহ করে পাপ বিতারক, পাপনাশক ধর্ম দেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে, ভগবান! এখনি আপনি পরিনির্বাপিত হোন! সুগত, আপনি পরিনির্বাপিত হোন! ভন্তে! এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।" (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, মহাবর্গ, ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত, চাপাল বর্গ, (১০) চৈত্য সূত্র, সূত্র-৮২২.১৩, পৃ- ২৭৯)

তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন তাঁর দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন তখন তাঁকেও ঊর্ধ্বলোক থেকে জানানো হয়েছে, 'তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। এখন তোমার আমার নিকট আসার সময়।' অবশেষে অবতীর্ণ হয় সূরা নসর। যেন হযরত মুহাম্মদ (স.) পরপারে যাবার প্রস্তুতি নেন। আর তাঁকে তাঁর পরম বন্ধুর সকাশে ডেকে নেয়া হয়। কারণ তিনি যে দায়িত্ব নিয়ে জগতে এসেছিলেন, সেটা ইতিমধ্যে তিনি পালন করেছেন।

(চৌদ্দ)

বুদ্ধরা কোন কোন ত্রুটিমুক্ত

[Buddhas are free from the following drawbacks]

বুদ্ধ যাঁরা হন তাঁদের কিছু বিশেষ জায়গায় জন্ম হয় না। বুদ্ধ আনন্দকে সম্মোধন করে বলেছেন, হে আনন্দ, কোন এক বুদ্ধের কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব এই আঠার প্রকার স্থানে তথা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। যথা:

১. সে জন্মান্ধ হয় না,

২. জন্মগত বধির হয় না,

৩. উন্মাদ হয় না,

৪. বোবা হয় না,

৫. খোঁড়া বা পঙ্গু হয় না,

৬. অনার্য তথা হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে না,

৭. দাসির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে না,

৮. নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় না,

৯. তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না,

১০. পঞ্চ অনন্তরায়িক কর্ম করে না,

১১. কুষ্ঠরোগী হয় না,

১২. তির্যকজাতিতে জন্মগ্রহণ করলেও বট্টকের চাইতে ছোট এবং হাতির চাইতে বড় হয় না,

১৩. ক্ষুৎপিপাসিক, নিজ্ঝামতৃষ্ণিক প্রভৃতি প্রেতকূলে জন্মগ্রহণ করে না,

১৪. কালকঞ্চিক অসুরকূলে, অবীচি নিরয়ে ও লোকান্তরিক নরকে জন্মগ্রহণ করে না,

১৫. কামাবচর ভূমিতে মার হয়ে জন্মগ্রহণ করে না,

১৬. রূপাবচর ভূমির মধ্যে অসংজ্ঞসত্ত্ব ও সুদ্ধাবাসে জন্মগ্রহণ করে না।,

১৭. অরূপ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে না, এবং

১৮. অন্য চক্রাবালে জন্মগ্রহণ করে না।

(ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে অপদান, প্রথম খণ্ড, বৃদ্ধ বর্গ, পচ্চেকবুদ্ধ অপদান, পৃ-৮)

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষেত্রেও বুদ্ধ ভক্তরা এ মানদণ্ডগুলো যাচাই করে দেখতে পারেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.) জন্মান্ধ ছিলেন না।

তিনি জন্মগত বধিরও ছিলেন না।

তিনি উন্মাদও ছিলেন না। তিনি বোবাও ছিলেন না।

তিনি খোঁড়া বা পঙ্গুও ছিলেন না।

তিনি অনার্য তথা হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন নি, তিনি আরবের সবচে সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এই কোরাইশ বংশ পরম্পরায় পৃথিবীর সবচে প্রাচীন ইবাদত গৃহ কাবার তত্ত্বাবধান করে আসছে। তারা হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর।

হযরত মুহাম্মদ (স.) দাসির গর্ভেও জন্মগ্রহণ করেন নি।

তিনি মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নও ছিলেন না।

তিনি লিঙ্গ পরিবর্তনকারীও ছিলেন না।

তিনি কুষ্ঠরোগীও ছিলেন না।

তিনি তির্যকজাতিতেও জন্মগ্রহণ করেন নি।

তিনি আকৃতিতে বট্টকের চাইতে ছোট এবং হাতির চাইতে বড়ও ছিলেন না।

তাই, ত্রিপিটকের এই মানদণ্ডেও একজন মহাবুদ্ধ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সত্যতা সাব্যস্ত।

(পনের)

বুদ্ধের আগমনে
এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়
[An extraordinary spiritual revolution Occures through the advent of Buddha]

যুগের যখন দুরবস্থা বিরাজ করে। তখন এটা সংশোধনের জন্য বুদ্ধরা আসেন। এসে এই দুরবস্থা চিহ্নিত করে লোকদেরকে দেখান। সতর্ক করেন। গৌতম বুদ্ধেরও এমনই এক যুগে আগমন হয়েছিল। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

যুগের অবস্থা

'দানের ফল নেই, যজ্ঞের ফল নেই, অতিথি সৎকারের ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই (সেই সেই লোকে সকলে উচ্ছিন্ন হয়ে থাকে) মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের কোন ফল ভোগ করতে হয় না। উপপাতিক সত্ত্ব (মাতা-পিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী) নাই। জগতে সম্যক প্রতিপন্ন, সম্যকমার্গপ্রাপ্ত এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই যাঁরা স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে বলতে পারেন।' (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ষড়ায়তন বর্গ, গ্রামপতি সংযুক্ত, পাটলিয় সূত্র, সূত্র-৪২, পৃ-৩০৫)

"সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ ও লিপ্ত; উহাদের আদীনব দর্শন না করিয়া উহা হইতে নিঃসরণ জ্ঞান লাভ না করিয়া ঐ সকল উপভোগ করে কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে কায়ভেদে মরণান্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন তাহা অসম্ভব।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৬, পৃ-২৪০)

"ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ (যে ধর্মসমূহ পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়) ত্যাগ করে অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন, 'আমরা ইন্দ্রকে ডাকিতেছি, সোমকে ডাকিতেছি, বরুণকে ডাকিতেছি, ঈশানকে ডাকিতেছি, প্রজাপতিকে ডাকিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্ধিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি। বাসেট্ঠ! সেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া অ-ব্রাহ্মণকরণ ধর্মসমূহ গ্রহণ পূর্বক আহ্বান (ডাকা) হেতু,

আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু, অভিনন্দন হেতু কায়ভেদে মরণের পর ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মসহব্যতা) প্রাপ্ত হইবেন তাহা অসম্ভব (তেমন কারণ বিদ্যমান নাই)।" (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, তেবিজ্জ সূত্র, অচিরাবতী নদী উপমা, সূত্র-৫৪৪, পৃ-২৩৯)

অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ যখন এসেছেন তখন মানুষের মাঝে পুণ্যকর্ম ছিল না। পুণ্যকর্মকে তারা কোন পুণ্যকর্মই মনে করতো না। পুণ্যকর্মের তত্ত্বজ্ঞানও তারা বুঝতো না। তাদের মাঝে দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন– না কোন সাধারণ মানুষ ছিল, না কোন ব্রাহ্মণ ছিল। তারা সবাই তখন কামনা-বাসনার জগতে নিমোজ্জিত ছিল। সবাই পঞ্চ রিপুর বশীভূত ছিল। অপবিত্রতা তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। তারা অধর্মকে ধর্ম জ্ঞান করে নিয়েছিল। সবাই অধর্ম অবলম্বন করে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় মত্ত ছিল।

বুদ্ধ এসে এ অবস্থা পরিবর্তন করেছেন, এগুলো সংশোধন করেছেন। অপবিত্রতার জায়গায় পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছেন। মন্দের জায়গায় পুণ্যের শিক্ষা দিয়েছেন। দেবদেবী ও মূর্তি পূজার শিক্ষার অসারতা বুঝিয়েছেন। অষ্টবিধ শিক্ষা দিয়েছেন। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

বুদ্ধ প্রদত্ত শিক্ষা

"হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, মহাবর্গ, মার্গ সংযুক্ত, বিহার বর্গ, (৪) প্রথম উৎপত্তি সূত্র, সূত্র -১৪.১, পৃ- ৩৪-৩৫)

বুদ্ধের শিক্ষা মান্য করার কারণে গোটা সমাজে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাঁরা কামনা বাসনার জগৎ ত্যাগ করে পুত পবিত্রতার জগতে প্রবেশ করেছিল। সব ধরনের পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হয়েছিল। দেবদেবী ও মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করেছিল। সর্বোপরি জগতে আধ্যাত্মিকতার সাধনা ও চর্চাকারী এক জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁদের কাছে বিভিন্ন সময় ফিরিশতারাও আসতো।[১] ত্রিপিটক শাস্ত্রে বলা হয়েছে এ পরিবর্তন শুধুমাত্র বুদ্ধের আগমনের ফলেই জগতে ঘটে থাকে। অন্যত্র হয় না।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) জগতে এক অন্ধকার যুগে গভীর অন্ধকারে নিমোজ্জিত জাতির মাঝে এসেছিলেন। তারা মূর্তি পূজারী ছিল, ৩৬০টি মূর্তির পূজা করতো। তারা ভোগ বিলাষ, সামাজিক কদাচার ও সব ধরনের পাপে নিমোজ্জিত এক আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত জাতি ছিল। এমন কোন পাপ বা অপরাধ নেই যা তারা করতো না। সর্বত্র অধর্ম, কলুষতা আর বিশৃংখলা ছিল।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) এসে তাদেরকে কলুষ মুক্ত করেছেন। মূর্তি পূজা থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছেন। পৃথিবীর এক বিশাল এলাকা দেবদেবী ও মূর্তি পূজা মুক্ত করেছেন। তাদেরকে সব ধরনের পাপ ও কদাচার থেকে পবিত্র করেছেন। এক বর্বর জাতিকে সভ্য জাতিতে পরিণত করেছেন। এমন জাতি বানিয়েছেন, যারা সব ধরনের ভালো কাজ, পুণ্যের কাজে অগ্রগামী ছিল। তাঁদের নৈতিকতা, শালিনতা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, মানবতা, উদারতা, জ্ঞানচর্চা, সাধুতা ও আধ্যাত্মিকতার কোন তুলনা নেই। ইতিহাসে আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। এক কথায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) জগতে এসে এক বিশাল এলাকার মানুষকে পশুর স্তর থেকে উন্নত মানুষের স্তরে উন্নীত করেছেন। পরে সেই উন্নত মানুষকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষ বানিয়েছেন। যাঁরা ইলহাম পেত, যাঁদের প্রতিও ফিরিশতা অবতীর্ণ হতো। এ ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। যুগে যুগে হাজার হাজার ওলী-আউলিয়া ও সুফি-সাধক জন্ম নিয়েছেন, নিচ্ছেন।

হে বুদ্ধভক্তগণ! এক বার চিন্তা করুন, আপনাদের গুরু গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, 'এমন পবিত্র পরিবর্তন বুদ্ধের আগমন ছাড়া জগতে সৃষ্টি হয় না।' তাই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) যদি 'বুদ্ধ' না হতেন, তাহলে তাঁর মাধ্যমে জগতে এই মহা বিপ্লব সাধিত হতো না।

তাই, এটাও সাব্যস্ত করে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-ই হলেন সেই মহাবুদ্ধ যাঁকে নরোত্তম, নরশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক, লোকনাথ ও নরাসভ নামে গৌতম বুদ্ধ আখ্যায়িত করে গেছেন। যাঁর বিষয়ে গৌতম বুদ্ধ বলে গেছেন, 'তিনি আরব দেশে আগমন করবেন, তিনি এক হাজার বছর পরে আসবেন, তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক আশ্চর্য মহাঋদ্ধিবল নিয়ে আসবেন, সব যুগে সব ঘাটে বঞ্চিতরা তাঁর যুগে মুক্তি পাবে, উদ্ধার হবে, তিনি সারা বিশ্বের জন্য আসবেন, ঊর্ধ্বলোকে সবাই তাঁর প্রশংসা মুখর, সব লোকে তাঁর স্তুতি গাওয়া হচ্ছে।' যাঁর আগমনের সংবাদ শুধু ত্রিপিটকে নয়, বেদ, গীতা, মহাভারত, পুরাণ, উপনীষদ ও বাইবেলেও দেয়া হয়েছে। আমি এ পুস্তকে সবই উল্লেখ করার এক ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি।

অতএব, প্রকৃত সত্য সবার কাছে উদ্ভাসিত হোক, বিকশিত হোক, সবাইকে আলোকিত করুক। এই প্রত্যাশায় রইলাম।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গের দেবতাদের নিকট উপস্থিত (আবির্ভূত) হলেন। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গের বহুসংখ্যক দেবতা আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত দেবতাদেরকে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন এরূপ বললেন– (ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, পঞ্চম খণ্ড, মহাবর্গ, স্রোতাপত্তি সংযুক্ত, রাজ উদ্যান বর্গ, (৯) দ্বিতীয় দেবলোক পর্যটন সূত্র, সূত্র-১০১৫.১, পৃ- ৩৯৪-৯৫)

তখন বাহিয় দারুচীরিয়ের প্রতি অনুকম্পকারী, হিতৈষী পুরণো জ্ঞাতি-দেবতা চিত্তের দ্বারা তাঁহার চিত্তবিতর্ক জানিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন: 'হে বাহিয়, তুমি অর্হৎও নও এবং অর্হত্ত্বমার্গলাভীও নও; তোমার এমন উপায়ও (প্রতিপদা বা মার্গ) নাই যে, তুমি অর্হৎ হইতে পার কিংবা অর্হৎ মার্গ লাভী হইতে পার।'

তাহা শুনিয়া বাহিয় দারুচীরিয় দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবতা, তবে এমন কে আছেন যিনি অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গলাভী?.. (ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে উদান, বোধি বর্গ, বাহিয় সূত্র, পৃ-৩৫)



তৃতীয় অধ্যায়

The third chapter

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ শাস্ত্রে মেত্রিয়া বুদ্ধ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

(Divine prophecy regarding Metteyya Buddha in the buddist Scripture)

- মৈত্রিয়া বুদ্ধ
- মৈত্রয়া বুদ্ধ আগমনের যুগ ও এর লক্ষণাবলী
- ইসলাম ধর্ম বর্ণিত শেষযুগ বা মসীহ ও মাহদীর আগমনের যুগের লক্ষণাবলী
- হিন্দুধর্মে কলির কাল বা কল্কি অবতারের আগমনকালীন যুগের লক্ষণাবলী
- খ্রীষ্ট ধর্মে বর্ণিত মসীহর দ্বিতীয় আগমন বা শেষযুগের লক্ষণাবলী
- মৈত্রেয়া বুদ্ধের কাজ
- মৈত্রেয়া বুদ্ধের পরিচয়

মৈত্রিয়া বুদ্ধ
(Metteyya Buddha)

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়েই বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি গৌতম বুদ্ধই প্রথম ও শেষ বুদ্ধ নন। তাঁর পূর্বেও বুদ্ধরা জগতে এসেছেন, তাঁর পরেও জগতে বুদ্ধরা আসবেন। তিনি যে উৎস থেকে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতে এসেছেন তাঁরাও এই একই উৎস থেকে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতে আসবেন। ভবিষ্যতে তাঁর মত বুদ্ধও আসবেন। তাঁর চেয়ে বড় বুদ্ধও আসবেন। আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী (তাঁর চেয়ে বড় বুদ্ধ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী) ইতিমধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এছাড়াও বুদ্ধ ভবিষ্যতে মৈত্রিয় বা মৈত্রিয়া বুদ্ধ নামে এক বুদ্ধের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এ অধ্যায়ে আমরা পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ বিষয়টি উপস্থাপন করতে চাই। ত্রিপিটকের বোধিসত্ত্বের দশ পারমি গ্রন্থে ভদ্রকল্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

"ভদ্রকল্প: যে কল্পে কোন সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না, সে কল্পের নাম শূন্য কল্প, যে কল্পে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে, সে কল্পের নাম অশূন্যকল্প। যে কল্পে একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হন, তাকে সারকল্প; যে কল্পে দু'জন তাকে মণ্ডকল্প, যে কল্পে তিনজন, তাকে বরকল্প, যে কল্পে চারজন, তাকে সারমণ্ডকল্প এবং যে কল্পে পাঁচজন বুদ্ধ, তাকে ভদ্র বা মহাভদ্র কল্প বলা হয়। এ ভদ্র কল্পে গৌতম চতুর্থ বুদ্ধ এবং পঞ্চম বুদ্ধ হবেন মৈত্রেয় বুদ্ধ।" (ত্রিপিটক, বোধিসত্ত্বের দশ পারমি, প্রথম ভাগ, দান পারমিতা, পৃ-৪১)

বলা হয়েছে, গৌতম বুদ্ধের পর এই ভদ্রকল্পেই মৈত্রেয় বা মসীহ নামে একজন বুদ্ধ আসবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী বুদ্ধের পাঁচশত বছর পর মসীহ ইবনে মরিয়ম বা যিশুখ্রিষ্টের ভারতবর্ষের কাশ্মীরে আগমনের মাধ্যমে এক বার পূর্ণ হয়েছে (২৩৫-২৩৬ ও ২৪১পৃষ্ঠা দ্র.)। আবার পালি সাহিত্য বা ত্রিপিটকে এটাও লক্ষ্য করা যায়, শেষযুগেও একজন মৈত্রেয়ের আগমনের সুসংবাদ দিয়ে রাখা হয়েছে। এ অধ্যায়ে শেষযুগে আগমনকারী মৈত্রিয়া বুদ্ধের বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

মৈত্রিয়া বুদ্ধ
আগমনের যুগ ও এর লক্ষণাবলী
(Signs of the advent of Metteyya Buddha)

ত্রিপিটকের দীর্ঘ নিকায়ার তৃতীয় খণ্ডের চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্তে শেষযুগের বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে মৈত্রিয়া বুদ্ধের আগমনের পূর্বে এসব লক্ষণাবলী প্রকাশ পাবে। আর এর পরেই মৈত্রিয়া বুদ্ধের জগতে আগমন হবে। নিম্নে সর্বপ্রথম সেই লক্ষণাবলী তুলে ধরা হলো। বলা হয়েছে-

- ধনহীনকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্রের আবির্ভাব হবে, (দানশীলতা হ্রাস পাবে, ফলে সম্পদ ধনীদের হাতে কুক্ষিগত হবে।)
- এর ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্য্যের আবির্ভাব হবে,
- এর ফলে অত্যাচারের প্রাবল্য হবে,
- এর ফলে প্রাণনাশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হবে,
- এর ফলে মিথ্যাবাক্য বেড়ে যাবে,
- এর ফলে পিশুনবাক্য বেড়ে যাবে,
- এর ফলে ব্যভিচার বেড়ে যাবে,
- এর ফলে কর্কশবাক্য ও তুচ্ছ প্রলাপ বৃদ্ধি পাবে,
- এর ফলে লোভ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে,
- এর ফলে মিথ্যাদৃষ্টি বেড়ে যাবে,
- এর ফলে অধর্ম্ম-রাগ, বিষম লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাবে,
- এর ফলে মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিহীনতা বেড়ে যাবে,
- শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হবে।
- এর ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হবে এবং দ্বি-অর্দ্ধশত বর্ষ আয়ু সম্পন্নগণের সন্তান সন্ততিগণ শতবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হবে।

- ভিক্ষুগণ, দশবৎসর আয়ুসম্পন্ন ঐ সকল মনুষ্যের কুমারীগণ পাঁচবৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য হবে। (অল্প বয়সে যৌন শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ হবে।)
- ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, ফাণিত এবং লবণ- এই সকল রসের স্বাদ লুপ্ত হবে। (আসল জিনিসের পরিবর্তে ক্যামিকেলের দ্বারা খাবার ও জুস বানানো হবে অথবা ভেজাল দিয়ে আসল স্বাদ নষ্ট করা হবে)
- যেরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে মাংস-মিশ্রিত শালিঅন্ন শ্রেষ্ঠ ভোজন, সেরূপ কোরদূষক ঐ সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ভোজন হবে।
- ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে দশ কুশল-কর্ম্ম-পথ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে, দশ অকুশল-কর্ম্ম-পথ অতিশয় প্রবল হবে। (ধার্মিকতা লোপ পাবে অধর্ম ছেয়ে যাবে)
- তাদের মধ্যে যারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হবে, তারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হবে।
- ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে মাতা, মাতৃষসা, মাতুলানী, আচার্য্য-ভার্যা অথবা গুরুপত্নীর জ্ঞান থাকবে না;
- ছাগ-মেষ, কুক্কুট-শূকর, শৃগাল-কুক্করের ন্যায় সব একাকার হয়ে যাবে।
- ঐ সকল মনুষ্য পরস্পরের প্রতি তীব্র ক্রোধ, বিদ্বেষ, মন-প্রদোষ এবং হনন-চিত্ত পোষণ করবে-
- মাতার পুত্রের প্রতি, পুত্রেরও মাতার প্রতি, পিতার পুত্রের প্রতি, পুত্রের পিতার প্রতি, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি, ভগিনীর ভ্রাতার প্রতি উক্তরূপ মনোভাবের উৎপত্তি হবে।
- মৃগ দেখে মৃগয়াসক্তের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, ঐ সকল মনুষ্যও পরস্পরের প্রতি ঐরূপ ভাবাপন্ন হবে।
- ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী শস্ত্রান্তরকল্পের আবির্ভাব হবে,
- তারা পরস্পরকে পশুর ন্যায় জ্ঞান করবে;
- তাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হবে;
- তারা ঐ অস্ত্রের দ্বারা 'ইহা পশু' 'ইহা পশু' কহিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করবে।
- ভিক্ষুগণ ঐ সকল প্রাণীগণের মধ্যে কারও কারও মনে এরূপ হবে 'আমরা কারও অনিষ্ট করব না, অপরেও যেন আমাদের অনিষ্ট না করে; আমরা তৃণ অথবা বনগহনে, অথবা বৃক্ষ-গহনে, অথবা নদীবেষ্ঠিত দুর্গম স্থানে অথবা বিষম পর্বতে প্রবেশ করে বনমূলফলাহারী হয়ে জীবন যাপন করব।

- ভিক্ষুগণ, তখন মনুষ্যগণ এরূপ চিন্তা করবে-'অকুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবার জন্য আমাদের ঘোর জ্ঞাতিক্ষয় হয়েছে, অতএব, আমরা কুশলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হব।
- তারা প্রাণাতিপাত হতে বিরত হবে,
- কুশলধর্ম্মে প্রবৃত্ত হবার নিমিত্ত তাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।
- ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে ত্রিবিধ রোগের আবির্ভাব হইবে-ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জরা।
- ঐ সময় জম্বুদ্বীপ সমৃদ্ধ ও স্ফীত হবে।
- গ্রাম, নগর ও রাজধানীসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট হবে
- কুক্কুটগণ একস্থান হতে অন্যস্থানে উড়ে যেতে পারবে। (উড়ার যন্ত্র বা যান আবিষ্কারের প্রতিও ইঙ্গিত)
- জম্বুদ্বীপ নলবন এবং শরবনের ন্যায় নিরন্তর মনুষ্যাকীর্ণ হয়ে অবীচির ন্যায় প্রতীয়মান হবে।
- ঐ সময় বারাণসী কেতুমতী নামে রাজধানী হবে, এটা সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ হবে।

(ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -১৮-২৩, পৃ- ৭১-৭৩। পবিত্র ত্রিপিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ- ৫১০-১৪, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭) [১]

উপরোক্ত লক্ষণগুলো যে যুগে পূর্ণ হবে এটা হবে মৈত্রিয়া বুদ্ধের আগমনের যুগ। কারণ এ লক্ষণগুলো বর্ণনার পরেই মৈত্রিয়া বুদ্ধের আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। আর একটু মুক্ত মনে চিন্তা করলেই দেখবেন, বর্তমান যুগ হচ্ছে সেই যুগ যে যুগে উপরোক্ত সবগুলো লক্ষণ কোন না কোনভাবে পূর্ণ হয়েছে। এটা সবাই জানে বর্তমান যুগে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন ও ছিনতাই অনেক বেড়ে গেছে। যুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি অনেক বেড়ে গেছে। অল্প বয়সেই ছেলে-মেয়েরা যৌনজ্ঞান বা যৌনাচারের সাথে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিকে ঘৃণা-বিদ্বেষ, মিথ্যা, লোভ-লালসার ছড়াছড়ি। সর্বত্র চলছে হত্যা, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ধ্বংসযজ্ঞ। ব্যবহার হচ্ছে মারাত্মক সব অস্ত্র-সস্ত্র। আবিষ্কার হয়েছে, আকাশে উড়ার যন্ত্র বা যানবাহন। গ্রাম, গঞ্জ, শহর ও রাজধানীসমূহ খুবই ঘনসন্নিবিষ্ট বা ঘনবসতি হয়ে গেছে। ফলে, প্রত্যেক রাজধানীর সাথে অনেক গ্রাম, গঞ্জ ও শহর মিশে একাকার হয়ে গেছে। মাতা-পিতার ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি কমে গেছে, নাই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আর ধর্মগুরুদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা। খাদ্য দ্রব্যে অহরহ আসল জিনিসের পরিবর্তে ক্যামিকেল বা ভেজাল মিশানো হচ্ছে ফলে খাবারের আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। সর্বোপরি ধর্মজগতে আজ অধর্মের রাজত্ব, ধার্মিকতা লোপ পেয়ে অধর্ম ছেয়ে গেছে।

আলাদা আলাদা করে এগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তাই, নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ যুগই হচ্ছে মৈত্রিয়া বুদ্ধ আগমনের যুগ।

তবে বিশ্ববাসীর জন্য আরেকটি আনন্দের সংবাদ হলো, এ যুগ শুধুমাত্র মৈত্রিয়া বুদ্ধ আগমনের যুগই নয়। বরং অন্যান্য ধর্মের শেষযুগে আগমনকারী মহাপুরুষেরও যুগ। যেমন, ইসলাম ধর্মে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনকালীন যুগের যেসব লক্ষণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা-ও বর্তমান যুগ নির্দেশ করে।[২] যা ইতিমধ্যে পূর্ণও হয়েছে।

শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে কলির যুগে কল্কি অবতার জগতে আসবেন। আর কল্কি অবতারের আগমনকালে জগতে যে সব লক্ষণাবলী প্রকাশের কথা বলা হয়েছে তা-ও প্রকাশ পেয়েছে।[৩] তাই এটা কল্কি অবতারের আগমনেরও যুগ।

এমন কি খ্রিষ্টধর্মে মসীহর দ্বিতীয় আগমনের যে যুগ বর্ণনা করা হয়েছে এটা সে যুগও।[৪]

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সব ধর্মে শেষযুগের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা এক ও অভিন্ন। তাই স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন মাথায় ছিল, শেষযুগের বর্ণনা যদি এক হয়, তা হলে শেষযুগে আগমনকারী মহাপুরুষও একজনই নাকি প্রত্যেক ধর্মের জন্য পৃথক পৃথক। পৃথক পৃথক হলে তো আবার চারভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ হবে। আর এক সাথে তো চারজন বুদ্ধ জগতে আসেও না। চার ধর্মে চারজন হলে এক আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে কীভাবে? মানব জাতি একত্রিত হবে কীভাবে? তাদের মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে উঠবে কীভাবে?
আমার অনুসন্ধান হলো, যুগ বা সময় একই হওয়ায় পৃথক পৃথক হওয়ার সুযোগ নেই। যেভাবে প্রত্যেক ধর্মে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের সংবাদ দিয়ে রাখা হয়েছে তেমনি শেষযুগে আগমনকারী মহাপুরুষেরও সংবাদ দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি একজনই হবেন, মানবজাতিকে এক পতাকা তলে সমবেত করার জন্য আসবেন। এজন্য সব ধর্মের বর্ণনা এক ও অভিন্ন।

সত্যান্বেষী পাঠকদের শুধুমাত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাচাই করে সেই মহাপুরুষকে সনাক্ত করা ও তাঁর পবিত্র হাতে দিক্ষা নিয়ে তাঁর পতাকাতলে একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। এতেই মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। মূল পালি:

ইতি খো, ভিক্খবে, অধনানং ধনে অননুপ্পদিযমানে দালিদ্দিযং বেপুল্লমগমাসি। দালিদ্দিযে বেপুল্লং গতে অদিন্নাদানং বেপুল্লমগমাসি। অদিন্নাদানে বেপুল্লং গতে সত্থং বেপুল্লমগমাসি। সত্থে বেপুল্লং গতে পানাতিপাতো বেপুল্লমগমাসি। পাণাতিপাতে বেপুল্লং গতে মুসাবাদো বেপুল্লমগমাসি। মুসাবাদে বেপুল্লং গতে পিসুণা বাচা বেপুল্লমগমাসি। পিসুণায বাচায বেপুল্লং গতায কামেসুমিচ্ছাচারো বেপুল্লমগমাসি। কামেসুমিচ্ছাচারে বেপুল্লং গতে দ্বে ধম্মা বেপুল্লমগমংসু, ফরুসা বাচা সম্ফপ্পলাপো চ। দ্বীসু ধম্মেসু বেপুল্লং গতেসু অভিজ্ঝাব্যাপাদা বেপুল্লমগমংসু। অভিজ্ঝাব্যাপাদেসু বেপুল্লং গতেসু মিচ্ছাদিট্ঠি বেপুল্লমগমাসি। মিচ্ছাদিট্ঠিযা বেপুল্লং গতায তযো ধম্মা বেপুল্লমগমংসু, অধম্মরাগো বিসমলোভো মিচ্ছাধম্মো। তীসু ধম্মেসু বেপুল্লং গতেসু ইমে ধম্মা বেপুল্লমগমংসু, অমত্তেয্যতা অপেত্তেয্যতা অসামঞ্ঞতা অব্রহ্মঞ্ঞতা ন কুলে জেট্ঠাপচাযিতা। ইমেসু ধম্মেসু বেপুল্লং গতেসু তেসং সত্তানং আযুপি পরিহাযি, বণ্ণোপি পরিহাযি। তেসং আযুনাপি পরিহাযমানানং বণ্ণেনপি পরিহাযমানানং অড্ঢতেয্যবস্সসতাযুকানং মনুস্সানং বস্সসতাযুকা পুত্তা অহেসুং। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, চক্কবত্তিসুত্তং, সূত্র- ১০২, পৃষ্ঠা- ৪৮)

ভবিস্সতি, ভিক্খবে সো সমযো, যং ইমেসং মনুস্সানং দসবস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি। দসবস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসু পঞ্চবস্সিকা কুমারিকা অলংপতেয্যা ভবিস্সন্তি। দসবস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসু ইমানি রসানি অন্তরধাযিস্সন্তি, সিয্যথিদং, সপ্পি নবনীতং তেলং মধু ফাণিতং লোণং দসবস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসু কুদ্রূসকো অগ্গং ভোজনানং ভবিস্সতি। সেয্যথাপি, ভিক্খবে, এতরহি সালিমংসোদনো অগ্গং ভোজনানং। এবমেব খো ভিক্খবে, দসবস্সাযুকেসু মনুস্সেসু কদ্রূসকো অগ্গং ভোজনানং ভবিস্সতি।

দসবস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসু দস কুসলকম্মপথা সব্বেন সব্বং অন্তরধাযিস্সন্তি, দস অকুলসলম্মপথা অতিব্যাদিপ্পিস্সন্তি। দসবস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসু কুসলন্তিপি ন ভবিস্সতি, কুতো পন কুসলস্স কারকো। দসব্সাসযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসু যে তে ভবিস্সন্তি অমত্তেয্যা অপেত্তেয্যা অসামঞ্ঞা অব্রহ্মা ন কুলে জেট্ঠাপচাযিনো, তে পুজ্জা চ ভবিস্সন্তি পাসংসা চ। সেয্যথাপি, ভিক্খবে, এতরহি মত্তেয্যা পেত্তেয্যা সামঞ্ঞা ব্রহ্মাঞ্ঞা কুলে জেট্ঠাপচাযিনো পুজ্জা চ পাসংসা চ; এবমেব খো, ভিক্খবে, দসবস্সাযুকেসু মনুস্সেসু যে তে ভবিস্সন্তি অমত্তেয্যা অপেত্তেয্যা অসামঞ্ঞা অব্রহ্মাঞ্ঞা ন কুলে জেট্ঠাপচাযিনো, তে পুজ্জা চ ভবিস্সন্তি পাসংসা চ। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র -১০৩, পৃষ্ঠা- ৪৮)

দসবস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু ন ভবিস্সতি মাতাতি বা মাতুচ্ছাতি বা মাতুলানীতি বা আচরিযভরিযাতি বা গরূনং দারাতি বা। সম্ভেদং লোকো গমিস্সতি যথা অজেলকা কুক্কুটসূকরা সোণসিঙ্গালা। দসবস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু তেসং সত্তানং অঞ্ঞমঞ্ঞমি্হ তিব্বো আঘাতো পচ্চুপট্ঠিতো ভবিস্সতি তিব্বো ব্যাপাদো তিব্বো মনোপদাসো তিব্বং বধকচিত্তং। মাতুপি পুত্তমি্হ পুত্তস্সপি মাতরি; পিতুপি পুত্তমি্হ পুত্তস্সপি পিতরি; ভাতুপি ভগিনিযা ভগিনিযাপি ভাতরি তিব্বো আঘাতো পচ্চুপট্ঠিতো ভবিস্সতি তিব্বো ব্যাপাদো তিব্বো মনোপদোসো তিব্বং বধকচিত্তং। সেয্যথাপি, ভিক্খ, মাগবিকস্স মিগং দিস্বা তিব্বো আঘাতো পচ্চুপট্ঠিতো হোতি তিব্বো ব্যাপাদো তিব্বো মনোপদোসো তিব্বং বধকচিত্তং। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র -১০৩, পৃষ্ঠা - ৪৯)

দসবস্সযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু সত্তাহং সত্থন্তরকপ্পো ভবিস্সতি। তে অঞ্ঞমঞ্ঞমি্হ মিগসঞ্ঞিং পটিলভিস্সন্তি। তেসং নি্হানি সত্থানি হত্থেসু পাতুভবিস্সন্তি। তে তিন্হেন সত্থেন এস মিগো এস মিগোতি অঞ্ঞমঞ্ঞং জীবিতা বোরোসেস্সন্তি।

অথ খো তেসং, ভিক্খবে, সত্তানং একচ্চানং এবঙ ভবিস্সতি– মা চ মযং কঞ্চি, মা চ অম্হে কোচি, যংনূন মযং তিণগহনং বাব নগহনং বা রুক্খগহনং বা নদীবিদুগ্গং বা পব্বাতবিসমং বা পবিসিত্বা বনমূলফলাহারা যাপেয্যামা'তি। তে তিণগহনং বা বনগহনং বা রুক্খগহনং বা নদীবিদুগ্গং বা পব্বতবিসমং বা পবিসিত্বা সত্তাহং বনমূলফলাহারা যাপেস্সন্তি। তে তস্স সত্তাহস্স অচ্চযেন তিণগহনা বনগহনা রুক্খগহনা নদীবিদুগ্গা পব্বতবিসমা নিক্খমিত্বা অঞ্ঞমঞ্ঞং আলিঙ্গিত্বা সভাগাযিস্সন্তি সমস্সাসিস্সন্তি– দিট্ঠা, ভো, সত্তা জীবসি, দিট্ঠা, ভো, সত্তা জীবসী'তি।

অথ খো তেসং, ভিক্খবে, সত্তানং এবং ভবিস্সতি– মযং খো অকুসলানং ধম্মানং সমাদানহেতু এরবরূপং আযতং এঞ্ঞাতিক্খযং পত্তা। যংনূন মযং কুসলং করেয্যাম। কিং কুসলং করেয্যাম? ঐংনূন মযং পাণাতিপাতা বিরমেয্যাম, ইদং কুসলং ধম্মং সমাদায বত্তেয্যামা'তি। তে পাণাতিপাতা বিরমিস্সন্তি, ইদং কুসলং ধম্মং সমাদায বত্তিস্সন্তি। তে কুসলানং ধম্মানং সমাদানহেতু আযুনাপি বড্ঢিস্সন্তি, বণ্ণেনপি বড্ঢিস্সন্তি। তেসং আযুনাপি বড্ঢমানানং বণ্ণেনপি বড্ঢমানানং দসব্সসাযুকানং মনুস্সানং বীসতিবস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র- ১০৪, পৃষ্ঠা-৪৯)

অথ খো তেসং, ভিক্খবে, সত্তানং এবং ভবিস্সতি– মযং খো কুসলানং ধম্মানং সমাদানহেতু আযুনাপি বড্ঢাম, বণ্ণেনপি বড্ঢাম। যংনূন মযং ভিয্যোসোমত্তায কুসলং করেয্যাম। কিং কুসলং করেয্যাম? যংনূন মযং অদিন্নাদানা বিরমেয্যাম.. কামেসুমিচ্ছাচারা বিরমেয্যাম.. মুসাবাদা বিরমেয্যাম.. পিসুণায বাচায বিরমেয্যাম,, ফরুসায বাচায বিরমেয্যাম,, সম্ফপ্পলাপা বিরমেয্যাম,, অভিজ্ঝং পজেহায্যাম,,

ফরুসায বাচায বিরমেয্যাম.. ব্যাপাদং পজহেয্যাম.. মিচ্ছাদিট্ঠিং পজহেয্যাম.. তযো ধম্মে পজহেয্যাম– অধম্মরাগং বিসমলোভং মিচ্ছাধম্মং.. যংনূন মযং মত্তেয্যা অস্সাম পেত্তেয্যা সামঞ্ঞা ব্রহ্মঞ্ঞা কুলে জেট্ঠাপচাযিনো, ইদং কুসলং ধম্মং সমাদায বত্তেয্যামা'তি। তে মত্তেয্যা ভবিস্সন্তি পেত্তেয্যা সামঞ্ঞা ব্রহ্মঞ্ঞা কুলে জেট্ঠাপচাযিনো, ইদং কুসলং ধম্মং সমাদায বত্তিস্সন্তি।

তে কুসলানং ধম্মানং সমাদানহেতু আযুনাপি বড্ঢিস্সন্তি, বণ্ণেনপি বড্ঢিস্সন্তি। তেসং আযুনাপি বড্ঢমাননাং বণ্ণেনপি বড্ঢমানানং বীসতিবস্সাযুকানং মনুস্সানং চত্তারীসবস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. চত্তারীসবস্সাযুকানং মনুস্সানং

অসীতিবস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. অসীতিবসসাযুকানং মনুস্সানং

সট্ঠিবস্সতাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. সট্ঠিবস্সতাযুকানং মনুস্সানং

বীসতিতিবস্সতাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. বীসতিতিবস্সসতাযুকানং মনুস্সানং

চত্তারীসছব্বস্সসতাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি। চত্তারীসছব্বস্সসতাযুকানং মনুস্সানং

দ্বেবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. দ্বেবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং

চত্তারিবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. চত্তারিবস্সসহস্সাযুকানং মসুস্সানং

অট্ঠবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. অট্ঠবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং

বীসতিবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. বীসতিবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং

চত্তারীসবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. চত্তারীসবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং

অসীতিবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. অসীতিবস্সসহসসাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু পঞ্চবস্সসতিকা কুমারিকা অলংপতেয্যা ভবিস্সন্তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র -১০৫, পৃষ্ঠা- ৫০)

অসীতিবস্সসহস্সযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু তযো আবাধাভবিস্সন্তি, ইচ্ছা অনসনং জরা। অসীতিবস্সসহস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সসেু অযং জম্বুদীপো ইদ্ধো চেব ভবিস্সতি ফীতো চ, কুক্কুটসসম্পাতিকা গামনিগমরাজধানিযো। অসীতিবস্সসহস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু অযং জম্বুদীপো অবীচি মঞ্ঞে ফুটো ভবস্সিতি মনুস্সেহি, সেয্যথাপি নরবনং বা সরবনং বা। অসীতিবস্সসহস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু অযং বারাণসী কেতুমতী নাম রাজধানী ভবিস্সতি ইদ্ধা চেব ফীতা চ বহুজনা চ আকিণ্ণমনুস্সা চ সুভিক্খা চ। অসীতিবস্সসহস্সাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু ইমস্মিং জম্বুদীপে চতুরাসীতিনগরসহস্সানি ভবিস্সন্তি কেতুমতীরাজধানীপমুখানি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র -১০৬, পৃষ্ঠা- ৫১)

অসীতিবস্সসহসস্যুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু কেতুমতিযা রাজধানিযা সঙ্খো নাম রাজা উপ্পজ্জিস্সতি চক্কবত্তী ধম্মিকো ধম্মরাজা চাতুরন্তো বিজিতাবী জনপদত্থাবরিযপ্পত্তো সত্তরতনসমনন্গতো। তস্সিমানি সত্ত রতনানি ভবিস্সন্তি,

সেয্যথিদং, চক্করতনং হত্থিরতনং মণিরতনং ইত্থিরতনং গহপতিরতনং পরিনণাযকরতনেমব সত্তমং। পরোসহস্সং খো পনস্স পুত্তা ভবিস্সন্তি সূরা বীরঙ্গরূপা পরসেনপ্পমদ্দনা। সো ইমং পথবিং সাগরপরিযন্তং অদন্তেন অসত্থেন ধম্মেন অভিবিজয অজ্ঝাবসিস্সতি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র- ১০৬, পৃষ্ঠা- ৫১)

ইংরেজি অনুবাদ:

Thus, brethren, from goods not being bestowed on the destitute, poverty grew great . . . stealing . . . violence . . . murder . . . lying . . . evil speaking . . . adultery . . . abusive and idle talk . . . covetousness and ill-will . . . false opinions . . . incest, wanton greed and perverted lust . . . till finally lack of filial and religious piety and lack of regard for the head of the clan grew great. From these things growing, the life-span of those beings and the comeliness of them wasted, so that, of humans whose span of halfe was two and a half centuries, the sons lived but one century. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt- Sihanada Suttanta, Ch- 18, page-69-70)*

There will come a time, brethren, when the descendants of those humans will have a life-span of ten years. Among humans of this life-span, maidens of five years will be of a marriageable age. Among such humans these kinds of tastes (savours) will disappear: ghee, butter, oil of tila, sugar, salt. Among such humans kudrusa grain will be the highest kind of food. Even as to-day. rice and curry is the highest kind of food, so will kudriisa grain be then. Among such humans the ten moral courses of conduct will altogether disappear, the ten immoral courses of action will flourish excessively; there will be no word for moral among such humans—far less any moral agent. Among such humans, brethren, they who lack filial and religious piety, and show no respect for the head of the clan' tis they to whom homage and praise will be given, just as to-day homage and praise are given to the filial-minded, to the pious and to them who respect the heads of their clans. *(Dighaya_Nikaya, 3rd part, Cakkavatt- Sihanada Suttanta, Ch-19, page-70)*

Among such humans, brethren, there will be no [such thoughts of reverence as are a bar to intermarriage with] mother, or mother's

sister, or mother's sister-in-law, or teacher's wife, or father's sister-in-law. " The world will fall into promiscuity, like goats and sheep, fowls and swine, dogs and jackals.

Among such humans, brethren, keen mutual enmity will become the rule, keen ill-will, keen animosity, passionate thoughts even of killing, in a mother towards her child, in a child towards its mother, in a father towards his child and a child towards its father, in brother to brother, in brother to sister, in sister to brother. Just as a sportsman feels towards the game that he sees, so will they feel. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt- Sihanada Suttanta, Ch- 20, page-70-71)*

Among such humans, brethren, there will arise a sword-period of seven days, during which they will look on each other as wild beasts; sharp swords will appear ready to their hands, and they, thinking This is a wild beast, this is a wild beast, will with their swords deprive each other of life. Then to some of those beings it will occur: Let us not slay just anyone; nor let just anyone slay us! Let us now, therefore, betake ourselves to dens of grass, or dens in the jungle, or holes in trees, or river fastnesses, or mountain clefts, and subsist on roots and fruits of the jungle. And they will do so for those seven days. And at the end of those seven days, coming forth from those dens and fastnesses and mountain clefts, they will embrace each other, and be of one accord comforting one another, and saying: Hail, O mortal, that thou livest still! O happy sight to find thee still alive! Then this, brethren, will occur to those beings: Now, only because we had gotten into evil ways, have we had this heavy loss of kith and kin. Let us therefore now do good. What can we do that is food? Let us now abstain from taking life. That is a good thing that we may take up and do. And they will abstain from slaughter, and will continue in this good way. Because of their getting into this good way, they will increase again both as to their span of life and as to their comeliness. And to them thus increasing in life and comeliness, to them who lived but one decade, there will be children who will live for twenty years. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt- Sihanada Suttanta, Ch- 21, page-71-72)*

Then this, brethren, will occur to those beings: Now we, because we have gotten into good ways, increase in length of life and comeliness. Let us now do still more good. Let us now abstain from taking what is not given, let us abstain from adultery, let us now abstain from lying, let us now abstain from evil speaking, let us now abstain from abuse and from idle talk, let us now abstain from covetousness, from ill-will, from false opinions, let us now abstain from the three things—incest, wanton greed and perverted desires; let us now be filial towards our mothers, and our fathers, let us be pious toward holy men, let us respect the heads of clans, yea, let us continue to practise each of these good things.

So they will practise these virtues, . . . down to . . . filial piety, religious piety, respect to heads of clans. And because of the good they do they will increase in length of life, and in comeliness, so that the sons of them who lived but twenty years, will come to live forty years. And the sons of these sons will come to live eighty years; their sons to 160 years; their sons to 320 years; their sons to 640 years; their sons to 2,000 years; their sons to 4,000 years; their sons to 8,000 years; their sons to 20,000 years; their sons to 40,000 years; and the sons of those that lived 40,000 years will come to live 80,000 years. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt-Sihanada Suttanta, Ch-22, page-72)*

Among humans living 80,000 years, brethren, maidens are marriageable at 500 years of age. Among such humans there will be only three kinds of disease—appetite, non-assimilation and old age. Among such humans, this India will be mighty and prosperous, the villages, towns and royal cities will be so close that a cock could fly from each one to the next. Among such humans this India—one might think it a Waveless Deep—will be pervaded by mankind even as a jungle is by reeds and rushes. Among such humans the Benares of our day will be named Ketumati, a royal city, mighty and prosperous, full of people, crowded and well fed. Among such humans in this India there will be 84,000 towns, with Ketumati the royal city at their head. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt- Sihanada Suttanta, Ch- 23, page-72-73)*

Among such humans, brethren, at Ketumati the royal city, there will arise Sankha, a Wheel-turning king, righteous and ruling in righteousness, lord of the four quarters, conqueror, protector of his people, possessor of the seven precious things. His will be these seven precious things, to wit, the Wheel, the Elephant, the Horse, the Gem, the Woman, the Housefather, the Councillor. More than a thousand also will be his offspring, heroes, vigorous of frame, crushers of the hosts of the enemy. He will live in supremacy over this earth to its ocean bounds, having conquered it not by the scourge, not by the sword, but by righteousness. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt- Sihanada Suttanta, Ch- 24, page-73)*

বাংলা অনুবাদঃ

এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ধনহীনকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্রের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্য্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে অত্যাচারের প্রাবল্য হইল, উহার ফলে প্রাণনাশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল, উহার ফলে মিথ্যাবাক্য, উহার ফলে পিশুনবাক্য, উহার ফলে ব্যভিচার, উহার ফলে কর্কশবাক্য ও তুচ্ছ প্রলাপঃ উহার ফলে লোভ ও বিদ্বেষ, উহার ফলে মিথ্যাদৃষ্টি, উহার ফলে অধর্ম্ম-রাগ, বিষম লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্ম, উহার ফলে মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। ইহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ূ ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং দ্বি-অর্দ্ধশত বর্ষ আয়ূ সম্পন্নগণের সন্তান সন্ততিগণ শতবর্ষ আয়ূস্ক হইল্ (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -১৮, পৃ-৭১। ত্রিপিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৫১০-৫১৪, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭)

ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসিবে যখন এই সকল মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ দশবর্ষ আয়ূসম্পন্ন হইবে। ভিক্ষুগণ, দশবৎসর আয়ূসম্পন্ন ঐ সকল মনুষ্যের কুমারীগণ পাঁচবৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, ফাণিত এবং লবণ- এই সকল রসের স্বাদ লুপ্ত হইবে। কোরদূষক উহাদের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। যেইরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে মাংস-মিশ্রিত শালিঅন্ন শ্রেষ্ঠ ভোজন, সেইররূপ কোরদূষক ঐ সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে দশ কুশল-কর্ম্ম-পথ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে, দশ অকুশল-কর্ম্ম-পথ অতিশয় প্রবল হইবে। উহাদের মধ্যে 'কুশল' নামক কোন শব্দ থাকিবে না। কুশলের কারক কি প্রকারে থাকিবে? উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে, তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে। যেইরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান, এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হয়, সেইরূপই উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -১৯, পৃ-৭১)

২০। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে মাতা, মাতৃষসা, মাতুলানী, আচার্য্য-ভার্যা অথবা গুরুপত্নীর জ্ঞান থাকিবে না; ছাগ-মেষ, কুক্কুট-শূকর, শৃগাল-কুক্করের ন্যায় সব একাকাকার হইয়া যাইবে। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য পরস্পরের প্রতি তীব্র ক্রোধ, বিদ্বেষ, মন-প্রদোষ এবং হনন-চিত্ত পোষণ করিবে- মাতারও পুত্রের প্রতি, পুত্রেরও মাতার প্রতি, পিতার পুত্রের প্রতি, পুত্রের পিতার প্রতি, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি, ভগিনীর ভ্রাতার প্রতি উক্তরূপ মনোভাবের উৎপত্তি হইবে। মৃগ দেখিয়া মৃগয়াসক্তের মনে যেইরূপ ভাবের উদয় হয়, ঐ সকল মনুষ্যও পরস্পরের প্রতি ঐরূপ ভাবাপন্ন হইবে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২০, পৃ-৭১-৭২)

ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী শস্ত্রান্তরকল্পের আবির্ভাব হইবে: তাহারা পরস্পরকে পশুর ন্যায় জ্ঞান করিবে; তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইবে; তাহারা ঐ অস্ত্রের দ্বারা 'ইহা পশু' 'ইহা পশু' কহিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিবে। ভিক্ষুগণ ঐ সকল প্রাণীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ হইবে ' আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, অপরেও যেন আমাদের অনিষ্ট না করে; আমরা তৃণ অথবা বনগহনে, অথবা বৃক্ষ-গহনে, অথবা নদীবেষ্ঠিত দুর্গম স্থানে অথবা বিষম পর্বতে প্রবেশ করিয়া বনমূলফলাহারী হইয়া জীবন যাপন করিব। তাহারা ঐরূপ স্থানসমূহে গমনপূর্বক ইচ্ছানুরূপ জীবন যাপন করিবে। তাহারা সপ্তাহ অতীত হইলে ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক সভাক্ষেত্রে মিলিত হইয়া একে অপরকে আশ্বাস দিয়া গাহিবে-'কি আনন্দ! হে মনুষ্য, তুমি এখনও জীবিত!' ভিক্ষুগণ, তখন মনুষ্যগণ এইরূপ চিন্তা করিবে-'অকুশল কর্ম্মে প্রবত্ত হইবার জন্য আমাদের ঘোর জ্ঞাতিক্ষয় হইয়াছে, অতএব, আমরা কুশলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। কি কুশলকর্ম্ম করিব? আমরা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, এই কুশলকর্ম্মে আমরা স্থিত হইব।' তাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইবে, এই কুশল কর্ম্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ূ ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই রূপে দশবর্ষ আয়ূ সম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি বর্ষ আয়ূসম্পন্ন হইবে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২১, পৃ-৭২)

তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য চিন্তা করিবে-'কুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের আয়ূ ও বর্ণ উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব, আমরা অধিকমাত্রায় কুশলকর্ম্ম করিব। আমরা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত হইব, ব্যভিচার হইতে বিরত হইব, মৃষাবাদ হইতে বিরত হইব, পিশুন বাক্য হইতে বিরত হইব, কর্কশ বাক্য হইতে বিরত হইব, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত হইব, লোভ পরিহার করিব, বিদ্বেষ পরিহার করি, মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিব, অধর্ম্ম-রাগ বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্মরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম পরিহার করিব: অতএব আমরা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইব, এই কুশল ধর্মে স্থিত হইব।

তাহারা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইবে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের পতি শ্রদ্ধাবান হইবে, এই কুশলধর্ম্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ূ ও বর্ণ

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। উহার ফলে বিংশতিবর্ষ আয়ূসম্পন্নগণের পুত্রগণ চত্বারিংশৎবর্ষ আয়ূ প্রাপ্ত হইবে। চত্বারিংশৎ বৎসর আয়ূপ্রাপ্তগণের পুত্রগণ অশীতিবর্ষ আয়ূসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ একশত ষষ্টি বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ তিনশত বিশ বৎসর হইবে, তাহাদের পুত্রগণ ছয়শত চল্লিশ বর্ষ আয়ূসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ দুইসহস্র বৎসর হইবে: তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ চারিসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ আট সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ বিংশতিসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ চল্লিশ সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ অশীতি সহস্র বৎসর হইবে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২২, পৃ-৭২-৭৩)

ভিক্ষুগণ, অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ূসম্পন্ন মনুষ্যগণের কুমারীগণ পঞ্চশতবর্ষ বয়সে বিবাহযোগ্য হইবে। ঐসকল মনুষ্যের মধ্যে ত্রিবিধ রোগের আবির্ভাব হইবে-ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জরা। ঐ সময় জম্বুদ্বীপ সমৃদ্ধ ও স্ফীত হইবে। গ্রাম, নগর, ও রাজধানীসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে যে কুক্কুটগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। জম্বুদ্বীপ নলবন এবং শরবনের ন্যায় নিরন্তর মনুষ্যাকীর্ণ হইয়া অবীচির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। ঐ সময় বারাণসী কেতুমতী নামে রাজধানী হইবে, উহা সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ হইবে। ঐ সময় জম্বুদ্বীপে রাজধানী কেতুমতী প্রমুখ চুরাশী সহস্র নগর থাকিবে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২৩, পৃ-৭৩)

২।

ইসলাম ধর্ম বর্ণিত শেষযুগ বা মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের যুগের লক্ষণাবলী

(Signs of Promised Messiah and Mahdi according to Islamic doctrines)

কুরআন ও হাদীসে শেষযুগের অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগের অনেকগুলো লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে এগুলো প্রকাশিত বা পূর্ণ হলে জগতে মসীহ ও মাহদী আসবেন। আর তা হলো:

- পাহাড় পর্বতকে যখন স্থানচ্যুত করা হবে, (আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত-৩)
- বন্য জীবজন্তুদের একত্র করা হবে। (আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত- ৫)
- (বিভিন্ন জাতির) লোকদের যখন একত্র করে দেয়া হবে, (আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত-৭)
- উটগুলো বেকার হবে। (আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত-৪)
- সাগরগুলোকে (নিয়ন্ত্রিত করে একটিকে অন্যটির মধ্যে) যখন প্রবাহিত করা হবে। (আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত-৬)

• পুস্তক পুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে, (আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত-১০)

• আকাশের আবরন যখন খুলে ফেলা হবে, (আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত-১১)

• চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে। (আল কুরআন, সূরা কিয়ামা আয়াত ৮ ও ৯)

• মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে যাবে। (আল কুরআন, সূরা রূম, আয়াত-৪১)

• এবং তিনি ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এগুলিতে আরোহণ করতে পার..... তিনি আরও এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না। অর্থাৎ দ্রুত গতির নতুন নতুন যানবাহন উদ্ভাবন হবে। (আল কুরআন, সূরা আননাহল, আয়াত-৮)

• তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন, যে এক সময় উভয়ে মিলিত হবে। বর্তমানে উভয়ের মাঝে এক বাধা আছে। অর্থাৎ খাল কেটে দুই সমুদ্র মিলানো হবে। (আল কুরআন, সূরা আর রাহমান, আয়াত-১৯-২০)

• পৃথিবী তার বোঝা বাহির করে দিবে। অর্থাৎ পৃথিবী তার গুপ্ত ভাণ্ডার উন্মোচন করবে। (আল কুরআন, সূরা যিলযাল, আয়াত-২)

• এবং সমুদ্র বক্ষেঃ পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ জাহাজগুলি তাঁরই। অর্থাৎ পাহাড়সম সামুদ্রিক জাহাজ নির্মিত হবে। (আল কুরআন, সূরা আর রাহমান, আয়াত-২৪)

• ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• অজ্ঞতা বেড়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• ঝগড়া ফ্যাসাদ বেড়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• ব্যবসায়ীদের মাঝে বিশ্বস্ততা থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

• লোকেরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• ভূমিকম্প বেড়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও দলাদলি হবে। (তিরমিযি)

• মিথ্যা ও দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• বিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্রধারী পরাশক্তি তথা ইয়াজুজ-মাজুজের উত্থান হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান তথা দাজ্জালের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

• একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। (দারকুতনী)

• সুদ, মদ, জুয়া ও ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● দাব্বাতুল আর্‌য তথা প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● উঁচুউঁচু অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● উট পরিত্যাক্ত হবে এতে কেউ আরোহণ করবে না। (মুসলিম শরীফ)

● মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম অবশিষ্ট থাকবে, (ধর্মের সঠিক শিক্ষার ওপর আমল করবে না)। (বায়হাকী, মেশকাত)

● কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে, (কুরআনের শিক্ষার ওপর লোকেরা আমল করবে না) (বায়হাকী, মেশকাত)

● মসজিদগুলো বাহ্যিক অনাড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়েত শূন্য থাকবে। (বায়হাকী, মেশকাত)

● আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেতনা-ফ্যাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই এটা ফিরে যাবে।" (বায়হাকী, মেশকাত)

● উম্মতে মুহাম্মদীয়া ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবল মাত্র এক ফিরকা ব্যতীত। (তিরমিযি)

● এমন এক দল লোকের অভ্যুত্থান হবে, যাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার কারো সাধ্য হবে না। (মুসলিম ও তিরমিযী)

● সে (দাজ্জাল) এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে। তার দক্ষিণ চক্ষু কানা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● তার কপালে 'কাফ', 'ফে' এবং 'রে' অর্থাৎ কুফরী (তৌহিদে অবিশ্বাস বা অংশীবাদিতা) লেখা থাকবে। লেখাপড়া জানা এবং নাজানা প্রত্যেক মু'মিন বিশ্বাসী লোক তা পড়তে পারবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● তার সঙ্গে জান্নাত এবং দোযখ থাকবে। তার জান্নাত প্রকৃত পক্ষে দোযখ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● তার সঙ্গে আগুন ও পানি থাকবে। লোকের চক্ষে যা পানি বলে পরিদৃষ্ট হবে, তা প্রকৃত পক্ষে আগুন হবে এবং যাকে লোকে আগুন বলে মনে করবে, তা প্রকৃত পক্ষে শীতল ও সুমিষ্ট পানি হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ দিবে এবং আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

● যমীনকে শস্য উৎপাদন করতে আদেশ দিবে এবং যমীন শস্য উৎপাদন করবেল (মুসলিম ও তিরমিযী)

● অনুর্বর ক্ষেত তার আদেশে আপন ধনভাণ্ডার খুলে দিবে। (মুসলিম ও তিরমিযী

● তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। (মিশকাত)

● আপন শক্তি প্রকাশ করতে সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

● দাজ্জাল কা'বার চারদিকে তওয়াফ করবে (বুখারী)। দাজ্জাল মক্কা ও মদিনা ব্যতিত পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছবে। (মিশকাত)

● দাজ্জাল মক্কা ও মদিনা ছাড়া সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পরবে। (মুসলিম)

● প্রতিশ্রুত মসীহ যখন দাজ্জালের দিকে তাকাবেন তখন লবণ যেমন পানির মধ্যে গলে যায় সেও তেমনিভাবে গলে যাবে। (মুসলিম)

● হযরত রসুল করীম (সা.)-এর দ্বারা পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে জানিয়েছেন যে, দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে বের হবে। (মুসলিম ও বুখারী)

● তারা নগরে এবং নাগরিকদের মধ্যে বহু বিপ্লব সৃষ্টি করবে। (মিশকাত, শরায়ে মিশকাত)

● দাজ্জাল মরা জীব এবং মানুষের ছবি জীবন্ত অবস্থায় দেখাবে। (মুসলিম)

● সত্তর হাজার টুপিদারী ইহুদী দাজ্জালের অনুগমন করবে। (মুসলিম)

● দাজ্জাল চল্লিশ বছরের কাজ এক বছরে, এক বছরের কাজ এক মাসে, এক মাসের কাজ এক সপ্তাহে, এক সপ্তাহের কাজ এক দিনে, এক দিনের কাজ এক ঘন্টায় এবং এক ঘন্টার কাজ এক মুহূর্তে সাধন করবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

● দাজ্জালের এক গাধা থাকবে। (বায়হকী)

● তার দুই কানের ব্যাবধান হবে ৭০ গজ। (বায়হাকী)

● তার কপালে চাঁদ থাকবে। (মিশকাত)

● তার মাথায় ধোয়ার পাহাড় হবে। (মিশকাত)

● গাধা সকাল সন্ধ্যা চলতে থাকবে। সে যখন ভ্রমণের জন্য লোকজনকে ডাক দিবে, তখন কয়েক মাইল দূর থেকে তার ডাক শুনা যাবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

● প্রবল ঝড়ের মুখে মেঘ যেমন উড়ে যায়, দাজ্জালের গতি তদ্রূপ দ্রুত হবে। ৬ মাইল দূরে সে পা রাখবে। (মিশকাত)

● আগুন ও পানি তার খোরাক হবে। (মিশকাত)

● গাধার পেটের মধ্যে আলো ও জানালা থাকবে। এর মধ্যে বহু লোক এক সাথে প্রবেশ করবে এবং বের হয়ে আসবে। (মিশকাত)

● ইয়াজূজ ও মা'জূজ প্রত্যেক উচ্চতা থেকে ছুটে আসবে। (মিশকাত)

● ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর কান লম্বা হবে। (মিশকাত)

● তারা উপসাগরের জল শোষণ করে শুকিয়ে ফেলবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

● তারা যেখানে যাবে ধ্বংস লীলা সাধন করে যাবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

● ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর সাথে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

কুরআন হাদীস বর্ণিত মাহদীর আগমনের যুগ বর্তমান যুগ। এতে বর্ণিত প্রায় সব ভবিষ্যদ্বাণী বা লক্ষণ ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। তাই, মুসলমানদের এ যুগেই মাহদীকে খুঁজে বের করতে হবে।

৩।

হিন্দুধর্মে বর্ণিত কলির কাল বা কল্কি অবতারের আগমনকালীন যুগের লক্ষণাবলী

(Signs of Kalki Avatar according to Hindu doctrines)

মহাভারতে কলির কাল বা শেষযুগের নিম্নোক্ত লক্ষণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যখন এ লক্ষণাবলী প্রকাশ পাবে তখন কল্কি অবতারের জগতে আগমন হবে।

♦ কলি যুগ অল্পমাত্র বিশিষ্ট হইলে মনুষ্যগণ প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে।

♦ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিবে এবং শূদ্রগণ ধনোপার্জ্জনপরায়ণ, ক্ষত্রধর্ম্মনুর্ত্তী হইবে।

♦ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি প্রদান এবং দণ্ড ও অজিন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বভক্ষ্য হইবে।

♦ হে রাজন! ঐ সময় আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লীক, শূর, আভীর প্রভৃতি বহুবিদ ম্লেচ্ছজাতীয় ভূপতিগণ মিথ্যাবাদপরায়ণ ও পাপাশক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে।

♦ তৎকালে কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মোপজীবী হইবে না।

♦ যাবতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

♦ মনুষ্যগণ অল্পায়ুঃ, অল্পবল, অল্পপরাক্রম, অল্পসার, অল্পদেহ ও অল্পসত্যভাষী হইবে।

♦ জনপদ সমুদায় শূন্যপ্রায় ও দিকসকল মৃগ ও হিংস্রজন্তুসমূহে পরিপূর্ণ হইবে।

♦ মনুষ্যগণ কপট ব্রাহ্মবাদী হইবে।

♦ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে "ভো" বলিয়া সম্বোধন করিবে, ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণকে আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করিবে,

♦ জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে,

♦ গন্ধদ্রব্যের তাদৃশ গন্ধ থাকিবে না।

♦ রসসমুদায় তদ্রূপ সুস্বাদু হইবে না

♦ এবং মনুষ্যগণ অনেকাপত্য,হ্রস্বদেহ ও আচারভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

♦ কামিনীগণ আপন মুখে ভগকার্য্য সমাধান করিবে।

♦ জনপদস্থ মনুষ্যসমুদায় সতত ক্ষুধাদিগ্রস্থ হইবে,

♦ চতুষ্পথসমুদায় লম্পট ও বেশ্যাগণে পরিপূর্ণ হইবে

♦ পত্নীগণ স্বামীদিগের দ্বেষ করিবে।

♦ ধেনুসকল অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে এবং বৃক্ষগণ অল্প পুষ্পফলযুক্ত ও বায়সকুলাকীর্ণ হইবে|

♦ লোভমোহপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণ কপট ধর্ম্মচিহ্নপরিবৃত হইয়া ব্রহ্মত্যানুলিপ্ত মিথ্যাবাদী রাজাগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে।

♦ গৃহস্থগণ সমধিক কর প্রদান ভয়ে ভীত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে।

♦ ব্রাহ্মণগণ বাণিজ্যোপজীবী হইবে এবং অনর্থক মুনিগণের ন্যায় নখ লোম ধারণপূর্ব্বক ছদ্মবেশ অবস্থান করিবে।

♦ ব্রহ্মচারীগণ অর্থলোভে বৃথাচার, মদ্যপায়ী ও গুরুতল্পগামী হইবে।

♦ মনুষ্যগণ ইহলোকে কেবল মাংস ও শোণিত বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবে।

♦ আশ্রমসকল পরান্নভোজী পাষণ্ডসমুদায়ে সংকীর্ণ হইয়া উঠিবে।

♦ ভগবান ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিবেন না।

♦ সমুদায় বীজ হইতে অঙ্কর সম্যকরূপে উৎপন্ন হইবে না।

♦ লোকসকল হিংসাপরায়ণ ও অশুছি হইয়া উঠিবে, অধর্ম্মফল প্রবল হইবে।

♦ ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ হইলে মানব অল্পায়ূঃ হইবে।

♦ ফলতঃ তৎকালে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না।

♦ মানবগণ কূটপরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবে।

♦ বণিকগণ বহুবিদ কপট ব্যবহার করিবে।

♦ ধর্ম্মের বলহানি অধর্ম্ম বলিয়ান হইয়া উঠিবে।

♦ ধর্ম্মনিষ্ঠ মানবগণ অতি হীন, অল্পায়ূঃ ও দরিদ্র হইবে,

♦ পাপাত্মারা পরিবর্দ্ধিত দীর্ঘায়ুঃ ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

♦ ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণ নাগরিকদিগের ক্রীড়ার সময়ে ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায় ব্যবহার করিবে।

♦ লোকসকল অল্পমাত্র ধনে ঐশ্বর্য্যশালীর ন্যায় গর্ব্বিত হইবে।

♦ বিশ্বাসপূর্ব্বক নির্জ্জনে ন্যস্ত ধনসকল অপহরণ করিবার নিমিত্ত লজ্জা পরিহার করত "আমার নিকট তোমার ধন নাই" বলিয়া ন্যাসকারীকে প্রত্যাখ্যান করিবে।

♦ নরমাংস লোলুপ জন্তু, পক্ষী ও মৃগসমুদায় নগরের ক্রীড়াস্থান ও চৈত্যসমুদায়ে শয়ান করিবে।

♦ কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষৎ বয়ঃক্রমকালে গর্ভবতী হইবে,

♦ পুরুষগণ দশ বা দ্বাদশ বর্ষৎ বয়ঃক্রম সময়ে পুত্রোৎপাদন করিবে এবং

মনুষ্যগণ ষোড়শবর্ষেই জরাগ্রস্থ হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই কালকবলে নিপতিত হইবে।

♦ বালকগণ বৃদ্ধদিগের ন্যায় ও বৃদ্ধরা বালকগণের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

♦ বিপরীতচারিণী রমনীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করত দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে।

♦ কি বীর-পতিগণ কি সামান্য মহিলাগণ সকলেই পতি বর্ত্তমানেও পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে।

♦ সত্যযুগে, ধর্ম্ম, ছল ও লোভাদি সম্পর্কশূন্য এবং বৃষবৎ চতুষ্পাদ ছিল। ত্রেতা যুগে তাহার একপাদ ও দ্বাপরযুগে দুইপাদ অধর্ম্মময় হইয়াছে। তামস (কলি) যুগে ধর্ম্ম কেবল পাদমাত্র, কিন্তু অধর্ম্ম তিনপাদদ্বারা মনুষ্যকে আক্রমণ করিবে।

♦ আয়ূঃ, বীরত্ব, বুদ্ধি, বল ও তেজঃ যুগে যুগে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে; কলিকালে আরও হ্রাস হইবে।

♦ কলিযুগে সত্যের হানি হইবে; সত্যের হানিতে আয়ূর স্বল্পতা; আয়ূর অল্পতা বশতঃ সকলেই বিদ্যোপার্জনে অসমর্থ হইবে।

♦ বিদ্যার অল্পতা হইতে অজ্ঞান,

♦ অজ্ঞান হইতে লোভ, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ উৎপন্ন হইবে।

♦ তখন সমুদায় মনুষ্য লোভ, ক্রোধ, মোহ ও কামপরায়ণ হইবে এবং পরস্পর জিঘাংসাপর হইয়া বৈরভাব উদ্ভাবন করিবে।

♦ শণনির্ম্মিত বস্ত্র ও কোরদূষক ধান্য প্রধানরূপে গণ্য হইবে।

♦ পুরুষগণ নিতান্ত স্ত্রৈণ হইবে এবং মৎস্য, মাংস ও অজামেষীদুগ্ধে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

♦ মানবগণ পরস্পর পরস্পরকে মোষণ করিবে এবং জপবর্জ্জিত, নাস্তিক ও চৌরস্বভাব হইবে।

♦ খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকিবে না।

♦ পুত্র পিতৃহত্যা ও পিতা পুত্র হত্যা করিয়াও উদ্বিগ্ন হইবে না, প্রত্যুত ব্রাহ্মবাদীও অনিন্দিত হইবে।

♦ লোকসকল প্রায় কৃপণ, বন্ধুমান ও বিধবাগণের ধন অপহরণ করিবে।

♦ এবং স্বল্পবল, উৎসাহবিহীন ও লোভমোহপরায়ণ হইবে।

♦ সন্তুষ্টচিত্তে দুষ্টলোকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং কপটাচারপরায়ণ হইয়া প্রতিগ্রহ করিবে।

♦ কোন ব্যক্তিই বিবাহার্থী হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিবে না এবং কেহ কন্যাদানও করিবে না, কন্যারা স্বয়ংগ্রহা হইবে।

♦ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কাহাকেও অনুশাসন করিবে না। সমুদায় লোক একবর্ণ হইবে।

♦ পিতা পুত্রকে ক্ষমা করিবে না, পুত্রও পিতাকে ক্ষমা করিবে না।

♦ পত্নী পতিশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবে।

♦ পুরুষ ও যোষাগণ স্বেচ্ছাপরায়ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইবে।

♦ মানবগণ শ্রাদ্ধদ্বারা দেবগণের তৃপ্ত সম্পাদন করিবে না।

♦ কেহ কাহারও কথা শ্রবণ করিবে না,

♦ কেহ কাহারও গুরু হইবে না।

♦ সকলেই অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে।

♦ পরমায়ুর পরিমাণ ষোড়ষ বর্ষ হইবে, তৎপরেই মানবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

♦ কন্যাগণ পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে সন্তান প্রসব করিবে।

♦ পুরুষগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষে অপত্যোপাদ করিবে।

♦ ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না।

♦ হিংসা বলবতী হইয়া উঠিবে,

♦ চতুষ্পথ সমুদায় বারনারী ও লম্পটগণে পরিপূর্ণ হইবে,

♦ কামিনীগণ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বামীকে দ্বেষ করিবে।

♦ মানবগণ ম্লেচ্ছচারী, সর্ব্বভক্ষ্য ও সমুদায় কার্য্যে নিধারুণ হইবে।

♦ বিত্তলোভে ক্রয় বিক্রয়কালে সকলেই বঞ্চনা করিবে।

♦ তাহারা জ্ঞানোপার্জ্জন না করিয়া ক্রিয়াকলাপে ব্যাপৃত ও স্বভাবতঃ ক্রূরকর্ম্মা হইবে

♦ পরস্পর পরস্পরের দোষ প্রকাশ করিবে,

♦ আত্মচ্ছন্দানুসারে ব্যবহার এবং নির্দ্দয় হইয়া উপবন ও তরুগণ ছেদন করিবে।

♦ দেহিগণের জীবন সংশয় হইবে।

♦ সকলেই লোকাভিভূত হইবে।

♦ শূদ্রগণ ব্রাহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবে।

♦ দ্বিজগণ শূদ্রকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলতায় হাহাকার করত অশরণ হইয়া ধরাতলে পর্যটন করিবে।

♦ মানবগণ প্রাণবিনাশক ও উগ্রস্বভাব হইবে।

♦ শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হইয়া প্রামাণ্য বুদ্ধিসহকারে তাহার শ্রোতা হইবে,

♦ নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইবে, এইরূপে সকলই বিপরীত হইবে।

♦ সকলে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ুকের উপাসনা করিবে।

♦ মানবগণ ভীষণ প্রকৃতি, অধার্ম্মিক, মাংসাশী ও মদ্যপায়ী হইবে।

♦ ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের বিরোধ ও পৃথিবী ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ হইবে।

♦ সমুদায় জনপদ একচারপরায়ণ হইবে এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃষ্টিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া ফলমূলোপজীগণের আশ্রমে বাস করিবে।

♦ লোকসকল এইরূপ পর্য্যায়কুল হইলে মর্য্যাদার লেশও থাকিবে না।

♦ শিষ্যগণ গুরুপদেশে অবহেলা করিয়া তাহাদিকের বিপ্রীয়কারী হইবে।

♦ আচার্যগণ নির্দ্ধন হইয়া শিষ্যগণকে ভর্ৎসনা করিবে।

♦ আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধ কেবল অর্থের উপর নির্ভর করিবে।

♦ যুগান্তকালে সমস্ত চরাচর ধ্বংস হইবে,

♦ সমুদায় দিক প্রজ্জ্বলিত হইবে,

♦ নক্ষত্রসকল প্রভাশূন্য হইবে,

♦ জ্যোতিষ্কসমুদায় প্রতিকূল হইবে

♦ এবং বায়ু প্রবাহ পর্য্যায়কুল হইয়া উঠিবে।

♦ মহাভয়সূচক ভূরি ভূরি উল্কাপাত হইবে,

♦ সপ্তসূর্য্য ও বিষম নিহ্রাদ সকল সমুদিত হইয়া সমস্ত দিক দাহ করিবে।

♦ ভাস্কর উদয় এবং অস্তগমন সময়ে কবন্ধাচ্ছন্ন হইবেন।

♦ রমনীগণ পুরুষবাদিনী ক্রূরস্বভাবা ও রোদনপ্রিয় হইয়া কদাচ স্বামীর ভশীভূত হইবে না।

♦ পুত্র পিতা-মাতার প্রাণ সংহার করিবে।

♦ স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র হইয়া পতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট করিবে,

♦ সূর্য্য অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতেও রাহুগ্রস্থ হইবে।

♦ হুতাশন সর্ব্বত্র প্রজ্জ্বলিত হইবে।

♦ পান্থগণ প্রার্থনা করিয়াও পান-ভোজন ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে না, পরে নিরাশ হইয়া পর্থিমধ্যে শয়ন করিবে।

♦ মনুষ্যগণ আত্মীয় ও বান্ধব পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে।

♦ মনুষ্য সকল দেশ, দিক, নগর ও পত্তন আশ্রয় করিবে এবং কেবল "হা তাত! হা পুত্র!" ইত্যাদি নিদারুণ বাক্যে পরস্পর শোক করিয়া পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে। *(মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায়-১৮৭-১৯১, পৃষ্ঠা-৫৭৬-৫৮২, প্রকাশক- বেণীমাধবশীল'স লাইব্রেরী কোলকাতা, প্রকাশ-২০১৫)*

হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত কল্কি অবতারের আগমনের যুগ বর্তমান যুগ। শাস্ত্রে বর্ণিত প্রায় সব ভবিষ্যদ্বাণী বা লক্ষণ ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। তাই, হিন্দুদেরকেও এ যুগেই কল্কি অবতারকে খুঁজে বের করতে হবে।

৪।

খ্রিষ্টধর্মে বর্ণিত মসীহর দ্বিতীয় আগমন বা শেষযুগের লক্ষণাবলী

(Signs of second Messiah according to Babilic doctrines)

মনুষ্যপুত্র মসীহের দ্বিতীয় আগমন কাল সম্বন্ধে যিশু বলেন,

মথি ২৪ অধ্যায়ে আছে-

■ তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জন রব শুনবে.....(২৪: ৬)

■ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য দণ্ডায়মান হবে (দেশে দেশে যুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ হবে।) (২৪:৭)

■ স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। (২৪: ৭)

■ দৃষ্টতা বেড়ে যাবে, ভালোবাসা কমে যাবে। (২৪:১২)

■ হায় ! এ সময় গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীদের সন্তাপ হবে। ..... (২৪:১৯)

■ কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হবে যেরূপ জগত সৃষ্টি অবধি এ পর্যন্ত এখনও হয় নাই, কখনও হবেও না। (২৪:২১)

লুক এর ১৭ অধ্যায়ে আছে-

■ আর নুহের সময় যেরূপ হয়েছিল, মনুষ্য পুত্রের সময়ও তদ্রূপ হবে।...(বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, সুনামী, জলোচ্ছাস হবে) (১৭:২৬)

■ সেই রূপ লুতের সময়ে যেমন হয়েছিল, ... মনুষ্য পুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন সেই দিনও সেরূপ হবে। (সমকামিতার বিস্তার লাভ হবে।) (১৭:২৮)

■ সেই দিনও আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধকের বৃষ্টি পরে লোকদের সবাইকে ধ্বংস করবে। (ভূমিকম্প, ভূমিধস, উল্কাপাত ও অগ্নুৎপাতের আযাব এবং বোমার ধ্বংসযজ্ঞ হবে।) (১৭:২৯)

প্রকাশিত বাক্য ১৬ অধ্যায়ে আছে-

■ 'তখন আকাশ হতে মনুষ্যদের উপর বৃহৎ বৃহৎ শিলা বর্ষণ হল'। (অর্থাৎ শিলা সদৃশ বোমা, মিসাইল বা উল্কাপাত হবে) (১৬:২১)

প্রেরিত ২ অধ্যায় এর ১৭ ও ১৯ পদে আছে-

■ শেষ কালে এরূপ হবে, এটা ঈশ্বর বলেছেন, আমি উপরে আকাশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন, রক্ত, অগ্নি ও ধূম বাষ্প দেখাব (এখানে রক্ত, অগ্নি বলতে যুদ্ধের লক্ষণ এবং ধূম ও বাষ্প দ্বারা কলকারখানার কথা বা আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলা হয়েছে)।

মথি ৪ অধ্যায় এর ১০ ও ১২ পদে আছে-

■ আর তৎকালে অনেক বিঘ্ন পাবে, একজন অন্যজনকে সমর্পন করবে,

■ একে অন্যকে দ্বেষ করবে .....

■ অধর্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হয়ে যাবে।

২ তিমথীয়, ৩ অধ্যায় এর ১-৪ পদে আছে-

■ শেষকালে বিষম সময় উপস্থিত হবে,

■ কেননা মানুষেরা আত্মপ্রিয় বা স্বার্থপর হবে,

■ তারা অর্থপ্রিয় বা সম্পদলোভী হবে,

■ তারা অহংকারী ও দাম্ভিক হবে,

■ তারা সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে,

■ তারা ধর্মের নিন্দা করবে,

■ তারা পিতামাতার অবাধ্য হবে,

■ তারা অকৃজ্ঞ হবে,

■ তারা অসাধু হবে,

■ তারা ঝগড়া করে মিমাংসা করবে না,

■ তারা নিজেকে দমন করতে পারবে না,

■ তারা বড়ই নিষ্ঠুর হবে,

■ তারা যা ভালো তা ঘৃণা করবে,

■ তারা বিশ্বাস ঘাতক হবে,

■ তারা হঠকারী হবে,

■ বাহ্যিক চেহারা দেখলে ধার্মিক মনে হবে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

■ মানুষেরা ঈশ্বর প্রিয় নয় বরং বিলাস প্রিয় হবে"

মথি ২৪ অধ্যায় এর ২৭ পদে উল্লেখ আছে-

■ এই সব লক্ষণ যখন পূর্ণ হবে তখন, "বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিক হতে নির্গত হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্য পুত্রের আগমন হবে"

এগুলো ছিল বাইবেলে বর্ণিত শেষ যুগের লক্ষণাবলীর একটি ঝলকমাত্র। ইতিমধ্যে যার সবই প্রকাশ পেয়েছে। তাই বর্তমান যুগই হচ্ছে মসীহর দ্বিতীয় আগমনের যুগ। শত শত বছর থেকে খ্রিষ্টানরা এ যুগের অপেক্ষায় রয়েছে। আর বর্তমান যুগে মসীহর দ্বিতীয় আগমন প্রত্যক্ষ না করায় খ্রিষ্টান জগৎ অনেকটা মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ। তাই গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে পোপের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়, 'প্রভু যিশু দ্বিতীয়বার আর জগতে আগমন করবেন না।'

তবে খ্রিষ্টান জগৎ বা পোপ সাহেব মনোক্ষুন্ন হয়ে যা-ই বলুন এতে ঐশী বা ঊর্ধ্বলোকের ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন পরিবর্তন আসবে না। কারণ মর্তলোকের কারো ঘোষণায় ঊর্ধ্বলোকের ভবিষ্যদ্বাণী বন্ধ বা বাতিল হবে না, হতে পারে না। যা হবার তাই হবে।

মৈত্রিয়া বুদ্ধের কাজ
[The deeds of Metteyya Buddha]

ত্রিপিটকে মৈত্রেয়া বুদ্ধের আগমনের যুগের লক্ষণাবলীই শুধু বর্ণনা করা হয় নি বরং তাঁর কাজও বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি এসে বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার করবেন। ফলে, জগৎ থেকে অধর্ম নির্মুল হবে। অধর্মের জায়গায় আবার ধর্ম ফিরে আসবে, নৈতিকতা ও মানবতা আবার প্রাধান্য পাবে। তখন নিম্নোক্ত বহুবিধ পরিবর্তনগুলো সাধিত হবে-

- ❖ তারা অদত্তের গ্রহণ হতে বিরত হবে,
- ❖ ব্যভিচার হতে বিরত হবে,
- ❖ মৃষাবাদ হতে বিরত হবে,
- ❖ পিশুন বাক্য হতে বিরত হবে,
- ❖ কর্কশ বাক্য হতে বিরত হবে,
- ❖ তুচ্ছ প্রলাপ হতে বিরত হবে,
- ❖ লোভ পরিহার করবে,
- ❖ বিদ্বেষ পরিহার করবে,
- ❖ মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করবে,
- ❖ অধর্ম্ম-রাগ, বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্মরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম পরিহার করবে:
- ❖ তারা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হবে,
- ❖ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে,
- ❖ এই কুশল ধর্মে স্থিত হবে।
- ❖ কুশলধর্মে প্রবৃত্ত হবার নিমিত্ত তাদের আয়ূ ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।
- ❖ তখন এই সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করা হবে।
- ❖ লোকেরা আবার আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম চর্চায় মনোযোগী হবে।

(ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২২, ২৪ ও ২৬, পৃ-৭২-৭৪। ত্রিপিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৫১২-১৪, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭)[১]

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। মূল পালি:

অথ খো তেসং, ভিক্খবে, সত্তানং এবং ভবিস্সতি– মযং খো কুসলানং ধম্মানং সমাদানহেতু আয়ুনাপি বড্ঢাম, বণ্ণেনপি বড্ঢাম। যংনূন মযং ভিয্যোসোমত্তায কুসলং করেয্যাম। কিং কুসলং করেয্যাম? যংনূন মযং অদিন্নাদানা বিরমেয্যাম.. কামেসুমিচ্ছাচারা বিরমেয্যাম.. মুসাবাদা বিরমেয্যাম.. পিসুণায বাচায বিরমেয্যাম,, ফরুসায বাচায বিরমেয্যাম,, সম্ফপ্পলাপা বিরমেয্যাম,, অভিজ্ঝং পজেহায্যাম,, ফরুসায বাচায বিরমেয্যাম.. ব্যাপাদং পজহেয্যাম.. মিচ্ছাদিট্ঠিং পজহেয্যাম.. তযো ধম্মে পজহেয্যাম– অধম্মরাগং বিসমলোভং মিচ্ছাধম্মং.. যংনূন মযং মত্তেয্যা অস্সাম পেত্তেয্যা সামঞ্ঞা ব্রহ্মঞ্ঞা কুলে জেট্ঠাপচাযিনো, ইদং কুসলং ধম্মং সমাদায বত্তেয্যামা'তি। তে মত্তেয্যা ভবিস্সন্তি পেত্তেয্যা সামঞ্ঞা ব্রহ্মঞ্ঞা কুলে জেট্ঠাপচাযিনো, ইদং কুসলং ধম্মং সমাদায বত্তিস্সন্তি।

তে কুসলানং ধম্মানং সমাদানহেতু আয়ুনাপি বড্ঢিস্সন্তি, বণ্ণেনপি বড্ঢিস্সন্তি। তেসং আয়ুনাপি বড্ঢমাননাং বণ্ণেনপি বড্ঢমানানং বীসতিবস্সাযুকানং মনুস্সানং চত্তারীসবস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. চত্তারীসবস্সাযুকানং মনুস্সানং অসীতিবস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. অসীতিবসসাযুকানং মনুস্সানং সট্ঠিবস্সতাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. সট্ঠিবস্সতাযুকানং মনুস্সানং বীসতিতিবস্সতাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. বীসতিতিবস্সসতাযুকানং মনুস্সানং চত্তারীসছব্বস্সসতাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি। চত্তারীসছব্বস্সসতাযুকানং মনুস্সানং দ্বেবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. দ্বেবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং চত্তারিবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. চত্তারিবস্সসহস্সাযুকানং মসুস্সানং অট্ঠবস্সহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. অট্ঠবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং বীসতিবস্সহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. বীসতিবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং চত্তারীসবস্সহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. চত্তারীসবস্সসহস্সাযুকানং মনুস্সানং অসীতিবস্সসহস্সাযুকা পুত্তা ভবিস্সন্তি.. অসীতিবস্সসহসসাযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসসু পঞ্চবস্সসতিকা কুমারিকা অলংপতেয্যা ভবিস্সন্তি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র- ১০৫, পৃষ্ঠা- ৫০)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then this, brethren, will occur to those beings: Now we, because we have gotten into good ways, increase in length of life and comeliness. Let us now do still more good. Let us now abstain from

taking what is not given, let us abstain from adultery, let us now abstain from lying, let us now abstain from evil speaking, let us now abstain from abuse and from idle talk, let us now abstain from covetousness, from ill-will, from false opinions, let us now abstain from the three things—incest, wanton greed and perverted desires; let us now be filial towards our mothers, and our fathers, let us be pious toward holy men, let us respect the heads of clans, yea, let us continue to practise each of these good things.

So they will practise these virtues, . . . down to . . . filial piety, religious piety, respect to heads of clans. And because of the good they do they will increase in length of life, and in comeliness, so that the sons of them who lived but twenty years, will come to live forty years. And the sons of these sons will come to live eighty years; their sons to 160 years; their sons to 320 years; their sons to 640 years; their sons to 2,000 years; their sons to 4,000 years; their sons to 8,000 years; their sons to 20,000 years; their sons to 40,000 years; and the sons of those that lived 40,000 years will come to live 80,000 years. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt-Sihanada Suttanta, Ch- 22, page-72)*

বাংলা অনুবাদঃ

তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য চিন্তা করিবে-'কুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের আয়ূ ও বর্ণ উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব, আমরা অধিকমাত্রায় কুশলকর্ম্ম করিব। আমরা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত হইব, ব্যভিচার হইতে বিরত হইব, মৃষাবাদ হইতে বিরত হইব, পিশুন বাক্য হইতে বিরত হইব, কর্কশ বাক্য হইতে বিরত হইব, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত হইব, লোভ পরিহার করিব, বিদ্বেষ পরিহার করি, মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিব, অধর্ম্ম-রাগ বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্মরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম পরিহার করিব: অতএব আমরা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইব, এই কুশল ধর্মে স্থিত হইব।

তাহারা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইবে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের পতি শ্রদ্ধাবান হইবে, এই কুশলধর্ম্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ূ ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। উহার ফলে বিংশতিবর্ষ আয়ূসম্পন্নগণের পুত্রগণ চত্বারিংশৎবর্ষ আয়ূ প্রাপ্ত হইবে। চত্বারিংশৎ বৎসর আয়ূপ্রাপ্তগণের পুত্রগণ অশীতিবর্ষ আয়ূসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয় একশত ষষ্টি বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয় তিনশত বিশ বৎসর হইবে, তাহাদের পুত্রগণ ছয়শত চল্লিশ বর্ষ আয়ূসম্পন্ন হইবে;

তাহাদের পুত্রগণের আয় দুইসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ চারিসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ আট সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ বিংশতিসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ চল্লিশ সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ূ অশীতি সহস্র বৎসর হইবে। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, শ্লোক-২২, পৃ-৭২-৭৩)

মূল পালি:

অথ খো, ভিক্খবে, সঙ্খো নাম রাজা যো সো যূপো রঞ্ঞো মহাপনাদেন কারাপিতো। তং যূপং উস্সাপেত্বা অজ্ঝাবসিত্বা তং দত্বা বিস্সজ্জিত্বা সমণব্রাহ্মণকপণদ্ধিকবণিব্বকযাচকানং দানং দত্বা মেত্তেয্যস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স সন্তিকে কেসমস্সুং ওহারেত্বা কাসাযানি বত্থানি অচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনগারিযং পব্বজিস্সতি। সো এবং পব্বজিতো সমানো একো বূপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিহরন্তো নচিরস্সেব যস্সাত্থায কুলপুত্তা সম্মদেব অগারস্মা অনগারিযং পব্বজন্তি, তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিযপরিযোসানং দিট্ঠেব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরিস্সতি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র -১০৮, পৃষ্ঠা- ৫১-৫২)

ইংরেজি অনুবাদ:

Then, brethren, King Sankha will raise up again the fairy palace which the King Great Panada had had built. And therein will he dwell. But afterwards he will give it away, hand it over as a gift to recluses and brahmins, to the destitute, wayfarers and beggars. And he himself, cutting off hair and beard, will don the yellow robes, and leave his home for the life that is homeless under Metteyya the Exalted One, the Arahant fully awakened. And he, having thus left the world, will remain alone and' separate, earnest, zealous and master of himself. And ere long he will attain to that supreme goal for the sake of which clansmen go forth from the household life into the homeless state; *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt- Sihanada Suttanta, Ch-26, page-74)*

বাংলা অনুবাদ:

অত:পর, ভিক্ষুগণ, রাজা শঙখ পূর্বে রাজা মহাপনাদ কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাতে বাস করিবেন । পরে তিনি উহা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দুর্গত পথচারী, দরিদ্র যাচকগণকে দান করিয়া অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান মৈত্রিয়ার নিকট কেশশ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধাণ করিয়া গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন

প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন। এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়-সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞান হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জগতেই উহার পূর্ণতাসাধন করিবেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২৬, পৃ-৭৪)

বাংলা অনুবাদঃ

ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে রাজধানী কেতুমতী নগর শঙ্খ নামে রাজার আবির্ভাব হইবে, তিনি চক্রবর্ত্তী, ধার্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্ত বিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং সপ্তরত্ন সমন্বিত হইবেন, তাহার এই সকল সপ্তরত্ন হইবে, যথা-চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, এবং পরিণায়ক রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র হইবে-সকলেই সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা, জয় করিয়া বাস করিবেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২৪, পৃ-৭৩)

মৈত্রিয়া বুদ্ধের পরিচয়
(Introduction of the Metteyya Buddha)

ত্রিপিটকে মৈত্রিয়া বুদ্ধের আগমনের যুগ ও তাঁর কাজই শুধু বর্ণনা করা হয় নি। বরং তাঁর পরিচয়ও বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যুগের এই লক্ষণগুলো যখন প্রকাশ পাবে তখন মৈত্রিয়া বুদ্ধ নামে এক বুদ্ধ জগতে আসবেন। যুগের লক্ষণ বর্ণনার সাথে সাথেই তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ বলে গেছেন-

মূল পালি:

অসীতিবস্সসহস্সযুকেসু, ভিক্খবে, মনুস্সেসু মেত্তেয্যো নাম ভগবা লোকে উপ্পজ্জিস্সতি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা। সেয্যথাপাহমেতরহি লোকে উপ্পন্নো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদমম্সারথি সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা। সো ইমং লোকং সদেবকং সমারকং সব্রহ্মকং সস্সমণব্রাহ্মণিং পজং সদেবমনুস্সং সযং অভিঞ্ঞঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেস্সতি, সেয্যথাপাহমেতরহি ইমং লোকং সদেবকং সমারকং সব্রহ্মকং সস্সমণব্রাহ্মণিং পজং সদেবমনুস্সং সযং অভিঞ্ঞঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেমি। সো ধম্মং দেসেস্সতি আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাত্থতং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেস্সতি; সেয্যথাপাহমেতরহি ধম্মং দেসেমি আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিযেসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেমি। সো অনেকসহস্সং ভিক্খুসংঘং পরিহরিস্সতি, সেয্যথাপাহমেতরহি অনেকসতং ভিক্খুসংঘং পরিহরিস্সতি। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, ততিযো ভাগো, উদুম্বরিকসুত্তং, সূত্র- ১০৭, পৃষ্ঠা- ৫১)

ইংরেজি অনুবাদ:

At that period, brethren, there will arise in the world an Exalted One named Metteyya, Arahant, Fully Awakened, abounding in wisdom and goodness, happy, with knowledge of the worlds, unsurpassed as a guide to mortals willing to be led, a teacher for gods and men, an, Exalted One, a Buddha, even as I am now. He, by himself, will thoroughly know and see, as it were face to face,

this universe, with its worlds of the spirits, its Brahamas and its Maras, and its world of recluses and brahmins, of princes and peoples, even as I now, by myself, thoroughly know and see them. The truth [the Norm] lovely in its origin, lovely in its progress, lovely in its consummation, will he proclaim, both in the spirit and in the letter, the higher life will he make known, in all its fulness and in all its purity, even as I do now. He will be accompanied by a congregation of some thousands of brethren, even as I am now accompanied by a congregation of some hundreds of brethren. *(Dighaya Nikaya, 3rd part, Cakkavatt-Sihanada Suttanta, Ch- 25, page-73-74)*

বাংলা অনুবাদঃ
ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে জগতে মৈত্রিয়া নামে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবানের আবির্ভাব হইবে, যেইরূপ আমি এক্ষণে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি। তিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদর্শনোদ্ভুত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভুত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিতেছি। তিনি যে ধর্মের প্রারম্ভ (আদি) কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যাহা বিশুদ্ধ বহ্মচর্য্য সেই ধর্মের উপদেশ দান করিবেন যেইরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি। তিনি অনেক সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে অনেক শত ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছি।[১] (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত, সূত্র -২৫, পৃ-৭৩। ত্রিপিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ- ৫১৩, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭)

এছাড়াও ত্রিপিটকের বুদ্ধবংসেও মৈত্রিয়া বুদ্ধের আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-

পালিঃ
অহমেতরহি সম্বুদ্ধো মেত্তেয়্যোচাপি হেসসতি,

এতেপি পঞ্চ বুদ্ধা ধীরা লোকসস অনুকম্পকা।
এতেসং ধম্মরাজুনং অঞ্ঞেসং নেক কোটিনং,
আচিক্খিত্বান তং মগ্গং নিব্বুতা তে সসাবকা।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো,বুদ্ধপকিণ্ণককণ্ডং, সূত্র- ১৯-২০, পৃষ্ঠা- ৭৫)

ইংরেজি অনুবাদ:

I at the present time am the self-awakened One, and there Will be Mettteyya.These are the Five Buddhas, Wise Ones, Compassionate toward the World When these kings under Dhamma had pointed out theWay for countless crores of others, they Waned out With Their disciples. *(Buddhavamsa, Miscellany on the Buddhas, sutra- 19-20, Page- 97)*

বাংলা অনুবাদ:

বর্তমান সময় আমি সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছি। ভবিষ্যতে আর্যমিত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। এই কল্পে লোকানুকম্পাকারী এই পাঁচজন বুদ্ধ। এই ধর্মরাজ বুদ্ধগণ, আরও অনেক কোটি বুদ্ধ, সেই আর্যমার্গ নির্দেশ করিয়া সশ্রাবক নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, বুদ্ধ প্রকির্ণক কাণ্ড, সূত্র -১৯-২০, পৃ-২২০। ত্রিপিটক, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ- ৬০৪, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭)

ভবিষ্যদ্বাণী দু'টি একটু পর্যালোচনার দাবি রাখে। দু'টো ভবিষ্যদ্বাণীতেই বলা হয়েছে, আগমনকারী মহাপুরুষ মৈত্রিয়া নামে পরিচিত হবেন। মৈত্রিয়া আর মসীহা মূলত একই শব্দ। পালি আর ইব্রানী ভাষার পার্থক্য মাত্র। ইব্রানী শব্দ 'মসীহা'-কে পালিতে 'মৈত্রিয়া' বলে উচ্চারণ করা হয়েছে। এক ভাষার শব্দ আরেক ভাষায় গেলে তখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েই থাকে। ইংরেজি শব্দও অন্য ভাষায় গিয়ে কিছুটা বদলে যায়। যেমন মেক্সমূলার সাহেব তাঁর পুস্তক সেক্রেড বুক অপ ইস্ট (ঝধপৎবফ ইড়ড়শং ড়ভ ঃযব ঊধংঃ)-এ এর একটি বিস্তারিত তালিকা দিয়ে বলেছেন- ইংরেজি বর্ণ 'টিএইচ' (ঞয) যা ইংরেজি ভাষায় 'থ'-এর উচ্চারণ দেয়, তা ফার্সী ও আরবীতে 'স'-এর উচ্চারণ হয়।[২] পালিতেও এ পরিবর্তন হয় আর হয়েছে।[৩] তাই ইব্রানী মসীহা বা মসীহ পালিতে মৈত্রিয়া বা মৈত্রিয় হওয়াটা এক স্বাভাবিক বিষয়।

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, বুদ্ধ তাঁর পরে দুই জন মসীহর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। একজন তাঁর কল্পে বা যুগে আসবেন। আরেকজন পূর্বের শিরোনামে বর্ণিত শেষযুগীয়

লক্ষণগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর আসবেন অর্থাৎ বর্তমান যুগে (কারণ ত্রিপিটকে বর্ণিত সব লক্ষণাবলী ইতিমধ্যে পূর্ণ বা প্রকাশ পেয়ে গেছে)। গৌতম বুদ্ধের কল্পে যিশুখ্রিষ্ট মসীহ হিসেবে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন।[৪] যাঁকে বুদ্ধশাস্ত্রে আর্যমিত্র বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থাৎ শেষযুগে আগমনকারী মৈত্রিয়া বুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বুদ্ধ যেমন দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে বা দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে এসেছিলেন তেমনি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে তিনিও আসবেন। গৌতম বুদ্ধ বেদের শিক্ষার অধিনস্ত হয়ে এসেছিলেন। তাঁর আগমন হয়েছিল হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য। তিনি এসেছিলেন হিন্দুশাস্ত্রের বিষ্ণুর দশাবতারের নবম অবতার হিসেবে।[৫] হিন্দুধর্মে যেসব ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি ছিল, যে অংশ বেশি ব্যাধিতে জর্জরিত ছিল সেটাকে সারিয়ে তুলার জন্য। ধর্মের সংস্কারের কাজ করার জন্য। এজন্য তাঁকে হিন্দুধর্মের বা বেদ-বেদান্তের অনেক বিষয়ের সংশোধন করতে হয়েছে।[৬] তবে সম্পূর্ণ বেদের বা বেদের খাঁটি শিক্ষার সংশোধন করতে হয় নি। প্রক্ষেপণ মুক্ত খাঁটি বিশুদ্ধ বেদকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।[৭] ভবিষ্যতে যে মৈত্রিয়া বা মসীহ বা মাহদী আসবেন তিনিও এমনই হবেন। তিনি মূল কুরআনের শিক্ষা কোন পরিবর্তন করবেন না। কুরআনের পূর্ণ অনুসরণকারী ও বিশ্বাসী হবেন। তিনি শুধু কুসংস্কারগুলোর (বিদাতগুলোর) সংস্কার করবেন, ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন।

গৌতম বুদ্ধ যেভাবে অহিংসার সত্যবাণী প্রচার করেছেন, যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দিয়েছেন। সব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিয়েছেন। শত্রুর সাথে কোমল ব্যবহার করতে বলেছেন। চরম নৈতিক আদর্শ প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন। ভালোবাসা ও সৌহাদ্যের শিক্ষা দিয়েছেন। তেমনি মৈত্রিয়া বুদ্ধও দিবেন। তিনি প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সৌহাদ্য, ধৈর্য ও অহিংসার মাধ্যমে কাজ করবেন। মানুষকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষায় আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে ধর্ম প্রচারের কাজ করবেন।

বুদ্ধের একটা ভূমিকা চন্দ্রের ন্যায় ছিল। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে-

পালি:
পুণ্ণমাসে য়থা চন্দো পরিসুদ্ধো বিরোচতি,
তথেব ত্বং পুণ্ণমনো বিরোচ দসসহসিসয়ং।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, সুমেধপথ্থনা কথা, সূত্র -১৮৪, পৃষ্ঠা- ২০)

ইংরেজি অনুবাদ:

As the Moon Shines clear on a full moon night so do you shine fully in the ten thousand. *(Buddhavamsa, The Account of Sumedha, sutra -185, Page- 25)*

বাংলা অনুবাদ:
পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন জগদ্বাসীকে পরিশুদ্ধ আলো দান করে, সেরূপ আপনিও মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দশ সহস্র চক্রবালে বিরোচিত হউন। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দীপঙ্কর-বুদ্ধ, সূত্র -১৮৩, পৃ-৫৬)

অর্থাৎ চন্দ্র আলো ছড়ায়। জগতকে আলোকিত করে। কিন্তু নিজের আলো নেই। সে অন্যের অর্থাৎ সূর্যের আলো ছড়ায়। মৈত্রিয়া বুদ্ধেরও নিজের আলো থাকবে না। অর্থাৎ তিনি অন্যের শিক্ষা বা ধর্ম প্রচার করবেন।

এছাড়াও ত্রিপিটকে বলা হয়েছে, গৌতম বুদ্ধ দীপঙ্কর বুদ্ধের সেবা করে, তাঁর বন্দনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। বলা হয়েছে-

পালি:
সমাদিয়িত্বা বুদ্ধগুণং দল হং কত্বান মানসং,
দীপঙ্করং নমসিসত্বা আসনা বুটঠহিং তদা।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, সুমেধপত্থনা কথা, সূত্র- ১৭৫, পৃষ্ঠা- ১৯)

ইংরেজি অনুবাদ:

Having under taken the special qualities of Buddhas, Having made firm my purpose, I paid homage to Dipankara and arose from my seat then. *(Buddhavamsa, The Account of Sumedha, sutra- 177, Page- 24)*

বাংলা অনুবাদ:
তখন স্থির চিত্তে দশ পারমীধর্ম সুন্দররূপে গ্রহণপূর্বক দীপঙ্কর বুদ্ধের চরণে বন্দনা করিয়া পদ্মাসন হইতে উঠিয়াছিলাম। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, দীপঙ্কর-বুদ্ধ, সূত্র -১৭৫, পৃ-৫৪। ত্রিপিটক, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ- ৫৫১, ত্রিপাসো প্রকাশিত, প্রকাশ-২০১৭)

দীপঙ্কর শব্দের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি প্রদীপ জ্বালায় বা আলোকিত করে, যে আলো বা কিরণ প্রদান করে।[৮] অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ এমন একজনের সেবা করে বা বন্দনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন যিনি নিজে কিরণ বা আলো প্রদান করেছেন। প্রদীপ

জ্বালিয়েছেন। যাঁর নিজস্ব আলো ছিল। দীপঙ্কর শব্দের আরবী সমার্থক শব্দ হলো মিসবাহ্ ও সিরাজুম মুনীর (প্রদীপ ও উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বা সূর্য)। তাই শেষযুগে মৈত্রিয়া বুদ্ধ বা ইমাম মাহদী বা প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে যিনি আসবেন তিনি দীপঙ্কর বা সীরাজুম মুনীর (উজ্জ্বলতম নক্ষত্র) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বন্দনা করে, তাঁর-(স.) আলোয় আলোকিত হয়ে, তাঁর (স.)-এর আলো ছড়ানোর জন্য জগতে আসবেন। তাঁর নিজের কোন আলো থাকবে না অর্থাৎ তাঁর নিজের কোন ধর্ম বা শিক্ষা থাকবে না। তিনি ইসলাম ধর্ম ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের জন্য আসবেন।

এরপর বলছেন, 'তিনি যে ধর্মের প্রারম্ভ (আদি) কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যাহা বিশুদ্ধ বহ্মচর্য্য সেই ধর্মের উপদেশ দান করিবেন' অর্থাৎ মৈত্রিয়া বুদ্ধ নিজের কোন ধর্ম প্রচার করবেন না। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করবেন যার সূচনা আরেকজনের মাধ্যমে হয়েছে। যার সূচনা কল্যাণময় ছিল, মধ্য কল্যাণময় ছিল। যার শেষ অংশও কল্যাণময়। তিনি এসে এক জ্যোতির্ময়, বিশুদ্ধ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিক্ষা বা ধর্ম প্রচার করবেন, যা আগে থেকে বিদ্যমান থাকবে । অর্থাৎ তিনি ঐ পরিপূর্ণ শিক্ষা বা ধর্মের প্রবর্তক হবেন না, এর প্রচারক হবেন।

আবার শেষের দিকে বলেছেন, বুদ্ধের নিজের অনুসারী বা মান্যকারী যেখানে শতশত সেখানে মৈত্রিয়া বুদ্ধের অনুসারী বা মান্যকারী হাজার হাজার হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তিনি গৌতম বুদ্ধের চেয়ে দশগুণ বেশি ব্যাপ্তি নিয়ে জগতে আসবেন। গৌতম বুদ্ধ ভারতবর্ষের জন্য (শত কোটি লোক অধ্যুষিত এলাকা) আগমন করে থাকলেও মৈত্রিয়া এর দশ গুণ বড় এলাকার জন্য বা একশ' কোটির দশগুণ অর্থাৎ এক হাজার কোটি মানুষের অধ্যুষিত এলাকা কিংবা গোটা পৃথিবীর মানব জাতির জন্য আগমন করবেন। অর্থাৎ তাঁর নিজের আলো, নিজের শিক্ষা, নিজের ধর্ম ও শরীয়ত না থাকলেও তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আসবেন।

বর্তমান যুগে যেহেতু মৈত্রিয়া বুদ্ধের আগমনের যুগের সব লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়েছে তাই ত্রিপিটকের মান্যকারীদেরও আজ দায়িত্ব সেই মহাপুরুষকে খুঁজে বের করে, তাঁকে সনাক্ত করে, তাঁকে মান্য করা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। "সো অনেকসহস্সং ভিক্খুসংঘং পরিহরিস্সতি, সেয্যথাপাহমেতরহি অনেকসতং ভিক্খুসংঘং পরিহরিস্সতি।" এই অংশের বাংলা অনুবাদ মূল বইতে দেয়া হয়েছিল- "তিনি অনেক সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে হইয়াছি।" এটা সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ দেয়া হয়েছিল। এর সঠিক অনুবাদ হবে, "তিনি অনেক সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে অনেক শত ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছি।" এই সঠিক অনুবাদটা আমরা উদ্ধৃতিতে ব্যবহার করেছি।

২। It may be noticed here that the Hebrew word, Mashiha, is the same as the Pali, Metteyya. It is a matter of common knowledge that when a word is transferred from one language to another, it very often undergoes a phonetic change. An English word, too, when imported into another language, undergoes change: for example, Max Muller, in a list given on page 318 of Volume 11 of Sacred Books of the East, says: the th of the English alphabet becomes s in Persian or Arabic. Keeping these changes in view, one can readily understand that the word Messiah became Metteyya in the Pali language, which means that the future Metteyya prophesied by the Buddha is in reality the Messiah and no one else. *(Jesus in India, by : Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Founder of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat)*

স্কেনঃ Sacred Books of the East. ৩৮৬ পৃষ্ঠা দ্র.।

৩। বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত এই পালি কথ্য ভাষাকেও যথার্থ সাহিত্যিক ভাষা বলা যায় না। কারণ, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরে খ্রিষ্টীয় ১ম শতকে পালি ত্রিপিটক সিংহলে (শ্রীলংকায়) লিপিবদ্ধ করা হয়। পাঁচশত বছরের ব্যবধানে এই পালি ভাষা অনেক পরিশীলিত হয়ে সাহিত্যরূপ লাভ করে। (মুখবন্ধ, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- নয়, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

মধ্যযুগের নানা বিপর্যয়ে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মূলভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পরিহানি ঘটে। ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে। তৎসঙ্গে পালিভাষারও বিলুপ্তি ঘটে। পালিভাষায় বৌদ্ধসাহিত্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সর্বরস সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করে।

ব্রহ্ম দেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পালিসাহিত্যের প্রভাব যুগ-পরম্পরায় প্রোজ্জ্বল থাকে। এতদ্দেশে পালিভাষা গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পালিভাষার মূল শব্দের বানানসমূহ ব্রহ্মদেশীয় উচ্চারণ অনুসারে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে লঙ্কা ও ইউরোপে পুনরায় ব্রহ্মদেশ হইতে পালিসাহিত্য সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া তদ্দেশীয় অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইলেও সেই ভুলগুলি প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়। (অবতরণিকা, পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- বার, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)

৪।

- The Unknown Life of Jesus Christ: by Nicolas Notovitch's (1887).
- Jesus Lived in India: His Unknown Life Before and After the Crucifixion by Holger Kerston. (1994)
- Jesus in India: by Mirza Ghulam Ahmad, (1899) the founder of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jama'at.
- মসীহ্ হিন্দুস্তান ম্যাঁ– লেখক মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা।
- gmx‡j gmxn&Ñ †jLK Avng` †ZŠwdK †PŠayix
- The Life of Saint Issa : Best of the sons of men
- whïwL^{a}‡ói ARvbv Rxeb: Avãyjøvn BDmyd †gvnv¤§`

৫। বৃহৎ কল্কি পুরাণ, নবম অবতার বর্ণনা, পৃ-৬৩, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশ -২০০৫)।

৬। ২৬-২৮ ও ১৫৬-১৭৪ পৃষ্ঠা দ্র.।

৭। তিনি হিন্দুদের বেদ-বেদান্তের অনেক বিষয়ের বিরোধী ছিলেন। তবে সম্পূর্ণ বেদের বা বেদের সব বিষয়ের বিরোধী ছিলেন না। প্রক্ষেপণ মুক্ত খাঁটি বিশুদ্ধ বেদকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি বেদের মূল শিক্ষা বা প্রাচীন হিন্দুধর্মীয় শিক্ষায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এমন কি তিনি নিজেকে পূর্বজন্মে ত্রিবেদ পারদর্শী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মূল পালি:
অহং তেন সময়েন সুরুচী নাম ব্রাহ্মণো,
অজ্ঝায়কো মন্তধরো তিণ্ণং বেদান পারগু।
(ত্রিপিটক, বুদ্ধ বংসো, মঙ্গলবুদ্ধবংসো, সূত্র-১০,পৃষ্ঠা-২৬)

ইংরেজি অনুবাদ:
I at the time was a brahman named Suruci,a repearter expert in the mantras, master of the three Vedas. *(Buddhavamsa, Lord Mangala, sutra 10, Page 33)*

বাংলা অনুবাদ:
তখন আমি ত্রিবেদ পারদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ সুরুচী নামক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলাম। (ত্রিপিটক, বুদ্ধ-বংসো, মঙ্গল-বুদ্ধ, সূত্র -১০, পৃ-৭৫ ও ত্রিপিটক, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৫৫৭)

বেদকে ধর্মীয় স্বর্গীয় গ্রন্থ না মনে করলে, এর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকলে তিনি নিজেকে পূর্বজন্মে ত্রিবেদ পারদর্শী তপস্সী বলতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি এটাও বলেছেন, বেদের জ্ঞান শ্রবণকারীকে উত্তরণ করতে পারে।

পালি:
এবম্পি যো বেদগূ ভাবিতত্তো, বহুস্সুতো হোতি অবেধ ধম্মো;
সো খো পরে নিজ্ঝপযে পজানং, সোতাবধানূপনিসূপপন্নে।

বাংলা অনুবাদ:
তেমনি যিনি বেদজ্ঞ, ভাবিতাত্ম, বহুশ্রুত, ভয়হীন, তিনি তাহাগিদকেই উত্তরণ করিতে সক্ষম হন; যাহারা শুনিতে আগ্রহী এবং মনোনিবেশ সম্পন্ন হয়। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, চুল বগ্গ-ক্ষুদ্র বর্গ, ধম্ম নাবা সুত্তং, সূত্র- ৭/৩২৪, পৃ-৮৬)

এমন কি ত্রিপিটক বা বুদ্ধের মতে প্রাচীন সনাতন ধর্মের অনুসারীরা পুত-পবিত্র ছিল। তারা নৈতিকতার শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

"শীলে উত্তম ছিলেন যেই প্রাচীনগণ,
সেই ব্রাহ্মণগণ স্মরণ করেন নীতি-সনাতন।
ছিল তাদের ইন্দ্রিয়দ্বার গুপ্ত, সুরক্ষিত,
হয়েছিল তাদের ক্রোধ অভিভুত (পরাজিত)।
ধর্মে আর ধ্যানে যারা ছিলেন রত,
সনাতন নীতি স্মরণ করেন ব্রাহ্মণ যত।
(ত্রিপিটক, সংযুক্ত নিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ষড়ায়তন বর্গ, ষড়ায়তন সংযুক্ত, গৃহপালিত বর্গ, লোহিচ্চ সূত্র, সূত্র-৩, পৃ-১৪০)

৮। (পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬৬, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, প্রকাশক-বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ঢাকা, প্রকাশ- মে ২০০১)



চতুর্থ অধ্যায়

The fourth chapter

চতুর্থ অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত পরিচয়

(The real Gutama Buddha)

ত্রিপিটকের নিরীখে বুদ্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ

রেফারেন্সের কিছু নমুনা কপি

গ্রন্থপঞ্জি

(এক)

ত্রিপিটকের নিরীখে গৌতম বুদ্ধ

(Gutama Buddha in the light of the Tipitaka)

আমি এই বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। গৌতম বুদ্ধ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের মনোনীত এক মহাপুরুষ ছিলেন। যাঁর প্রতি ঈশ্বর তাঁর দৈব-বাণী অবতীর্ণ করতেন। বিভিন্ন সময়ে বার্তা-বাহকরা পথনির্দেশনা স্বরূপ ঈশ্বরের বাণী নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন। তিনি এক ঈশ্বরের আরাধনাকারী একনিষ্ঠ এক বান্দা ছিলেন। সমস্ত শিরক, কুসংস্কার ও প্রতিমা পূজা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে কখনও নীরব ছিলেন না। তিনি এক ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁর পরিচয় জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতি বা মার্গ তিনি লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন বা জানিয়ে গেছেন। তিনি জগতে এ বার্তাও দিয়ে গেছেন, মানুষ ধর্মের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেলে, তাদের মাঝে ধর্মের বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রচারের জন্য জগতে বুদ্ধদের আগমন হয়। তিনি যে উৎস থেকে ঐশী শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তারাও একই উৎস থেকে অতীতে এ শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন। আর তাঁর মাঝে বা তাঁর পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ বা শেষ নয়। এছাড়া নাস্তিকতাসহ যত অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে এসব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র ছিলেন।

এই অনুচ্ছেদে আমি বুদ্ধের জন্য যেসব উপাধী বা বিশেষণ ত্রিপিটকে ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো তুলে ধরতে চাই। এগুলোও গৌতম বুদ্ধের আস্তিকতার স্মারক হিসেবে কিংবা তাঁর প্রকৃত পরিচয়ের প্রামাণিক দলিল হিসেবে ত্রিপিটকে হাজার হাজার বছর থেকে সংরক্ষিত আছে। যে কোন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষের জন্য এগুলো পথনির্দেশিকা হতে পারে।

গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে অনেক বিশেষণ বা উপাধী ত্রিপিটকে ব্যবহার করা হয়েছ। যেমন- আচার্য, আচার্যগণের গুরু, ব্রহ্মবন্ধু, সিদ্ধি লাভী মুনি, আদিত্যবন্ধু, অখিল, করুণাময়, বুদ্ধ, শিক্ষক, মারবিজয়ী মুনি, হীনসংস্কারসমূহ দূরকারী, শাস্তা, তপস্বী, পরমতপস্বী, পরমরুক্ষ (কঠোর সাধক), পরমজুগুপ্সী, পরমপ্রবিবিক্ত, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথী, দেব-মানুষগণের শাস্তা, ভগবান, জ্যোতিষ্মান, মতিমান, প্রচুর জ্ঞানবান, দুঃখের ধ্বংসকারী, বাধাহীন, শান্ত, সংযত, ধৃতিমান, সত্যবল সম্পন্ন, নাগাধিপতি,

মহাবীর, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম, সিংহ, উপাদানহীন, নির্ভীক, ত্রাসহীন, বিনা অস্ত্রে বিশ্বজয়ী, ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বেদগূ, ভিসক, নির্মল, বিমল, জ্ঞানী, বিমুক্ত, উচ্ছেদবাদী, ঘৃণা রোধকারী, বিলোপ সাধনের সমর্থক, পুনর্জন্মের পরিপন্থী, অবিদ্যাগত ও সত্যভাষী প্রভৃতি।[১]

প্রথমতঃ এসব বিশেষণ বা উপাধী সাধারণত ঐসব মহামানবের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে যারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি মুনি-ঋষি, অবতার, নবী-রসুল হওয়ার দাবি করেছিলেন। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হওয়ার দাবি করেছিলেন। অর্থাৎ আস্তিক মহাপুরুষদের ব্যবহৃত উপাধীগুলো গৌতম বুদ্ধ নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এর বিপরীতে গৌতম বুদ্ধ পুরো ত্রিপিটকের কোথায়ও নাস্তিক্যবাদ বা নাস্তিক অথবা নাস্তিকতা কিংবা এ জাতীয় কোন শব্দ নিজের উপাধী কিংবা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেন নি।

তৃতীয়তঃ গৌতম বুদ্ধের পরেও এমন উপাধী বা এমন অর্থবোধক উপাধীগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বর বিশ্বাসী, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বর প্রেমিক ও ঈশ্বর মনোনীত মহাপুরুষরা নিজেদের জন্য ব্যবহার করেছেন অথবা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সরাসরি লাভ করেছেন।

তাই, ত্রিপিটকে ব্যবহৃত গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন উপাধীগুলোও সাব্যস্ত করছে তিনি আস্তিক ছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের মনোনীত একজন প্রতিনিধি ছিলেন। যিনি জগতে এসেছিলেন এক অন্ধকার যুগে মানুষকে পথ দেখাতে, ধর্ম শিখাতে। অন্ধকারে নিমোজ্জিত মানুষকে উদ্ধার করে আলোর জগতে নিয়ে যেতে। মানুষকে ঈশ্বরের পরিচয় জানাতে, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়াতে। এ কাজটা তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পাদন করে গেছেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১। পালি:

ভগবা এতদবোচ– "ইধ, মহারাজ, তথাগতো লোকে উপ্পজ্জতি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা। সো ইমং লোকং সদেবকং সমারকং সব্রহ্মকং সস্সমণব্রাহ্মণিং পজং সদেবমনুস্সং সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেতি। সো ধম্মং দেসেতি আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং, কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেতি। (সীলক্খন্ধবগ্গপালি, সামঞ্ঞফলসুত্তং-১৯০, পৃ- ৪৬)

ইংরেজি অনুবাদ:

'Suppose, O king, there appears in the world one who has won the truth, an Arahat, a fully awakened one, abounding in wisdom and goodness, happy, who knows all worlds, unsurpassed as a guide to mortals willing to be led, a teacher for gods and men, a Blessed One, a Buddha. He, by himself, thoroughly knows and sees, as it were, face to face this universe, —including the worlds above of the gods, the Brahmas, and the Maras, and the world below with its recluses and Brahmans, its princes and peoples, —and having known it, he makes his knowledge known to others. The truth, lovely in its origin, lovely in its progress, lovely in its consummation, doth he proclaim, both in the spirit and in the letter, the higher life doth he make known, in all its fullness and in all its purity. *(Dighaya Nikaya, 1st part, Sammanna phala Sutta, Ch-2.40, page-78)*

বাংলা অনুবাদ:

ভগবান এইরূপ বলিলেরন, মহারাজ! জগতে তথাগতের আবির্ভাব হয় যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পণন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথী, দেব-মানুষগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রম্মলোক, শ্রমণ-ব্রাম্মণমন্ডল, জীবলোক, দেবাখ্য ও অপরাপর মনুষ্যগণসহ এই (সমগ্র) জগত স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যান এবং আন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত তিনি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, সামঞ্ঞ ফল সূত্র, প্রণীততর শ্রামণ্যফল, সূত্র-১৯০, পৃ-৮৬)

আচার্য ও আচার্যগণের গুরু

মহানুভাব শ্রমণ গৌতম আচার্য এবং আচার্যগণের গুরু। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, কূটদন্ত সূত্র, বুদ্ধগুণ কথা, সূত্র-৩৩২, পৃ-১৪১)

বুদ্ধ ব্রহ্মের বন্ধু

পালি:

"ইমস্মিংযেব কপ্পমিহ, ব্রহ্মবন্ধু মহাযসো। কসসপো নাম গোত্তেন, উপ্পজ্জি বদতং বরো" (অপদান পালি, পঠমো ভাগো, খণ্ড-২৬.২৭, ছত্তবগ্গো, সূত্র-৭, প-১৬৫)

বাংলা অনুবাদ:

এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু (বুদ্ধ) মহাযস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। [(ত্রিপিটক, খুদ্দকনিকায়ে অপদান, দ্বিতীয় খণ্ড, সুমেধা বর্গ, সুমেধা থেরী অপদান, শ্লোক-৭, পৃ-১৮২)/পৃ-২২৮, শ্লোক-১০৯/ পৃ-২৩০, শ্লোক-১৪৭]

সিদ্ধি লাভী মুনি, আদিত্যবন্ধু, অখিল এবং করুণাময়

পালি:

যং মে কঙ্খিতমঞ্ঞাসি, বিচিকিচ্ছা মং তারযি নমো তে;
মুনি মোনপথেসু পত্তিপত্ত, অখিল আদিচ্ছবন্ধু সোরতোসি।
(সুত্তনিপাত, মহাবগ্গো, সভিযসুত্তং, সূত্র-৫৪৫, পৃষ্ঠা-৫৯)

ইংরেজি অনুবাদ:

Understanding my anxiety,
You carried me over my doubts. Homage to you!
Sage accomplished in the ways of silence,
You are gentle, not callous, Kinsman of the Sun.
(SuttaNipata, The Great Chapter, Sabhiya's Questions, page.164, sutta -546[3.6])

বাংলা অনুবাদ:

যেহেতু আমার বাসনা জানিতে পারিয়া আপনি সন্দেহ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, নীরবতা উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভী হে মুনি, আপনাকে নমস্কার। হে আদিত্যবন্ধু! আপনি অখিল এবং করুণাময়। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, সভিয় সুত্তং, সূত্র- ৩১/৫৪৫, পৃ-১৪৪)

বুদ্ধ, শিক্ষক, মারবিজয়ী মুনি ও হীনসংস্কারসমূহ দূরকারী

পালি:

তুবং বুদ্ধো তুবং সত্থা, তুবং মারাভিভূ মুনি,
তুবং অনুসযে ছেত্বা, তিণ্ণো তারেসি মং পজং।
(সুত্তনিপাত, মহাবগ্গো, সভিযসুত্তং, সূত্র-৫৫০ পৃষ্ঠা- ৬০)

ইংরেজি অনুবাদ:

You are the Buddha, you are the Teacher,
You are the sage who overcame Māra;
You have cut all underlying tendencies,
Crossed over, you bring this generation across.

(SuttaNipata, The Great Chapter, Sabhiya's Questions,page.165, sutta -551[3.6])

বাংলা অনুবাদ:

আপনি বুদ্ধ, আপনি শিক্ষক, আপনি মারবিজয়ী মুনি; হীনসংস্কারসমূহ দূর করিয়া আপনি পারগত হইয়াছেন এবং বর্তমান মানবজাতিকে উদ্ধার করিয়াছেন। (ত্রিপিটক, সুত্তনিপাত, মহাবর্গ, সভিয় সুত্তং, সূত্র- ৩৬/৫৫০, পৃ-১৪৫)

বুদ্ধ শাস্তা ছিলেন

পালি:

অথ খো ভগবা অযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি– সিযা খো পনানন্দ, তুম্হাকং এবমস্স– অতীতসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। ন খো পনেতং, আনন্দ এবং দট্ঠব্বং। যো বো, আনন্দ, ময়া ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো, সো বো মমচ্চযেন সত্থা। (সুত্তপিটকে দীঘনিকাযো, মহাপরিনিব্বানসুত্তং, সূত্র-২১৬, পৃ- ১০৩)

ইংরেজি অনুবাদ:

And the Lord said to Ananda: 'Ananda, it may be! that you will think: "The Teacher's instruction has ceased, now we have no teacher!" It should not be seen like this, Ananda, for what I have taught and explained to you as Dhamma and discipline will, at my passing, be your teacher. *(Dighaya Nikaya, 2nd part, Mahhaparinibbana Sutta, Ch-6.1, page-269-270)*

বাংলা অনুবাদ:

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেনঃ 'আনন্দ, তোমাদের মনে এরূপ হইতে পারেঃ "প্রাবচন-বক্ত আর নাই, আমাদের শাস্তা আর নাই।" কিন্তু, আনন্দ, এই বিষয়কে সেরূপ ভাবে দেখিবে না। আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়াছি ও ঘোষণা করিয়াছি, আমার দেহান্তে তাহাই তোমাদের শাস্তা। (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, সূত্র-১, পৃ-১০৩) ও (ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, সূত্র-৫, পৃ-১০৪)

বুদ্ধ তপস্বী, পরমতপস্বী, পরমরুক্ষ, পরমজুগুপ্সী, পরমপ্রবিবিক্ত

পালি:

অভিজানামি খো পনাহং, সারিপুত্ত, চতুরঙ্গসমন্নাগতং ব্রহ্মচরিযং চরিতা- তমস্সী সুদং হোমি পরমতপস্সী, লুখো সুদং হোমি পরমলূখো, জেগুচ্ছি সুদং হোমি পরমজেগুচ্ছী, পবিবিত্তো সুদং হোমি পরমপবিবিত্তো। (সুত্তপিটকে মজ্ঝিমনিকযো পঠমোভাগো, সীহনাদবগ্গো, মহাসীহনাদসুত্তং, সূত্র-১৫৫, পৃ-৮৯)

বাংলা অনুবাদ:

সারীপুত্র, আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি চতুরঙ্গসমন্বিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করিয়াছি; আমি তপস্বী হইয়াছি, পরমতপস্বী; আমি রুক্ষ হইয়াছি, পরমরুক্ষ (কঠোর সাধক); জুগুপ্সী হইয়াছি, পরমজুগুপ্সী; প্রবিবিক্ত হইয়াছি, পরমপ্রবিবিক্ত। (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, সিংহনাদ বর্গ, মহাসিংহনাদ সূত্র, সূত্র-২০, পৃ- ৯২)

(দুই)

ইসলামের দৃষ্টিতে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ

(Gutama Buddha in the light of Islamic teaching)

অনেক মুসলমান গবেষক গৌতম বুদ্ধকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সত্যান্বেষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমি এ অনুচ্ছেদে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরতে চাই। তাঁরা সবাই নিজেদের বক্তব্যের ভিত্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার নীতির ওপর রেখেছেন।

নবীদের বিষয়ে কুরআনের নীতিগত বক্তব্য

কে নবী, কে নন? এটা নিরূপনের মানদণ্ড পবিত্র কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে বলে রেখেছে। একটি সার্বজনীন শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলছেন-

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

অনুবাদ : আর এমন কোন জাতি নাই যার নিকট কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। (পবিত্র কুরআন, সূরা ফাতে, আয়াত: ২৪)

وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অনুবাদ : আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে হেদায়তদাতা। (পবিত্র কুরআন, সূরা রাদ, আয়াত: ৭)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

অনুবাদ : আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন রসুল পাঠিয়েছিলাম। (এই শিক্ষা দিয়ে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চল। (পবিত্র কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬)

কুরআন বলছে, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর মাঝেই নবী-রসুল এসেছেন। তাহলে একবার চিন্তা করুন তাদের সংখ্যা কত দাঁড়ায়! অথচ পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। (তথ্যসূত্র: তফসীর ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড,

পৃষ্ঠা-৬৫২-৫৩, সূরা নিসার ১৬৫ আয়াতের তফসীর, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত) আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) বলেছেন- "আল্লাহ তা'লা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল পাঠিয়েছেন।"

হযরত আবু জার গিফারী (রা.) বর্ণিত,

قلت : يا رسول الله كم الانبياء ؟ قال مائة الف و اربعة و عشرون الفا

তিনি বলেন রসুল (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহর রসুল! নবী কত জন? তিনি (স.) বলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। (মিশকাতে মাসাবী, খণ্ড-দ্বিতীয়, পৃ-৫১১, প্রকাশ কানপুর। তাফসীর ইবনে মিরদুওয়াই; আবু হাতিম (রহ.) আল আনওয়া ওয়াত্তাফাসীম- গ্রন্থে, তথ্যসূত্র: তফসীর ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৩-৫৬, সূরা নিসার ১৬৫ আয়াতের তফসীর, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত)

তাহলে এর একটা উপসংহার দাঁড়াচ্ছে, নবীদের একটা বিরাট সংখ্যা রয়েছে যাঁদের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। এ কারণেই আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলছেন-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ

অনুবাদঃ আমরা তোমার পূর্বে অনেক রসুল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো বৃত্তান্ত তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি নি। (পবিত্র কুরআন, সূরা মু'মিন, আয়াত: ৭৯)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ

অনুবাদ : আর আমরা প্রেরণ করেছি এমন অনেক রসুল যাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি। আর এমন অনেক রসুল আছে যাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি নি। (পবিত্র কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৪)

মোটকথা, উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে এটা সাব্যস্ত নাম বর্ণিত হোক অথবা না হোক প্রত্যেক জাতির মাঝেই নবী রসুল এসেছেন। এটা পবিত্র কুরআনের ঘোষণা। স্বয়ং আল্লাহ পাকের ঘোষণা। কোন জাতি নবী-রসুল থেকে বঞ্চিত নয়।

তাহলে ভারতবর্ষ যেখানে শত শত জাতিগোষ্ঠীর হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস, তারা কিভাবে বঞ্চিত থাকতে পারে? তাদের মধ্যেও অবশ্যই নবী রসুলগণ আসার কথা। হয়তো, নিশ্চয়ই এসেছেন। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'লার এ ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে, আর বাস্তবায়িত হওয়াটাই স্বাভাবিক ও অবধারিত। কারণ, আল্লাহ তালার ঘোষণার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষে নবী আগমনের বিষয়ে বুযুর্গানে উম্মত ও আলেমদের অভিমত

ভারতবর্ষ নবুওয়তের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত নয়। এখানেও নবীগণ যুগে যুগে এসেছেন। এ বিষয়ে ভারতের প্রখ্যাত ওলী-আউলিয়া হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহ.) এর একটি ঘোষণা উপস্থাপন করতে চাই। তিনি একবার স্বপ্নে ভারতে কিছু নবীর কবর দেখেছেন। এ বিষয়টি তাঁর মকতুবাতে উল্লেখ রয়েছে-

"পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মধ্যে লক্ষ্য করিলে অতি অল্প স্থান দেখা যায়, যে- তথায় পয়গম্বর প্রেরিত হয় নাই; এমন কি ভারতবর্ষ, যাহা, এই ব্যাপার হইতে বহু দূরে বলিয়া মনে হয়; তথায়ও দেখিতেছি যে, ভারতেও পয়গম্বরগণ প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাঁহারাও সৃষ্টিকর্তার দিকে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতের কোন কোন নগরে পয়গম্বর (আ.)-গণের নূর- শেরকের তমরাশির মধ্যে প্রদীপ্ত প্রদীপ সমূহের ন্যায় সমুজ্জ্বল বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে ভারতের সেই নগরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেও পারি।" (মকতুবাত, প্রথম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ-৩, মকতুব নম্বর-১৫৯, প্রকাশক: আফতাবীয়া খানকাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা। প্রকাশ-১৯৭৬) এবং (আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো, পৃষ্ঠা-৫৭)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানতুবী (রহ.) এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও আলেমকুল শিরোমনি ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের সবচে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত দেওবন্ধ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি তাঁর পুস্তক মুবাহাসা শাজাহানপুর এর ৩১ পৃষ্ঠায় বলেন,

باقی رہا دین ہندو اسکی نسبت اگر چہ ہم یقینا نہیں کہہ سکتے کہ اصل سے یہ دین بھی آسمانی ہے مگر یقینا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اصل سے جعلی ہےخدا کی طرف سے نہیں آیا کیونکہ اول تو قرآن شریف میں یہ ارشاد ہے ۔ وَاِن مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۔ جسکے یہ معنی ہیں کہ کوئ امت یعنی گروہ عظیم ایسی نہیں جسمیں کوئ ڈرانیوالا نہ گزرا

ہو پھر کیونکر کہدیجے کہ اس ولایت ہندوستان میں جو ایک عریض وطویل ولایت ہے کوئی ہادی نہ پہنچا ہو کیا عجب ہےکہ جسکو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں. دوسرے قرآن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ . جسکا حاصل یہ ہے کہ بعض انبیاء کا قصہ تو ہم نے تجھ سے بیان کردیا ہے اور بعضوں کا قصہ بیان نہیں کیا سو کیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہیں نبیوں میں سے ہوں جنکا تذکرہ آپ نہیں کیا گیا.

অনুবাদ: "হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আমরা যদিও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না নীতিগতভাবে এটা ঐশী ধর্ম, তথাপি এটা নিশ্চিত বলা যাবে না এটা নীতি বর্হিভূত ধর্ম, খোদার পক্ষ থেকে আসেনি। কেননা প্রথমত কুরআন শরীফে এ ইঙ্গিত রয়েছে- وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ যার এই অর্থ কোন উম্মত বা বড় গোত্র এমন নেই যাদের মাঝে কোন নবী আসেনি। এরপর কিভাবে বলা যেতে পারে এই ভারতবর্ষ যেটা এক বিশাল দেশ তাতে কোন পথপ্রর্দশক প্রেরিত হয়নি। অবাক হওয়ার বিষয় নয়, যাঁকে হিন্দুরা অবতার বলে তাঁরা তাঁদের যুগের নবী অথবা ওলী অর্থাৎ নায়েবে নবী ছিলেন। দ্বিতীয়ত কুরআনে এ ঘোষণা রয়েছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

যার সারকথা হলো, অনেক নবীর কাহিনী আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি আর অনেকের কাহিনী বর্ণনা করিনি। তাই এটা অবাক হওয়ার বিষয় নয়, ভারতবর্ষের নবীরা ঐসব নবীগণেরই অর্ন্তভুক্ত যাদের কথা আপনার কাছে উল্লেখ করা হয়নি।" (মুবাহাসা শাজাহানপুর, ৩১ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে বিষয়টি স্পষ্ট, আমরা হয়তো নাম জানি না। তবে অবশ্যই ভারতে শিরক মিটানোর জন্য নবী রসুলগণ এসেছেন। আর একটা দুটো নয় অনেক শহর আছে যেখানে তাদের কবর আছে। তাঁদের কবর অনেক শহরে থাকলে তাঁদের সংখ্যাটাও অনেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই, হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হচ্ছে ভারতে অনেক নবীর আগমন হয়েছে। আর মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানুতবী (রহ.)-এর বক্তব্য "ভারত বর্ষের নবীগণ ঐসব নবীগণেরই অন্তর্ভুক্ত"-এ কথাকে আরও জোরালোভাবে সমর্থন করে। তাই, বাহ্যিকভাবে কাউকে দেখা না গেলেও তাঁরা কারা বিষয়টি নিয়ে একটু অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে।

এ বিষয়টি আমাদের জন্য খুবই সহজ করে দিয়েছেন উপমহাদেশের আরো দু'জন প্রখ্যাত আলেম আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলাইমান নদভী। তাঁদের বিখ্যাত পুস্তক সীরাতুন্নবী-তে লিখেছেন,

"আম্বিয়াদের সম্পর্কে এই হাকীকতটি সূরা মু'মিনেও দ্বিতীয়বার বয়ান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ 'এবং অবশ্যই আমি আপনার পূর্বে বহু রসুল প্রেরণ করেছি, যাদের কিছু সংখ্যকের কথা আমি আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কিছু সংখ্যকের কথা বিবৃত করিনি।' (সূরা মু'মিনঃ-৪) তা'লীমে মুহাম্মদী (সা.)-এর বিধান মেতাবেক এই বিশ্বাস করাও জুরুরী যে, দুনিয়ার বড় বড় কওম এবং দেশ যেমন- চীন, ইরান, হিন্দুস্থানেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের আগমন ঘটেছিল। আর এজন্য এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা যে সকল বুযুর্গদের ইজ্জত ও সম্মান করে এবং নিজেদের দীন ও মাজহাবকে যাদের দিকে সম্পৃক্ত করে, তাদের সততা, সত্যবাদিতার সার্বিক অস্বীকার কোন মুসলমানই করতে পারে না। এই নিরিখে কোন কোন বিদ্দজ্জন হিন্দুস্তানের কৃষ্ণ এবং রামকে এবং ইরানের জরতস্তকে, এমনকি কেউ কেউ বুদ্ধকেও পয়গাম্বর বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। মোটকথা, তাদের কিংবা অন্য কারোরও নবী হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতই তারা নবী ছিলেন কিনা, তা নিরূপণ করার মানদণ্ড আল কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।" (সীরাতুন নবী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৬৯, প্রকাশক: দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশ ১৯৯১ইং)

তারা আরও লিখেছেন, "তুর্কীস্তান এবং সিন্ধুদেশ বিজয়ের প্রাক্কালে মুসলিম ওলামা শ্রেণি তাদের উপর কিয়াস করে হিন্দুদেরকে এবং বৌদ্ধদেরকে এই শ্রেণিভুক্ত (আহলে কিতাব সদৃশ) করেছেন।" (সীরাতুন নবী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৬, প্রকাশক: দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশ ১৯৯১ইং)

'আহলে কিতাব' তাদেরকে বলা হয় যাদের প্রতি ঐশী গ্রন্থ বা শিক্ষা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বা যারা কোন ঐশী কিতাবের প্রতি নিজেদের আরোপ করে। মুসলিম ওলামা শ্রেণির বৌদ্ধদেরকে আহলে কিতাব সদৃশ মনে করার অর্থ হচ্ছে তাঁদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তারা এটাও মনে করতেন।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহ.) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানতুবী (রহ.) ভারতে আগমনকারী নবীদের নাম নির্দিষ্ট করে না বললেও অনেক নবীর আগমনের কথা বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ

সুলাইমান নদভী সাহেব আরও অগ্রসর হয়ে তাঁদের নামও উল্লেখ করে দিয়েছেন। তারা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম চন্দ্র, জরতুস্ত ও গৌতম বুদ্ধকে নবী বলা হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সাথে সাথে তাঁরা কুরআনের মানদণ্ডের কথা বলেছেন। আমি শুরুতেই সেটা উল্লেখ করেছি। মানদণ্ড স্পষ্টই বলে দেয়া আছে, 'আল্লাহ তালা প্রত্যেক জাতিতে নবী পাঠিয়েছেন।' আর নবীদের পরিচয় বা কাজও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নবীরা এক আল্লাহর ইবাদত করা ও শয়তান বা মূর্তি থেকে বাঁচার শিক্ষা দিয়েছেন।'[১]

গৌতম বুদ্ধও এ শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি তাঁর জাতিকে মূর্তি পূজা ও শয়তান থেকে বাঁচার শিক্ষা দিয়েছেন।[২] তাই, তাঁর নবুওয়তের বিষয়টিও এই মানদণ্ডে সাব্যস্ত হয়।

ভারতবর্ষের আরেকজন বিখ্যাত আলেম শামস নবীদ উসমানী সাহেব তার পুস্তক "আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো"-এর ৫৬ পৃষ্ঠায়- "হযরত মূসা (আ.) ও দিগর আম্বিয়া (আ.) হিন্দুস্তান মে" (ভারতে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণ) শিরোনামে লিখেন- "গবেষকদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আরববাসীরা বুদ্ধকেই বাউয আসফ বলতো।"

তিনি সরাসরি নবী বলেন নি। তবে পরোক্ষভাবে ঠিকই বলেছেন। তিনি তাঁর বইয়ের শিরোনাম দিয়েছেন "ভারতে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্য নবীরা" আর বলছেন আরবরা বুদ্ধকেই বাউয আসফ বলতো। অর্থাৎ তাঁর মতে বুদ্ধ বা বাউয আসফ হলেন 'অন্যান্য নবীরা'। অর্থাৎ সরাসরি বলার সাহস না দেখালেও পরোক্ষভাবে ঠিকই বুদ্ধকে নবী বলেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে উলামাদের বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আলেমদের বক্তব্য একই পেয়েছি। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব লিখেছেন,

"গৌতম বুদ্ধ এরূপ সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি একথা বিশ্বাস করতেন না, বেদই সব কিছু এবং এর বাইরে কিছু নাই। তিনি জাতি, দেশ এবং বংশের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতেন না। অর্থাৎ তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস এরূপ ছিল না যে, বেদেই সব কিছু সীমাবদ্ধ আর এ ভাষায় এবং এ দেশেই ও এ ব্রাহ্মণরাই পরমেশ্বরের বাণী পাওয়ার জন্য তাঁর আদালতে চিরকালের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে রয়েছে। তিনি এ মতবিরোধের দরুন বড় কষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং তাঁকে নাস্তিক ও নাস্তিকমতবাদধারী আখ্যা দেয়া হয়েছিল, যেভাবে আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার সেই সকল গবেষক পাদ্রী

সাহেবদের মতে তারা সকলেই নাস্তিক যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে না এবং একথা মানতে রাজী হয় না যে, ঈশ্বর ক্রুশ বিদ্ধ হতে পারেন। সুতরাং বুদ্ধকেও এ ধরনেরই নাস্তিক সাব্যস্ত করা হয়েছিল। যেহেতু সর্বসাধারণের মাঝে ঘৃণা জন্মাবার জন্য তাঁর প্রতি অনেক অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। সেজন্য দুষ্ট বিরুদ্ধবাদীদের রীতি অনুযায়ী অবশেষে বুদ্ধকে তাঁর দেশ ও মাতৃভূমি আর্যবর্ত্ত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তখন পর্যন্ত হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম ও এর সফলতাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতো। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি 'নিজ মাতৃভূমি ছাড়া নবী অন্যত্র অপমানিত হন না।' অনুযায়ী বুদ্ধ অন্য দেশে হিজরত করে বড় সফলতা লাভ করেছিলেন। বলা হয় পৃথিবীর তিন ভাগের একভাগ বৌদ্ধধর্মে ভরে গেছে।" (রূহানী খাযায়েন, ২৩ খণ্ড, পয়গামে সুলেহ, পৃ. ১৩, প্রকাশ ১৯০৮)

মাওলানা শামস নবীদ উসমানী সাহেব আরো লিখেন,
"ভারতবর্ষের পবিত্রভূমিও পয়গম্বর শূন্য নয়। হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (র.)-এর মত বুযুর্গরাও এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে রাখতেন ভারতবর্ষে নবীগণ আগমন করেছেন। আর তিনি এখানকার বিভিন্ন শহরে নবুওয়তের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছেন।" (আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো, পৃষ্ঠা-৫৭)

উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব। তিনি তাঁর লেখা কুরআনের তফসীরে অনেক জায়গায় বুদ্ধকে নবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন,

"মোটকথা সে (এক মুসলমান) যে দেশে যায় তার শির গর্বে উচু হয়ে যায়। তার হৃদয় এ আনন্দে পরিতৃপ্ত হয় আমার কিতাবে যা কিছু বলা হয়েছিল এটা আক্ষরিকভাবেও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এক খ্রিষ্টান, এক ইহুদী ও এক হিন্দু যে দেশেই যায় মুখ বিষন্নতায় কালো হয়ে যায়। সে মধ্যপ্রাচ্যে যায় আর শুনে হযরত মুহাম্মদ (স.) সবচে বড় নবী তখন তার হৃদয়ে আগুন লেগে যায়। সে বার্মায় যায় আর শুনে বুদ্ধ নবী ছিলেন তখন সে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। ভারতে শুনে কৃষ্ণ নবী ছিলেন তখন তার উপর পাগলামী ভর করে। গ্রীসে যখন যায় আর সে জানতে পারে সেখানে সক্রেটিস এসেছিলেন তখন সে চিৎকার করতে থাকে। এক কথায় সে যে দেশেই যায় তার উপর এক বিপদ আপতিত হয়। কিন্তু এক মুসলমান যে দেশেই যায় সে যার পর নাই আনন্দিত হয়। আর প্রত্যেক দেশে এ শিক্ষা তার শির উচু করার ও গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (তফসীরে কবীর, সপ্তম খণ্ড, পৃ-৪৩)

মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান খান সাহেব তাঁর তফসীরে লিখেন,

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এই আয়াতের তফসীরে লিখেন "এই আয়াত থেকে সাব্যস্ত প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিতে আল্লাহ তালার পয়গম্বর এসেছেন। আর অনেক পয়গম্বরের উল্লেখ আল্লাহ তালা পবিত্র কুরআনে করেন নি। এজন্য মুসলমানদের কোন জাতির নবীকে অস্বীকার করা উচিত নয়। আল্লাহ তালা খুব ভালোভাবেই জানেন, তারা নবী ছিলেন কিনা। (তফসীরে ওয়াহেদী, পৃ-৬৪৩)

আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ খলিফা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব এ বিষয়ে বলেন,
"বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলির ব্যাপারে বুদ্ধের বাণী ও কাজের বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন- আমরা ঐ ধ্যান-ধারণার সাথে একমত নই। আমরা পূর্ণ বিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং আস্থার সাথে বলতে পারি, বৌদ্ধধর্ম খোদা প্রদত্ত একটি ধর্ম। আমরা এ সত্যের ওপর বিশ্বাস রাখি, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কোনভাবেই নাস্তিক ছিলেন না। বরং তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য মনোনীত করেছিলেন। ঠিক সেভাবে, যেভাবে অন্যান্য নবী-রসুল বা অবতারদের প্রেরণ করা হয়েছিল।"
(জবাবষধঃরড়হ, জধঃরড়হধষরঃু, কহড়ষিবফমব ধহফ ঞৎঁঃয, ঢ় -১৪১, নু গরুংধ ঞধযরৎ অযসধফ, ভড়ঁৎঃয শযধষরভধ ড়ভ অযসধফফরুধ গঁংষরস লধসধঃ)

আমি গৌতম বুদ্ধের নবুওয়তের সপক্ষে পাঠকদের সামনে আরো একটি প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাই। এটি ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষে রয়েছে। এই সীরাত বিশ্বকোষ মহানবী (স.)-এর জীবনী গ্রন্থ। এর চৌদ্দটি খণ্ড এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এর সংকলন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সুনামধন্য ইসলামী পণ্ডিত, গবেষক ও আলেমদের একটি বিশাল টিম যৌথভাবে কাজ করেছেন। এর চতুর্থ খণ্ডের ৯৯ থেকে ১০২ পৃষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সম্পর্কে ত্রিপিটকের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। লিখা হয়েছে, 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ 'বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত'। বৌদ্ধ ধর্মে নবী-রসুলগণকে বুদ্ধ বলা হয়। (সীরাত বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯৯) পরে লেখা হয়েছে, মহানবী (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই হলেন মৈত্রিয়া বুদ্ধ। আবার তারাই প্রবন্ধের শুরুতে লিখেছেন, 'বৌদ্ধ ধর্মে নবী রসুলগণকে বুদ্ধ বলা হয়।' অর্থাৎ তারা গৌতম বুদ্ধকে সরাসরি নবী না বললেও পরোক্ষভাবে নবী বলে স্বীকার করছেন।

এখন পাঠকবৃন্দ একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ তালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন-

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا
اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا

অনুবাদ: তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত। (পবিত্র কুরআন, সূরা জিন্ন, আয়াত: ২৬-২৭)

আল্লাহ তালা বলছেন অদৃশ্যের বিষয় তিনি জানেন। আর এটা তিনি নবী-রসুলদের অবগত করেন। নবী-রসুল ছাড়া আর কেউ জানেন না। গৌতম বুদ্ধ তাঁর এক হাজার বছর পর আগমনকারী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সম্পর্কে যা যা বলেছেন সব পূর্ণ হয়েছে। তাই তাঁদের এই প্রবন্ধ উপস্থাপন কী সাব্যস্ত করে? তাঁরা সরাসরি গৌতম বুদ্ধকে নবী না বললেও প্রকারান্তরে তাঁর নবুওয়তকে সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন।

যুল-কিফল নামে একজন নবীর উল্লেখ পবিত্র কুরআনে

পবিত্র কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী-রসুল প্রেরণ করা হয়েছে। ঠিক সেভাবে বলা হয়েছে যুল-কিফল নামে একজন নবীর আগমন হয়েছে। আল্লাহ তা'লা বলছেন-

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ

এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুল-কিফলকেও (স্মরণ কর)। তারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল। (পবিত্র কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৬)

এছাড়া সূরা সাদ এর-৪৯ নম্বর আয়াতেও যুল-কিফলের উল্লেখ রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের দুই জায়গায় যুল-কিফলের উল্লেখ করা হয়েছে। কে ছিলেন এই যুলকিফল?

বাংলা সীরাত বিশ্বকোষে বলা হয়েছে- এই যুলকিফল কারো প্রকৃত নাম নয়, এটা ছদ্মনাম বা উপাধি। (সীরাত বিশ্বকোষ, খণ্ড-২, পৃ-২২৫, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) এই নাম সম্পর্কে আরবরা অনেকটাই অপরিচিত। এছাড়া আরবে কোন

বিখ্যাত ব্যক্তি বা জায়গাও এ নামে নাই। এ সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন তফসীরে বিভিন্ন জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আলেম শামস নবীদ উসমানী গৌতম বুদ্ধকে শুধু নবী নয়, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুলকিফল হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেন,

"এযুগে এক প্রসিদ্ধ বিতার্কীক ও আলেম মাওলানা মুনাযের আহসান গিলানীর বুদ্ধের মাঝে নবুওয়তের পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হতো। আর তিনি কালামে ইলাহীর যুলকিফল এবং কপিলাবস্তুকে একই বিষয় আখ্যা দিয়েছেন।" (আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো, পৃষ্ঠা-৫৬)

আরেক জন বিখ্যাত আলেম হিফজুর রহমান সেহয়াবারী কাসাসুল কুরআনে লিখেন, "অনেক মুয়াসিরিনদের (সমসাময়িক পণ্ডিতদের) অভিমত হলো, যুলকিফল গৌতম বুদ্ধের উপাধী। কেননা তাঁর রাজ্যের নাম কিপল ছিল, যার আরবী উচ্চারণ কিফল হয়ে গেছে। আরবীতে শব্দ 'যু' অধিকারী বা মালিক এর জন্য ব্যবহার হয়। এজন্য এখানে কপিল এর মালিক ও বাদশাকে যুল কিফল বলা হয়েছে। মুযাসিরিনদের এটাও দাবি- গৌতম বুদ্ধের আসল শিক্ষা তওহিদ ও প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান অবস্থা হলো অন্যান্য জনপদের ধর্মের ন্যায় তাদের মাঝেও বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটেছে। (কাসাসুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৫৯২)

একই বক্তব্য রয়েছে আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ খলিফা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবেরও। তিনি বলেন-

"যেসব নবীদের নামের তালিকা উল্লেখ আছে তাঁদের মাঝে এমনও কিছু নবীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা বনী ইসরাইলী নবী নন। এই কারণে অনেক তফসীরকারক মনে করেন, বর্হিঃবিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে এই তালিকায় অনারব নবীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যুলকিফল এই তালিকার মাঝে এমন একটি নাম যা আরবী ভাষা অথবা সেমেটিক রেফারেন্সে পাওয়া যায় না। কিছু কিছু পণ্ডিত এই নামের উৎসস্থল বুদ্ধের নামের সাথে মিলিয়েছেন, যিনি কপিলের অধিবাসী ছিলেন। যেটি ছিল ভারত ও নেপাল সীমান্তের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্যের রাজধানী। বুদ্ধ শুধু কপিলেরই ছিলেন না বরং অনেক সময় তাঁকে কপিলাবাসী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে । যুলকিফল শব্দটি দ্বারা ঠিক এটিই বুঝানো হয়। মনে রাখতে হবে আরবীতে 'প' নাই কিন্তু 'ফ' আছে। এ কারণেই কপিল আরবীতে কিফল হয়ে গেছে।"

অতএব কপিলাবস্তু ভারত ও নেপালের সীমান্তে অবস্থিত একটি বিখ্যাত জায়গার নাম। যাতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। যিনি তাঁর যুগে তৌহিদ তথা একত্ববাদের প্রচার করে গেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল ও ফিরিশতার। তিনি নিজে শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করেছেন, অন্যদেরকে আত্মরক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আদেশ দিয়ে গেছেন অহিংসার, ভালোবাসার, মানব কল্যাণে কাজ করার, ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার, সর্বপ্রকার পাপ বর্জনের, মিথ্যা পরিহারের। অর্থাৎ একজন নবীর মাঝে যেসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন গৌতম বুদ্ধের মাঝে তা ছিল। তাই, যুলকিফল অর্থাৎ কিফল ওয়ালা শব্দটি কপিলা ওয়ালা বা কপিলাবাসী অর্থাৎ নেপালের কপিলাবস্তুর অধিবাসী মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধের প্রতিও বিষয়টিকে খুব সহজে আরোপ করা যায়। এখানে শুধু 'ফ' আর 'প' এর পার্থক্য মাত্র। ভৌগলিক অবস্থান ও ভাষার ভিন্নতা অর্থাৎ পালি ও আরবীর উচ্চারণের ভিন্নতার কারণে এতটুকু পার্থক্য হওয়াটা এক সাধারণ ব্যাপার।

যুলকিফল
সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরের ভাষ্য

যুলকিফল হিসেবে তফসীরের কিতাবগুলোতে সুনির্দিষ্ট করে কাউকে উল্লেখ করা হয় নি, এটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু বিভিন্ন তফসীরে তাঁর বিভিন্ন কাজ ও পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোতে সার্বজনীন বা সর্বসম্মতভাবে যে বিষয়গুলো যুলকিফল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তা হলো-

যুলকিফলকে শয়তান বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছে।
তাঁকে পদস্খলিত করার চেষ্টা করেছে।
প্রথমে শয়তান তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে পাঠিয়েছে।
তারা ব্যর্থ হলে শয়তান নিজে বিভিন্ন রূপ ধরে এসেছে।
এছাড়া মহিলা সংক্রান্ত একটি ঘটনাও আছে। (তফসীর মারেফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২২৭ ও ২২৮ লেখক আল্লাম মুফতি মোহাম্মদ শফী, তফসীর ইবনে কাসির, চর্তুদশতম খণ্ড, পৃ -৩৭৫ ও ৩৭৬, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশিত)

যুল কিফলের পরিচয়ে 'নবী' হওয়ার পাশাপাশি তিনি 'বাদশা ও ন্যায় বিচারক'ও ছিলেন বলা হয়েছে। (তফসীর ইবনে কাসির, চর্তুদশতম খণ্ড, পৃ -৩৭৪)
দেখুন গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো দুইয়ে দুইয়ে চার এর মত মিলে। তিনি বাদশা ছিলেন, ন্যায় বিচারক ছিলেন। তাঁকেও শয়তান (পাপী/দুষ্ট 'মার')

বিভিন্নভাবে পদস্খলিত করার চেষ্টা করেছে। শয়তান বিভিন্ন রূপ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। সাপ হয়ে এসেছে। বিষ ছুড়ে মেরেছে, আগুন ছুড়ে মেরেছে। পরিশেষে শয়তান ব্যর্থ হয়ে নিজের কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে লেলিয়ে দিয়েছে। পরিশেষে তারাও ব্যর্থ হয়েছে।[৩]

আব্দুল হক দেহলবী বলেন, যুল-কিফল একজন বাদশা ছিলেন। ..প্রতিমা পূজা উৎখাতের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁকে যুল-কিফল বলা হতো। (তাফসীরে হাককানী, ১৭ খণ্ড, পৃ-২৩)
গৌতম বুদ্ধও একজন বাদশা ছিলেন। আর প্রতিমা পূজা তিনি উৎখাত করেছিলেন। এটা নিয়েই তাঁর ব্রাহ্মণদের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। মূর্তি ও দেবদেবীর বিরুদ্ধেই সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

তফসীরে রূহুল মাআনী ১৭ খন্ডের ৮২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'যুল-কিফলের এক পুত্র ছিল।' গৌতম বুদ্ধেরও একপুত্র ছিল। তার নাম ছিল রাহুল।

যুল-কিফল হযরত সুলায়মানের পর খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ থেকে ৫০০ সালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। (দাইরা মাআরিফ ইসলামীয়া উর্দু, খণ্ড-১০, পৃ-৬২; মাজমাউল বায়ান ফি তাফসীরুল কুরআন, ৭খন্ড, পৃ-৯৬) গৌতম বুদ্ধও খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ সালের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তফসীরের কিতাবগুলোতে লেখা আছে যুলকিফল–
১. সদা-সর্বদা রোযা রাখতেন
২. ইবাদতে রাত্রি জাগতেন
৩. কোন সময় রাগান্বিত হতেন না।
গৌতম বুদ্ধও সদা-সর্বদা রোযা (উপবাস ব্রত পালন করতেন) রাখতেন। রোযা রাখতে রাখতে হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিলেন। ইবাদতে রাত্রি জাগতেন। রাতের বিভিন্ন অংশে উঠে ইবাদত করতেন। কোন সময় রাগান্বিত হতেন না। অহিংসা তথা রাগ দমনের শিক্ষা দিতেন। প্রচার করতেন।

তফসীরে বলা হয়েছে- "যুলকিফল শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল (আ.) তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। তাই তাঁকে এই নামে অভিহিত করা হয়।" (তফসীরে মারিফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৭-২২৮; তফসীরে কুরতুবী, ১১ খন্ড, পৃ-৩২৭-৩২৮, নূরুল কুরআন ১৭ খণ্ড, পৃ-১৩৫-১৩৬)

গৌতম বুদ্ধও তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ঊর্ধ্বলোক থেকে আদিষ্ট হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম প্রচার করে গেছেন। তাঁর এক হাজার বছর পরে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও করে গেছেন। যা ইতিমধ্যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

গৌতম বুদ্ধের সাথে শুধু নামের, জায়গার ও বিভিন্ন তফসীরের বর্ণনারই মিল নয় আরো কিছু অন্ত মিলও আছে। সেগুলো নিয়েও একটু চিন্তা করা যায়। যেমন সূরা আম্বিয়ার ৮৬ আয়াতে যে তিনজন নবীর উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তাঁরা তিনজন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। গৌতম বুদ্ধও খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ও অবশেষে উত্তীর্ণও হয়েছেন।

প্রথম দু'জনই অর্থাৎ ইসমাইল ও ইদরীস অ-বনীইসরাঈল নবী ছিলেন। তাই, তৃতীয় জনও একই গন্ডির অর্থাৎ অ-বনীইসরাঈল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন তফসীরের এসব বর্ণনা সাব্যস্ত করে যুলকিফল আর কপিলাবস্তুর গৌতম বুদ্ধ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

বৃক্ষ ফল দ্বারাও চিনা যায়

নবীদের কাজ কি ছিল? যে কাজের জন্য তাঁর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তালা বলছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন রসুল পাঠিয়েছিলাম। (এই শিক্ষা দিয়ে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান, দেবদেবী ও প্রতিমা পূজা পরিহার কর। অতএব তাদের কোন কোন লোককে আল্লাহ হেদায়ত দিলেন এবং কারো কারো জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল। (আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৩৭)

উপরোক্ত আয়াত থেকে সাব্যস্ত প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী এসেছেন। এখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর উম্মত হিসেবে, পবিত্র কুরআনের মান্যকারী হিসেবে এটা আমাদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব প্রত্যেক জনপদ থেকে এ নবীদের খুঁজে বের করা, তাঁদেরকে চিহ্নিত বা সনাক্ত করা, তাঁদের সত্যতা সাব্যস্ত করা। একইভাবে এটাও

আমাদের দায়িত্ব যারা নবী নন, তাদের প্রতি নবুওয়তের বিষয়টি কোনভাবে আরোপ না করা। এজন্য এ বিষয়েও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আর এ ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়। এমন গবেষকদের বিষয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলে গেছেন, 'গবেষকদের গবেষণার ফলাফল যদি সঠিক হয়, তাহলে তারা দু'টি পুণ্য পাবে। আর তাদের সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয় তাহলে এর জন্য রয়েছে একটি পুণ্য।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ)

এই আশাতেই আমার এ গবেষণা, অনুসন্ধান।

এ ছাড়াও এ গবেষণায় নবীদের প্রধান যে দায়িত্ব আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন, সেটাকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপটে রেখে কাজ করা হয়েছে। তা হলো:

১. তাঁরা এক আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দিতেন।

২. বিদ্রোহী শয়তান থেকে থেকে বাঁচার শিক্ষা দিতেন।

৩. দেবদেবী ও প্রতিমা পূজা পরিহার করার শিক্ষা দিতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর উম্মত হিসেবে, কুরআনের মান্যকারী হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছি, এ কাজগুলো বা এ দায়িত্ব গৌতম বুদ্ধ পালন করেছেন কিনা? আমি আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করেছি, গৌতম বুদ্ধ একত্ববাদের তথা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের খাঁটি শিক্ষাই প্রচার করে গেছেন। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষা দিয়ে গেছেন জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল ও ফিরিশতার বিষয়ে (যা ঈমানিয়্যতের অংশ)। নিজে শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করেছেন, আত্মরক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন। আদেশ দিয়ে গেছেন অহিংসার, ভালোবাসার, মানব কল্যাণে কাজ করার, ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার। সর্বপ্রকার পাপ বর্জনের, মিথ্যা পরিহারের। কালের পরিক্রমায় অন্যান্য নবীর অনুসারীদের মত আজ তাঁর জাতি তাঁর খাঁটি শিক্ষা থেকে বিচ্যুত। তারা ভুলে গেছে তাঁর শিক্ষা, তাঁর দেখানো পথ। (এ বিষয়গুলো আমি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক-এর উদ্ধৃতির আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।)

আর তাঁর জাতির তাঁর এক হাজার বছর পর এমন হওয়াটা অবধারিতও ছিল। কারণ তিনিই তাঁর মান্যকারীদের জানিয়ে গেছেন, তাঁর এক হাজার বছর পর জগতে বিশ্বনবী (স.) আসবেন। তখন যারা কোন ঘাটে নদী পার হতে পারে নি

তারাও তখন নদী পার হওয়ার সুযোগ পাবে। তিনি তাঁকে নরোত্তম, লোকনায়ক, লোকনাথ, লোকস্বামী ও নরাসভ [সর্বলোকে প্রশংসিত, সর্বতো মনোহর, সবার বন্দনাযোগ্য মহামানব বা মুহাম্মদ (স.)] নামে আখ্যায়িত করে গেছেন।

এই পুরো বিষয়গুলো এমন যা গৌতম বুদ্ধের আল্লাহর প্রতিনিধি বা নবী হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করে। এটাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

এছাড়া গৌতম বুদ্ধের নবুওয়তের সপক্ষে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার (সা.) বুযুর্গানে দ্বীন, ওলী- আওলিয়া ও উলামায়ে কেরামদের সুস্পষ্ট বক্তব্যও সাব্যস্ত করছে তিনি আল্লহ তালার একজন নবী ছিলেন।

আমি শুধু হারিয়ে যাওয়া, কালের অমানিশায় চাপা পড়া এক সত্যকে উন্মোচনের, উদঘাটনের একটু চেষ্টা করলাম। আল্লাহ তালা আমার নিয়্যত ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করুন, আর প্রকৃত সত্য সবার কাছে উদ্ভাসিত হোক, উন্মোচিত হোক। এই প্রার্থনা করেই লেখা শেষ করছি। আমীন॥

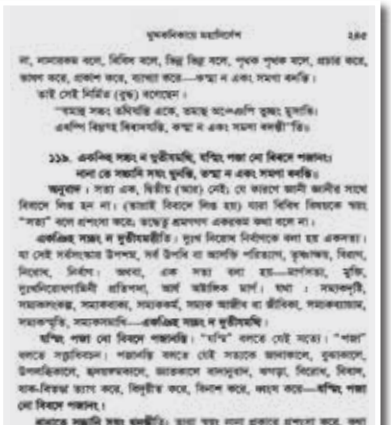


রেফারেন্সের
কিছু নমুনা কপি

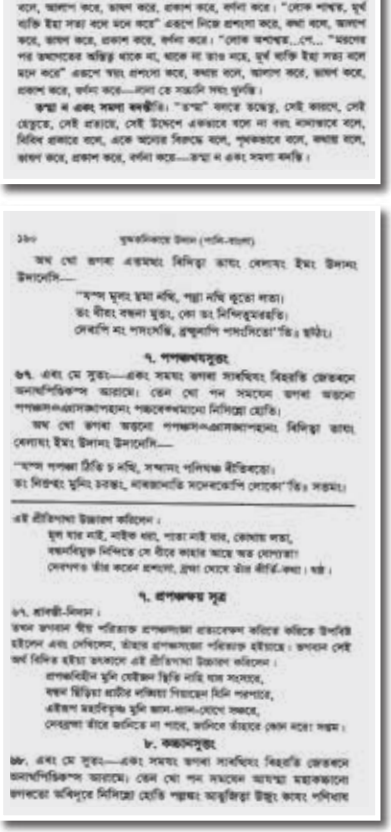
	CONSONANTS (continued)	MISSIONARY ALPHABET. I Class.	II Class.	III Class.	Sanskrit.	Zend.	Pehlevi.	Persian.	Arabic.	Hebrew.	Chinese.
18	Semivocalis	y	...	....	य	𐬬𐬀 𐬬𐬵 init.	𐭩	ي	ي	י	y
19	Spiritus asper	...	(ĵ)	....	....	....	...	...	...	...	...
20	,, lenis	...	(j)	....	....	....	...	...	...	...	...
21	,, asper assibilatus	...	s	....	श	𐬱	𐭮	ش	ش	...	...
22	,, lenis assibilatus	...	z	....	....	𐬰	𐭩	ژ	...	...	z
	Dentales.										
23	Tenuis	t	...	....	त	𐬙	𐭬	ت	ت	ת	t
24	,, aspirata	th	...	....	थ	𐬚	...	...	...	ת	th
25	,, assibilata	...	...	TH	....	....	...	ث	ث	...	...
26	Media	d	...	....	द	𐬛	𐭣	د	د	ד	...
27	,, aspirata	dh	...	....	ध	𐬜	...	...	...	ד	...
28	,, assibilata	...	...	DH	....	....	...	ذ	ذ	...	...
29	Nasalis	n	...	....	न	𐬦	𐭭	ن	ن	נ	n
30	Semivocalis	l	...	....	ल	....	𐭤,𐭥,𐭤	ل	ل	ל	l
31	,, mollis 1	...	l	....	ळ	....	...	...	...	...	...
32	,, mollis 2	...	...	L	...	....	...	...	...	...	...
33	Spiritus asper 1	s	...	....	स	𐬯	𐭮	س(ث)	س	ס	s
34	,, asper 2	...	...	s (ś)	...	....	𐭮	ز (ذ)	ز	ז	z
35	,, lenis	z	...	....	...	𐬴	𐭩	ص	ص	צ	ts, tsh
36	,, asperrimus 1	...	...	z (ź)	...	....	...	ض	ض	...	...
37	,, asperrimus 2	...	...	ś (ṣ)	...	....	...	...	...	...	...

Sacred Books of the East, Page-318.

নমুনা কপি

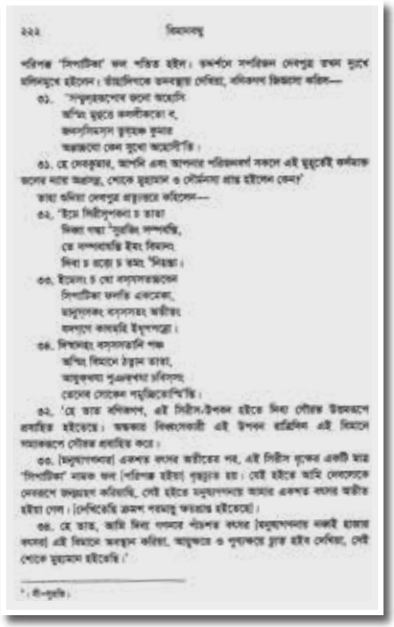








নমুনা কপি



২২২ বিমলবন্ধু

পরিশত 'সিদ্ধটীকা' রূপ পরিগ্রহ হইল। তৎপর্যন্ত সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ তখন মুদ্রণে চলিতেছিল। তাঁহাদিগকে তখনকার দেখিয়া, বলিলেন জিজ্ঞাসা করিল—

৩১. "সম্পূর্ণরূপেতে কতো অহোরি
অগ্নি: দুইতে কলটীকারো ব,
জনগণিসম্ভ দুইরূক তুমার
অন্তরতো কেন মুখো অহোরিতি।

৩১. হে সেবকবৃন্দ, আপনি এবং আপনার পরিজনবর্গ সকলে এই দুইটিই কর্মফল অনেক কাল অন্তরস্থ, থেকে দুইজনে ও সৌজন্যতা প্রাপ্ত হইলেন কেন?'

তাহা শুনিয়া সেবকগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৩২. "ইমে সিদ্ধিপুণ্ডরা চ তারা
নিজা গন্ধা "সুরজি সম্পর্ষি,
যে সম্পরায়ন্তি ইমং বিমন্ত,
দিবা চ রত্তো চ রমং 'সিরত্তা।

৩৩. ইত্যেন চ যো বসুসগরন্তরেন
সিদ্ধটীকা তনতি একমেকা,
মনুপুত্তকং বাসসাহং অতীতং
বসুগণে কালরহি ইদুপপন্নো।

৩৪. দিবসাহং বাসসাতনি পক্ষ
অগ্নি দিয়েন ইত্তম তারা,
আয়ুকথা পুত্তকথা চ লিনস্ত
হেসেন সোকেন সমুজ্জিতেশিষ্টি।

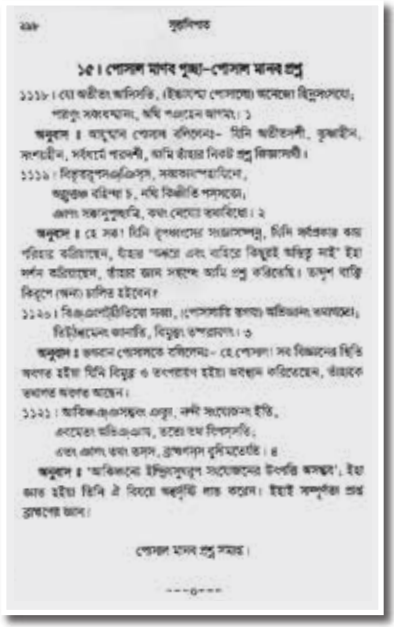
৩২. 'হে তাত বলিলপ, এই সিটীক-টীকন হইতে নিত্য সৌরভ উদ্গমরূপে প্রবাহিত হইতেছে। অন্তকাল নিকটবর্তী এই উপলক্ষ প্রতিদিন এই নিয়মে সমাপ্তকরণে সৌরভ প্রবাহিত করে।

৩৩. [মনুষ্যগণনায়] একশত বৎসর অতীতের পর, এই সিটীক পুস্তক একটী মাত্র 'সিদ্ধটীকা' নামক রূপ [পরিগ্রহ হইয়া] পুস্তাহার হয়। সেই হইতে আমি সেবাসহকে সেবাকরণে উপলব্ধ করিয়াছি, সেই হইতে মনুষ্যগণনায় আমার একশত বৎসর অতীত হইয়া গেল। [সেখিছি] ক্রমশ পরমায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

৩৪. হে তাত, আমি নিত্য গণনার পঞ্চাশৎ বৎসর [মনুষ্যগণনায় পঞ্চাই হাজার বৎসর] এই নিয়মে অবস্থান করিয়া, আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া, সেই শোকে মুহ্যমান হইতেছি।'

---

*। বী-পুস্তকি।



২২৮ সুকলিপাত

১৫। শোসাল মাণব পুচ্ছা–শোসাল মানব প্রশ্ন

১১১৮। যো অতীতং অনিসটি, (ইচ্ছাযন্তো শোসালো) অনেজো বিদুসংযো;
পারগু সব্বধম্মান, অথি পঞ্ঞানেন ঞাণবা। ১

অনুবাদ ঃ ভাগ্যবান শোসাল বলিলেন– তিনি অতীতদর্শী, কুজ্ঝটীন, সংসারহীন, সর্বধর্মে পারদর্শী, আমি তাঁহার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবী।

১১১৯। বিদুসবুপসঙ্কমিসসং, সব্বসংপস্সতংবিনে,
অদ্ধুগতং বরিন্দা চ, অথি কিঞ্চীতি পসসতো,
ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথা নেরো ন বজ্জিয়ো। ২

অনুবাদ ঃ হে সখা! তিনি বুদ্ধজ্ঞানের সাক্ষাৎসম্ভূত, তিনি সর্বজ্ঞতার বস্তু পরিদৃষ্ট বলিয়াছেন, যাঁহার "অন্তরে এবং বাহিরে কিছুই অস্তিত্ব নাই" ইহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করিয়েছি। তদ্দর্শন বাক্তি কিরূপে (জন্ম) চালিত হইবেন?

১১২০। বিঞ্ঞাণপ্পটিচ্চবো সন্তা, (শোসালাতি ভগবা) অভিঞ্ঞায় ধম্মাসো।
যিট্ঠীমানেন কামেসি, বিদুতা উপসন্তো। ৩

অনুবাদ ঃ ভগবান শোসালকে বলিলেন– হে শোসাল! সব বিজ্ঞানের স্থিতি অবলম্ব হইয়া তিনি বিদুত্ত ও উপসন্তাব হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে তথাগত অবগত আছেন।

১১২১। অবিজ্জপচ্চয়া লোকো, নন্দী সংযোজনং ইতি,
এবমেতা অভিঞ্ঞায়, ততো তত্থ বিপস্সতি;
এতং ঞাণং তথা তস্স, বুদ্ধপাসু দুবিমুত্তিনো। ৪

অনুবাদ ঃ "অবিদ্যাদো ইন্দ্রিয়সুখরূপ সংযোজনের উপত্তি অসম্ভব', ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি যে বিষয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত বুদ্ধগণের জ্ঞান।

শোসাল মানব প্রশ্ন সমাপ্ত।

---০---



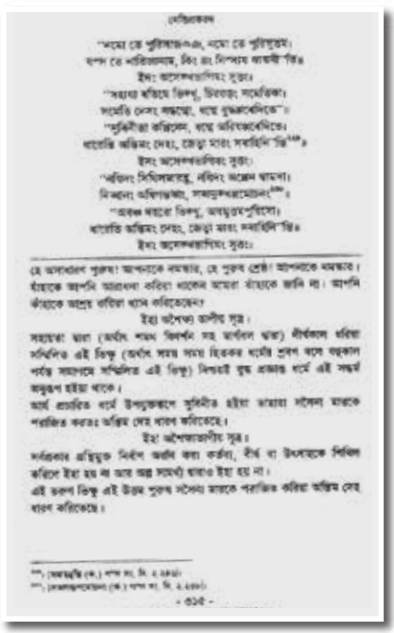
৩০৮ অনুবাদসাহিত্য

অনুবাদ ঃ অধিবেদগণকে জ্ঞাত হইয়া, তিনি সর্ববন্ধুর আনন্দদাতা। তিনি শান্ত, তিনি সংসারাপগু অনুসন্ধানকারীদের গ্রন্থের সমাধান করেন।

১১৫৫। অসংহীরা অসংকুপ্পা, যস্স নত্থি উদাহু কুহিং,
অন্তগু পরিনসারি ন সেহি কপ্পতি, এবং যং ধারেহি অধিমুত্ত হিতিতি। ১৯

অনুবাদ ঃ তিনি অচেতা, তিনি অটল, কোথাও তাঁহার কোন তুলনা নাই, আমি তাঁহার নিকট অপগাই গমন করিব, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সংকল্পবদ্ধ, ইহা অবগত হও।"

পারায়ণানুগীতি গাথা সমাপ্ত।
পারায়ন বর্গ সমাপ্ত।



খেত্তিকরণ

"নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ, নমো তে পুরিসুত্তম।
যস্স তে নাভিজানাম, কিং ঞা সিপ্পং গতাগতি"ন্তি।
ইমং অসেক্খপদিয়ং সুত্তং।

"সহায়া কথিতে কিন্তু, ভিরবত্তং সমেতিকা,
সমেতি সেব্য সন্ধায়ো, সাধু দুক্কটবেদিতে"।
"সুকিট্ঠা কম্মিনো, সাধু অবিসংবাদেতিকে,
ধারেতি অত্তিনং সেব্য, ঠেত্তু মাতা সমাধিনি"ন্তি"[১],
ইমং অসেক্খপদিয়ং সুত্তং।
"অতিথি সিখিসমাহারু, নবিনং অত্তনে ধনং।
নিব্বানং অধিগচ্ছন্তা, সমাযুপ্পরমোসনং"[২]।
"তথেব সহায়া কিন্তু, অবত্থত্তয়পুরিসো।
ধারেতি অত্তিনং সেব্য, ঠেত্তু মাতা সমাধিনি"ন্তি।
ইমং অসেক্খপদিয়ং সুত্তং।

হে অসাধারণ পুরুষ! আপনাকে নমস্কার, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। যাঁহাকে আপনি আরাধনা করিয়া থাকেন আমরা তাঁহাকে জানি না। আপনি তাঁহাকে অগ্রস্থ গতিরা থাকে করিতেছেন?

ইহা অশৈক্ষ্য কনীয় সূত্র।

সহায়কা ভাব (অর্থাৎ সমস্ত সময় হিতকর ধর্মের শ্রবণ বলে সহকার পরিত্র সহায়ত্বে সম্মিলিত এই ভিক্ষু) নিশ্চয়ই বুদ্ধ প্রজ্ঞাত ধর্মে এই সম্বর্ধ অনুভব হইয়া থাকে।

আর প্রাতিহক পার্শ্বে উপযুক্তরূপে পুরিসীর হইয়া আত্মায় সাসেন মাত্রকে পরাজিত করতঃ অক্ষিত সেব থাকে করিতেছে।

ইহা অশৈক্ষাসীয় সূত্র।

সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক নিবেদ অর্জন করা কর্তব্য, যাঁহা না উৎপন্নকে সিদ্ধি করিলে ইহা হয় না আর অন্ত সমাধি ধারণ হয় না।

এই কারণ ভিক্ষু এই উত্তম পুরুষ সেবায় মাত্রকে পরাজিত করিয়া অক্ষিত সেব ধারণ করিতেছে।

---

[১]. [অঙ্গুত্তরনিকায় (ক.) খুদ্দক নং. নি. ২.২৪৫।]
[২]. [সংযুক্তনিকায়ো (ক.) খুদ্দক নং. নি. ২.২৪৩।]

- ৩১৫ -

নমুনা কপি



ধম্মপদ

সো সোচতি, সো বিহঞ্ঞতি,
দিস্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো ।১৫

পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে, সে দীন মন্দ কর্ম দেখিয়া অনুতপ্ত ও মর্মাহত হয়।

১৬ ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি,
কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি ;
সো মোদতি, সো পমোদতি
দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো ।১৬

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয়লোকেই আহ্লাদিত লাভ করেন। দীন কর্মশুদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন।

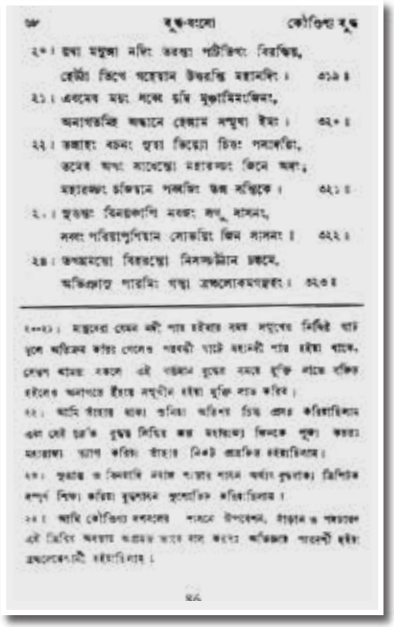
১৭ ইধ তপ্পতি, পেচ্চ তপ্পতি,
পাপকারী উভয়ত্থ তপ্পতি,
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি,
ভিয্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো ।১৭

পাপী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মনস্তাপ ভোগ





নমুনা কপি



৬৮ বুদ্ধ-বাণী কৌণ্ডিন্য বুদ্ধ

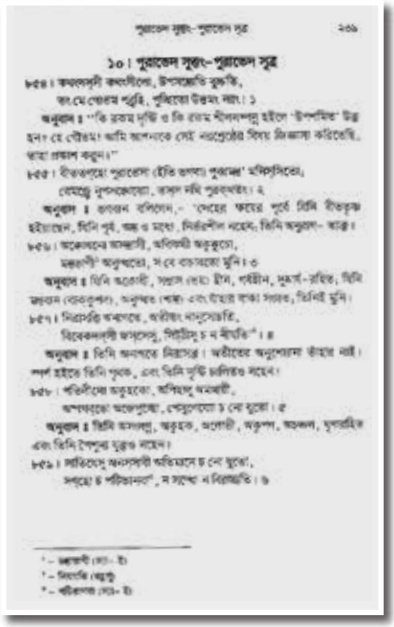
২৩। ইধা মধুমা নদিং তরন্তা পটিকিণ্ডং বিরজ্ঝিয়,
হেট্ঠা তিণ্ণে পতরমান উপরট্ঠি মহানদিং। ৩১৯।
২১। এবমেব মযং সত্থে ত্বমি মুত্তামিমজ্জিনং,
অনাথরূপি অদ্ধানে হেরাম মধুধা ইধ। ৩২০।
২২। তস্সাহং বচনং সুত্বা কিচ্চো চিত্তং পসাদযিং,
তত্থেব অদ্ধা সাবেত্থো মহারত্তং জিনে অহং,
মহারত্তং চক্কিত্বান পল্লঙ্কিং উজু মণ্ঠিকে। ৩২১।
২৩। সুতত্তং বিমলক্খণি মনত্তং ঞাণু বাসনং,
নমং পরিয়াপুণিত্বান লোকট্ঠিং জিন বাসনং। ৩২২।
২৪। তস্সমযো বিরত্তস্সো বিমলস্সীনি চক্খুনে,
অক্কিক্খাত পারমিং পত্বা ব্রহ্মলোকমগাদ্ধরং। ৩২৩।

১০৮২। মন্ত্রগুলো যেমন নদী পার হইবার সময় সহায়ের নিমিত্ত থাকে তদ্রূপ অভিজ্ঞ কারণ গোপন পরবর্তী পার্শ্বে মহানদী পার হইয়া থাকে, সেরূপ থাকায় সকলে এই পরিজন তুমার মনের দুঃখ পার্শ্বে রক্ষিত হইলেও অনাগতে ইহার নদ্বর্তীন হইয়া দুঃখ পার করিব।

২২। আমি যাহার কথা শুনিয়া অভিশয় চিত্ত প্রসন্ন করিয়াছিলাম এবং সেই ৬৯তম বুদ্ধের নিকট জন্ম মরণকথা জিনকে পূজা করার অভিলাষ স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

২৩। সুবর্ণের ন্যায় অতি নরম শরীর গাত্র অর্থাৎ বুদ্ধগণ ত্রিশিক্ষার বস্তুর শিক্ষা করিয়া বুদ্ধত্বলাভ পূর্ণতাপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন।

২৪। আমি কৌণ্ডিন্য বলবলের শরণে উপস্থিত, তাঁহার ও পরবর্তী এই ত্রিবিধ অবস্থায় অত্যন্ত আদর যত্ন করত অভিজ্ঞতা পারমী দ্বারা ব্রহ্মলোকবাসী হইয়াছিলাম।



পুরাতেন সুত্ত- পুরাতেন সূত্র ২৩৯

১০। পুরাতেন সুত্ত- পুরাতেন সূত্র

৮৫৪। কথলসুনী কথলীসো, উপসন্তোতি মুত্তমি,
তং মে গোতম পুচ্ছামি, পুরিমো উত্তমং নরো। ১

অনুবাদ ঃ "কি ত্রিতয় মূর্তি ও কি রূপ শীলসম্পন্ন হইলে 'উপশান্ত' উক্ত হন? হে গৌতম! আমি আপনাকে সেই নরশ্রেষ্ঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা প্রকাশ করুন।"

৮৫৫। উত্তরণত্থে পুরাতেনো (ইতি ভগবা) পুঞ্চব্রহ্ম' মব্রবি,
হেমন্তে নুপসংকোচো, তাদা নদি পুরবত্থরং। ২

অনুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন,- 'দেহের ক্ষয়ের পূর্বে তিনি উপলব্ধ হইয়াছেন, তিনি পূর্ব, শুদ্ধ ও মহান। নির্জনশীল নহেন, তিনি অনুপম- বাক্য।

৮৫৬। অকোধনো অনাঘাতী, অবিমাসী অকুক্কুচো,
মন্তভাণী অনুদ্ধতো, স বে বাচযতো মুনি। ৩

অনুবাদ ঃ তিনি অক্রোধী, সরল (বহ) ঈর্ষা, পরশ্রীন, দুষ্কর্ম-রহিত, তিনি জ্ঞানবান (বাকসংযমী), অনুদ্ধত (শান্ত এবং যাঁহার বাক্য সারবান, তিনিই মুনি।

৮৫৭। নিরাসত্তি কথাসবে, অরীরং বাপুসন্ততি,
বিবেকদস্সী ভাসেয্যু, পিট্ঠীমু চ ন খীযতি"। ৪

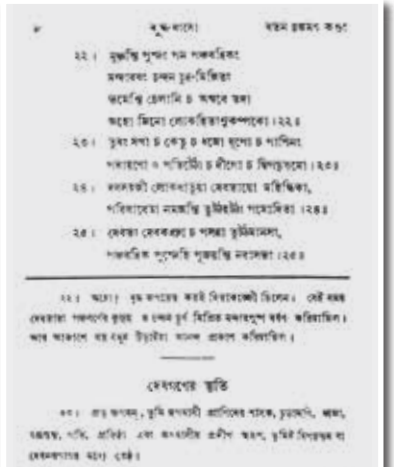
অনুবাদ ঃ তিনি অন্যায়ে নিরাসক্ত। অতীতের অনুশোচনা তাঁহার নাই। স্পর্শ হইতে তিনি পৃথক, এবং তিনি মূর্তি চরিত্রের নহেন।

৮৫৮। পরিনীতো অকুহকো, অশিসেসু অমচ্ছরী,
অপ্পমত্তকে অলোলুপ্পো, দেপ্পোলপ্পো ন বে মুনো। ৫

অনুবাদ ঃ তিনি অসংলগ্ন, অকুহক, অলোভী, অকৃপণ, অচঞ্চল, মৃদুপ্রকৃতির এবং তিনি বৈশিষ্ট্যে মুক্ত নহেন।

৮৫৯। সাধিনেসু অনসসাসী অতিমানে চ নো যুতো,
সন্তুট্ঠো চ পটিসন্তো, ন সদ্ধেয্য ন রিসসতি। ৬

১– ব্রহ্মচারী (৩৩- ই)
২– নিরাসক্তি (৩৩)
৩– পরিশান্ত (৩৩- ই)



৮ বুদ্ধ-বাণী ষষ্ঠম চতুষ্কম কণ্ড

২২। মুঞ্চন্তি পুপ্ফা গন্ধ পল্লবিনো
মন্দারবা চন্দন তুঙ্গিকিত্তা
ভবেন্তি ভোগানি চ অত্থবে ভবা
অহো জিনো লোকহিতানুকম্পকো। ২২।
২৩। তুরা সখা চ কেতু চ দণ্ডো মূলো চ পাণিনো
পত্তারহো ও পটিগ্গণ্হো চ বীতংসো চ বিঞ্ঞুনো। ২৩।
২৪। নমন্তরী লোকহিতায় দেবতায়ো মহিদ্ধিকা,
পরিবারেন্তি নমন্তি বুদ্ধিমন্তং পযোদিকা। ২৪।
২৫। দেবতা দেবরাজা চ পন্নগা চুর্ত্তমানসা,
পঞ্জলিক পুপ্ফেহি পুজযন্তি নরাসভং। ২৫।

২২। অহো! বুদ্ধ কখনও কারই বিষাক্তাক্তী ছিলেন। সেই কারণ দেবতারা পল্লবাদির কুসুম ও চন্দন চূর্ণ বিভিন্ন সময়সুযুগ বর্ষণ করিয়াছিল। আর আকাশে বহু বহু ঢক্কাবাদ্য বাদন প্রকাশ করিয়াছিল।

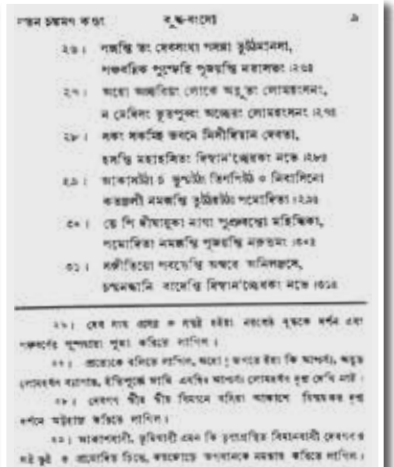
দেবগণের স্তুতি

২৩। প্রভু ভগবান, তুমি জগতবাসী প্রাণিদের পালক, চুড়ামণি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নীতি, প্রতিজ্ঞা এবং জগতবাসীর প্রতীক স্বরূপ, তুমিই বিশ্বাসকদের (দেবতাগণের) গুরু। ২৩।

২৪। জন সমূহ চক্রবালবাসী মহাবাহি বন্দনা দেবগণ, তাই তুমি ও প্রত্যেকটি চিত্ত দেহকে করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

২৫। প্রভু ও সখা চিত্ত, দেবতা ও দেব কন্যারা পল্লবাদির পুষ্প দিয়া মহাবোধ বুদ্ধকে পূজা করিতে লাগিল।

৪ "পরিষ্টি চ" কোন কোন মতে।



পঞ্চম চতুষ্কম কণ্ড বুদ্ধ-বাণী ৯

২৬। পঞ্জলি তা দেবসংঘা পসন্না বুদ্ধিমানসা,
পঞ্চবন্নিক পুপ্ফেহি পুজযন্তি মহাসক্কং। ২৬।
২৭। অহো অচ্ছরিয়া লোকে অদ্ভুতা লোমহংসনা,
ন হেদিসং ভূতপুব্বা অচ্ছেরা লোমহংসনা। ২৭।
২৮। নকা সকক্কি ভণিনে নিলীযিত্বান কেবলা,
হসন্তি মহাহসিতা বিম্হান'ত্থেকা নকে। ২৮।
২৯। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা গিরিগিট্ঠি ও নিবাসিনো
কত্তারো নমসন্তি বুদ্ধিমন্তং পযোদিকা। ২৯।
৩০। হে পি জীবাভূতা নাথা পুণ্ণলক্খা মহিদ্ধিকা,
পয়োদিকা নমসন্তি পুজযন্তি নরুত্তমং। ৩০।
৩১। সকীতিযো পবত্তেন্তি অথবে সন্নিসজ্জনে,
চন্দনজ্জালি বাহেন্তি বিম্হান'ত্থেকা নকে। ৩১।

২৬। দেব নাগ প্রভৃতি ও গন্ধর্ব গরুরাজ বুদ্ধকে বর্ষণ এবং পঞ্চবর্ণের পুষ্পরাজি পূজা করিতে লাগিল।

২৭। প্রত্যেকে বলিতে লাগিল, অহো! জগতে ইহা কি আশ্চর্য, অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার, ইতিপূর্বে আমি এরূপ আশ্চর্য লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখি নাই।

২৮। দেবগণ বীর বীর বিমানে বসিয়া আকাশে বিমানস্থ দৃশ্য বর্ণনে অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

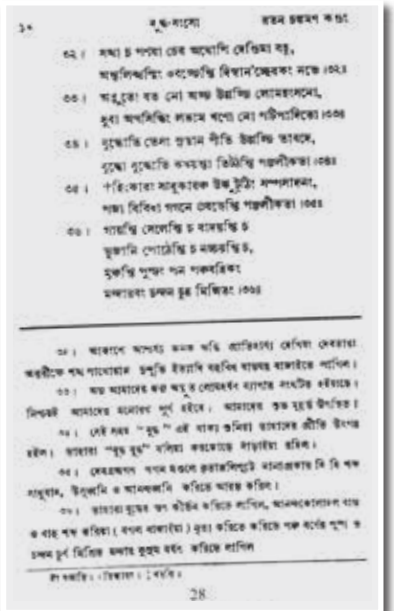
২৯। আকাশবাসী, ভূমিবাসী এবং কি ভূগর্ভস্থিত বিমানবাসী দেবগণও সেই বুদ্ধ ও প্রত্যেক চিত্তে, করজোড়ে ভগবানকে নমস্কার করিতে লাগিল।

৩০। নীলবু বলাহ, পুণ্যবান ও মহাশক্তিমান নাগগণও আনন্দিত মনে মহোরগ বুদ্ধকে নমস্কার এবং পূজা করিতে লাগিল।

৩১। দেবগণ আকাশস্থ আপনা বৃন্দ দেবিয়া অমিল-মার্গে পলায়ন করীত এবং কেহী বাহন করিতে লাগিল।

"বিমানে" পাঠান্তর। ঈ: সমমনা বিশেষ।

নমুনা কপি



১৮ বুদ্ধ-বাংলা প্রথম চতুষ্কম কাণ্ড

৫২। সন্ধা চ পণ্যা চেব অপ্যাণি বেণ্ডিয়া বহু,
অঙ্গুলিঙ্খিপ্তি ওণ্ডন্তিপ্তি বিজ্ঞান'ক্ষেত্রকং নক্তে ।৫২।

৫৩। অঠুকো বক মো অন্ত উল্লিপ্তি মোমহাসনো,
দুবা অখসিদ্ধি লাভম্ব খণো মো পটিপাদিকো ।৫৩।

৫৪। বুদ্ধোক্তি ভেলা পুরুষ নীতি উল্লিপ্তি তাবসে,
বুদ্ধো বুদ্ধোক্তি কথয়ন্তা তিট্ঠিন্তি পণ্ডলীকা ।৫৪।

৫৫। ণ'ক্রিকোরা সাবুকাবক উল্লুটিঃ সম্পলাহনা,
পাঙ্গা বিবিধা গাদনে তেবন্তিপ্তি পণ্ডলীকা ।৫৫।

৫৬। গাহন্তি লেণেপ্তি চ বাসন্তি চ
ভুঞ্জন্তি পোট্ঠেপ্তি চ নক্কন্তি চ,
মুক্তি পুণ্ডা পন পক্কবিকা
মন্দাভবা ভুঞ্জন্ত বুদ্ধ মিঞ্জিকং ।৫৬।

৫৮। আকাশে আপাত্য অনন্ত অধি প্রাণিকায়া বেণিয়া বেবতায়া অকরীতে পদ্য পাদযাত্রায় চুন্দুভি ইত্যাদি বহুবিধ বাদ্যয়ন্ত্র বাজাইতে শাগিল।

৫৯। অত আমাদের কথা আদুত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আমাদের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত।

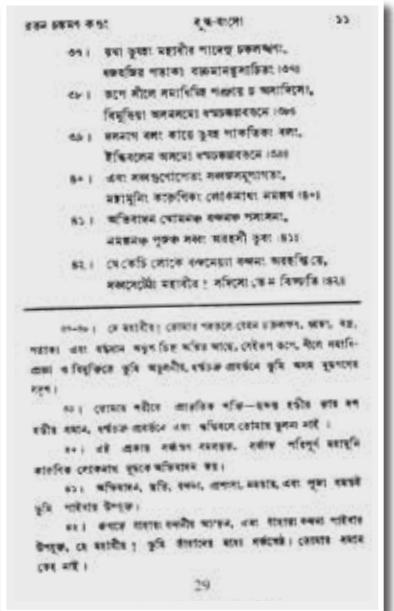
৬০। সেই সময় "বুদ্ধ বুদ্ধ" এই বাক্য শুনিয়া তাবতিংস জ্রীতি উৎপন্ন হইল। তাহারা "বুদ্ধ বুদ্ধ" বলিয়া কলকোহল করিতেছে।

৬১। দেবব্রহ্মগণ পঞ্চম মহাযজ্ঞ প্রবাহিপিত্তে বাদ্যভাণ্ডের সি ডি পঞ্চ বাদ্যধ্বনি ও আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

৬২। তাহারা বুদ্ধের গুণ কীর্তন করিতে লাগিল, আনন্দকোলাহল পাঞ্চ ও বাহ্য পঞ্চ করিয়া (বাদ্য বাজাইয়া) বুদ্ধা করিতে করিতে পঞ্চ কার্য পূণ্য ও চন্দন চূর্ণ মিশ্রিত জলের বৃষ্টি করিতে লাগিল

---

৫৮ বজ্রাদি। ৫৯ বিস্তারণ। ৬১ বাদ্যধ্বনি।



প্রথম চতুষ্কম কাণ্ড বুদ্ধ-বাংলা ১৯

৬৩। ইথা তুথা মহাবীর পাদেষু চক্রলক্ষণা,
পঞ্চত্রিংস পারাকা বাজমানবুসাদিকা ।৬৩।

৬৪। ভদ্রে নীলে সমাধিম্হি পঞ্চাবে চ অনাদিসো,
বিমুত্তিয়া অনবসেসা বণ্ডমক্কারবন্দনে ।৬৪।

৬৫। ধমনগে বলং কায়ে তুল্য পাকতিকা বলা,
ইদ্ধিবলেন অসমো বণ্ডমক্কারবন্দনে ।৬৫।

৬৬। এবা সকলবুণোসেসা সকলগুণসাগরা,
মন্ত্রামূলি: কারুণিকো লোকনাথো নমস্সথ ।৬৬।

৬৭। অভিবাদন যোগমক্ক বন্দনক পসাদনা,
নমস্সনক পূজক সব্বা অবহসী বুধা ।৬৭।

৬৮। যে কেচি লোকে বন্দনেয়্যা বন্দনা অবহন্তি যে,
সব্বসেট্ঠো মহাবীর : সদিসো মে ন বিজ্জতি ।৬৮।

৬৩-৬৬। যে মহাবীর! তোমার পাদতলে রেখা চক্রলক্ষণ, অর্থাৎ, পদ্ম, পতাকা এবং বজ্রাদি সমূহ চিহ্ন অঙ্কিত আছে, সেইরূপ তলে, নীলে সমাধি-প্রজ্ঞা ও বিমুক্তিতে তুমি অনুপমীয়, বন্দনক প্রণামে তুমি অসম মুনিগণের গুরু।

৬৭। তোমার শরীরে প্রাকৃতিক শক্তি—হস্তির ন্যায় বল হইতে অধিক, বন্দনক প্রণামে এবং অভিবাদে তোমার তুলনা নাই।

৬৮। এই প্রকার সর্ব্বগুণ সমন্বয়ক, সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ মহামুনি কারুণিক লোকনাথ বুদ্ধকে অভিবাদন কর।

৬১। অভিবাদন, স্তুতি, বন্দনা, প্রণাম, নমস্কার, এবং পূজা সমস্তই তুমি পাইবার উপযুক্ত।

৬২। জগতে যাহারা বন্দনীয় আছেন, এবং যাহারা বন্দনা পাইবার উপযুক্ত, হে মহাবীর! তুমি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তোমার সমান কেহ নাই।



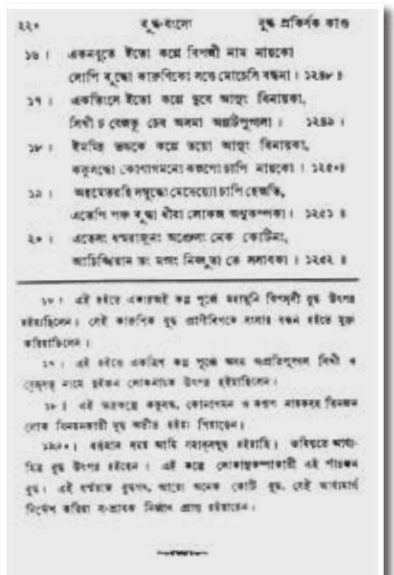
বীর্য-বিভাগ (তৃতীয় খণ্ড) ৭৩

তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। উহার ফলে বিংশতিবর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের পুত্রগণ চত্বারিংশবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হইবে। চত্বারিংশ বর্ষের আয়ুসম্পন্নগণের পুত্রগণ ষষ্টিবর্ষব্যাপী আয়ুসম্পন্ন হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু একশত অষ্টি বর্ষের হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু ত্রিশত বিশবর্ষের হইবে, তাহাদের পুত্রগণ ত্রয়শত চত্বিংশ বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু দুইসহস্র বর্ষের হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু চতুরিংসহস্র বর্ষের হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু অষ্টি সহস্র বর্ষের হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু দ্বিসপ্ততিসহস্র বর্ষের হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু চত্বিংশ সহস্র বর্ষের হইবে, তাহাদের পুত্রগণের আয়ু অশীতি সহস্র বর্ষের হইবে।

২৩। কিন্তুপন, অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের বুদ্ধোৎপন্ন পঞ্চশতবর্ষ যাবৎ বিনাশহোগ্য হইবে। ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে তিনিধ রোগের অধিকার হইবে- ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জরা। ঐ সময় জম্বুদ্বীপ সমৃদ্ধ ও স্ফীত হইবে। গ্রাম, নগর ও রাজধানীসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে যে, কুক্কুটগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। জম্বুদ্বীপ নলজল এবং শস্যবপন লাভ নিমিত্ত মনুষ্যজাতি হইয়া অতীব লাভ প্রতীয়মান হইবে। ঐ সময় বারাণসী কেতুমতী নামে রাজধানী হইবে, উহা সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনাকুল, মনুষ্যজাতি এবং সুক্ষিত হইবে। ঐ সময় জম্বুদ্বীপে রাজধানী কেতুমতী সপ্তযুত প্রাকারী সপ্তত্ত্ব পরিবৃত হইবে।

২৪। কিন্তুপন, ঐ সময়ে রাজধানী কেতুমতী নগরে শঙ্খ নামে রাজার অভিষেক হইবে, তিনি চক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্ত বিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং সপ্তরত্ন সমন্বিত হইবেন, তাঁহার এইরূপ সপ্তরত্ন হইবে, যথা- চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, এবং পরিণায়ক রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র হইবে- সাহসী সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সমগ্রতা পৃথিবী বিজয়ান্তে ও বিনাশহীন, ন্যায় ধার্ম্মিক ধারা, জয় করিয়া বাস করিবেন।

২৫। কিন্তুপন, ঐ সময়ে জগতে মৈত্রেয় নামে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভাগবানের আবির্ভাব হইবে, যেইরূপ অদ্য একণে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভাগবানরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি। তিনি ইহলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাৎসম্বোধজ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিবেন, যেইরূপ অদ্য একণে ইহলোক দেবলোক, ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাৎসম্বোধজ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিতেছি।



২২০ বুদ্ধ-বাংলা বুদ্ধ প্রকির্ণক কাণ্ড

১৬। একনবুতে ইতো কপ্পে বিপস্সী নাম নাহতো
সোণি বুদ্ধো কারুণিকো লভে মোহেসি বন্ধনা। ১২৪৮।

১৭। একতিংসে ইতো কপ্পে ভুবে আসুং বিনায়কা,
সিখী চ বেস্সভূ চেব অসমা অট্ঠমুপ্পলা। ১২৪৯।

১৮। ইতম্হি ভদ্দকে কপ্পে ভদ্দা আসুং বিনায়কা,
ককুসন্ধো কোণাগমনো কস্সপো চাপি নাহতো। ১২৫০।

১৯। অহমেতরহি সম্বুদ্ধো মেসেয্যো চাপি হেত্থকি,
এতেসি পঞ্চ বুদ্ধা বীরা লোকজ্ঞ অনুকম্পকা। ১২৫১।

২০। এতেসং ধম্মরাজূনং অপ্পমেয্যে সকে কোটিনং,
আদিচ্চিবন্ধন ভ: মনাং সিনুত্তা কে সদাবকা। ১২৫২।

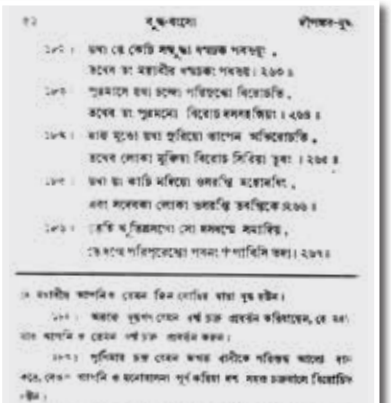
১৬। এই কল্পে একনব্বই কল্প পূর্ব্বে মহাবুদ্ধি বিপস্সী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই কারুণিক বুদ্ধ প্রাণীদিগকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

১৭। এই কল্পে একত্রিশ কল্প পূর্ব্বে অন্য অষ্টাপিপুলক সিখী ও বেস্সভূ নামে দুইজন লোকনাথ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

১৮। এই ভদ্রকল্পে ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কশ্যপ নামক তিনজন লোক বিনায়কারী বুদ্ধ অতীত হইয়া গিয়াছেন।

১৯-২০। বর্ত্তমানে আমি সম্যক্‌বুদ্ধ হইয়াছি। অবিদূরে আছে-ন্নি বুদ্ধ উৎপন্ন হইলেন। এই কল্পে লোকানুকম্পাকারী এই পাঁচজন বুদ্ধ। এই বর্ত্তমান বুদ্ধগণ, আমরা অনেক কোটি বুদ্ধ, সেই আবাহনীয় দিব্যচক্ষু করিয়া ন-প্রাবক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নমুনা কপি



৭২ বুদ্ধ-বন্দনা দীপঙ্কর-বুদ্ধ

১৮৩। ইথা যে কোটি সম্ভূতা পত্তাক পবত্তথু ,
তথেব তা মহাবীর পত্তাকা পবত্তরা। ২৬০।

১৮৪। পুরমাসে যথা চন্দো পরিপুণ্ণো বিরোচতি,
তথেব তা পুরমন্তো বিরোচ বনসব্বিহা। ২৬১।

১৮৫। যাব মুত্তো যথা সুরিয়ো তাপেন অভিরোচতি ,
তথেব লোকা মুক্তিয়া বিরোচ সিরিয়া তুয়া। ২৬২।

১৮৫। যথা যা কাচি মহিয়া ওসধিজি মহোসধি ,
এবা সদেবকা লোকা তণহক্খি তবত্থিকে ২৬৩।

১৮৬। যেহি খু জিনপুত্তেহো সো ধম্মপথে সমাহিতা,
তে কপ্পে পরিপূরেত্বো গমিসন্তি পদং সিবং। ২৬৪।

১৮৩। বাসীন আপনিও হেরুক জিন লোকির যাহা বুধ হউক।

১৮৪। অকাশ পুরণ হেলে পূর্ণ চন্দ্র প্রকাশ করিয়াছেন, হে মহা বীর আপনি ও হেরুক পূর্ণ চন্দ্র প্রকাশ করুক।

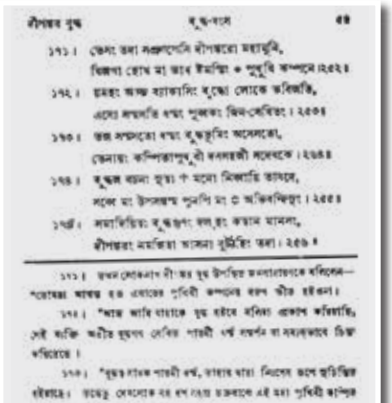
১৮৫। পূর্নিমার চন্দ্র যেরুপ কমল বনীকে পরিস্ফুল আলোর দ্বারা করে, সেরুপ আপনি ও মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া বশ সমহ চক্রবালে বিরাজিত হউন।

১৮৬। ভাষজ্ঞক যথা যেরুপ ঔষধ যারা অধিশয় বিরোচিত হয়, সেরুপ আপনি ও লোক পূর্ণ অথবা বাসনার বরুক হইতে মুক্ত হইয়া বুদ্ধত্বের যোগ্য হউন।

১৮৭। যেরুপ যে কোন নদী হয়। সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরুপ যেরুপভাবে পুন্য সোপকরণী আপনার নিকট সমাগত হউক।

১৮৮। যেরুপ আমি রাজাগণের স্তুতি ও প্রশংসা যাহ করিয়া, ভব-পারণী বর্ণ প্রাপ্ত পূর্বক ৭৮০ পূর্ণ করিয়াছি তদ্রুপ ভাবেতে প্রাপ্তে কাঁজাই লাভ।

* 'পত্তাকি'– পাঠান্তর।



দীপঙ্কর বুদ্ধ বুদ্ধ-বন্দনা ৭৩

১৭১। জেনে তথা লক্ষণগুলোনি দীপঙ্করো মহামুনি,
ঞিসো হোম্ম তা তার ইতিক্খি ৩ পুথুবি কম্পথে।২৫২।

১৭২। ইমস্মং অন্ত্য বাক্যানি বুদ্ধো লোকে কবিত্তি,
এসো লক্ষণসি বন্ধা পুজেয়ো জিন-সেবিতং। ২৫৩।

১৭৩। তস্স লক্ষণকো বন্ধা বুদ্ধভূমি অসেসকো,
জেনাহা কপ্পিকাপুথু বী বনসব্বী সমেথকে। ২৫৪।

১৭৪। বুদ্ধস বচনা যুত্তা ণ মনো মিচ্ছতি তাবদে,
সকে মা উপসম্পজ্জ পুনপি মা ৩ অভিবিজ্জিতা। ২৫৫।

১৭৫। মহাবিচিত্র বুদ্ধগুণা বন্ন্ত্রা কত্তম মামনা,
দীপঙ্করা মহাবিত্তা আসনা বুদ্ধিকি তথা। ২৫৬।

১৭১। বুদ্ধের লোকোত্তর দীপঙ্কর বুদ্ধ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বলিলেন— পৃথিবী অবশ্য এক এবাকের পৃথিবী কম্পনের বরুন ঘটিত হইবেন।

১৭২। "আজ আমি যাহাকে বুদ্ধ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলাম, সেই ব্যক্তি অতীত বুদ্ধগণ কর্তৃক পালনী পূর্ব সমর্পন ও মহাকরুনার চিহ্ন করিয়াছে।

১৭৩। "বুদ্ধের লক্ষণ পালনী বর্ণ, তাহার দ্বারা নিশ্চয় রূপে বুঝিতে হইবেছে। তাহেতু সেসলোকে বহু বন্দনা সকলকে এই মহা পৃথিবী কাম্পন করিবেছে।"

১৭৪। দীপঙ্কর বুদ্ধের বাক্য কবিতা রূপালের মনের উৎকর্ষ বিদ্যু দ্বিত করিয়াছিল। তাহারা কখনো আমার নিকট উপস্থিত হইয়া পুন্য আহরক অভিলাষ করিয়াছিল।

১৭৫। তখন ছিন্ন ভিন্নে বন পালনী বর্ণ ধ্বনিরূপে প্রকাশ পূর্বক দীপঙ্কর বুদ্ধের চরণে বন্দনা করিয়া পরাজয় করিয়া উপবিষ্টলেন।

* ন, ই, পালী। ‡ "অভিবিজ্জিতা" পাঠান্তর। অর্থ কম্পনে হইয়া অভি-কম্প ধাতু, পরাজয় হয়।



[বাহ]

প্রবর্তক, মনীষী, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকগণ প্রায়শ ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই মূলভাষা পালিভাষার পালি-বাংলা অভিধান লেখায় আমার এই প্রয়াস।

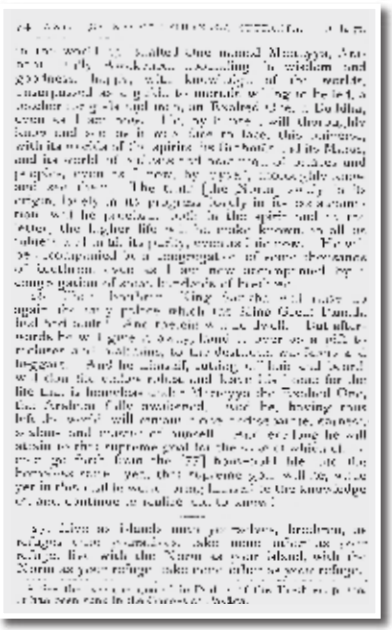
বৌদ্ধবিশ্ব নালান্দাসহ প্রাচীনকালীন তক্ষশালীন বৌদ্ধ শিক্ষাবিদ্যালয় সমূহ হইতে একটী স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। উহার নাম দেওয়া হয় মহাযান। মহাযান কর্মিদের সময়ে যে বৌদ্ধধর্মীয় সম্প্রদায় হয় উহাতে এই মহাযান মতবাদের বৌদ্ধসাহিত্যসমূহ অনুমোদিত হয়। এই বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি লিখিত হয় মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায়, যাহাকে বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষা বলা হয়। বৌদ্ধমতবাদের ক্রমিক ধারনায় সংখ্যানুসারে এই সম্প্রদায় দিল চতুর্থ সম্প্রদায়, কিন্তু উহা মহাযানী মতে হওয়ায় উহাকে যেহেতু একক সম্প্রদায়ের বর্ণ সংখ্যা হইতে বাদ দিয়া সিংহল থেরবাদী অন্যত্র প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতায় যে সম্প্রদায় অনুষ্ঠিত হয় উহাকেই বর্ণ সংখ্যায় গুরুত্ব করা হইয়াছে। বুদ্ধত্বের দ্বিতীয়বিদের সময়ে তক্ষশালীন বুদ্ধাবশেষ রাজকীয় মন্ডলায় (মান্দালয়) মহানন্দীতে যেরকম এম বৌদ্ধসম্মেলন হয়। পুনঃ স্থানীন বুদ্ধের প্রধানমন্ত্রী উ থু-এর ঐকান্তিক প্রচারণায় ও উদ্যোগে ১৯৯৮ বুদ্ধাব্দে (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে তারিখে) বুদ্ধের রাজধানী রেঙ্গুন মহানগরীর অন্তরবর্তী ইয়েগুতে মহাপাষান গুহায় যেরকম ষষ্ঠ বৌদ্ধসঙ্গায়নের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠ হয়। এই সম্প্রদায় একান্তিকরূপে ত্রয় ধর্মসকলা চর্চিতে থাকে। এই সম্প্রদায় পালি সাহিত্যের মূল, অর্থকথা, টীকাটিপ্পনিসমূহের মূল শব্দ ও মূল বাদানসমূহের প্রায় সংশোধন করা হইয়াছে, কিন্তু অক্ষয়ানিই যেরকমী মতওলির পরিবর্তন করা হয় নাই—যাহা মূল বুদ্ধসমূহের বুদ্ধিমত্তা উদ্ভাব করা হইয়াছে।

মহাযুগের নানা বিপর্যয়ে বৌদ্ধধর্মের মূলভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পরিমাণি ঘটে। ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে। তৎসাথে পালিভাষারও বিলুপ্তি ঘটে। পালিভাষা বৌদ্ধসাহিত্যের বিলুপ্তির সাথে সাথে উহা হইতে সাহিত্য-সম্পর্কীয় সর্বজন সমাদৃত কবিতা পরিভাষণ বীয় স্বাতীয় ভাষার উৎপত্তি সাধন করেন।

বুদ্ধদেশে যেরকম বৌদ্ধধর্মের সাথে পালিসাহিত্যের প্রসার মূল-পরম্পরায় প্রোজ্জ্বল থাকে। এতদেশে পালিভাষা যেরকমের সাথে পালিভাষার মূল শব্দের ধ্বনিসমূহ রক্ষাকল্পে উচ্চারণ অনুসারে অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে লঙ্কা ও ইউরোপে পুনরায় বুদ্ধাগম হইতে পালিসাহিত্য সমৃদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া তথেশীয় ভাষাতে পুনর্মুদ্রিত হইলেও সেই মূলভূমি প্রাপ্ত পালিসাহিত্য রয়, যেমন—"ভক্তি" শব্দের পরিবর্তে পড়িতে হয় "ভত্তি", "পণ্ডিত" শব্দের পরিবর্তে পড়িতে হয় "পত্তিতি"—এমন অনেক অনেক শব্দ। সময়ে সময়ে নানা দেশের উচ্চারণের বিভিন্নতা হেতু এক শব্দের বানান ভিন্ন ভিন্ন বা বহুল হওয়ায় শব্দ বাড়না ঘটিয়াছে, যেমন—"লিপিবিসর = লিপিবিসয়, "পণ্ডিত = পন্ডিতিসয়, "পণ্ডিত= পত্তিতি" ইত্যাদি। তাহেতু মূল পালির প্রায় শব্দ ভারতীয় শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যরহিত হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে ভারতে মূল পালিভাষার প্রচলন অতি বিরল, মুষ্টিয় শিয়াত্বে বলিলেই চলে। তথাপি উত্তর ভারতের মূল অঞ্চলের কথ্য ভাষার সহিত আসামের বুদ্ধ বহুভাষের ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া ও চাকমা বৌদ্ধদের কথ্যভাষার সাথে পালিভাষার ধ্বনি মিল রহিয়াছে। সুতরাং বানান পরিবর্তিত পালি শব্দগুলি ভারতীয়দের নিকট যেন কেমন বাঙ্গ উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। সেই কারণে শব্দগুলি হইলেও এই অভিধানে শব্দের কিছু কিছু বানান পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বাংলা বা ভারতীয় ভাষা বর্ণমূলক ভাষা, নিরিবাদে উচ্চারণযুক্ত বর্ণ প্রতি শব্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বহির্ভারতীয় যে কোনো ভাষা বাংলা বা ভারতীয় ভাষার ন্যায় বর্ণমূলক নহে বলিয়া তাহাদের দেশে ঔপনিবেশিক পালিভাষায় কল্পিত বর্ণ ব্যবহার করিয়া উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো হইতেছে, যেমন বাংলা ভাষায় "ড, ঢ" বর্ণ রহিয়াছে, উহার পরিবর্তে বুদ্ধঘোষ একশত্বে "ল্হ" বর্ণ করা হইয়াছে; কিন্তু ইংরেজিতে রোমান বা ল্যাটিন



গ্রন্থপঞ্জি

১. পবিত্র ত্রিপিটক, ২৫ খণ্ড, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি (ত্রিপাসো) বাংলাদেশ, প্রকাশিত, প্রকাশ ২০১৭

২. পবিত্র ত্রিপিটক পালি, ৪৬ খণ্ড, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি (ত্রিপাসো) বাংলাদেশ, প্রকাশিত, প্রকাশ ২০১৩

৩. পারাজিকা, অনুবাদক : ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু, প্রজ্ঞাবংশ সদ্ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশনী- ২০০৭

৪. পাচিত্তিয়, ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ অনোমদর্শী মহাস্থবির মহোদয়ের সকল শিষ্যবৃন্দ ২০১৩

৫. মহাবর্গ, প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, সার্বজনীন মহাসংঘদান, ছলক এলাকাবাসী, জুরাছড়ি ২০১৩

৬. চূলবর্গ, শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির, মেরাংলোয়া সীমা বিহার, রামু কক্সবাজার ২০০০

৭. পরিবার, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী ২০০৫

৮. দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড, রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির, রাজ- বিহার, রাজানগর, চট্টগ্রাম ১৯৬২

৯. দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি কলকাতা ২০০৮

১০. দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি কলকাতা ২০০৮

১১. মধ্যমনিকায়, প্রথম খণ্ড, শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ, ডি-লিট, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড ১৯৪০

১২. মধ্যমনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্ম্মাধার মহাস্থবির, ডা. শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়া, ১৯৫৯

১৩. মধ্যমনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ ডি,পি আর এস, সঙ্ঘজ্যোতি ভিক্ষু ও তৈমিদুং এলাকাবাসী ২০০৬

১৪. সংযুক্তনিকায়, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয়, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৩

১৫. সংযুক্তনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত আদিকল্যাণ ভিক্ষু, শ্রীমান শিবক শ্রামণ, বনভন্তে প্রকাশনী ২০১০

১৬. সংযুক্তনিকায়, চতুথ খণ্ড, শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, প্রকাশক: ডাঃ কল্যাণ বড়ুয়া ২০০৯

১৭. সংযুক্তনিকায়, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, রাঙ্গামাটি ২০১১

১৮. অঙ্গুত্তরনিকায়, প্রথম খণ্ড, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, ১৯৯৪

১৯. অঙ্গুত্তরনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, বনভন্তে প্রকাশনী, রাজবন বিহার, রাঙামাটি, ২০১১

২০. অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চম ও ষষ্ঠক নিপাত), ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, বনভন্তে প্রকাশনী, রাজবন বিহার, রাঙামাটি, ২০০৮

২১. অঙ্গুত্তরনিকায়, চতুর্থ খণ্ড, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, জুরাছড়িবাসী ও সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ ২০১১

২২. অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চম খণ্ড, ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, জুরাছড়িবাসী ও সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, ২০১১

২৩. খুদ্দকপাঠ, ভদন্ত মেত্তাবংশ ভিক্ষু, রাজবন বিহার রাঙামাটি ২০০৩

২৪. ধম্মপদ, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্টীট,কলকাতা ১৯৫৪

২৫. উদান, শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৩

২৬. সুত্তনিপাত, শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির, রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি, ১৯৮৭

২৭. ইতিবুত্তক, ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির, রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি, ২০১২

২৮. বিমানবত্থু, শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

২৯. প্রেতকাহিনী, শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৩০. থেরগাথা, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস মুদ্রিত ১৯৩৫

৩১. থেরীগাথা, ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি কলকাতা- ১৩৫৭ বাংলা

৩২. বুদ্ধবংশ, শ্রীধর্মতিলক স্থবির, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস মুদ্রিত ১৯৩৪

৩৩. দশ পারমী ও চরিয়াপিটক, ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, প্রকাশকঃ রোমেলী বড়ুয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম ১৯৮৮

৩৪. অপদান, প্রথম খণ্ড, ভদন্ত করুনাবংশ স্থবির, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৩৫. অপদান, দ্বিতীয় খণ্ড, ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৩৬. জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয়), ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৩৭. জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ), ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৩৮. জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ), ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৩৯. মহানির্দেশ, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, ত্রিপাসো বাংলাদেশ ২০১৪

৪০. চূলনির্দেশ, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির, ত্রিপাসো বাংলাদেশ ২০১৫

৪১. প্রতিসম্ভিদামার্গ, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন ভিক্ষু, ত্রিপাসো বাংলাদেশ ২০১২

৪২. নেত্তিপ্রকরণ, ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, রাউজান, চট্টগ্রাম, ২০১১

৪৩. মিলিন্দ প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৪৪. ধর্মসঙ্গণী, শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাথের, ২০১০

৪৫. বিভঙ্গ, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৪৬. ধাতুকথা, পুদগল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু, ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৪৭. যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়), ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৪৮. পটঠান (প্রথম ও দ্বিতীয়), ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৪৯. পটঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ), ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৫০. পটঠান (পঞ্চম), ত্রিপাসো বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০১৭

৫১. Tipitaka, Vinayapitaka, (The Book of The Discipline, (Vol : 1-6), Translated by

৫২. B. Horner, M.A., Published by, Pail Text Society, SuttaCentral, Published in 2014.

৫৩. Tipitaka, Suttapitaka, Digha Nikaya, Vol-1-3, translated from the pali By : T. W. Rhys davids, oxford university press warehouse, amen corner, e.g. 1899

৫৪. Tipitaka, Suttapitaka, Majjhima Nikaya, Vol-1-3, published in 1995, wisdom publications, Boston, Massachusetts, USA

৫৫. Tipitaka, Suttapitaka, Samyutta Nikaya, Vol-1-5, translated from the Pali by Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publications, USA, © 2000 .

৫৬. Tipitaka, Suttapitaka, Anguttara Nikaya, Vol-1-5, translated from the Pali by Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publications, USA, 2012.

৫৭. Tipitaka Suttapitaka Khuddaka Nikaya

৫৮. Tipitaka, Suttapitaka, The Dhammapada, translated by Acharya Buddharakkhita, Buddhist Publication Society Kandy, Sri Lanka, 1985.

৫৯. Tipitaka, Suttapitaka, Udana, a translation with an introduction & notes by hfinissaro bhikkhu (geof frey degraf F), 2012.

৬০. Tipitaka Suttapitaka Itivuttaka

৬১. Tipitaka, Suttapitaka, SuttaNipata, Translated by Laurence Khantipalo Mills, Published by SuttaCentral, 2015.

৬২. Tipitaka Suttapitaka Vimanavatthu

৬৩. 32 Tipitaka Suttapitaka Apadana Vol -1&2

৬৪. Tipitaka Suttapitaka buddhavamsa

৬৫. Tipitaka Suttapitaka cariyapitaka

৬৬. Tipitaka Suttapitaka The Jataka vol: 1-6

৬৭. Tipitaka Suttapitaka Patisambhidamagga

৬৮. Tipitaka, Suttapitaka, Nettipakarana, commentary edited by prof. E. Hardy, ph.d., dd. London, published for the pali text society by henry frowde, oxford university press warehous.

৬৯. Tipitaka, Suttapitaka, MilindaPanha- Part-1 & 2, Translated from the Pâli by T. W. Rhys Davids, The Sacred Books of the East, Oxford: The Clarendon Press, 1890.

৭০. Tipitaka Abhidhamma Dhammasangani

৭১. Tipitaka, Abhidhamma, Dhatukatha, Published by The Pali Text Society, Lancaster, 2007.

৭২. Tipitaka Abhidhamma Patthana1

৭৩. Tipitaka Abhidhamma Patthana2

৭৪. Tipitaka Abhidhamma Puggala Pannatti

৭৫. Tipitaka Abhidhamma Yamaka1

৭৬. Tipitaka Abhidhamma Yamaka2

৭৭. Sacred Books of the East. The Sacred Books of the East is a monumental 50-volume set of English translations of Asian religious texts, edited by Max Muller and published by the Oxford University Press between 1879 and 1910.

৭৮. Sir George Bernard Shaw in 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 1936

৭৯. Mohammed and Mohammedanism by Smith, R. Bosworth (Reginald Bosworth), 1839-1908, Publication date 1874

৮০. Topics Muhammad, Prophet, Islam, Christianity and other religions
History of the intellectual development of Europe
by Draper, John William, 1811-1882, Publication date 1875, Publisher London G. Bell

৮১. Muhammad Seal of Prophts, Muhammad Zafrullah Khan. Routledge and kegam paul, London, Brston and Aenly Rhys Davids-Gi Early Buddhism

৮২. কল্পসুত্র, শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেসের শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল কৃর্তক, বাংলা ১৩৫৩ ইংরেজী ১৯৪৬

৮৩. বৌদ্ধধর্ম্ম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশনায়-মাটিগন্ধা পরিবেশক বিভাগ, ফ্রেরুয়ারি-২০১৫

৮৪. ললিতবিস্তর (ভগবান বুদ্ধের জীবন চরিত্র), জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী কলি-৬, প্রকাশকাল- ১৯৯৯

৮৫. বিশ্বের ধর্ম পরিচিত, ড. মো: শাজাহান কবির, দিক দিগন্ত এম এ আওয়াল ইসলামপুর ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৯

৮৬. মহামানব বুদ্ধ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভূমিকা ও সম্পাদনা যতীন সরকার, রুক্কু শাহ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৮৭. গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন, ডঃ জগন্নাথ বড়ুয়া, নবরাগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১৪

৮৮. বৌদ্ধ দর্শন, রুক্কু শাহ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৮৯. শ্রদ্ধেশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাষ্ট্রপাল (কুরুরাজের থুল্লকোট্রিত নগরের অভিজাত ধনকুবের একমাত্র পুত্র), ভদন্ত জে, তিলোকানান্দ থের, জুলাই ২০১৪

৯০. মহাবীর সম্রাট আশোক, স্বপন মুখোপাধ্যায় (স্বপন), নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০৮

৯১. বৌদ্ধ ধর্মের কর্মবাদ বনাম সৃষ্টি রহস্য, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, অন্যধারা, ২০ জানুয়ারী ২০১৭

৯২. বৌদ্ধ রঞ্জিকা অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ, শ্রীনীলকমল দাস (বিপ্রদাশ বড়ুয়া এবং ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া সম্পাদিত, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫

৯৩. অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত, ড. কানাইলাল রায়, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৯৪. দাঠাবংস বুদ্ধের দন্তধাতুর ইতিহাস, ডক্টর বিমান চন্দ্র বড়ুয়া (অনুবাদ ও সম্পাদনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রকাশনা ও সংস্থা), ডিসেম্বর ২০১১

৯৫. বৌদ্ধ ধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১, জানুয়ারী

৯৬. দর্শন দিগদর্শন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন (ভূমিকা সম্পাদনা যতীন সরকার), রুক্কুশাহ ক্রিয়েটিভ প্রকাশনী, জুন, ২০১০

৯৭. ব্রহ্ম বিহার (মৈত্রী-করুনা- মুদিতা-উপেক্ষা, শ্রী জ্যোতিরঃপাল মহাথের, পালি বুক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯

৯৮. একই ধর্ম যুগে যুগে, আহমদ তৌফিক চৌধুরী

৯৯. কিষ্ণের বিশ্বরূপ ও কল্কি অবতার, আহমদ তৌফিক চৌধুরী

১০০. একটি শাশ্বত ধর্মের সন্ধানে, আহমদ তৌফিক চৌধুরী

১০১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

১০২. সীরাত খাতামান্নাবীঈন, মির্যা বশির আহমদ এম.এ.

১০৩. সীরাত বিশ্বকোষ, ১৪ খণ্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১০৪. সীরাতুন নবী, আল্লামা শিবলী নুমানী ও সোলাইমান নদভী, প্রকাশক: দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশ ১৯৯১ইং)

১০৫. নবী নেতা, মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা

১০৬. পালি বাংলা অভিধান, শীলরত্ন-ভিক্ষু সম্পাদনা, বাংলা একাডেমী, মার্চ ২০০২

১০৭. উপনিষদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০ সন

১০৮. ভবিষ্যপুরান, শ্রীমৎস্বামী পরমাত্মানন্দনাথ রৈব, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩

১০৮. মনুসংহিতা- মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সদেশ প্রকাশনী কলকাতা ২০১০

১০৯. কল্কিপুরান- ভঙ্গদাস- বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরী কলকাতা, ২০১৫

১১০. গীতা-অভয়াচরনারবিন্দ্র ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০১০

১১১. যজুর্বেদ-সংহিতা-শ্রীবিনবিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী- ২০১০

১১২.অথর্ববেদ -সংহিতা-শ্রীবিনবিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী- ২০১০

১১৩. ঋকবেদ (১ম ও ২য়)- সংহিতা- রমেশ চন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশনী- ২০১০

১১৪. সামবেদ- সংহিতা- পরিতোষ ঠাকুর- হরফ প্রকাশনী- ২০১০।

১১৫. বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা, ১৯৭০

১১৬. পবিত্র কুরআন অনুবাদ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত

১১৭. তফসীর ইবনে কাসির, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত

১১৮. তাফসীর রুহুল বায়ান

১১৯. মাজমাউল বায়ান ফি তাফসীরুল কুরআন,

১২০. কাসাসুল কুরআন, হিফজুর রহমান সেহয়াবারী

১২১. তাফসীরে হাককানী, আব্দুল হক দেহলবী

১২২. তফসীরে কুরতুবী,

১২৩. নূরুল কুরআন ১৭ খণ্ড,

১২৪. দিবাচ তাফসীরুল কুরআন, মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ,

১২৫. দাইরা মাআরিফ ইসলামীয়া উর্দু

১২৬. তফসীর মারেফুল কুরআন, লেখক আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত

১২৭. আগার আব ভী নাহ্ জাগে, মাওলানা শামস নবীদ উসমানী

১২৮. তফসীরে রূহুল মাআনী.

১২৯. বাংলাপিডিয়া ১০ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি

১৩০. মকতুবাত, মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহ.), প্রকাশক: আফতাবীয়া খানকাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা। প্রকাশ-১৯৭৬

১৩১. মুবাহাসা শাজাহানপুর, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবী (রহ.) সাহেব, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা

১৩২. রূহানী খাযায়েন, ২৩ খণ্ড, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা

১৩৩. তফসীরে ওয়াহেদী, মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান খান সাহেব

১৩৪. Revelation, Rationality, Knowledge and Truth, by Mirza Tahir Ahmad, fourth khalifa of Ahmaddiyya Muslim jamat

১৩৫. বুখারী শরীফ ১০ খণ্ড, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

১৩৬. মুসলিম শরীফ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

১৩৭. জামে তিরমিযি শরীফ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

১৩৮. সুনানে আবু দাউদ শরীফ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

১৩৯. সুনানে ইবনে মাযা শরীফ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

১৪০. সুনানে ইবনে নেসাই শরীফ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

লেখক পরিচিতি

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন-এর জন্ম সুনামগঞ্জের এক মুসলিম বনেদি পরিবারে। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে সুনামগঞ্জেই। মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি চলে আসেন ঢাকায়। ধর্মতত্ত্বের উপর শিক্ষা সমাপন করে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা পেশায় যুক্ত হন।

শৈশব থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি তুলনামূলক ধর্ম, সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগই তাঁকে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে লেখাপড়ায় আগ্রহী করে তুলে। এ বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়নের জন্য বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি তিনি উর্দু ও আরবী ভাষাও চর্চা করেন; কিছুটা সংস্কৃত ও পালি ভাষার জ্ঞানও রপ্ত করেন ।

ধর্ম ও দর্শনে গবেষণার জন্য তিনি ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। নিজ দেশেও অধিকাংশ সময় তাঁকে বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করতে হয়।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর ধর্ম-বিষয়ক কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান 'একেশ্বরবাদী বুদ্ধ' গ্রন্থটি তাঁর প্রথম মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ।

একেশ্বরবাদী বুদ্ধ

এই গ্রন্থ ত্রিপিটকের ২৫ খণ্ডের ৫৯টি বইয়ের উপর গবেষণার ভিত্তিতে লেখা। এতে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাহিরে আড়াই হাজার বছরের অমানিশায় আচ্ছাদিত কিছু ধ্রুব সত্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে-

মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ–

- একেশ্বরবাদী ছিলেন
- ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন
- ঈশ্বরের স্বরূপ ও পরিচয় তুলে ধরেছেন
- ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন ও তাঁর আরাধনা করতেন
- ঈশ্বরের সাথে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল
- অন্যদেরকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন
- পরকাল, স্বর্গ-নরক ও শয়তানের অস্তিত্বেও বিশ্বাস রাখতেন
- ঈশ্বর সম্পর্কিত অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাসের সমালোচনা করেছেন
- নাস্তিকতার নিন্দা করেছেন
- নাস্তিক্যবাদ বুদ্ধের প্রতি আরোপের বারোটি কারণ চিহ্নিত করণ
- বৌদ্ধ শাস্ত্রে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা
- বৌদ্ধ শাস্ত্রে মৈত্রিয়া বুদ্ধ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী
- বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মে শেষযুগের লক্ষণাবলীর বর্ণনা এক ও অভিন্ন
- ইসলামের দৃষ্টিতে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ



Ekeshhorbadi Buddha
by **Shah Mohammad Nurul Amin**

Published by
Intercon Associates
Arambagh, Motijheel, Dhaka- 1000

Price
BD $ 400.00, US. $ 10.00, UK. £ 7.00

ISBN: **978-984-927-880-1**